দুই খণ্ড একত্রে

ANIK

FAYSAL

মাসুদ রানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

হ্যালো, সোহানা

সোহানাকে কথা দিয়েছিল রানা,
পেনাং দ্বীপের 'পেস্তা পুলাউ' উৎসবে
দেখা হবে দু'জনের।
দিনে ডুব দেবে ওরা বাটু ফারেঙ্গী সৈকতের
সমুদ্র গভীরে–ড্রাগনস্পটে, রাতে ডুব দেবে
একে অপরের মনের গহীন গভীরে; তুলে আনবে
মণি-মুক্তো যে যা পায়।
ড্রাগনস্পটে ডুব দিয়ে সোহানা তুলে আনল
ছুরি, কাঁটা, চামচ–ঘর-সংসারের সামগ্রী।
আর রানা?
রানা তুলে আনল ছোট্ট একটি অ্যাম্পুল।
কিসের অ্যাম্পুল ওটা? ভয় দেখাতে চাইছে
কেন ওদের দুর্ধর্ষ বুকিত নাসেরী?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
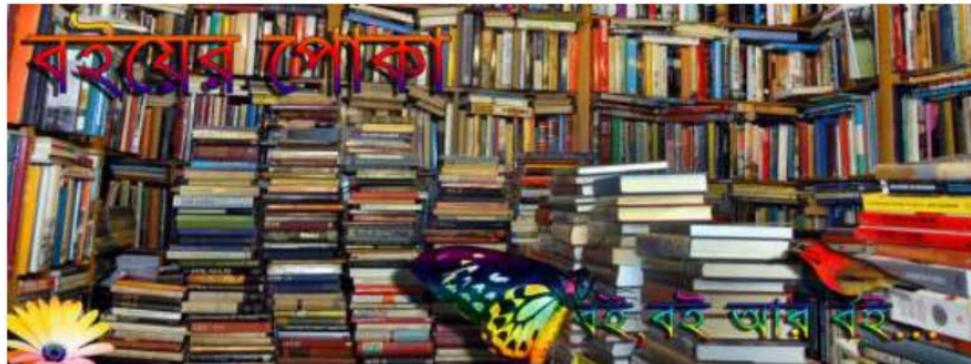
রানা ভলিউম ২৫

হ্যালো, সোহানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সেবা
প্রকাশনী

পঁয়ত্রিশ টাকা

ISBN 984-16 7425-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

রচনাঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-25
HALLO, SOHANA
By Qazi Anwar Husain
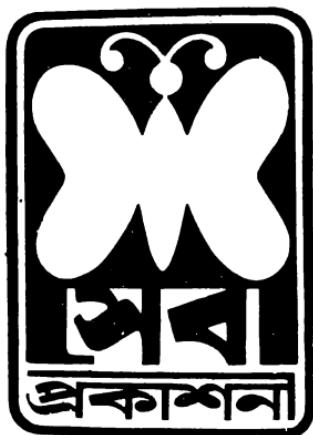
হ্যালো, সোহানা ১

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০

এক

পেনাং। মালয়েশিয়া।

হোটেল মের্লিন।

'ডিলিরিয়াম'—ডিসকো রুমের নাম।

জমে উঠেছে সন্ধ্যে থেকেই। এখন বাজছে স্লো নাম্বার। লোকাল পপ-দল আবহ সৃষ্টি করেছে। এতক্ষণ যারা ফ্লোরে ছিল কেউ কেউ এসে চেয়ারে বসছে। দু'এক জোড়া সঙ্গীতের তালে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নাচছে। নৃত্য নয়, সঙ্গ উপভোগ। দুলছে অবিচ্ছিন্ন জোড়া জোড়া শরীর। মৃদু আলোয় আসছে নতুন নতুন জোড়া। অ্যাটেনডেন্ট এনে বসাচ্ছে রিজার্ভড-টেবিলে। সারং পরা ওয়েট্রেস সার্ভ করছে টেবিলে নানান পানীয়। হুইস্কি বিয়ার ওয়াইন, সেই সঙ্গে সার্ভ করছে স্থানীয় লিকার টোডি। বিদেশীদের কাছে টোডিই সবচেয়ে জনপ্রিয়।

পুশ-ডোর খুলে গেল। একহাতে মেলে ধরেছে অ্যাটেনডেন্ট দরজা। মাথা সামনে হেলিয়ে নবাগতাকে জানালো সম্ভাষণ। মৃদু হাসি উপহার দিয়ে নবাগতা এসে দাঁড়ালো ডিলিরিয়ামের মৃদু আলোয়।

'টেবিল নাম্বার, ম্যাডাম?' আর একজন অ্যাটেনডেন্ট এসে দাঁড়ালো, মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করলো।

'নো রিজার্ভ,' নবাগতা বললো, 'আই জাস্ট ওয়াক্‌ড্ ইন—মে আই…?'

নবাগতাকে ওপেন টেবিলে নিয়ে বসানো হলো।

ওয়েট্রেস এসে দাঁড়ালো। মুখে মৃদু হাসি। জিজ্ঞেস করলো, 'অপেক্ষা করবেন কি কারো জন্যে?'

'নো,' নবাগতা হাসলো, 'আমাকে দেবেন কোকাকোলা।'

নবাগতার পরনে শাড়ি। কালো ফ্রেঞ্চ-সিফন। হলটার-নেট ব্লাউজ। রেশমের মত চুল ছেড়ে দেওয়া। অনিন্দ্যসুন্দর মুখটি ফ্রেম করেছে চুল। শুধু একগুচ্ছ বিচ্ছিন্ন ভাবে নেমে এসেছে বাঁ চোখের ওপর। হাতের কুমীর-চামড়ার ব্যাগ নামিয়ে রাখলো চেয়ারের পাশে।

সবার দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল নবাগতাকে। অন্তত একবার। ব্যাণ্ডে বেজে উঠলো দ্রুত লয়ে একটা পুরানো সুর। টেবিল থেকে উঠে গেল আরো দু'এক জোড়া।…ফ্লোরে সাইকাডেলিক আলোর খেলা শুরু হলো। রঙীন আলো তৈরি করছে নানা রকম প্যাটার্ন।

নবাগতা চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে।

বাদকদল স্টেজ থেকে নেমে গেল। এবার চারদিকের গোপন স্পীকারে বেজে উঠলো ড্রামের বুক কাঁপানো বিট। নবাগতার টেবিলে রাখা হাতের আঙুলগুলো তাল ঠুকছে। ফ্লোরে জোড়া জোড়া শরীরগুলো উদ্দাম তালে তাল মিলিয়েছে।

নবাগতা তাকালো চোখ তুলে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক সোনালী চুলের তরুণ। ট্রাভোল্টা মার্কা চেহারা। ব্যাকব্রাশ করা চুল। থ্রি পীস সাদা স্যুট। টাই নেই। লাল শার্টের কলার বাইরে বের করা।

'আমি উইলী মুলার। এ নাচটা কি আপনার সঙ্গে নাচতে পারি?' ছেলেটি জার্মান-ইংরেজি উচ্চারণে মনে হলো। হাতটা বাড়িয়ে রেখেছে।

যুবকটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নবাগতা মৃদু হাসলো। বললো, 'সরি... ওয়েটিং ফর মাই হাসব্যাণ্ড।'

স্পীকারে চিৎকার করছে টিনা চার্লস—'ডান্স লিটল লেডি, ডান্স।' ফ্লোরে ঝকমক করে উঠলো বিটের তালে তালে বিদ্যুৎ চমকানো আলো।

নাহ্, কোকের গ্লাস অর্ধেক খালি করেই উঠে পড়লো নবাগতা। যাকে খুঁজছে, সে নেই এখানে। বেরিয়ে যাচ্ছে সুইং ডোর ঠেলে।

ফ্ল্যাশ জ্বললো। গ্রীবা বাঁকিয়ে চাইলো নবাগতা। এক তরুণ ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে। পা বাড়াতে গিয়ে বাধা পেল। পিছু নিয়েছে সোনালী চুলের ট্রাভোল্টা।

'রাত তো কেবল শুরু,' ট্রাভোল্টা বললো।

'আমার শেষ,' নবাগতা বললো হাসি মুখে।

'আপনার হাসব্যাণ্ড এলেন না, মিস চৌধুরী?'

সুন্দর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল নবাগতার। জবাব দিল না।

'আমি কি আসতে পারি তোমার সঙ্গে?'

'না।' হাঁটতে শুরু করলো নবাগতা।

'তুমি কি ট্যুরিস্ট?' পাশাপাশি হাঁটছে ট্রাভোল্টা।

'হ্যাঁ।'

'কোন হোটেল?'

'এই হোটেল।'

'রুম নাম্বার?'

'ও. কে—' দাঁড়িয়ে গেল নবাগতা। হাসলো, 'সী ইউ টুমরো।' দ্রুত এগিয়ে গেল করিডর ধরে। সোনালী চুলের ছেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। হতাশ হয়েছে খুব আবার এগোতে গিয়ে দেখলো তার আগেই সুন্দরী মেয়েটির পাশে পৌঁছে গেছে ফটোগ্রাফার।

নবাগতা লিফটে উঠতেই তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ফটোগ্রাফার। বললো, 'আমি স্ট্রেইট টাইমসের সোসাইটি ফটো-রিপোর্টার।' ফটোগ্রাফার বের করলো ছোট নোট বুক। বললো, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

নবাগতা বটনে চাপ দিতে গিয়েও থেমে গেল। তাকালো ফটোগ্রাফারের দিকে। বললো, 'বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আজই। একা। নাম সোহানা চৌধুরী। নাউ উইল্ ইউ গো আউট, প্লীজ?'

ফটোগ্রাফার নেমে গেল কিছু না বলে।

সোহানা বটনে চাপ দিলো। দরজা বন্ধ হতেই মুখের হাসিটা ম্লান হয়ে গেল।

কই? কোথায় রানা?

থাই এয়ারেরই কানেকটিং ফ্লাইট ছিল ব্যাঙ্কক থেকে পেনাং।

বন্দরটির নাম ছিল জর্জ টাউন। এখনও আছে। কিন্তু লোকে পেনাং-ই বলে। ব্রিটিশ উপনিবেশের বিশাল বন্দরের নাম জর্জ টাউনই মানায়। কিন্তু সবুজ পাহাড়িয়া সূর্যালোকোজ্জ্বল রহস্যময় পূর্ব এশিয়ার সাগর দ্বীপের পুরানো নামই ফিরে এসেছে—পেনাং। বছরে শত শত ইউরোপীয় আসছে এই দ্বীপে সূর্য স্নান করতে। পাহাড়ে বেড়াতে।

ট্যুরিস্টদের সঙ্গে মিশে গেল সোহানা। পরনে শাড়ি দেখে এয়ারপোর্ট কর্মীরা কেউ কেউ মালয়েশিয়ান পাসপোর্ট প্রত্যাশা করছিল। বিদেশী পাসপোর্ট দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'ট্যুরিস্ট?' সোহানা 'হ্যাঁ' সূচক মাথা ঝাঁকাতেই জিজ্ঞেস করলো, 'এনি রিলেটিভ?'

'ঔপনিবেশিক আমলে ভারত থেকে জাহাজ ভরে আনা হতো শ্রমিক, রবার চাষের জন্যে। এখন তারা পুরোপুরি মালয়েশিয়ান। তাদের আত্মীয়রা কি বেড়াতে আসে?'

'এনি রিলেটিভ?' এম্বারগেশনের লোকটাও জিজ্ঞেস করলো একই প্রশ্ন।

'নো!' দ্রুত উত্তর দিল সোহানা। ওর জানা আছে এর পরবর্তী প্রশ্ন কি হবে। হলোও তাই—অ্যালোন?

'ইয়া,' সোহানা হাসলো, 'ফর এ হোয়াইল। হি উইল জয়েন মি…লেটার অন।'

সিল মারলো লোকটা। পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে বললো, 'ওয়েলকাম টু পেনাং।'

পেস্তা পুলাউ পেনাং…

পেনাং-এ এখন উৎসব। কথা দিয়েছে রানা, এই উৎসবমুখর পেনাং-এ দেখা হবে ওদের। কিন্তু…কোথায় সে?

সোহানা দাঁড়ায় হোটেলের ব্যালকনিতে। পরনে শুধু ড্রেসিং গাউন।

আগে সিঙ্গাপুর থেকে কুয়ালালামপুর এসেছিল। পেনাং-এ এই প্রথম। কিন্তু গাইড বুক দেখে সব কিছুই একেবারে মুখস্থ। যেমন একবারেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উঠবে হোটেল মের্লিন-এ।

পেনাং শহরের পেনাং রোড। এখানেই সব হোটেল। হোটেলের জানালাগুলো প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছে। নিচে সুইমিং পুল। আলো জ্বলছে পানির নিচে। এখনো কে সাঁতার কাটে? এতো একা লাগে কেন?

হোটেল কাউন্টারে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলো, 'একা?'

'আপাতত!' সোহানা হেসেছিল।

কাউন্টারে মালয়ী ছেলেটাকে একটু যেন বিব্রত মনে হলো। ইয়োরোপীয়ান একক তরুণী বা মহিলা আছেন, তাদের এ প্রশ্ন করা হবে না, সোহানা জানে। শাড়ি পরার জন্যেই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ওকে।

বেলবয়ও একই কথা বলেছিল, 'ম্যাডাম, সন্ধ্যার পর একা বের হবেন না। বের হতে হলে এসকর্ট করার মত কারও সাথে আলাপ করে নেবেন।'

যেহেতু শাড়ি পরা মহিলা—সেই সূত্রে আপন মনে করে উপদেশ দেওয়া। মেয়েদের সংরক্ষিত রাখার এশিয়ান মানসিকতা, যদিও এসব অঞ্চলের পুরুষরা অলস বলে আশপাশের দেশ থেকে কর্মী আমদানী হতো। মোট জন সংখ্যার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ বহিরাগত। এর মধ্যে ভারত থেকে আগতদের সংখ্যা কুড়ি লক্ষের মত।

আজ 'ডিলিরিয়াম' ছাড়া কিছুই দেখা হলো না।

ঘরে ফিরে এলো সোহানা, দাঁড়ালো বিছানার ওপর রাখা ডালা-খোলা স্যুটকেসটার সামনে। দেখছে। স্যুটকেসে বেশি কিছু আনেনি। নিজের পোশাকই শুধু। পোশাকের নির্বাচনও উদ্দেশ্যমূলক। অথচ নির্বাচনের সময় খেয়ালও করেনি। এখন লজ্জা পেলো। এনেছে কালো সিল্কের খাটো নাইটি। প্যারিসে কিনেছিল শখ করে। পরেনি কোনদিন। শোয়ার পোশাকই তিন সেট, অন্যদিকে লাল পেড়ে শাড়ি, তাঁতের সাদা জমিনে নীল বুটি তোলা শাড়ি। রানা এ শাড়ির ভক্ত। তারপর আবার পা বের করা কাফতান, খোলামেলা ককটেল ড্রেস, হটপ্যান্ট, বিকিনি ইত্যাদি। প্রায়ই দেশের বাইরে গিয়েছে অ্যাসাইনমেন্টে। পোশাক নির্বাচন করেছে সেই অনুসারে। অবসর যাপনের সময় খুব একটা পায়নি। এসব পোশাক কবে কিনেছিল, কেন কিনেছিল মনে নেই। পরেওনি কোনদিন—এবার নিয়ে এলো...কেন?

'পেনাং-এ দেখা হবে...'

দেখা হবে?

এ পোশাক তো প্রেমিকার পোশাক। এই তো পেনাং—এই তো উৎসবের সময়।

কোথায় দেখা হবে?

কবে?

কখন?

বিছানা থেকে নামিয়ে ক্লজিটে রাখলো স্যুটকেস। স্যুটকেসেই এগুলো

থাকুক। যে কোন সময় হোটেল ছাড়তে হতে পারে। হ্যাঙ্গারে রাখলো আগামী দিনের জন্যে জিনসের প্যান্ট ও টি শার্ট, আগামী রাতের জন্যে কালো কাফতান। বাইরে বেরুতে হবে, ঘোরাঘুরি করতে হবে, যেখানেই থাকুক রানা, সোহানাকে খুঁজে পেতে যেন অসুবিধে না হয় তার।

শোয়ার জন্যে নাইটি নিলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ড্রেসিং গাউন ছেড়ে দিল গা থেকে। লুটিয়ে পড়লো ওটা পায়ের কাছে। বেড সাইড ল্যাম্পের কল্যাণে শরীরে আলো আঁধারির খেলা। কিসের শিহরণ? কিসের প্রত্যাশা? বুকের ভেতরটা শিরশির করে সোহানার।

নাইটি পরতে গিয়েও পরলো না। ওটা সোফার ওপর ফেলে দিয়ে বিছানায় বসলো। ঢুকে পড়লো ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে। নিভিয়ে দিল আলো।

নিচ থেকে যানবাহন চলাচলের আবছা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কানে আসছে সুরেলা হর্ন। রাত বাড়ছে। মিলিয়ে আসছে বন্দর-নগরীর কল-কোলাহল। কান পেতে শুনছে সোহানা। মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তবু সমগ্র দ্বীপে সে যেন একা!

রানা…রানা…

দুই সপ্তাহ আগে।

যুদ্ধ লেগেছে ইউরোপে।

বি সি আই বনাম ইউনিয়ন কর্স।

ঢাকা অফিস থেকে ত্রিশজন বিশেষ এজেন্ট যোগ দিয়েছে ইউরোপের নেট অপারেশনের রি-ইনফোর্স হিসেবে। ইয়োরোপ ডেস্কের প্রধান সলিল সেন জেনেভায়—কাজ করছে প্রধান কো-অর্ডিনেটর হিসেবে।

কাপু উ-সেমের মৃত্যুর পরপরই ইউনিয়ন কর্স রানাকে হত্যার ঢালাও নির্দেশ জারি করে এবং আঘাত হানে প্যারিস, রোম ও ব্রাসেলসের 'রানা এজেন্সি' অফিসে। প্যারিস অফিসে কাউকে না পেয়ে লণ্ডভণ্ড চুরমার করে দেয়া হয় সমস্ত আসবাব। রোমে গ্রেনেড মারে—একজন মহিলা সেক্রেটারি আহত হয়। একই দিনে ব্রাসেলস-এর অফিসে আক্রমণ চালায় তিনজন কালো পোশাকধারী। ওরা হত্যা করে ব্রাসেলসের এজেন্সি-প্রধান রকিবকে। কিন্তু দুজন কালো পোশাকধারী আহত হয়ে ধরা পড়ে। ওদের কাছ থেকে জানা যায় লণ্ডনের বাংলাদেশ হাই কমিশনারকে হত্যার পরিকল্পনা।

পরদিন লণ্ডনের কুইনস রোডে একটি গাড়ি গুলিবিদ্ধ হয়ে উল্টে গেল। নিহতের সংখ্যা দুই। আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হলো। গাড়িটা ভর্তি ছিল অস্ত্রে।

পুলিস আক্রমণকারীর নিশানা পেলো না।

দু'দিন পর রোমের উপকণ্ঠে একটি নৈশক্লাবে মত্ত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হলো

এক বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী। খবরে সন্দেহ প্রকাশ করা হলো এ ছিল ইউনিয়ন কর্সের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

দু'দিনেই সমগ্র ইউরোপে রানা এজেন্সি যেন বেমালুম উবে গেল। মানুষগুলো যেন হলো ছায়া অথচ ঘটনা ঘটে যেতে লাগলো একের পর এক। অর্থাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে পাল্টা আক্রমণ হানতে শুরু করেছে রানা এজেন্সি।

খুন হলো ইউনিয়ন কর্সের ব্রাসেলস চীফ···মন্টিকার্লোর রুলেৎ-এর আখড়া উড়িয়ে দেওয়া হলো।···

খ্যাপা কুকুরের মত কামড় বসালো ওরা বিসিআই-এর পায়েও। দাঁত ভাঙা জবাব দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করলো না তারাও। পাগল হয়ে উঠলো গোটা ইউরোপের সবকটা সরকার।

জেনেভায় সলীল সেন বসিয়েছে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অফিস। সেখানে খবর আসছে যাচ্ছে কোডে। যে কোডের বাইরের চেহারায় মনে হবে চিংড়ি মাছ কেনা বেচা হচ্ছে।

মনাকো থেকে রানা যোগাযোগ করলো দুটো টার্গেট নির্দেশ করে। গ্রীসের সালোনিকির মাংস ডিলার ও হামবুর্গের এক নাইট ক্লাবের মালিক। তিমির আমস্টারডাম থেকে গেল হামবুর্গ, রূপা জেনেভা থেকে গ্রীস।

মরণ খেলায় মেতেছে যেন দুটো প্রচণ্ড শক্তি।

আশা করা গিয়েছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিসিআই-এর ভূমিকা বুঝি আত্মরক্ষা-মূলক হবে, কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো। শুধু মার খেলেই পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে না তারা—মনে হচ্ছে যেচে পড়ে আরও খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে ওরা ইউনিয়ন কর্সকে, যেখানে সেখানে হামলা চালাচ্ছে আচমকা। ঢাকায় বসে কলকাঠি নাড়ছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। তাঁর জানা আছে, ক্ষিপ্ত ইউনিয়ন কর্সের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না বিসিআই বেশিদিন; যতটুকু যা করার করতে হবে নেতৃত্বহীন ইউনিয়ন কর্সের বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়েই, পরিকল্পিত আক্রমণের মাধ্যমে।

ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে দু'পক্ষেরই। মরছে বিসিআই এজেন্টও, কিন্তু মারছে দশগুণঃ বেছে বেছে মাথাগুলোকে। ওদের পাশে থেকে অ্যাকশনে নেতৃত্ব দিচ্ছে মাসুদ রানা—গোটা ইউরোপে ঘুরছে সে চরকির মত।

কাপু উ-সেনের মৃত্যুর ঠিক দশ দিন পর।

ঢাকা।

ইলোরা জামানের আঁকা ভ্রু দুটির মাঝখানে একটা মস্ত প্রশ্নবোধক ভাঁজ। দু চোখের দৃষ্টি স্পর্শ করছে বারবার বন্ধ দরজাটা।

বন্ধ দরজায় কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজার বাঁ পাশে লাল আলোয় জ্বলছে 'নো অ্যাডমিশন'—সকাল থেকেই। মেজর জেনারেল রাহাত খান কোন ফোন রিসিভ

করছেন না। ইলোরার সামনে নানা রঙের রিসিভারগুলোর একটি ছাড়া সবগুলোতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে 'অ্যানসার সার্ভিসের' টেপ রেকর্ডার। টেপে ইলোরার কণ্ঠস্বরই বলে যাচ্ছেঃ 'মেজর জেনারেল এখন ব্যস্ত'। অন্যপক্ষের মেসেজ টেপে রেকর্ড হয়ে থাকছে।

মেজর জেনারেল সকাল থেকে ছিলেন টেলি কমিউনিকেশন বিভাগে। ইউরোপ থেকে আসা প্রত্যেকটি টেলেক্স পড়েছেন। পাল্টা টেলেক্স ডিকটেট করেছেন।

দশটা ত্রিশ মিনিটে ডাক পড়লো, জাহেদ, সোহেল ও সোহানার। ওরা প্রত্যেকেই বসেছে টেলি কমিউনিকেশন বিভাগে—টেলেক্স কোড ডিকোড করেছে। নতুন অফিশিয়াল নির্দেশ যাচ্ছে। জেনেভার সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে হট-লাইন। ইউরোপ প্রান্তে এ কয়দিন সমগ্র ঘটনা পরিচালনা করছিল সলীল। সলীল এখন ঢাকার পথে। দিল্লী থেকে টেলেক্স করেছে—থাই এয়ার ঢাকায় ল্যাণ্ড করবে পৌনে দশটায়।

দশটা ত্রিশে মীটিং সলীলকে নিয়েই।

জেনেভার 'রানা এজেন্সি' প্রধান এখন লিয়াজোঁ বজায় রেখেছে।

যোগাযোগ নেই রানার। জেনেভা অফিস জানিয়েছে রানা আছে সর্বত্র। কখনো একা, কখনো সদলবলে তীব্র আঘাত হানছে ইউনিয়ন কর্সের কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোপন অফিসের উপর। উধাও হয়ে যাচ্ছে পরক্ষণেই।

প্রত্যেকটি দেশেই বাংলাদেশ এম্ব্যাসী চেয়েছে অতিরিক্ত সিকিউরিটি। এরই মধ্যে তুরস্কে আক্রান্ত হয়েছে এম্ব্যাসী। গার্ডদের সঙ্গে গুলি বিনিময় হয় আক্রমণ-কারীদের। ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে পড়ছে যুদ্ধক্ষেত্র। ভয়ঙ্কর হচ্ছে আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণের বহর।

আর কতদিন? আর কতদিন টিকতে পারবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স? গভীর উদ্বেগে কয়েক বছর বেড়ে গেছে মেজর জেনারেলের বয়স। দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই চোখে। এই যুদ্ধের সম্ভাবনা টের পেয়েছিলেন তিনি অনেক আগেই। উ সেনকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে রওনা হওয়ার আগে রানার সাথে আলাপ করেছিলেন এ বিষয়ে। তবে কি হিসেবে কোথাও ভুল করেছিল রানা? রানা বলেছিল, দশ দিনের বেশি লাগবে না ইউনিয়ন কর্সের ক্রোধ সংবরণ করতে। কিন্তু কোথায়? দশ দিন হয়ে গেছে, যুদ্ধ থামার কোন লক্ষণই তো দেখা যাচ্ছে না। যতই বাহাদুরী দেখাক, তিনি জানেন, ইউনিয়ন কর্সের সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে আর সাতটা দিনও টিকতে পারবে না বিসিআই।

তাই জরুরী মীটিং ডাকা হয়েছে। ডেকে পাঠানো হয়েছে সলীল সেনকে। সলীলের কাছ থেকে পরিপূর্ণ রিপোর্ট শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে পরবর্তী পদক্ষেপের। ঠিক দশটা ত্রিশ মিনিটে কনফারেন্স রুমে এসে ঢুকলেন মেজর জেনারেল। চারদিকে কাঠের প্যানেলিং করা। ছাই রংয়ের কার্পেট। লম্বা টেবিল—কালো

বার্নিশ। টেবিলটা ঘিরে রেখেছে একই চেহারার ছাব্বিশটি চেয়ার। টেবিলের একপাশে তিনটি চেয়ারে বসে আছে সোহানা, সোহেল ও জাহেদ।

ওরা উঠে দাঁড়ালো।

মেজর জেনারেল ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন তাঁর জন্যে রাখা চেয়ারটির সামনে। তিনজনকে দেখলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, 'সলীল ইজ লেট।'

সোহানা আড়চোখে দেখলো দেয়াল ঘড়িতে বাজছে দশটা একত্রিশ।

সবাইকে বসতে ইশারা করে আসন গ্রহণ করলেন জেনারেল। কোন কথা বলছেন না। দরজায় লাল আলো তিনবার ব্লিপ দিলো, শব্দ হলো। কেউ প্রবেশ করছে ঘরে—তারই সংকেত। কেউ, অর্থাৎ সলীল সেন। অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি নেই।

সলীল সেন প্রবেশ করলো কনফারেন্স রূমে।

দরজার কাছ থেকে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখালো জেনারেলকে। এগিয়ে এলো। পরনে জার্নির পোশাক।

চেহারা দেখলেই বোঝা যায় বেশ কিছুদিন যাবত নিয়মিত জীবনযাপন করছে না সলীল।

সোহানার পাশের চেয়ারটাতে বসলো সলীল। হাতের ফাইল নামিয়ে রাখলো সামনে।

ইশারা করলেন জেনারেল সলীলের উদ্দেশে।

গড়গড় করে বর্ণনা করে গেল সলীল ঘটনার পর ঘটনা, জানিয়ে গেল তথ্যের পর তথ্য। একটি কথাও না বলে কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে সিলিঙের দিকে চেয়ে রয়েছেন রাহাত খান ধমকের ভঙ্গিতে। সবশেষে আবার বললো সলীল, 'স্যার, যুদ্ধ চলছে। বীরের মত লড়ছে আমাদের ছেলেরা। রানা এজেন্সি চলে গেছে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, সেখান থেকে ছোবল হানছে টার্গেট বেছে বেছে। প্রথম দিকে ওরা যেটুকু হিট করতে পেরেছিল আমাদের ক্যাজুয়ালটি তার চেয়ে আর বেশি হতে পারেনি। কিন্তু আমাদের এম্ব্যাসীকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। এ বিষয়টি অবশ্যি স্টেট টু স্টেট লেভেলের বিষয়। প্রতিটি রাষ্ট্র তিনগুণ প্রহরার ব্যবস্থা করেছে ইতিমধ্যেই। ফলে চেষ্টা করেও ওরা এখন আর আমাদের এম্ব্যাসীর ধারে কাছে ভিড়তে পারছে না। ওদের অসুবিধে অনেক। আমাদের এজেন্টরা রয়েছে ক্যামোফ্লেজ করে,' সলীল বলে চললো, 'কিন্তু ওরা কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারছে না আমাদের চোখ। এই যেমন তুরস্কে পাশা হামলাকারীদের অনুসরণ করে বের করে ফেলেছে ওদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোপন আস্তানা, অতি সহজে হত্যা করেছে পূর্ব ইউরোপীয় রিজিওন্যাল প্রধানকে। রানাকে শেষবার দেখা গেছে মনাকো মন্টিকার্লো রিভেয়ারায়। এখানে ইউনিয়ন কর্সের রয়েছে সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট। এখানকার ক্যাসিনোগুলোয় ওদের টাকা খাটছে, ওরা সারা পৃথিবী

থেকে আমদানী করছে মেয়েমানুষ, ড্রাগ। রানা ঢুকে পড়েছে ভেতরে। খুব সম্ভব আগামী তিনদিনের মধ্যে ইউনিয়ন কর্সের বৃহত্তম ক্যাজুয়ালটি ঘটবে এই এলাকায়। পাগল করে তুলেছি আমরা ওদের।'

'এই যুদ্ধ কতদিন চলবে আর?' জেনারেলের কণ্ঠে শীতলতা।

'কতদিন?' থমকে গেল সলীল।

'এ তো ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ,' একবার সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জেনারেল বললেন, 'কিসের জন্যে যুদ্ধ, বল তো? আমাদের আত্মরক্ষার জন্যে? ইউনিয়ন কর্সকে চিরতরে শেষ করে দেবার জন্যে?'

কেউ উত্তর দিলো না।

'আমাদের ছেলেরা সাহসী। কিন্তু এ সাহস তো কাজে লাগাতে হবেঃ আমাদের কাজে, দেশের কাজে। ইউনিয়ন কর্সের সঙ্গে এই রকম দিনের পর দিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে পারি না আমরা। এ রকম চলতে থাকলে ইউরোপ থেকে আমাদেরকে রানা এজেন্সি গুটিয়ে নিতে হবে। আমি তা চাই না।'

মীটিং স্তব্ধ হয়ে থাকলো। সোহানার মনে হলো এ ঘরটার তাপমাত্রা একটু বেশি নামিয়ে রাখা হয়।

নীরবতা ভাঙলো টেবিলে রাখা টেলিফোন।

একবার রিং হতেই রিসিভার কানে তুলে নিলেন মেজর জেনারেল।

'ইয়েস?' বলে চুপ করে রইলেন। কথা শুনছেন। তারপর বললেন, 'পাঠিয়ে দাও।'

রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'নতুন জরুরী টেলেক্স এসেছে।'

দরজায় লাল আলো ব্লিপ্ করলো তিনবার। দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতরে এলো টেলি-কমিউনিকেশনের নওয়াজেশ। ফাইলে ক্লিপ করা টেলেক্সটি রাখলো মেজর জেনারেলের সামনে। জেনারেল চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইশারা করলেন, 'ও. কে।'

নওয়াজেশ বেরিয়ে গেল।

মেজর জেনারেলের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে তাঁকে। তাকালেন সলীলের দিকে। 'কর্সের নতুন কাপু কে হলো?' জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের ইনফর্মেশন অনুসারে গতকালই নতুন কাপুর শপথ নেয়ার কথা,' বললো সলীল। 'নাম প্রস্তাব হয়েছে কয়েকটি। তবে সবচেয়ে সম্ভাবনা রয়েছে শার্ল মারিয়াকের।'

'টেলেক্সটা এসেছে সেই শার্ল মারিয়াকের কাছ থেকে।' মেজর জেনারেল এগিয়ে দিলেন টেলেক্সের ফাইলটা। বললেন, 'ওরা সিজ ফায়ার চায়। সন্ধি প্রস্তাব করেছে। লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে আগ্রহী।...সলীল, পড়ে শোনাতে পারো।'

সলীল পড়লো। যার বাংলা অর্থঃ আমি ইউনিয়ন কর্সের নব নির্বাচিত কাপু

শার্ল মারিয়াক। আমাদের মাননীয় কাপু উ-সেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিসিআই এবং রানা এজেন্সির সঙ্গে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে, সেটা আমাদের কাম্য নয়। এ বিরোধ ইউনিয়ন কর্সের কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিল সমর্থন করে না। আমাদের সর্বসম্মত মতামত হচ্ছে মাননীয় কাপু উ-সেনের ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল আপনাদের মাসুদ রানার বিরুদ্ধে, বিষয়টা ছিল দুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, কাপুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে। দলগত ভাবে আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনই আক্রোশ নাই। অতএব, আমি নতুন নেতা হিসেবে ইউনিয়ন কর্সের সকল সদস্যকে সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। নিজেদের স্বার্থেই আমরা সিজ ফায়ারের প্রস্তাব রাখছি। আমাদের স্বাক্ষরিত সন্ধি প্রস্তাব একই সঙ্গে ডাকযোগে প্রেরিত হলো।'

হাসি ফুটে উঠলো সবার মুখে।

'আমরা কি এই ধরনের একটা দলের সঙ্গে নীতিগত ভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'এখানে আমাদের চুক্তি হবে কৌশলগত নীতিগত নয়,' সলীল বললো, 'আমিও মনে করি এই সংঘর্ষে আমরা মূল দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেজর জেনারেল বললেন, 'স্বাক্ষর করবে রানা এজেন্সি। সলীল, তুমি ছেলেদের উইথড্র করো। রানাকে মেসেজ পৌঁছে দাও। মীটিং এখানেই শেষ।'

সবাই এক এক করে বের হয়ে গেল। সলীল গেল টেলেক্সের রূমে।

সোহানা বললো, 'স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো?'

'আমার এক মাসের ছুটি প্রয়োজন।'

এক মুহূর্ত মেজর জেনারেল দেখলেন সোহানাকে।

'খুব বেশি প্রয়োজন কি?'

মাথা ঝাঁকালো সোহানা। 'হ্যাঁ।'

'গ্র্যানটেড।' বলে বেরিয়ে গেলেন মেজর জেনারেল।

ঘুম ভাঙলো সোহানার।

ঘর আলোকিত। ব্যালকনির পর্দার উপর সূর্যের আলো পড়েছে। ভারী লাল পর্দা ভেদ করা আলো গোটা ঘরটাকে লালচে করে রেখেছে।

ফোন তুলে চায়ের কথা বললো। রূম সার্ভিস জানতে চাইলো ব্রেকফাস্ট কখন দেবে। সোহানা বললো, ''পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর।'

চোখ বুজলো সোহানা।

দরজায় নক…

কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লো ড্রেসিংগাউনে। সামনেটা হাতে চেপে রেখে দরজা খুলে দিলো। 'মর্নিং' বলে ওয়েটার ট্রে হাতে ঘরে এলো। ট্রে

নামিয়ে রেখে চলে গেল ছেলেটা।

সোহানা চা বানিয়ে সোফায় বসলো। ট্রে থেকে তুলে নিলো খবরের কাগজ। স্ট্রেইট টাইম। ঝকঝকে পত্রিকা। চেহারাতেই বোঝা যায় ট্যুরিস্টদের জন্যেই এটা বের হয়। প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতায় চলে গেল। এবং চোখ কপালে ঠেকলো। সোহানার ছবি—ঠোঁটে হাসি!

ক্যাপশন ঃ সোহানা অভ বাংলাদেশ।

দুই

হোটেল থেকে বেরিয়ে রিকশা নিলো সোহানা। এরা বলে ট্রাইশ। ড্রাইভার থাকে পেছনে। ট্রাইশওয়ালাকে গাইড বুক থেকে ঘুড়ির ছবি দেখিয়ে সেখানে যেতে বললো। ট্রাইশওয়ালা চাইনিজ। খুব খুশি হয়ে প্যাডেল চাপলো। হোটেল শপ থেকে সুন্দর একটা হ্যাট কিনেছে সোহানা, বাঁশের তৈরি। সঙ্গে ঢাকা থেকে কেনা বেতের ব্যাগ, ছোট রোলি ক্যামেরাটা ঝুলিয়েছে কাঁধে। চুলগুলো আজ উঁচু করে বাঁধা, যা এখন হ্যাটের ভেতর ঢাকা। শুধু দু'গালে দু'গুচ্ছ চুল বের করে দিয়েছে। পরনে টি-শার্ট। টাইট জিনসের প্যান্ট।

পেনাং রোডের শেষ প্রান্তে সাগর সৈকতের দিকে যাচ্ছে সোহানা। ট্রাইশ চালক ভাঙা ভাঙা, ভঙ্গি-প্রধান ইংরেজি বলছে। শব্দ একটাও বোঝা না গেলেও বক্তব্য বোঝা যায় ও বলতে চাইছে, মেম সাহেব যদি তাকে সারা দিনের জন্যে ভাড়া করে রাখে তবে সে তাকে পেনাং-এ সব কিছু দেখাতে পারে।

সোহানা বললো, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

ঘুড়ির আকার বিশাল। আকাশে উড়ছে কয়েক হাজার ঘুড়ি। প্রতিযোগিতা চলছে কে কত সুন্দর ঘুড়ি তৈরি করেছে, কে কত উঁচুতে নিতে পারে। ট্রাইশ ছাড়লো না সোহানা। সৈকতে ট্রাইশ টেনে টেনে এগিয়ে চললো ভিড়ের ভেতর। সোহানা কখনো চড়লো, কখনো নেমে দাঁড়িয়ে দেখলো। ছবি তুললো অজস্র।

একপাশে বসেছে মেলা। বিক্রি হচ্ছে সমুদ্রের নানা রঙের শৈবাল, ঝিনুক, পাথর। দেশী খাবার···পাখি, রঙীন মাছ। বিশাল চিংড়ি।···একখানে একটা ওরাং ওটাং নাচছে।···এক জায়গায় বিরাট এক কচ্ছপ ধরে এনেছে চীন সাগর থেকে। পয়সা দিয়ে লোকে তার পিঠে চড়ছে।···একদল ছেলেমেয়ে নাচছে, ট্রাইশওয়ালা বলল, রোদাত নৃত্য। ট্রাইশ চালক ধরে নিয়ে এলো এক বৃদ্ধকে—বৃদ্ধকে কি বলল সোহানা বুঝলো না। কিন্তু দেখলো, বৃদ্ধ একটু পরিষ্কার ইংরেজিতে নাচের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছে। সোহানা কচ্ছপে চড়ার কথা বলতেই বৃদ্ধ এক মালয়ী ডলার চাইলো। ব্যাগ থেকে বের করে বৃদ্ধের হাতে টাকা দিলো সোহানা।

উঠে বসলো কচ্ছপের পিঠে, সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপ দৌড়াতে শুরু করলো।

ব্যালেন্স রাখতে পারলো না সোহানা। উল্টে পড়লো বালিতে। কিন্তু মুহূর্তে ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। স্থানীয় লোকেরা হাততালি দিল। হাত তুললো সোহানা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিনয়ী ভঙ্গিতে।

ক্লিক...

ভিড় থেকে বের হয়ে এল স্ট্রেইট টাইমসের ফটোগ্রাফার-রিপোর্টার সেই লোকটি।

'হ্যালো, ম্যাডাম।'

'হ্যালো,' সোহানা গায়ের বালি ঝাড়ল।

'ম্যাডামকে দেখে মনে হয় জিমনেশিয়ামে প্র্যাক্‌টিস করেন নিয়মিত।'

'করা উচিত,' সোহানা বললো, 'সবার।'

'আগামীকালও স্ট্রেইট টাইমসে আসছে আপনার ছবি।'

'তাই নাকি?' হাসলো সোহানা। 'কি তুললেন আজ—আমার পতন?'

'উত্থানও তুলেছি।' বলে হাসলো লোকটা, বললো, 'আমার নাম আনন্দ।'

'ভারতীয়?'

'মালয়েশিয়ান। এক কালে দেশ ছিল শুনেছি ভারতবর্ষে। চার পুরুষ ধরে এখানে। পূর্ব-পুরুষরা হয়তো স্মৃতি-চারণ করতেন। আমরা করি না।'

বাজছে নাচের বাজনা। ড্রামের তালে তালে সবাই নাচছে। আনন্দ বললো, 'যেমন ধরুন, এই ড্রামকে আমরা এখানে বলি কাপাট। এ নাচটা ধর্মীয় নাচ থেকে এসেছে। কিন্তু এখন সব ধর্মের লোকই অংশ নেয়। আগে শুধু পুরুষরা নাচতো। এখন ছেলেমেয়েদের মিলিত নাচ। পরিবেশ এবং সময় সব কিছুকে বদলে দেয়।'

নৃত্য-উৎসবে স্থানীয় লোকেরা সবাই অংশ গ্রহণকারী—দর্শক প্রায় সবই বিদেশী। সোহানা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নাচ দেখলো, তারপর এগোলো সামনে।

সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে উৎসব দেখে সন্ধ্যায় ফিরল সোহানা হোটেলে। নাচ থেকে সমুদ্রের নৌকা বাইচে, সেখান থেকে আরেকখানে—সারাদিন খুঁজেছে সে রানাকে। সাথে জুটে গেছে আনন্দ। দুপুরে লাঞ্চ অফার করেছিল ও। রিফিউজ করেনি সোহানা। বীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছে স্থানীয় খাবার। তারপর আবার এগিয়েছে সামনে। চমৎকার মানুষ এই আনন্দ, ভেবেছে, এর কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে? বার বার জিজ্ঞেস করেছে আনন্দ সোহানা কিছু খুঁজছে কিনা। কিন্তু কেন যেন মন খুলে কোন কথা বলতে পারেনি সে ওকে। কি যেন একটা আছে লোকটার মধ্যে। পুরোপুরি আস্থা রাখা যায় না।

হোটেলে নিজের কামরায় ফিরে শাওয়ার নিয়েই নেমে গিয়েছে সে ডিসকো রুমে। সেখানেও নেই রানা। কোন বিপদ ঘটলো ওর? জরুরী কোন কাজে আটকে গেল? আসবে না?

ক্লান্ত পায়ে ডিলিরিয়াম থেকে বেরিয়ে ডিনার সেরে ফিরে গেল হোটেল কামরায়।

আরও একটা দিন গেল, এলো না রানা।

সকালে ঘুম ভাঙলো সোহানার টেলিফোনের তীক্ষ্ণ শব্দে।

রানা?

ফোন তুলল, 'হ্যালো!'

ওপাশে সাড়া নেই।

'হ্যালো, হ্যালো...' অধীর কণ্ঠস্বর সোহানার।

'আমি আনন্দ। ঘুম থেকে তুলতে হলো বলে দুঃখিত।' আনন্দ একটু থেমে বললো, 'আজ উৎসবের শেষ দিন। বেরুবেন না?'

ঘড়ি দেখলো সোহানা—সকাল ছ'টা।

'এতো ভোরে?'

'পাখির গান শুনতে সকালেই বেরুতে হয়।'

গায়ের ব্ল্যাঙ্কেট লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল সোহানা। বললো, 'পাখির গান?'

'গানের প্রতিযোগিতা। লোকে গান-গাওয়া পাখি নিয়ে আসবে উৎসবে—ওটা সকালেই হয়।'

'আপনি কোথায়?'

'হোটেলের লাউঞ্জে।'

'আমি আসছি।'

সত্যি এ এক আজব অভিজ্ঞতা। ১২০টি পাখি প্রতিযোগিতায় অংশ নিলো। বিচারকমণ্ডলী বাঁশের মাথায় বসা পাখির কণ্ঠের নানা কারুকাজ কান পেতে শুনে রায় দিল।

'চা খাবেন?' জিজ্ঞেস করলো আনন্দ।

'খাওয়া যেতে পারে।'

সোহানা এগোলো ওপাশের কাঠের ঘরগুলোর দিকে। সী-বীচের এদিকটা তেমন সুন্দর নয়। নির্জনও। আনন্দের পাশাপাশি হাঁটছে সোহানা। কিছুদূর এগিয়ে আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

'আমাকে আপনার কি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'ভদ্রলোক।' বুকের ভেতরটা একটু যেন ফাঁকা বোধ করলো সোহানা। কেন যেন হোটেলে রেখে আসা ছোট্ট অ্যাস্ট্রোর কথা মনে পড়লো। মনে হলো এখন রানা থাকলে ভাল হতো। তবু জোর করে হাসলো, বললো, 'একটু হয়তো পাগলাটে, উদ্ভট। কেন বলুন তো?'

'উদ্ভট মনে হওয়ার কারণ?' পাল্টা প্রশ্ন করলো আনন্দ।

'কারণ, আপনার শোলডার হোলস্টারের পিস্তলটা। ফটোরিপোর্টারের সাথে ও জিনিসটা ঠিক মানায় না। তাছাড়া, মনে হচ্ছে, কেবল আমার ছবি তোলার জন্যেই নিয়োগ করেছে আপনাকে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ—এটাও কেমন যেন বেমানান।

সেইজন্যেই হোটেল থেকে বেরোবার আগে পুলিশে ফোন করে আসতে হয়েছে আমাকে।'

চোখ বড় করে সোহানাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো আনন্দ, তারপর হাসলো। 'তাহলে আশপাশে পুলিসের লোক দেখতে পাচ্ছেন না কেন?'

'কারণ, সম্ভবত আপনিও তাদেরই লোক?'

'একেবারে বুল্‌স্‌ আই না হলেও কাছাকাছিই লাগিয়েছেন তীরটা। যাক, অনেক বাজে কৈফিয়তের হাত থেকে বাঁচা গেল। সরাসরি কাজের কথায় চলে আসতে পারি এবার। আপনি কি জানেন, মাসুদ রানা কোথায়?'

ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠেই আবার স্বাভাবিক হলো সোহানার।

'না।' জবাব দিল সোহানা, 'তারই অপেক্ষা করছি আমি। কথা ছিল, পেনাং-এর উৎসবে দেখা হবে দু'জনের।'

'উদ্দেশ্য?'

'বলতে পারেন…পুনর্মিলন।'

'অফিশিয়াল…'

'নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমরা এখন ছুটিতে।'

'আপনারা ম্যারেড?'

'নট ইয়েট।'

মাথা ঝাঁকালো আনন্দ সমঝদারের ভঙ্গিতে। বললো, 'আমার ডিপার্টমেন্ট জানতে চায়, প্যারিসের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ও যুদ্ধ বিগ্রহের পর পরই দুই-দুইজন গুরুত্বপূর্ণ বিসিআই এজেন্ট হঠাৎ পেনাং-এ হাজির হয়েছে কি উদ্দেশ্যে?'

'হয়েছে? দু'জনই?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় রানা?'

'জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হেডকোয়ার্টারে। আপনাকে ইন্টারোগেট করার ভার পড়েছে আমার ওপর। দু'জনের বক্তব্য না মিললে আজই মালয়েশিয়া ত্যাগ করতে হবে আপনাদের। দু'জনকেই।'

'বেশ তো,' বললো সোহানা, 'অন করুন টেপ রেকর্ডার।'

'অন করাই আছে।'

শেষ হলো ইন্টারোগেশন।

'এবার আমি যেতে পারি?' জানতে চাইলো সোহানা। অবাক চোখে চারপাশে চেয়ে দেখলো, জনা ছয়েক মালয়েশিয়ান সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে ওদের ঘিরে।

'কোথায় যেতে চান?'

'উৎসবের সবটা দেখা হয়নি এখনও আমার।'

'তা দেখুন। কিন্তু এই ছয় যুবতী থাকবে আপনার সাথে। আপনি হাওয়ায়

মিলিয়ে যান, এটা আমরা চাই না, তাই এই ব্যবস্থা। আপনাদের দু'জনের বক্তব্য মিলিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে আপনাদের ব্যাপারে। ততক্ষণ এদের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে আপনাকে। এরা ট্রেইন্‌ড্‌। পিস্তল রাখে সঙ্গে…ঈশ্বর জানেন কোথায়! দয়া করে পালাতে চেষ্টা করবেন না। আমি চললাম—সি ইউ।'

আনন্দ দ্রুতপায়ে রওনা হয়ে যেতেই সোহানাকে ঘিরে দাঁড়ালো ছয় সুন্দরী। কেউ ওর চুল ছুঁয়ে দেখে নিজেদের মধ্যে প্রশংসার দৃষ্টি বিনিময় করছে। বড় বড় চোখের পাতা নকল নয় দেখে তো সবাই অবাক। হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ওরা সোহানাকে কাছেই একটা মালয়ী বাড়ির ভেতর।

ঘন্টা দুয়েক পর উৎসবে দেখা গেল সাতজন মালয়ী সুন্দরীকে। ঘুরছে। যেন ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে সাতটি প্রজাপতি।

ছয়জনের মাঝখানে সোহানা।

বর্ণাঢ্য ট্র্যাডিশনাল সারং কোমরে জড়ানো—আর সবার মত লুঙ্গি ধরনের নয়। উপরে কাঁচুলি। চুল ছাড়া, ফুলের মালা মাথায়। গলায় রঙিন পুঁতির বড় মালা। প্রথমে অস্বস্তি লাগছিল। কিন্তু সোহানা দেখলো, অনেক মেয়েই এ পোশাক পরেছে। ওদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলো যাপিন নৃত্য। সাপের খেলা। মেয়েরা ওকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছে।

প্রচণ্ড ভিড়। দেশী-বিদেশী লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে উৎসবে, হুল্লোড় করছে।

ভিড়ের ভেতর সোহানা দেখলো, আনন্দ তার ছবি তুললো। রানার খবর জানবার জন্যে এগোতে যাচ্ছিল সোহানা, কিন্তু কিছু না বলে সরে গেল আনন্দ। মেয়েরা ওকে টেনে নিয়ে চললো সবচেয়ে যেখানে বেশি ভিড় সেখানে। ছয়টি মেয়ের ওদিকে যাবার প্রতি আগ্রহ দেখে সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'ওখানে কি হচ্ছে?'

'শুরু হয়নি, হবে। এবারের উৎসবে সেরা সুন্দরীকে "উৎসবের রানী" ঘোষণা করা হবে।' একজন সুন্দরী বললো।

সোহানাও উৎসাহ বোধ করলো, অন্তত উৎসাহ দেখালো।

কিন্তু ভিড় ঠেলে ওরা কিছুতেই ভেতরে যেতে পারলো না। স্টেজের পেছনের দিকে গেল। এক ছোকরা ভলান্টিয়ার বাধা দিল। দেখা যাচ্ছে পুলিসও মোতায়েন করা হয়েছে। ছয় তরুণী সোহানাকে দেখিয়ে কি যেন বলতেই ভলান্টিয়ার পথ করে দিল।

'কি বললে?' মেয়েগুলোকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'বললাম আমরা প্রতিযোগিনীর বান্ধবী।'

'কে প্রতিযোগিনী?'

'কেন, তুমি!' খিল খিল করে হাসলো ওরা।

ভলান্টিয়ার ছেলেটি এগিয়ে এলো সোহানাকে 'আপনি এদিকে এদিকে…'

বলতে বলতে নিয়ে গেল স্টেজের নিচে ঘেরাও দেওয়া জায়গায়। সেখানে আরো অনেক মেয়ে বসেছে। যাদের পোশাক সোহানার মতই। তবে সবাই এদেশী।

ওদের ছয়জনের দলকে ভলান্টিয়ার অন্যদিকে যেতে বলছে। ছয় তরুণী প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ভলান্টিয়ার অবশেষে একজনকে আসতে দিল সোহানার কাছে। যে ইংরেজি জানে সে-ই এসেছে বুদ্ধি করে।

'আমার ভয় করছে…'

'ভয় কি?'

'পালাবো?' সোহানা ফিস ফিস করে বলে।

'কেন? দেখাই যাক না, খুব মজা হবে কিন্তু!' মেয়েটি খিল খিল করে হাসলো, 'চেয়ে দেখো, একজনও তোমার মত না, সবাই তোমাকে দেখছে আর হিংসে করছে।'

মাইকে ঘোষণা হলো মালয়ী ভাষায়।

ঘের দেওয়া জায়গায় মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য।

'এখন কি হবে?'

'তোমাদের স্টেজে যেতে হবে,' মেয়েটি বললো, 'দাঁড়াও, তোমার নাম দিয়ে আসি, ওরা নাম চাইছে।'

উৎসাহী মেয়েটি চলে গেল ভেতরের দিকে। একটু পরেই নম্বর নিয়ে ফেরত এলো। বললো, 'তোমার নম্বর ছাপ্পান্ন।'

ঘোষক একে একে সবাইকে স্টেজে উঠতে বলে নাম ঘোষণা শুরু করলো। একের পর এক দাঁড়াচ্ছে সার দিয়ে।

মোট একশ তিনজন স্টেজে উঠলো। সোহানাও উঠে গেল। দাঁড়ালো সবার সাথে। স্টেজের সামনে লোকে লোকারণ্য।

প্রাথমিক নির্বাচনে বিচারকমণ্ডলী একশ তিন জন থেকে পনেরো জনকে নির্বাচন করলো।

সোহানা পনেরো জনের একজন। সোহানার সঙ্গিনী সোহানাকে চুমু খেলো খুশিতে। অন্য প্রতিযোগিনীরা সরে যেতেই বাকি পাঁচ তরুণী চলে এলো সোহানার পাশে। ভলান্টিয়ার বাধা দিতে গেলে ওরা সোহানাকে দেখিয়ে সগর্বে চলে এলো কিছু তোয়াক্কা না করেই।

এরপর এক এক করে স্টেজে ওঠার পালা। স্টেজে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়ে দু'বার এপাশ ওপাশ করে নামতে লাগলো এক-এক সুন্দরী। সোহানা বেশ ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। তবু কোথায় যেন একটা প্রতিযোগিতার ভাব, জয় পরাজয়ের অপেক্ষায় দুরুদুরু বুক। এক লক্ষের বেশি মানুষ দেখছে এ বছরের সুন্দরীদের। অপেক্ষা করছে রানীকে দেখার জন্যে।

'সোহানা চৌধুরী, ছাপ্পান্ন।'

ধীর পদক্ষেপে এগোলো সোহানা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠলো উপরে, স্টেজের

মাঝখানে গিয়ে অভিবাদন জানালো। দু'বার ঘুরলো। আবার অভিবাদন।

সামনে বিস্ফারিত চোখ আনন্দের। ছবি তুলতে ভুলে গেছে। শত শত ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো সোহানা। জ্বলে উঠলো অনেকগুলো ফ্ল্যাশ। আনন্দরটা ছাড়া।

নেমে এলো সোহানা।

বিচারকমণ্ডলী রায় দেবে।

প্রথম ঘোষিত হলো তৃতীয় স্থান অধিকারিণীর নাম। তারপর দ্বিতীয়। করতালির মধ্যে গর্বিতা সুন্দরী দু'জন আবার অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো স্টেজে। মাঝখানে বসানো হয়েছে এক সিংহাসন। সিংহাসন খালি। ওখানে বসবে উৎসবের রানী।

সবাই কান খাড়া করে আছে। ঘোষণা হলো নামটা। সোহানাও শুনলো। হঠাৎ খেয়াল হলো ছয় জন তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

আবার ঘোষণা হলো নামটা। তারই নাম!

সোহানা উঠে গেল স্টেজে।

দাঁড়ালো দু'জনের মাঝে সিংহাসনের সামনে। তাকালো দর্শকদের দিকে। করতালিতে কানে তালা লাগবার জোগাড়। সোহানার হাসির উত্তরে তালি, মাথা ঝুঁকানোর উত্তরে তালি।

এগিয়ে স্টেজের প্রান্তে দাঁড়ালো সোহানা। মানুষ করতালি দিচ্ছে অক্লান্ত। ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে। উড়ন্ত চুমু। সিটি। এবার আনন্দের ফ্ল্যাশ একের পর এক জ্বলছে। সোহানার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো টায়রা। হাততালি। ড্রাম বাজছে। যাপিন নাচছে একদল।

চোখ আটকে গেল সোহানার।

লম্বা খাড়া নাক, গালে সামান্য ভাঁজ—চেনা মুখ। মালয়ী পোশাক পরনে। হাত তুললো দীর্ঘদেহী লোকটা। চোখ টিপলো। শত শব্দের মধ্যেও পরিষ্কার কানে এলো পরিচিত কণ্ঠ, 'হ্যালো, সোহানা!'

এগিয়ে এলো মাসুদ রানা। দাঁড়ালো স্টেজের ঠিক নিচে। পেস্তা পুলাউ পেনাং-এর বছরের রানী সিংহাসনে বসলো না, হঠাৎ ঝাঁপ দিল দর্শকদের মাঝে। এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সবাই। চিৎকার। আবার হাততালি। ঠেলাঠেলি। সবাই রানীকে নয়। দেখতে চায় কে এই ভাগ্যবান? সবাই স্টেজের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাগ্যবানের। দু'হাতে বুকের সাথে জাপটে ধরে রেখেছে সোহানাকে। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

বাটু ফারেঙ্গী সী-বীচ। পেনাং।

হোটেল নয়, ওরা বোট ক্লাবের কটেজে উঠলো। বেশ বাড়ি বাড়ি মনে হয় ঘর দুটোকে। বারান্দা আছে। এক কম্পাউণ্ডে অনেকগুলো কটেজ। প্রত্যেকটা

আলাদা, এক কটেজ থেকে অন্যটির বারান্দা দেখা যায় না। প্রাইভেসির জন্যে চমৎকার।

রান্নার ব্যবস্থা আছে। অথবা হেঁটে গিয়ে ক্লাবের ডাইনিং রুমে খাওয়া যায়, যদি রান্নার ঝামেলা কেউ না করতে চায়।

বোট ক্লাবের গফুর মালিক ওদের ডুবুরীর সব কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিয়েছে। সব কিছুই ভাড়া পাওয়া যায় এখানে। আসলে ডুব দিতেই তো আসে এখানে ট্যুরিস্টরা।

দু'জনেই প্রস্তুতি নিয়েছে দু'দিন ধরে। সোহানা ট্রেনিং-এর পর দু'একবার পানিতে নেমেছে প্র্যাকটিসের জন্যে। রানার প্র্যাকটিস প্রায় নিয়মিত ছিল। কিছুদিন মাঝে বাদ গেছে।

'জানো, সোহানা, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগে এখানে একটা জাহাজ ডুবেছিল। সেজন্যেই বীচের ওই জায়গার নাম ড্রাগন-স্পট। জাহাজের নাম ছিল সী-ড্রাগন। জাপানী জাহাজ। নির্মাণ ওসাকায়।'

'তুমি কি...' সন্দেহের দৃষ্টি সোহানার।

'এটা সিরিয়াস নয়। হয়তো সত্যিও নয়। কেউ তেমন কিছুই পায় না। অথচ ট্যুরিস্ট গাইডে বিরাট করে লেখা হয়েছে এর কথা। খেলা হিসেবে নেয় এটাকে লোকে। সবাই খোঁজে সী-ড্রাগনের ধ্বংসাবশেষ। কেউ কেউ হঠাৎ পেয়ে যায় কিছু। বেশ জমে উঠেছে খেলাটা।'

'হ্যাঁ, খেলা। খেলার বাইরে কিন্তু কিছুতেই যাবো না আমরা। নো ওঅর্ক!' কথাটা জোর দিয়েই বললো সোহানা। 'আমাদের কোড অব এথিকস-এর পাঁচ নম্বর ওথ।'

রানা ও সোহানা বাটুতে এসে প্রথম দিনই দু'জনের জন্যে রচনা করেছে 'কোড অব এথিকস্।' দু'জন তাতে সই করেছে সজ্ঞানে। ওটা সেঁটে দেয়া হয়েছে বিছানার শিথানে।

দু'জনেই প্রতিজ্ঞা নিয়েছে ছুটির পনেরো দিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এই নীতিমালা। কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না ছুটির আনন্দ।

তিন

এখানে রক্তের রঙ সবুজ।

সমুদ্রের ওপর সূর্যের আলো বর্ণালী তৈরি করে। আলো পানির ভেতর যায়, গভীর থেকে আরো গভীরে ক্রমে ম্লান হয়ে আসে। পানির গভীরতা ক্রমেই শুষে নেয় এক এক করে বর্ণালীর সাতটি রঙ। প্রথম পর্যায়ে অদৃশ্য হয় লাল। তাই এখানে রক্তের রঙ সবুজ। এই সবুজ থাকে পানির নিচে একশো ফুট পর্যন্ত। ক্রমে

সবুজ হয়ে ওঠে নীল। নীল ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর হয়। দুশো ফুট পানির নিচে আর নীল খুঁজে পাওয়া যায় না। নীল আরও গভীর হতে হতে কালো হয়ে যায়।

সমুদ্র গভীরে নরম বালির ওপর অলস ভঙ্গিতে বসে রানা দেখতে পাচ্ছে আহত একটা মাছের পিঠ থেকে বেরুচ্ছে সবুজ রক্ত। বড়সড় এক পরজি মাছ। বড় বড় দাঁত। কিছুটা নীল, কিছুটা ধূসরে মেশানো দু'আড়াই ফুট লম্বা মাছ। পিঠের মাংস ঠুকরে নিয়েছে কোন শিকারী মাছ। ঝলকে বেরুনো রক্ত মিশে যাচ্ছে সমুদ্র পানিতে।

মাছটা উদভ্রান্ত। যন্ত্রণায়। নাকি নিজের রক্তের গন্ধে?

বালির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এগোলো রানা মাছটার দিকে।

ঝিমিয়ে পড়েছে মাছটা। শিকারী দেখে পালালো না। পানির দোলায় উল্টে পাল্টে গেল। খালি হাতে ধরবে মনে করে পা টিপে আরো একটু কাছে গেল রানা। ধরে বসলো লেজের দিকটা।

ঝাপটা দিল মাছটা। ভয় পেয়েছে। কিন্তু রানা ছাড়ে না। মাছটা তার শেষ শক্তি দিয়ে ঝাপটাতে থাকলো। টলিয়ে দিল রানার ভারসাম্য। চোখ বন্ধ করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছে রানা মাছটাকে। অবাক হয়ে যাচ্ছে ওটার গায়ের জোর দেখে।

চোখ খুললো রানা। খুলতে হলো। ব্যথায় চমকে গিয়েছে সে। আলগা হয়ে গেল লেজ চেপে ধরা হাতের মুঠি। মাছটা রানার হাতের তালুতে বসিয়ে দিয়েছে সামনের দুটো দাঁত। ডুবুরীর মুখোশের ভেতর বিকৃত হয়ে উঠেছে রানার মুখটা। ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে আনতেই মাছের দাঁত খুলে গেল। বিদঘুটে ভঙ্গিতে সাঁতরে পালালো আহত মাছ। হাতটা ধরলো রানা মুখোশ ঢাকা চোখের সামনে। হাতের তালুতে দুটো দাঁতের দাগ। রক্ত বেরুচ্ছে। সবুজ।

উপরের দিকে তাকালো রানা। সাঁতার কেটে উপরে উঠে যাবার প্রবল ইচ্ছেটা দমন করলো। ঠিক উপরে নয়, পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে 'লিলিবেট' ওদের ভাড়া করা গানবোট। বুক ভরে শ্বাস নিল রানা, মনে মনে গাল দিল নিজেকে। গভীর সমুদ্রে ডুব সাঁতারের অলিখিত নিয়ম হলো, উত্তেজিত হবে না, আতঙ্ক নয়। তাড়াতাড়ি উপরে ওঠার সিদ্ধান্ত অথবা চমকে দম বন্ধ রাখা বিপদজনক। পানির গভীরে সবকিছু সহজ ভাবে গ্রহণ করতে হবে। পানির মত। নইলে মৃত্যু।

ধীরে ধীরে গা আলগা করে দিয়ে কাত হয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলো রানা। এয়ার ট্যাঙ্ক থেকে বুদবুদ বেরুচ্ছে, উঠে যাচ্ছে উপরে। ক্ষীণ রক্তের ধারাটা পেছনে।

গানবোটে বসে রোদ পোহাচ্ছে সোহানা। ও আগেই টের পেয়েছে উঠে আসছে রানা। পানিতে বুদবুদগুলো বলক দিয়ে উঠছে। রানার মাথা পানি ফুঁড়ে

বেরুতেই ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল। ধরে ফেললো রানার পিঠে বাঁধা এয়ার ট্যাঙ্ক। রানা এক ঝটকায় খুলে দিল বেল্ট, একটা হাত বের করে নিলো স্ট্র্যাপের ফাঁক গলিয়ে। সোহানা ট্যাঙ্কটা তুলে ফেললো বোটে।

'কিছু পেলে?' ট্যাঙ্কটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে প্রশ্ন করলো সোহানা।

'না।' রানা মুখোশটা কপালে তুলে দিল, 'বালি আর প্রবাল ছাড়া কিছু নেই।' রানা ডান হাতে নৌকার ধার ধরতেই রক্তে চোখ পড়লো সোহানার।

'কি হয়েছে!'

'ও কিছু না।' যেন লজ্জা পেল। 'তেমন কিছু না,' বলে রানা বোটে উঠে পড়ে। পায়ে বাঁধা পাখনার মত ফ্লিপার ঝুলিয়ে বসে তাকাল সৈকতের দিকে। ডাঙা থেকে ওরা রয়েছে তিনশ' গজ দূরে। ডাঙায়, আরো একটু দূরে বোট ক্লাবের মাথায় অপরাহ্নের আলো পড়েছে। কমলা রঙের কাঠের বাংলোটা লাল হয়ে উঠেছে বিকেলের রোদে।

রানার ভেজা মুখে অপরাহ্নের আলো। রানার চোখ আরো দূরে। হাতটা তুললো, আঙুল নির্দেশ করলো লাইট হাউজের দিকে, অন্য হাতটা সোজা সামনের দিকে মেললো।

'লাইফ গার্ড ছেলেটা কি যেন বলেছিল?—ঠিক দশটা, তাই না? বোট ক্লাবকে যদি ধরি ঘড়ির বারোটার দাগ, লাইট হাউস দশটা। অর্থাৎ...'

'আমরা কাঁটার মধ্য-বিন্দু,' রানার কথা শেষ করলো সোহানা। একটু অন্যমনস্কভাবেই বললো, 'কিন্তু ত্রিশ বছর পর সমুদ্রের নিচে...'

'লাইফ গার্ডের ধারণা ডুবে যাওয়া জাহাজটা বেশি দূরে সরে যায়নি,' রানা বললো, 'এখনো কেউ কেউ জাহাজের টুকরো অংশ পেয়ে যায় বলেই তো খেলাটা জমে।'

সোহানা ধরলো রানার রক্ত মাখা হাতটা। বললো, 'একা একা নিচে না নামাই ভাল। একজন গাইড নিয়ে...'

'ঘোষণা পত্রের এক নম্বরেই তা নিষিদ্ধ।' রানা হাসলো, 'সমুদ্রতল সমুদ্রতলের মতই। প্রতি মুহূর্তে নতুন অভিজ্ঞতা। পাকা ডুবুরীর কাছেও তাই। অ্যাকসিডেন্ট যে কোন সময় ঘটতে পারে। সমুদ্রের নিচে শুধু দরকার, মাথা ঠিক রাখা, আতঙ্কগ্রস্ত না হওয়া। ওটা কোন গাইড দিতে পারে না।'

সোহানা তাকালো সামনে সমুদ্র গভীরে দূরের প্রবাল প্রাচীরের দিকে। ঢেউ ওখানে উত্তালভাবে আছড়ে পড়ছে। প্রবাল প্রাচীরের পেছনে আর একটা প্রাচীর, তারপরেও একটা।

'জাহাজটা ধাক্কা খেলে প্রথম প্রাচীরেই খাবে,' সোহানা বললো, 'সেটাই স্বাভাবিক।'

'তাও না,' রানা বললো, 'ঝড়ের সময় প্রথম প্রাচীর ডিঙিয়ে দ্বিতীয় অথবা তার পরের প্রাচীরে গিয়ে আটকে যেতে পারে।' রানা যেন দৃশ্য কল্পনা করছে।

সোহানাও একটু ভেবে নিয়ে মুখ থেকে বাতাসের সঙ্গে আছড়ে পড়া চুলের গুচ্ছ সরিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, জাহাজটা যে কোন দুই প্রাচীরের মধ্যে আটকে যেতে পারে।'

'যে কোন খাদেই হতে পারে—তবে লাইফ গার্ড মনে করে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মাঝখানেই ঘটনাটা ঘটেছে। আমরা তার কাছেই আছি।' বলতে বলতে নোঙর তুলে ফেললো রানা। বোটটাকে চালু করলো। প্রাচীরের দিকে এগুলো বোটটা। আবার তুলে নিচ্ছে অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা।

'তুমি আবার নামবে?' সোহানা অবাক হলো। তার চোখ রানার রক্ত মাখা হাতটার দিকে।

'নামি,' রানা বললো, 'এটা কিছু নয়। হাতটা বেঁধে নেবো। রক্ত না বেরুলেই হলো। রক্ত খেপিয়ে তোলে শত্রুদের।'

সোহানা কথা না বলে নিজের অক্সিজেন ট্যাঙ্কের ওপরের ডায়ালটা ঘুরিয়ে নবটা খুলে দিল। সশব্দে ঢুকছে বাতাস রেগুলেটরে। মুখোশের অবশিষ্ট পানি বের করার জন্যে বোতাম টিপলো, রবারের টিউবে বাতাসের শব্দ। ওয়েটবেল্ট ঠিক করে পরনের বেঢপ বাটিক প্রিন্টের শার্টটা খুলে ফেলল। শার্টটা রানার, বীচ-কোট হিসেবে ব্যবহার করছে সোহানা ক'দিন থেকে।

রানা দেখছে সোহানাকে। নীল রঙের একপীসের সুইমিং স্যুটটা গা আঁকড়ে আছে। সোহানার সবচেয়ে সুন্দর কি?···সোহানা অক্সিজেন ট্যাঙ্কের স্ট্র্যাপ লাগাচ্ছে। ফ্লিপার জোড়া পানিতে ডুবিয়ে তাতে পা গলিয়ে দিচ্ছে। মুখোশটা আলোয় দেখে নিয়ে পরিষ্কার করছে। সামনের কাঁচে থুথু ফেলে আঙুল দিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে কাঁচটা ঝাপসা হবে না। কোমরের বাঁধনটা দেখে নিয়ে রানার দিকে তাকালো।···দেখলো, রানা যেভাবে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। তৈরি হয়নি। নির্নিমেষ চোখে দেখছে ওকে।

'কি হলো, নামবে না?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

'নামবো,' হাসলো রানা, 'কিন্তু মাথাটা ঠিক থাকছে না।'

'কেন?'

'তোমাকে···দেখতে দেখতে!' রানা বললো, 'তোমার প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি দারুণ সেক্সি!' সোহানার নিটোল উরু যুগলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কাল লাল বিকিনিটা পরবে।'

'তার চেয়ে নির্বাস নামলে কেমন হয়?' সোহানা হাসলো।

'চমৎকার।'

'আজ্ঞে না, চমৎকার নয়!' সোহানা হাসলো, 'পানির নিচে যদি মাথা ঠিক না রাখতে পারো, যদি দুর্বুদ্ধি চাপে মাথায়—নির্ঘাৎ মারা পড়বে। আমি এক জায়গায় পড়েছি সমুদ্রের তেত্রিশ ফুটের নিচে পুরুষের ইজেকশনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে যে চাপ পড়বে তাতে মগজ-সুদ্ধ উড়ে যাবে। অতএব···'

'অতএব...' রানা এগিয়ে এলো সোহানার কাছে, 'যা করবার ওপরেই...এই তো?' কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। নব বন্ধ করলো। এক ঝটকায় বুকে এনে ফেললো সোহানাকে। নীল সুইমিং-স্যুটটার পেছনের জিপার ফস্ শব্দে নেমে গেল কোমর পেরিয়ে। কিছু বলার আগেই ঠোঁট দুটি বাঁধা পড়লো সোহানার। সমস্ত শরীর ভেঙে এলো তার। রানাকে অবলম্বন করেই বসে পড়লো সোহানা। দাঁত বসিয়ে দিল রানার কাঁধে। দু'জনই গড়িয়ে পড়লো পাটাতনে।

গান-বোটের পাটাতনে দু'টি দুরন্ত শরীরের ওপর বিকেলের রোদ খেলা করছে। ছুটি! ছুটি নিয়েছে ওরা দুনিয়ার সব দরকারী কাজ থেকে।

যখন রাত নেমে এলো তখন ওরা ঘুমিয়ে।

লিলিবেট নিয়ে আবার এসেছে ওরা সাগরের নিচে ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'লিলিবেট' ছিল রয়্যাল নেভির গান-বোট। এখন এর খোল নোলচে বদলে ফেলা হয়েছে। অদ্ভুত ভাবে রঙ করা হয়েছে। আগে নাম ছিল প্রিন্সেস এলিজাবেথ—এখন 'লিলিবেট'।

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে যিনি রয়্যাল নেভির কাছ থেকে এই গান-বোট কিনেছিলেন তিনিও ছিলেন ব্রিটিশ অথবা রাজভক্ত মালয়েশিয়ান,' সোহানা বললো, 'কারণ, লিলিবেট বর্তমান কুইন এলিজাবেথের শিশুকালের নাম।'

'বোঝা যাচ্ছে তুমি এককালে কিছুদিন বিসিআই-এর রিসার্চ সেলে ছিলে।' রানা হাসলো। ও এখন তৈরি হচ্ছে ডুব দেবার জন্যে। বললো, 'এটা চতুর্থ দফা হাত বদল হয়েছে। কিন্তু নাম এলিজাবেথ থেকে হয়েছে শুধু লিলিবেট।'

'আরো রিসার্চ করেছি, সোহানা ট্যাঙ্কটা ঠিক করতে করতে বললো, 'আমাদের বাংলোটার নাম ছিল টিউলিপ, এক রাবার গার্ডেনের ইংরেজ ম্যানেজার ছিলো এর মালিক। এখন এর নাম "শাওলী"। মানে কি জানো? মৌ-ফুল। মালিক নিশ্চয় চীনা বংশের।'

'এ কয়দিনে অনেক জেনে ফেলেছো দেখছি!' সোহানার অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা উঁচু করে ধরলো রানা। কাঁধের ফিতেয় হাত ঢুকিয়ে দিল সোহানা। আজ ও পরেছে সাদা সুইমিং স্যুট। পিঠটা প্রায় খোলা। গতকাল বিকেল, সন্ধ্যা, রাতের কথা মনে পড়লো রানার। আয়ত্তে আনলো নিজেকে। ট্যাঙ্ক তুলে নিলো। ফিতে বাঁধলো। চেক করে বললো, 'রিজার্ভও ভর্তি। এটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আজ নিচে থাকবো।' সোহানা ফ্লিপার পরে গানেলে বসে মুখোশে থুথু লাগাতে লাগাতে হাসলো রানার দিকে চেয়ে। তিনটে দু'পাউণ্ড ওজনের সীসা ওর ওয়েটবেল্টে ঝুলিয়ে দিল রানা।

দু'জন একসঙ্গে পেছনের দিকে ঝুঁকে উল্টে পড়লো পানিতে। বুদবুদের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বুদবুদ প্রথম ওদের চোখ আচ্ছন্ন করে রাখলো। ওরা নিচে এলো। নীল পানির

ভেতর দিয়ে সকালের আলো এসে পড়েছে নিচের বালি ও প্রবালের ওপর। পানি এখানে স্বচ্ছ। একশ ফুট অবধি বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। দ্রুত চারদিক দেখে নিল রানা, শত্রু ওত পেতে আছে কিনা। সোহানা আরো নেমে গেল। পানিতে দাঁড়িয়ে রানাকে আসতে ইশারা করেই বসে গেল বালি খুঁড়তে। রানার চোখ আরো একটু দূরে। একটা পাথরের আড়াল থেকে কেউ উঁকি দিচ্ছে। এক জোড়া জ্যাক।

বালি খুঁড়ছে সোহানা। চারপাশে তাকে ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট মাছ।

আস্তে আস্তে পানিতে বিলি কাটতে কাটতে নেমে আসে রানা। পানিতে চাপ বাড়ছে, কান ধপ করে বন্ধ হচ্ছে, ঢোক গিললে খুলে যাচ্ছে আবার।

সোহানার পাশে এসে দাঁড়ালো রানা। ওরা যেখানে আজ নেমেছে, জায়গাটা বৃত্তাকারের অ্যামফিথিয়েটারের মত। যেন একটা স্টেডিয়ামের তিনটি দিক ঘেরা। তিন দিকে প্রবাল পাথরের প্রাচীর। চতুর্থ দিকটা খোলা, সেখানে অথৈ সমুদ্র। শান্ত সমুদ্রের ঠিক উপরে দাঁড়িয়ে ওদের বোট—লিলিবেট। পাথরের ফাঁকে আটকে থাকা নোঙরটাও দেখতে পাচ্ছে রানা। চারদিকটায় অদ্ভুত শব্দহীনতা। শুধু প্রশ্বাসের শব্দ হুইসেলের মত মৃদু কানে আসে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠে বুদবুদ।

স্বচ্ছ পানিতে চারদিক ভাল করে নজর বুলালো রানা। মনে হয় কোথাও লুকিয়ে আছে কোন ভয়ঙ্কর জলজ-প্রাণী। এ ধরনের বদ্ধ জায়গায় সে-রকম কিছু থাকারই কথা। রানার মনে কেমন একটা অস্বাভবিক আতঙ্কের মৃদু ঝাঁকুনি লাগে। বালির এই বিস্তৃত বৃত্তে তারা দু'জন। বৃত্তের বাইরে আড়াল থেকে ভয়ঙ্কর সব চোখ দেখছে তাদেরঃ দুজন অনুপ্রবেশকারী! রানার মনে হলো এখানে কোনদিন কখনো মানুষের আগমন ঘটেনি। ওরাই প্রথম মানুষ।

পানির চাপটা কয়েকশোগুণ যেন বেড়ে গেল মুহূর্তে। সোহানার কাঁধে টোকা দিয়ে ইশারা করলো যেখানে আছে সেখানেই থাকতে।

চারদিক আবার দেখে নিল।

শরীরটা ডান দিকে ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল পাথরের দেয়ালের দিকে। দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা লাইন ধরে সাঁতরে চললো। বেশ কিছুদিন অনভ্যাসে সমুদ্র তলে নেমে উত্তেজনা অনুভব করছে। গত দু'দিনে অবশ্য টেনশন কমে এসেছে। এখন সে খুঁজছে সী ড্রাগন জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। ধাতব পাত, মদের গ্লাস অথবা দরজার হাতল—যে-কোন একটা চিহ্ন। স্টেডিয়ামের চত্বরটা পাক দিল মন্থর, সাবধানী ভঙ্গিতে। কিছুই পাওয়া গেল না। ফিরে চললো মধ্যবর্তী অংশে। সোহানা যেখানে হাত দিয়ে বালি সরিয়ে সরিয়ে দেখছে। স্বচ্ছ পানি, বালিগুলো ভাসছে। আড়াল করে দিচ্ছে সোহানাকে। রানা কাছে যেতেই সোহানা ঘুরে দাঁড়ালো। দ্রুত এগিয়ে এলো রানার কাছে। হাত উঁচু করে কি যেন দেখালো। আবার টেনশন। রানা জিনিসটা হাতে নিল। একটা ভাঙা বোতলের গোলাকার তলা। ফেলে দিল রানা ভাঙা কাঁচটা। এটা কিছুই নয়। এখনও পেনাং-এর বাটু ফারেঙ্গী বীচে দিনে কয়েকশো মদের বোতল পানিতে পড়ছে। এটা এক মাসের

পুরানোও হতে পারে।

রানা ইশারা করলো সোহানাকে অনুসরণ করতে।

এবার দু'জন এগোলো বাঁ দিকের বৃত্ত প্রান্তে। পাথর আর প্রবাল সরলরেখায় চলেছে এই প্রান্তে। এক ঝাঁক মাছ আসতে দেখে সোহানা সরে এলো রানার কাছাকাছি। রানা দেখলো সার্জন মাছের ঝাঁক। নীল ও হলুদ রঙের মাছ গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেল। পানির কাঁপনে সরষে রঙের প্রবালের গায়ে আলোর নাচন। মসৃণ। দেখলে ইচ্ছে হয় ছুঁয়ে দেখতে। রানা দেখালো সোহানাকে। আঙুল দিয়ে ইশারা করলো না ছুঁতে। মুকাভিনয় করলো আগুনে পুড়ে যাবার। সোহানা মাথা ঝাঁকালো। বুঝতে পারছে সে, এগুলো ফায়ার কোরাল। আগুনে-প্রবালের ঝিল্লি আবরণে স্পর্শ লাগলে চামড়া জ্বলে যায়, ভয়ঙ্কর জ্বালা।

প্রথম রানা, পেছনে পেছনে সোহানা এগিয়ে যায় প্রবাল প্রাচীর ধরে। দলবদ্ধ মাছের মধ্যে আগন্তুক দেখে চঞ্চলতা।

পায়ে স্পর্শ অনুভব করে রানা। পেছন ফিরে তাকায়। সোহানা। তার চোখ দুটো ওর দিকে, স্থির বিস্ফারিত। ঘুরে ওর পাশে যেতে যেতে দেখতে পেল সোহানার নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। আঙুল তুলে নির্দেশ করলো সোহানা বাঁ দিকে।

সতর্ক চোখ রানার। দেখলোঃ পানিতে ঝুলে আছে, স্থির হয়ে আছে একটা বিশাল হিংস্র ব্যারাকুডা। সাদা বৃত্তের মাঝে কালো চোখ এদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে! তরোয়ালের ফলার মত চকচকে টানটান শরীরটা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে হলো। নিচের চোয়াল ঝুলে আছে; সূচালো এবড়োখেবড়ো দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

সোহানার হাতটা ধরে ফেললো রানা। বাম হাতের অনামিকায় রানারই দেওয়া হীরের আংটিটি চকচক করছে। ওটা ঘুরিয়ে দিয়ে আঙুলগুলো গুটিয়ে মুঠি করে দিলো। নিজের হাত মুঠো করে দেখিয়ে দিলো। বুঝতে পারলো সোহানা। ভয়ে সে পায়ের ফ্লিপারে চাপ দিল উপরে ওঠার জন্যে।

না! রানা ইশারা করলো সন্ত্রস্ত ভাবে।

সোহানা পানি কাটতে লাগলো। রানার ইশারা অমান্য করে।

রানাও সোহানাকে অনুসরণ করলো ব্যারাকুডার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে।

'কি, উঠে এলে যে?' রানা জিজ্ঞেস করলো বোটে উঠতে উঠতে।

'দু'মিনিট বিশ্রাম নিতে চাই।' সোহানা হাঁপাচ্ছে, 'আমি সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম। উহ্, কী ভয়ঙ্কর দেখতে!'

'ও শিকার ধরতো না, চলে যাচ্ছিলো। তোমার হাতের আংটি ওকে কৌতূহলী করে তুলেছিল।'

'কেন?'

'হাঙর, ব্যারাকুডা ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীরা হীরে বা অন্য চকচকে কিছু দেখলে খেপে ওঠে,' রানা বললো। 'ব্যাপারটা জানতাম না। কিন্তু আণ্ডারওয়াটার

ট্রেনিং-এর সময় আমি একটা পিতলের বাকল লাগানো বেদিং স্যুট পরতাম। ট্রেনার ওটা খুলে ফেলতে বললেন। কিন্তু দামী বেদিং স্যুটটা ফেলে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না। ব্যাপার বুঝে ট্রেনার একটা ছোরা বাঁধলেন লাঠির আগায়। লাঠিটা গেঁথে দিলেন বালিতে। ছোরাটা রোদের আলোয় চকচক করছিল। বেশি সময় লাগলো না। দূরে বসে আমরা দেখলাম কোথা থেকে ছুটে এলো একটা ব্যারাকুডা, স্থির তাকিয়ে রইলো ছোরার দিকে। ট্রেনার লাঠি ধরে একটু নেড়ে দিলেন। আর যায় কোথায়, মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো শিকারী মাছটা ছোরার ওপর। সে কি হিংস্র আক্রমণ। ছোরায় কেটে যাচ্ছে মাছটার মুখ, কিন্তু খ্যাপা মাছটা রক্তাক্ত অবস্থাতেও আক্রমণ করেই চললো। তখন কি মনে হচ্ছিল জানো? মনে হচ্ছিল ছোরা নয়, মাছটা আমাকেই আক্রমণ করছে!'

'আর কোনদিন পরেছিলে সেই বেদিং স্যুটটা?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ পরেছি। তবে সমুদ্রে নয়, সুইমিং পুলে,' রানা হাসলো, 'এদের চেয়েও ভয়ঙ্কর, এদের চেয়েও ক্ষুধার্ত রমণীদের খেপিয়ে তোলার জন্যে।'

হাতের আংটিটি খুললো সোহানা। বললো, 'এতো যখন জানো, তখন এ আংটিটি দিলে কেন?'

'সারা জীবন নিশ্চয়ই আমরা পানির নিচে থাকছি না—' রানা যুক্তি দিল।

সোহানা আংটিটি বীচ কোটের পকেটে রেখে প্রস্তুত হলো আবার ঝাঁপ দেবার জন্যে।

'আর একটা কথা—' রানা বললো, 'সমুদ্রের নিচে একজনকে নেতা মানতেই হয়—এটা জানো?'

'কেন?'

'এটা যদি ব্যারাকুডা না হয়ে হাঙর হতো, আর তুমি যদি আমার কথা না শুনে ওপরে উঠতে, তাহলে বিপদ হতো। সমুদ্রের নিচে হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হলে ভয় পেয়ে ওপরে উঠতে নেই। দ্রুত সাঁতার কাটলেই হাঙর তোমাকে শিকার মনে করবে। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে সম্ভব হলে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে যাওয়া।'

'যদি আমার ট্যাঙ্কে বাতাস কম থাকে?'

'সে ক্ষেত্রে তুমি আমার ট্যাঙ্কের বাতাস শেয়ার করবে। তারপর দু'জন এক সঙ্গে ওপরে উঠবো।' রানা বললো। 'আসল কথা হলো সব কিছু একসঙ্গে করতে হবে।'

'তাই হবে। তাছাড়া দিনের বেলা তো তুমিই নেতা। রাত হলে আমি।' সোহানা মুখোশ এঁটে নিয়ে পানির গভীরে দৃষ্টি ফেললো, 'মাছটা গেছে, নেতাজী?'

'মনে হয়।'

দেখতে লাগলো সোহানা পানির গভীরে। চোখ আটকে গেল। কি যেন দেখছে ও।

'কি দেখছো?' এগিয়ে এলো রানা।

'ওই দেখো।' সোহানা ইশারা করলো।

'কাঠের টুকরো!' রানার কণ্ঠে উত্তেজনার মৃদু রেশ। নোঙরের রশি ঢিল দিল হাত বাড়িয়ে। সরে গেল বোটটা একটু বাঁ দিকে। এখন আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'লোকটার কথা তবে ঠিক। এখানেই "সী-ড্রাগন" ডুবেছিল,' সোহানা বললো।

'দেখা যাক।' পানিতে নেমে গেল রানা। অনুসরণ করলো সোহানা।

বুদবুদ সরে যেতেই স্বচ্ছ পানিতে ওরা দেখতে পেল, সাদা বালির উপর একটা ভারী লম্বা কাঠ। আশপাশে কিছু তক্তা ছড়ানো ছিটানো। সোহানার কাঁধ স্পর্শ করলো রানা। রানার মুখ উদ্ভাসিত। খুশিতে। সোহানার মুখোশে সে-হাসি ছড়িয়ে পড়লো। পেয়েছে ওরা!

প্রাচীরের ধার ধরে এগিয়ে চললো ওরা। সোহানা বালি থেকে তুললো একটা মরচে ধরা ক্যান। পাথরের ফাঁকে রানা পেল একটা ওয়াইনের বোতল। বোতলটা খোলাই হয়নি। একটা বড় তক্তার ফাঁক থেকে সোহানা বের করলো একটা কাঁটাচামচ, নকশা করা প্লেটের অংশ। লম্বা কাঠের শেষ প্রান্তে বালিতে গেঁথে থাকা কি যেন দেখে এগোল রানা।

নোঙর!

আর সন্দেহ নেই।

সোহানা উপরের দিকে ইশারা করলো। রানা সায় দিয়ে উঠতে শুরু করলো উপরে।

'এখানেই,' ওপরে উঠে রানা বললো, 'পাথরের ওপাশে রয়েছে মূল অংশটা।' চারপাশটা ভাল করে দেখে অবস্থানটা গেঁথে নেয়ার চেষ্টা করলো মনের মধ্যে।

'চল, নেমে দেখি।' সোহানার মহা উৎসাহ।

আবার ডুব দিল ওরা।

পাওয়া গেল কাঠের টুকরো, মরচে ধরা লোহা, কিছু কিছু জিনিসে প্রবালের আবরণ। রানা কোরালের গোলাকার চাকার মত জিনিস টেনে বের করলো। ভাল করে দেখতেই বুঝলো এটা কি। নিজের মুখের সামনে ধরে সোহানাকে দেখালো। সোহানাও বুঝলো এটা একটা পোর্টহোল, জাহাজের জানালা। সোহানা সরে গিয়ে একটা স্তূপ বের করলো—খাবার টেবিলের ছুরি, কাঁটা চামচ।

সোহানা দেখলো রানা একটু দূরে সরে যাচ্ছে। দ্রুত সাঁতরে রানার কাছে গেল। একটা ঝুলন্ত প্রবাল প্রাচীর দেখছে রানা। প্রাচীরের গা থেকে বেরিয়ে উপর থেকে ঝুলে রয়েছে। নিচে একটা গুহা। নিচু হয়ে দেখলো সোহানা। ইশারা করলো রানাকে ভেতরে যাবে কিনা। না, রানা বললো। এ গুহায় হাত ঢুকানো কতটা বিপদজনক রানা জানে।

দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে সাঁতার কাটছে। সোহানা সেই পুরানো জায়গাটায় ফিরে

গেল—যেখানে পেয়েছিল কাঁটা চামচ। উঁকি দিচ্ছে রানা পাথর ও প্রবালের দেয়ালে। আরো একটা গুহা দেখতে পেলো। আগেরটার চেয়ে বড়। উপরে তাকালো—প্রবাল প্রাচীর এখানে বেঁকে উপরে উঠেছে। তার উপরে ঝুঁকে আছে যেন। আরো নিচু হলো রানা। ঝুঁকে দেখলো গুহার ভেতরটা। অন্ধকার। অন্ধকারে কি যেন চকচক করে উঠলো।

রানা একটা পাথর ধরে ফেললো থাবা দিয়ে। স্থির হয়ে বোঝার চেষ্টা করলো জিনিসটা কি। গত কালকের দাঁত বসানো হাতটা দেখলো। যাতে রক্ত বের না হয় সেজন্যে টেপ লাগিয়ে নিয়েছিল আজ সকালে। ঈল মাছ কামড়ে খাওয়া একটা হাতের ছবি দেখেছিল অনেক আগে। সাদা হাড় দেখা যাচ্ছিল। রানা হাতের ক্ষতটিতে রক্তের চাপ অনুভব করলো। দপ দপ করছে হাতের তালুর ক্ষতটা।

হাত দেবে গুহায়?

চার

দ্বিধা কেটে গেল।

সাবধানে গুহার ভেতর হাত ঢোকালো রানা। কিছু নড়তে দেখলেই স্যাৎ করে টেনে নেবে হাতটা। শ্বাস নিলো। আস্তে আস্তে হাতটা এগিয়ে গেল চকচকে জিনিসটার দিকে। থামলো, আবার এগোলো। স্পর্শ করলো। মসৃণ, খুব ছোট, মুঠোর মধ্যে হারিয়ে যায়। দ্রুত বের করে নিলো সে হাতটা অন্ধকার গুহা থেকে। বুক ভরা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল বুদবুদ হয়ে।

আলোয় হাত মেলে ধরলো। তিন ইঞ্চির বেশি না কাঁচের শিশিটি। শিশি নয়, অ্যাম্পূল। ভেতরে হলদেটে তরল পদার্থ।

বেরিয়ে এলো রানা প্রাচীরের নিচ থেকে। খেয়াল করলো তার ট্যাঙ্কের বাতাস কমে আসছে। সোহানাকে দেখলো, উৎসাহের সঙ্গে জিনিস কুড়াচ্ছে। সোহানার সাঁতারের ভঙ্গিটি সুন্দর। ইচ্ছে করলে ওয়াটার ব্যালের রাজকন্যা হতে পারতো। পায়ের কাজ বেশি। হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে বড় করে পানি কাটে।

সোহানাকে ইশারা করেই রানা ওপরে উঠতে শুরু করলো। সোহানাও গুছিয়ে নিলো তার জিনিসপত্র। জলকন্যাও উঠে আসছে, হাতে অনেক জিনিস।

দু'জনই বোটে উঠে পড়লো।

'কি সুন্দর!' সোহানা ফ্লিপার খুলতে খুলতে বললো, 'কি অপূর্ব জায়গাটা, না?'

তখন মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানা সমুদ্রতল থেকে কুড়িয়ে আনা অ্যাম্পূলটা।

'এটা কি?' সোহানা জিজ্ঞেস করে ঝুঁকে এলো।

'অ্যাম্পূল। একটা সিরিঞ্জ পেলে দেখা যেতো কিসের ওষুধ।'

'ও এতদিনে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'হয়নি। এয়ারটাইট রয়েছে।' সোহানার থালা বাটি দেখে হাসলো রানা, 'তুমি দেখছি ঘর-সংসার তুলে আনছো।'

'কাল ঝুড়ি নিয়ে নামবো। কাঁটা চামচগুলো রূপোর।' সোহানা মজার খেলায় মেতেছে। 'আর দেখ, কি অপূর্ব নকশা! এক একটা বাঁট যেন এক একটা ড্রাগন। এগুলো সী-ড্রাগনের।'

'ঝুড়ি নিয়ে নামবে?' হাসলো রানা। 'কে জানে, কাল এসব দশ ফুট বালির নিচে তলিয়ে যাবে কিনা। আজ আরো দুটো ট্যাঙ্ক থাকলে কাজ হতো।'

'কালকেও পাওয়া যেতে পারে,' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বললো সোহানা। সব হারিয়ে যাবে, এটা মেনে নিতে পারছে না।

'পারে,' বললো রানা। 'শুধু কাল কেন, আগামী এক হপ্তা হয়তো একই রকম থাকবে সমুদ্রের নিচটা। এটা কপালের ব্যাপার। প্রকৃতির খেয়াল। অনিশ্চয়তা রয়েছে বলেই না "সী ড্রাগন" খোঁজায় এত আনন্দ। নইলে কবে সব লুটেপুটে নিয়ে যেত লোকে।'

'চলো, ফেরা যাক,' উঠে দাঁড়ালো সোহানা। 'যা পেয়েছি, তাই বা কম কিসে?'

সৈকতে ফিরে এলো ওরা বিকেলের দিকে। বোট ক্লাবের সামনে অনেকগুলো নানা ধরনের নৌকো বাঁধা। মালয়ী লাইফ গার্ড ছেলেটি ওদের সাহায্য করলো জিনিসপত্র নামাতে। তোয়ালে দিয়ে সোহানা বেঁধেছে তার আহরিত জিনিসগুলো।

রোদে পোড়া সুগঠিত শরীর ছেলেটার। কুঁতকুঁতে চোখে দেখলো তোয়ালে জড়ানো জিনিসগুলো। ও অবাক হলো। বললো, 'আপনারা ভাগ্যবান। ডুব সাঁতারে যারা আসে তারা ট্যুরিস্ট গাইড বুক থেকে পড়ে আসে জাহাজ ডোবার কাহিনী। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম কেউ সত্যিই ভাল কিছু পেলো। চামচগুলো রূপোর।'

এই বাচাল মালয়ী ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলে, কিন্তু চোখ দুটো সব সময় থাকে হয় সোহানার বুকে, নয় উরুতে। বয়স বোধহয় আঠারো হবে। রানার হাসি পায়। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি পাওনি কিছু?'

'পেয়েছি,' ছেলেটা বললো, 'শেল পেয়েছি।'

'শেল?'

'হ্যাঁ, আর্টিলারি শেল। ডেপথ চার্জ। নানা ধরনের এক্সপ্লোসিভ।'

'তাজা?'

'না, আমি তাজা পাইনি।' লাইফ গার্ড বললো, 'কিন্তু, থাকার কথা। ওটা যুদ্ধ জাহাজ ছিল। কেউ কেউ তাজা পায়, ভয়ে হাত দেয় না।'

রানা আগামী দিনের জন্যেও 'লিলিবেট' ভাড়া করার কথা বলে রাখলো লাইফ গার্ডকে।

'বাতাস নেই এখন। দক্ষিণের বাতাস থাকলে লিলিবেটকে নিয়ে প্রবাল

প্রাচীরের দিকে যাওয়া বিপজ্জনক হবে। কাছেই যেতে পারবেন না,' লাইফ গার্ড বললো।

'না, এখানে আর কোন অ্যাডভেঞ্চার নয়,' রানা বললো মনে মনে। হাসলো। 'শুধু অবসর যাপন করবো। শুধু আনন্দ।' গতরাতেই সোহানা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাকে ঘোষণাপত্রের কথা। এখানে যে কয়দিন থাকবে, অন্য কিছু ভাবতে পারবে না।

ছেলেটার সামনে ওরা ইংরেজিতে কথা বলছিল। হঠাৎ রানার চিন্তারই প্রতিধ্বনি তুলে সোহানা বাংলায় বলল, 'শুধু অবসর, শুধু আনন্দ, শুধু দু'জন!'

ছেলেটা অবাক হয়ে, বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে থাকলো।

সোহানা ও রানা বালির উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করলো। এখানে বালির রং গোলাপী। ফোরামিনিফোরা নামের খুব ছোট ছোট এক ধরনের জলজ প্রাণীর ফসিলাইজড কণা থেকে এ বালির সৃষ্টি। তাই রং গোলাপী। এবং ভীষণ হালকা। হাঁটার সময় মনে হয় পাউডারের উপর দিয়ে হাঁটছি।

সুমদ্রে সূর্যটা তলিয়ে যাচ্ছে। গোলাপী বালিতে কমলা আলো। কিছুদূর হাঁটার পর হঠাৎ শেষ হলো সৈকতের সীমা। উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের ওপাশে বোট ক্লাবের বিরাট কমপ্লেকস।

ওরা উঠে এলো পাথরের রাস্তায়।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

শাওয়ার বন্ধ করে তোয়ালেটা টেনে নিলো মাসুদ রানা। নগ্ন শরীরে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। বুক ও পেটের পেশীগুলোয় এক চিলতে মেদ জমতে পারেনি। পেটটা আরো ভেতরে টেনে বুক ভরে শ্বাস নিল।

'ব্যায়াম করছো?' বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে মসৃণ চুলে ব্রাশ করছে সোহানা। চুলগুলো উড়ছে। ও আগেই শাওয়ার নিয়েছে। পরনে শুধু রানার একটা শার্ট। ঢাউশ শার্টটা ওর হাঁটু প্রায় স্পর্শ করেছে। শার্টের ওপরের দিকে কয়েকটা বোতাম খোলা। সোহানার শরীরের সুগন্ধ ভেসে আসে। মাতাল করে দিতে চায় রানাকে।

জবাব দিল না রানা। জানে, জবাব চায় না সোহানা। কিছু একটা জিজ্ঞেস করার ছুতোয় কাছে এসে দাঁড়াতে চায়, দেখতে চায় ওকে। এমনি। ভাল লাগে, তাই। রানাকে এগোতে দেখেই সরে গেল সোহানা।

ওয়ার্ডরোব থেকে প্যান্ট বের করল রানা। জিজ্ঞেস করলো, 'আজ কোথায় যাবো?'

'আজ যাবো মালয়ী রেস্তোরাঁয়,' বললো সোহানা। 'আমি সেদিন দেখেছি। নাম নারিদা। রিকশায় যাবো।'

'রিকশা না, বলো ট্রাইশ।' প্যান্টে পা ঢোকাল রানা।

সোহানা পরলো নীল শাড়ি। রানার টি-শার্টের বুকে লেখা 'হানি', নিচে একটি গোলাকার লাল—অর্থাৎ চন্দ্র। এখান থেকেই সোহানা কিনে দিয়েছে পয়লা দিন। টি-শার্টের ওপর চাপালো রানা হালকা জ্যাকেট।

কটেজের দরজায় তালা দিয়ে বেরোলো ওরা। কটেজগুলো পাশাপাশি সার দেওয়া। একই রকম দেখতে।

'চোর নেই?' সোহানা জিজ্ঞেস করল।

'আছে। দারোয়ানের বউটাই সাবধান করে দিয়েছে। রাতে অবশ্যি কয়েকজন দারোয়ান থাকে পাহারায়।'

ওরা হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। সমুদ্রের বাতাস, শব্দ। রাস্তাটা বেশ নির্জন। দু'পাশে গাছ। সাজানো গাছ—মনে হয় যেন নার্সারী। অদ্ভুত গন্ধ, চেনা-অচেনা মেশানো। না-দেখা নকশা। মাঝ মাঝে দু'একটা গাছ চেনা মনে হয়, চেনা গন্ধ। নাম মনে পড়ে না।

'এ দ্বীপটা চীনা প্রধান,' সোহানা বললো, 'উপমহাদেশের লোকও আছে কম না। দুটো রেস্তোরাঁ দেখলাম পাশাপাশি—হামিদিয়া আর মীরা। একটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশী?' সোহানা সমর্থন চাইলো।

'ছয় দিনে তুমি অনেক শিখেছো।'

'সব ট্যুরিস্ট গাইড থেকে,' সোহানা হাসলো, 'জাহাজ ডুবির ঘটনাটা গাইডে দেখে আমি মনে করেছিলাম এটা পেনাং ট্যুরিস্ট ব্যুরোর বানানো, আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে।'

'আসলে ঘটনাটা মিথ্যে নয়। এ অঞ্চলটা জাপানীরা দখল করে নেয়ার আগেই ডুবিটা হয়। যুদ্ধের সময় কেউ আর ওঠাতে চেষ্টা করেনি, যুদ্ধ-শেষে প্রয়োজন বোধ করেনি।'

'জাহাজের সবাই মারা যায়?'

'না, একজন বেঁচে ছিল।'

'বেঁচে ছিল?'

'এখনো আছে। এ দ্বীপেই থাকে।'

সোহানা হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। দু'জন চুপচাপ হাঁটে। রানা সোহানাকে আরো কাছে টেনে নেয়।

'এতো কিছু জানলে কি করে?' সোহানার প্রশ্ন।

'অনেকদিন আগে গার্ডিয়ানে এক নাবিকের কাহিনী পড়েছিলাম। নাবিকটি সী ড্রাগনের একমাত্র জীবিত নাবিক—ভাসতে ভাসতে কোরাল পাথরে আটকে ছিল। স্থানীয় একটা মেয়ে তাকে উদ্ধার করে। নাবিকটি আর দেশে ফেরেনি।' হাসলো রানা, 'এই বাটু ফারেঙ্গী বীচেই থাকার কথা সেই নাবিকের ইটালিয়ান। গার্ডিয়ানের রিপোর্টার এখানেই তাকে আবিষ্কার করে।'

লাইট পোস্টের আলোয় দেখা যায় আরো দুজন আসছে বিপরীত দিক থেকে।

এক ইয়োরোপীয় দম্পতি। ওরাও জড়াজড়ি করে হাঁটছে।

রানা সোহানার কোমর থেকে অজান্তে হাত নামালো, বললো, 'হানিমুনার।'

ওরা পাশ দিয়ে চলে গেলে সোহানা বললো, 'তুমি হাত সরিয়ে নিলে যে?'

'হানিমুনারদের সম্মানে,' রানা হাসলো।

'আমরাও তো হানি...' বলতে বলতে থেমে গেল সোহানা।

দুজনই চুপ হয়ে গেল। আড়চোখে সোহানাকে দেখলো রানা অন্ধকারে। গম্ভীর, অন্যমনস্ক। দাঁড়ালো রানা।

সোহানাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে নিয়ে এসে গভীর ভাবে চুমু খেলো।

'এই মারা যাবো,' সোহানা হাসলো।

একটু এগিয়ে গিয়েই ট্রাইশ পেলো ওরা। সোহানা উঠলো, তারপর রানা। রানা বললো, 'গেরেই মাকান মালায়ু।'

'কি বললে?'

দু'জনই হাসল।

'মালয়ী রেস্তোরাঁয় যেতে বললাম।'

এক মালয়ী তরুণ ওদের টেবিল দেখিয়ে দিল। ওরা বসার পর তরুণটি আবার এলো অর্ডার নিতে। ছোটখাট চেহারার তরুণটি সুগঠিত। তবে মুখে একটা অপ্রয়োজনীয় হাসি জোর করে ফুটিয়ে রেখেছে। বুকে নাম লেখা। হাবিব।

রানা স্থানীয় পানীয়র কথা বললো, টোডী। নারকেলের ফুল থেকে তৈরি হয়।

ওয়েটার বললো, 'মাদামের জন্যে এটা বেশি স্ট্রং হবে।'

সোহানা কোকাকোলার কথা বললো। ওয়েটার হাবিব চলে গেল।

'ছেলেটি মুসলমান,' সোহানা বললো।

'মালয়ীরা বেশির ভাগই তো মুসলমান,' রানা বললো। জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে মনে পড়ল অ্যাম্পুলটার কথা। ভেবেছিল বোট ক্লাবে কাউকে দেখাবে।

'সকালে যাবো কেমিস্টের কাছে—এটাতে কি আছে বের করতে হবে,' রানা ওটা বের করে বললো।

'পেনিসিলিন?'

'না। তখন পেনিসিলিনের ব্যাপক চল ছিল না। এ ধরনের অ্যাম্পুলও ছিল না।'

সোহানা রানার হাত থেকে অ্যাম্পুলটা নিলো। দেখে বললো, 'ভ্যাকসিন হতে পারে। এক কাজ করি আমরা—বাজি ধরি। দেখা যাক কার কথা ঠিক হয়। তুমি বললে পেনিসিলিন, আমি বলছি ভ্যাকসিন—'

'আমি আবার কবে বললাম পেনিসিলিন?' অবাক হলো রানা।

'না, কথার কথা...ধরো বলেছো।'

'ওটা কোথায় পেলেন?' আরেকটি কণ্ঠ।

চমকে তাকিয়ে দেখলো ওরা ওয়েটার হাবিব ট্রে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রানার ভ্রূ কুঁচকে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে হাবিবের মুখের দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

রানার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যার জন্যে মনে হলো হাবিব যেন একটু নার্ভাস হয়ে গেল। বললো, 'দেখতে বেশ। তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

অর্ডার নামিয়ে দিল টেবিলে এক এক করে।

'পেয়েছি সমুদ্রে।' রানা তাকিয়ে আছে হাবিবের মুখের দিকে।

'ড্রাগন স্পটে?' মুখ না তুলেই জানতে চায় হাবিব।

'হ্যাঁ। এটা কিসের ইঞ্জেকশন?' সোহানার প্রশ্ন।

সোহানার হাত থেকে অ্যাম্পূলটা নিলো হাবিব। আলোয় তুলে ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখে সোহানার হাতে ফেরত দিল। বললো, 'বুঝলাম না।'

'তোমাকে উৎসাহী মনে হচ্ছে,' রানা বললো ওয়েটার হাবিবকে।

'কাঁচটার জন্যে। পুরানো, সুন্দর কাঁচ।' কোকের গ্লাসটা সোহানার সামনে দিয়ে বললো, 'কিছু মনে করবেন না,' অন্ধকারের দিকে চলে গেল ওয়েটার ডিনারের অর্ডার নিয়ে।

খাবার অর্ধেকই পড়ে রইলো। যা হয় নতুন খাবার খেতে গেলে। বিশেষ করে রানা অর্ডার দিয়েছিল অদ্ভুত নাম দেখে দেখে। দু'জনই হেসেছে খাবার আসার পর। অদ্ভুত নাম, অথচ খাবারটা অতি চেনা। যেমন নাসি পাডাং হচ্ছে ভাতের রকমফের। সুপের নাম লাকশা। নুডল ও মাছ দিয়ে তৈরি। বেজায় ঝাল। রানা দিব্যি খেলো। সোহানার কপাল ঘেমে অস্থির। হাবিব এসে বললো, 'মাদাম ঘামছেন—ঝাল কম করে দেবো?' বলে নিয়ে এলো নারকেলের দুধ। বললো, 'এটা মিশিয়ে নিন। ঝাল কম লাগবে।' নুডলকে ওরা বলে মী। মী গোরেং হচ্ছে ফ্রাইড নুডল, বেবুস হচ্ছে সিদ্ধ। সব খাবারেই এরা নারকেল ব্যবহার করে।

দু'জন হাঁটতে হাঁটতে কটেজে ফিরবে ঠিক করল। হাতে হাত ধরে হাঁটছে। সোহানা গান ধরলো গুন গুন করে। 'ওয়ানস আপন এ টাইম…' আকাশে চাঁদ। অনেক ফুলের গন্ধ, বাতাসে পাতার মর্মর। দূরে সাগরের উচ্ছ্বাস।

রানা যেন বোবা হয়ে গেল। অপরূপ এই রাত! তুলনা হয় না। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠতে চায় অন্তর, নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয়।

'কথা বলছো না যে?' সোহানা জানতে চাইল।

রানা পায়ের কাছের ইঁটের টুকরোটা কিক দিয়ে দূরে পাঠালো। বললো, 'একটা কথা বলবো ভাবছি।'

'বলো।'

'কটেজে ফিরেই বলবো।'

সোহানা অবাক হলো। কথা বলতে রানার দ্বিধা! কি কথা? আড়চোখে

দেখলো রানাকে। রানার মুখ চাঁদের দিকে ফেরানো। গোপনে, অন্ধকারে মৃদু হাসলো সোহানা। আমিও কি কিছু বলতে চাই?—মনে মনে জানতে চাইলো নিজের কাছে।

কটেজে ফিরে রানা ওয়াইনের বোতল বের করলো ফ্রিজ থেকে। নেট ঘেরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসলো। পোশাক বদলে নিলো সোহানা। বদল ঠিক না, শাড়িটাই পড়লো আটপৌরে ঢং-এ। অন্তর্বাস হালকা করলো।

সোহানাকে ওয়াইন ঢেলে দিলো রানা। সোহানা ওয়াইনে ঠোঁট ছোঁয়ালো চেয়ার টেনে বসে।

'বাটু ফারেঙ্গীর এই সী-বীচটার স্থানীয় নাম ছিল কি জানো?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'ড্রাগন স্পট?'

'ভূতের পা!' রানা বললো, 'ড্রাগন স্পট হলো আমরা যেখানে নেমেছিলাম।'

সোহানা কিছু বললো না। বুঝলো, রানা যা বলতে চেয়েছিল উন্মাতাল হাওয়ায় চাঁদ দেখে, তা ভুলতে চাইছে। রানাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।

নীরবতা ভেঙে রানা বললো, 'জানো, সোহানা, রেস্তোরাঁর ওয়েটার ছেলেটার অতি-কৌতূহল আমার ভাল লাগেনি।'

সোহানা অবাক হলো। কিছু বললো না। বড় করে চুমুক দিল পাত্রে।

'ছেলেটার চাউনি খেয়াল করেছিলে?'

সোহানা উত্তর দিল না। একটু পর বললো, 'আমি একটা হাই তুলবো?'

রানা বুঝলো, সোহানা রাগ করেছে। ঘোষণা পত্র অনুসারে কোন টেনশন নয়, অনুসন্ধিৎসা নয়। হাসলো, 'তোলো। কিন্তু, হাইটা সেক্সি হতে হবে!'

'এমন সেক্সি হাই, এমন ইঙ্গিতবাহী, কামনায় অধির হাই যা তুমি কখনো দেখনি। জান্তব, বন্য শূকরীর মত। এমন হাই, যা তোমাকে উন্মত্ত করবে, রাতে বিছানার প্রতিশ্রুতি দেবে। আমার মধ্যে কামার্ত কুত্তিকে দেখবে তুমি। যার ফলে তুমি ভুলে যাবে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকবে যে তুমি একজন আত্মহত্যা প্রবণ বদ্ধ উন্মাদ। নিজেকে ক্ষয় করা, বিপদ ডেকে আনা ছাড়া কিছুই যে ভাবতে পারে না—'

অবাক চোখে সোহানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। সোহানা হাই তুললো না, একটা রাগী নিঃশ্বাস ফেললো। এক চুমুকে শেষ করলো পাত্র। ক্ষিপ্ত সোহানা এগিয়ে দিল পাত্রটা রানার দিকে। কিন্তু এ কি! সোহানার চোখ দুটো বিস্ফারিত। স্থির, ভয়ার্ত!

দেখছে রানার পেছনে কিছু।

'কি হলো?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো রানা।

'কে ওখানে!' সোহানাও উঠে দাঁড়িয়েছে। কণ্ঠে সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

'কেউ না,' বললো রানা, 'চাঁদের ছায়া।'
'না!' সোহানার কণ্ঠে প্রতিবাদ।
রানা দৌড়ে গেল দরজার দিকে। কটেজের সামনের রাস্তায় কেউ নেই।
সোহানা দৌড়ে এসে দাঁড়িয়েছে রানার পেছনে।
'ওই তো!'
রানা কিছু বলার আগেই দেখলো গেটের পাশে ঝোপটা একটু কাঁপলো। অন্ধকার থেকে একটা কালো ছায়া বেরিয়ে এলো। কালো পোশাক পরনে। পুরো কালো নয়, নীল লুঙ্গির ওপর মেরুন বাটিক শার্ট। গায়ের রঙ কালো। মাথায় মালয়ী টুপি—তাও কালো। লোকটার চোখ দুটি শুধু দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে।
রানা স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সাদা চোখ দুটির দিকে। বললো, 'কখন এসেছো?'
'স্যার,' ভারী কণ্ঠস্বর, 'এইমাত্র এলাম।'
'কটেজের পেছন থেকে কেন?'
'ওদিক দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, স্যার।' লোকটা উত্তর দিল।
'কি চাই?'
'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।'
ঘরে এলো লোকটা। বয়স পঞ্চাশের মত। টুপির ফাঁকে পাকা চুল। লোকটা বললো, 'আমার নাম মুন্সি আবদুল্লাহ। ছোটখাট ব্যবসা করি। শহরের সোনার দোকান "কোহিনূরে"র মালিক আমি। আমার জুয়েলারীর পাথর, অ্যান্টিক সংগ্রহ করে ট্যুরিস্টরা।'
'আমরা আগ্রহী নই।'
'আমি আগ্রহী, লোকটা বললো, 'আপনারা সমুদ্র তল থেকে কিছু কিছু জিনিস সংগ্রহ করেছেন। সব আপনারা নিতে পারবেন না। কাস্টমস আটকে দেবে। কিছু আমার কাছে বিক্রি করতে পারেন। অনেকেই করে। বিশেষ করে পুরানো কাঁচ হলে ভাল দাম পাবেন।' লোকটা রানা ও সোহানার প্রতিক্রিয়া দেখে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আজকে যে কাঁচটা পেয়েছেন, দেখতে পারি?'
'ওটা তো একটা সাধারণ মেডিসিন অ্যাম্পূল!' সোহানা বললো।
'সংগ্রহ আমার নেশা।' ভারী কণ্ঠে, ভাঙা ইংরেজি, তবু বোঝা যায় লোকটা শক্ত নার্ভের লোক। বললো, 'চল্লিশ দশকে জাপানের ওসাকা শহরের কিনোসিতা নামে এক সাধারণ কারিগর কাঁচের জিনিস তৈরি করতো। ওর তৈরি কাঁচের জিনিস এখন আর পাওয়া যায় না। সাধারণ বাজারে এর দাম না থাকলেও আমরা সংগ্রহ করে থাকি। সী-ড্রাগনে ওর তৈরি কাঁচের জিনিস পাওয়া যেতে পারে বলে সংগ্রহকারীরা মনে করে। আপনাদের বোধহয় জানা আছে জাহাজটা আসছিল জাপান থেকেই, যুদ্ধের সময় দখল করা অংশে সাপ্লাই নিয়ে।'
রানা পকেট থেকে অ্যাম্পূলটা বের করে লোকটার হাতে দিল। কৌতূহল বোধ করছে সে।

লোকটা দেখলো ভাল করে, আলোর সামনে ধরে। অনেকক্ষণ দেখলো।

'সুন্দর! অসাধারণ না হলেও, সুন্দর।'

'এ অ্যাম্পূল অসাধারণ কিভাবে হবে?' রানা জানতে চায়।

'ছোট বুদবুদটা দেখুন এক মাথায়। ওটা কিনোসিতার কোম্পানীর স্বাক্ষর।'

'এটা কিসের ওষুধ?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'ও বিষয়ে আমি অজ্ঞ।'

'আপনার দেখার ভঙ্গি দেখে তা মনে হয়নি—' সোহানা বললো।

'আমি কাঁচের ব্যবসা করি। ওর বেশি বুঝি না।' লোকটা সরাসারি বললো, 'এর এক একটা কাঁচের জন্যে আপনারা পঞ্চাশ মালয়ী ডলার পেতে পারেন। বিদেশী মুদ্রায়ও দিতে পারি—কুড়ি ইউ এস ডলার।'

'কুড়ি?' রানা অবাক।

'হ্যাঁ, আমি ভাল পয়সা দিয়ে থাকি। আমার চেয়ে বেশি আর কেউ দেবে না।' লোকটা নিশ্চয়তা দেয়।

'বিক্রি করতে আমাদের আপত্তি নেই,' রানা একটু ভেবে বললো, 'কিন্তু আমার আগ্রহ কেমিস্ট্রিতে। আমি ভেতরের তরল পদার্থটা কি জানতে চাই।'

'ভাঙা হলে কাঁচটার আর দাম থাকবে না।'

'সেক্ষেত্রে আমরা বিক্রিতে আগ্রহী নই,' রানা জানিয়ে দিল।

'একশো মালয়েশিয়ান ডলার?' লোকটা রানাকে বোঝার চেষ্টা করছে।

'এক হাজারেও নয়,' রানাও টোপ ফেললো, আরো কিছু বুঝতে চাইল।

'যদি এক হাজারই দিই?' মুন্সি আবদুল্লাহ গম্ভীর। কিছুটা ক্ষিপ্ত।

'আপনি ঠিকই বলেছেন; মনে হচ্ছে কিনোসিতার গ্লাস সত্যিই দামী জিনিস। এটা আমি এখন বিক্রি করব না,' রানা বললো, 'কুয়ালালামপুর অথবা ব্যাঙ্ককে নিলাম করবো।'

'ঠিক আছে!' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে নেমে গেল মুন্সি আবদুল্লাহ। 'সালাম' উচ্চারণ করে দ্রুত এগিয়ে গেল যে-পথে এসেছিল সেদিকে। হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

দুজন বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। হাতে অ্যাম্পূল।

'এতে কি আছে, রানা?' সোহানা জিজ্ঞেস করল কিছুক্ষণ পর। ওরা দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে বসেছে। রানা দেখছে অ্যাম্পূলটা।

'জানি না,' রানা বললো, 'হাবিব নিজে কিনতে চাইলো না কেন? এরা এক সঙ্গের লোক। মনে হচ্ছে, সী-ড্রাগন সম্পর্কে আরও জানতে হবে।'

ওয়াইনে চুমুক দিল রানা। চিন্তিত। সোহানা রানার দিকে তাকিয়ে। কি কথা বলতে চেয়েছিল রানা? এই অ্যাম্পূলটা তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

সোহানার চিন্তিত মুখ দেখে হাসলো রানা। বললো, 'প্রতিশ্রুতিময়, সেক্সি, জান্তব একটা হাই তুলতে চেয়েছিলে—তুলবে?'

'না,' সোহানা বললো, 'আমার ভয় করছে, রানা।'

ভয় পাবার মেয়ে সোহানা নয়। একে রানা স্টেন হাতে নির্ভয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুর মুখোমুখি হতে দেখেছে। আজ এটা ভয় নয়, অস্বস্তি। এই সুন্দর মুহূর্তগুলো হারিয়ে যাবার শঙ্কা।

সমুদ্রের ডাক শোনা যাচ্ছে। প্রবালের ওপর আছড়ে পড়ছে পানি, খাদের মধ্যে আটকে যাচ্ছে ঢেউ। একটা সোঁ সোঁ শব্দ—এ শব্দ কি রোজই শোনা যায়?

'রানা,' সোহানা বললো, 'তুমি বলেছিলে সী-ড্রাগনের একজন নাবিক বেঁচে ছিল, সে এখন পেনাং দ্বীপেই থাকে। সে তো বলতে পারতো কি ছিল সী-ড্রাগনে, কিসের ওষুধ।'

'হ্যাঁ, সে এই দ্বীপেই থাকে। কাল ওকে খুঁজতে হবে। রানা উঠে দাঁড়ালো, 'নামটা কার্লোস। পুরো নাম মনে নেই!'

পাঁচ

'কার্লোস শোর্ডি?' বোট ক্লাবের গফুর মালিক হাসলো, 'ওকে খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন নয়। ওকে অনেকেই চেনে। তবে মনে হয় না ও আপনাদের কোন সাহায্য করতে পারবে। বেশি কথা বলে, প্রায় পাগল। তবে একজন আপনাদের সাহায্য করতে পারে। আদম সুলারিও। এটাও অবশ্য পাগল, তবে, নাবিক নয়—সমুদ্রবিদ, ঝানু ডুবুরী। ভয়ানক খেয়ালী মানুষ। আপনাকে যদি তার পছন্দ হয়, এই আদম সুলারিও সাহায্য করতে পারে। যদি কোন কারণে অপছন্দ করে, পত্র পাঠ বিদায় করে দেবে। কিছুতেই কোন সহযোগিতা পাবেন না।' কথার বহর দেখে বোঝা গেল গফুর মালিক চালু লোক। কিন্তু সৎ। অপেক্ষমাণ অন্য একজনকে দু'এক কথায় বিদায় করে আবার শুরু করল সে, 'আদম সুলারিও আসলে ইন্দোনেশীয়, এখানে এসেছিল ওর পূর্বপুরুষ। যুদ্ধের পর স্যালভেজ টিমের সঙ্গে কাজ করেছে ও। প্রত্যেকটা জাহাজের খবর রাখে। স্রোত তার মত কেউ চেনে না। পণ্ডিত লোক, খেয়াল হলে সাহায্য করবে।'

'টেলিফোনে পাওয়া যাবে?' জানতে চাইলো রানা।

'না,' গফুর হাসলো, 'তাকে পেতে হলে তার বাড়িতেই যেতে হবে। সে থাকে ছোট্ট দ্বীপ "বালিকে"।' একটু ইতস্তত করে আবার বললো, 'বালিক দ্বীপ সম্পর্কে ধারণা আছে?'

'ম্যাপে দেখেছি…ব্রিজ আছে, গাড়িতে যাওয়া যাবে,' রানা বললো।

'আপনি গাড়ি ভাড়া না করে বরং মোটর সাইকেল নিন।' গফুর মালিক বললো, 'ও দ্বীপের লোকেরা বাইরের লোককে তেমন পছন্দ করে না। ওরা নিজেদের মালয়ী মনে করে না, নিজেদের নিয়মে চলে। তার অবশ্যি কারণও

আছে।'

'নিজেদের নিয়ম?'

'বহু বছর আগে, ওরাই ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। দেশ স্বাধীন হলো। ব্রিটিশরা তাদের পুলিস, তাদেরই তৈরি সৈন্য বাহিনীর তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা দিয়ে গেল। শান্তির বাণী দিয়ে গেল। এদিকে স্বাধীনতার পর স্থানীয় মালয়ীদের কাছে এ দ্বীপের বহিরাগতরা হয়ে গেল পরদেশী। এরা হলো অবাঞ্ছিত। এরাও ক্ষিপ্ত হয়ে চাইলো স্বায়ত্বশাসন। বাধলো ঝগড়া। এখন পুলিস বাহিনী বাইরে থেকে ওদেরকে গার্ড দেয়—বেশি ঝামেলায় জড়াতে যায় না।'

'আদম সুলারিও কি অবাঞ্ছিত?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

'না,' মাথা নাড়লো গফুর মালিক, 'তবে আদমের মধ্যে আইন অমান্যের মৌলিক প্রবণতা আছে। মোটেও প্রিয়পাত্র নয় সে সরকারের। ও থাকে ওখানকার লাইট হাউসে। লাইট হাউসটা সমুদ্র থেকে দেখেছেন না? ওই লাইট হাউসেই পাবেন ওকে।'

বোট ক্লাবের করিডরের শেষ প্রান্তে রেন্ট-এ কারের বুদ। এখানে গাড়ি থাকে না। বুকিং চলে। বুক করলে পেনাং শহরের হিলটন হোটেল থেকে গাড়ি চলে আসে। এখানে রাখা আছে গোটা কয়েক মোটর সাইকেল।

মালয়ী ক্লার্ককে মোটর সাইকেলের কথা বলতেই সে ক্লাবের কার্ড দেখতে চাইলো। রানা দেখালো। ফর্ম বের করে এগিয়ে দিল ক্লার্ক। সোহানা খেয়াল করলো, রানা কিছু কিছু ভুল লিখছে। অর্থাৎ মিথ্যে।

ওরা এখানে মিস্টার ও মিসেস রফিক চৌধুরী। ব্রিটিশ পাসপোর্ট। আন্ত-র্জাতিক ডুবুরী সমিতির সদস্য। ইত্যাদি···

একটা নতুন মডেলের ২০০ সিসি হোণ্ডা পছন্দ করলো রানা। বুঝে নিল নিয়ম-কানুন। একজন এসে দাঁড়ালো দুটো লাল হেলমেট নিয়ে।

'ওটার কি প্রয়োজন আছে?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'ওটা ছাড়া মোটর-সাইকেল চালানো এখানে বে-আইনী,' ক্লার্ক বললো।

'তুমি মিথ্যে লিখলে কেন ফর্মে?' সোহানা বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলো।

'যাচ্ছি অবাঞ্ছিত জায়গায়। একটু প্রিকশন নিলাম। আনন্দ জানতে পারলে আজই পেনাং শহরে ফেরত নিয়ে যাবে।'

সমুদ্রতল থেকে আহরিত জিনিসগুলো মোটর-সাইকেলের বাস্কেটে রাখলো সোহানা। অ্যাম্পুল শার্টের পকেটে। দু'জনের পোশাক এক। জিনসের প্যান্ট শার্ট।

ম্যাপটা দেখে নিয়ে রওনা হলো ওরা পশ্চিম দিকে বালিকের উদ্দেশে। দক্ষিণ-পূর্ব বাতাস। রাস্তা চলে গেছে সমুদ্রের পাশ দিয়ে। আঙুল তুলে গতকালের প্রবাল প্রাচীরগুলো দেখালো রানা। সোহানা চিনতে পারেনি যে ওখানেই নোঙর করেছিল কাল লিলিবেট। আজ বাতাস পেয়ে ফেনিল তরঙ্গ-সঙ্কুল পানি ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। পাথরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কয়েক ফুট উঁচু হয়ে।

হেলমেট থাকায় শব্দের প্রচণ্ডতা কম।

কিছুদূর আসতেই রাস্তাটা গ্রামীণ হয়ে গেল। ভাল লাগলো ওদের। একটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে শুকানো হচ্ছে কাপড়। এরা বাটিক প্রিন্টকে কুটির শিল্প হিসেবে গড়ে তুলেছে। কোন কোন কুটির থেকে বাতাসে ভেসে আসছে রান্নার গন্ধ। লোকালয় শেষ হতেই শুরু হলো পাহাড়ী পথ। পাহাড়ী পথ শেষ হলে ঝুলন্ত ব্রিজে উঠলো মোটর সাইকেল। বিপদজনক ভাবে এগুলো ওরা। ব্রিজের ওপারটাই বালিক দ্বীপ।

সাজানো গোছানো ঘন-সংবদ্ধ জনবসতি আশা করেছিল রানা। আসলে তা নয়। বিশাল পাহাড়ের সানুদেশে কিছু কাঠের ঘর বাড়ি ছড়ানো ছিটানো। উপমা মনে পড়লো রানারঃ দেখলে মনে হয় কেউ যেন পাহাড়ের উপর থেকে থলি ভরা বাড়িগুলো ঢেলে দিয়েছে নিচে।

এই দ্বীপেরই পাহাড়ের চূড়ায় লাইট হাউস। দ্বীপটা যেন জাহাজ, লাইট হাউজটা মাস্তুল।

মোটর সাইকেল থামালো রানা রাস্তার উপরই। সোহানা কোমর ছেড়ে রাস্তায় নামলো। রানা বের করলো ম্যাপ। বললো, 'এখানেই।'

'কাউকে জিজ্ঞেস করা যাক,' সোহানা বললো।

'হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ লোকের যে-কোন একজনকে জিজ্ঞেস করলেই হয়,' চারদিক দেখে বললো রানা।

সোহানার খেয়াল হলো ব্রিজ পার হবার পর এ পর্যন্ত একটি মানুষও চোখে পড়েনি। ওদের মনুষ্যহীন জনপদ? কেমন যেন রহস্যময়।

মোটর সাইকেলে উঠে আরো কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল একটা হাতে লেখা সাইন বোর্ড। 'ট্যুরিস্ট লাঞ্চ।' ইংরেজিতে লেখা। তীর চিহ্নও দেয়া আছে।

একটা কাঠের ঘর। দরজার ফ্রেমে কপাট নেই। শামুক গেঁথে দড়ি ঝুলিয়ে পর্দা তৈরি হয়েছে।

'ওটাও তো ফাঁকা মনে হচ্ছে,' সোহানা মোটর সাইকেল থেকে নামলো।

রানা বাইকটা একহাতে ধরে রেখে ঘরের কাঠের দেয়ালে টোকা দিল, 'কেউ আছেন?'

কোন সাড়া না পেয়ে মোটর সাইকেল রেখে ভেতরে ঢুকলো রানা।

'কি চাই?' ঘরের কোণে কাউন্টারে বসা লোকটা জিজ্ঞেস করলো। খালি গা, পরনে প্যান্ট, বিশাল লোমহীন ভুঁড়ি। গায়ের রঙ কালো নয়। বিরাট মাংসল মুখে কুঁতকুঁতে চোখ দুটো বন্ধই মনে হচ্ছে।

'আমরা ট্যুরিস্ট...লাইট হাউসে ওঠার পথটা খুঁজছি,' রানা বললো।

'আমি ট্যুরিস্ট গাইড নই।'

'আমরা আদম সুলারিওকে খুঁজছি।'

'এখানে অন্তত নেই। যেতে পারেন!' সাফ জবাব।

'কোথায় তার দেখা পেতে পারি?'

'ও শালা ট্যুরিস্টদের দেখার মত কোন বস্তু নয়।'

'আমরা জাহাজের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই...'

মোটা লোকটা এবার একটু নড়ে বসলো। 'ও শালা জাহাজ চেনে বটে!' একটু প্রসন্ন বলে মনে হলো ওকে, 'ওর দেখা পেতে আপনারা কতটুকু আগ্রহী তা বুঝি কি করে?'

রানা পকেট থেকে পাঁচ মালয়ী ডলার রাখলো লোকটার সামনে।

আড়চোখে ডলারটা দেখে নিয়ে লোকটা বললো, 'না, আপনার আগ্রহ খুব বেশি নেই।'

রানা দ্বিতীয় নোট রাখলো প্রথমটার পাশে।

ছোঁ মেরে তুলে নিল লোকটা নোট দুটো।

'ও লাইট হাউসেই থাকে। একা। বাঁ দিকের রাস্তা ধরে চলে যান। কিছুদূর হেঁটে উঠলে তাড়াতাড়ি হবে।' নোট দুটো টোকা মেরে দেখে পকেটে রাখলো, 'ওই-ই লাইট হাউসের মালিক। দশ ডলারে এর বেশি কিছু বলা যাবে না।'

পাহাড় চূড়ায় লাইট হাউস। পাহাড়টা বেশ উঁচু—তাই লাইট হাউসের জন্যে পঞ্চাশ ফুট উঁচু টাওয়ারই যথেষ্ট। ট্যুরিস্টদের জন্যে বেশ ভাল রাস্তা তৈরি করা হয়েছে ওপরে ওঠার। ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। টাওয়ারের পাশে কাঠের বেড়া দেয়া ছোট্ট সাদা বাড়ি। কাঠের গেটে লেখা—প্রাইভেট।'

রানা গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো। সরু পথ, পাথর বসানো। দুই পাশে লন, একদা ফুলের বাগান ছিল বলে মনে হয়। বাথটাবের আকারের দুটো চৌবাচ্চা উঠানের মাঝখানে। তাতে স্বচ্ছ জলীয় পদার্থে ডোবানো পুরানো পিস্তল, গান ব্যারেল, কাঁটা, বাক্স, চাকা ইত্যাদি। সব মরচে ধরা।

সমুদ্র তল থেকে পাওয়া জিনিস পত্রের ব্যাগটা সোহানার হাতে। সোহানা বললো, 'একই জিনিস!'

'তাই তো মনে হয়,' রানা সায় দিল, 'কেমিকেল সলিউশনে রাখা হয়েছে পরিষ্কার করার জন্যে।'

সামনের দরজাটা খোলা। এরপর নেটের দরজা রয়েছে ভেতর থেকে বন্ধ করা। দরজায় নক করলো রানা। গলা উঁচু করে ডাকলো, 'হ্যালো? মিস্টার আদম সুলারিও?'

জলদ কণ্ঠে পরিষ্কার ইংরেজিতে উত্তর এলো, 'লাইট হাউসের গেটে প্রচারপত্র আছে। সবকিছুর উত্তর ওতে লেখা আছে—যা ঘোড়ার ডিম জানতে চান।'

'মিস্টার সুলারিও, আমরা কিছু জিনিস পেয়েছি—সে-সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জানতে চাই,' বলে সোহানার দিকে ফিরে চোখ টিপলো রানা। পিছনের মৃদু শব্দে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো বিশালদেহী এক পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

কমপক্ষে সাড়ে ছয় ফুট লম্বা লোকটা। মুখে দাড়ি…ছেঁটে রাখা। এত লম্বা-চওড়া লোকও এ অঞ্চলে আছে! ভাবলো রানা।

পরনের কালো টি-শার্ট ছাতি চেপে বসেছে। নাক কিছুটা চাপা, চোখ ছোট, কিন্তু জ্বলজ্বলে। চৌকো মুখ। পাতলা ঠোঁট। পোড়া বাদামী গায়ের রং। শুধু ইন্দোনেশীয় নয়, রানার মনে হলো, কিছুটা ডাচ রক্তও শরীরে থাকা অসম্ভব নয়। চোখের রং ব্রাউন।

'আমরা লাইট হাউসের আকর্ষণে আসিনি,' রানা বললো, 'একটা জরুরী বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। বোট ক্লাবের একজন আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'নিশ্চয়ই গফুর?'

রানা বললো, 'হ্যাঁ।'

'আমি গফুর মালিকের কেনা অ্যাডভাইজার কিংবা গোলাম নই।' ভুরু কুঁচকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত রানাকে দেখে নিয়ে বললো সুলারিও।

'ও বলেছে, আমরা যা জানতে চাই, সে ব্যাপারে এই অঞ্চলে আপনি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না।'

'কোন্ জাহাজ?'

'সী-ড্রাগন।'

'কি পেয়েছেন দেখি?'

সোহানা মেলে ধরলো ব্যাগটা। দেখলো সুলারিও। বললো, 'এগুলো সী-ড্রাগনে ছিল সন্দেহ নেই। হলো তো উত্তর? এইটুকু জানতে এতোদূর এসেছেন?'

'না,' রানা বললো, 'এছাড়া আর কি কি ছিল সী-ড্রাগনে আমি জানতে চাই।'

'যা পেয়েছেন এটাই তো ভাগ্যের কথা, আবার কি চান?' রেগেই উঠল সুলারিও, 'লোকের কাছে গুপ্তধনের কথা শুনেছেন তো? ওটা কেউ পায় না, আমিও পাইনি ছত্রিশ বছর খুঁজে।'

'কিসের গুপ্তধন?' রানা জানতে চাইলো।

সুলারিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানাকে দেখলো। বললো, 'সবকিছু এখন গল্প। সত্যিই কিছু একটা নিশ্চয়ই ছিল। নইলে এতো গল্প বেরুলো কেন?'

'এটা কি সত্যি?' রানা সোহানার দিকে হাত পেতে ধরলো। চোখ সুলারিওর উপরেই রাখা। সোহানা তার শার্টের পকেট থেকে বের করলো কাগজের মোড়ক। অ্যাম্পূলটা বের করে রাখলো রানার হাতের তালুতে।

সুলারিওর চোখ আটকে গেল রানার হাতের তালুতে রাখা হলুদ তরল পদার্থে ভরা অ্যাম্পূলটার উপর।

হাত বাড়িয়ে অ্যাম্পূলটা তুলে নিলো সুলারিও। কিছু বললো না। রানা স্পষ্ট দেখলো লোকটার চোয়ালের পেশী কাঁপছে। তাকালো সমুদ্রের দিকে। আপন মনে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, 'গড! ব্লাডি ড্যাম! ছত্রিশ বছর ধরে যাকে গল্প ভাবলাম—তাই কিনা তুলে এনেছেন ডুব দিয়ে!' হঠাৎ রানাকে জিজ্ঞেস করলো,

'আর কে জানে এর কথা?'

'দু'জন। রেস্তোরাঁর এক ওয়েটার দেখেছে এটা। তারপরই একজন আমাদের কটেজ পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছিল—কিনতে চেয়েছিল। এই কাঁচের নাকি অনেক দাম।'

'কবে?'

'গত রাতে।'

সুলারিওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো রানা, 'মরফিন?'

কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে রানাকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে মাথা ঝাঁকালো সুলারিও, 'হ্যাঁ, মরফিন। লিজেণ্ড যে সত্যি এটা তার প্রমাণ।'

'কিসের লিজেণ্ড?' উৎকণ্ঠ হলো সোহানা।

একবার রানা তারপর সোহানাকে দেখলো সুলারিও কয়েক মুহূর্ত ধরে। মনে হলো যেন মন স্থির করতে পারছে না। তারপর বললো, 'বলতাম না। কিন্তু ওরা জেনেছে আপনারা পেয়েছেন। অতএব আপনাদের ওরা জানাবে খুব শীঘ্রিই। ভেতরে আসুন।'

সুলারিওকে অনুসরণ করলো প্রথমে সোহানা তারপর রানা। চলে এলো ঘরের পেছন দিকে, রান্নাঘরে। বেশ বড়সড় রান্নাঘর, আলো আছে, আছে প্রচুর বাতাস। বড় জানালায় সমুদ্রের পটভূমি।

রান্নাঘরের একপাশে একটা টেবিলে কেমিক্যালের শিশি বোতল। বুনসেন বার্নার, ডেন্টিস্টের ড্রিল, চিমটে, ছেনি, হাতুড়ি আরো রকমারি জিনিস টেবিলে ছড়ানো ছিটানো। যেন ছোটখাট ল্যাবরেটরি একটা। কাজ চলছে। ওদের দু'জনকে টুল দেখিয়ে বসতে বললো সুলারিও।

সোহানা পিপাসা অনুভব করছে। সুলারিওর কথা শুনে গলা শুকিয়ে কাঠ। বললো, 'এক গ্লাস পানি হবে?'

'দেখি,' বলে চারদিক দেখতে লাগলো সুলারিও। টেবিলে অর্ধেক ভরা গ্লাসটা দেখিয়ে সোহানা বললো, 'এটাই চলবে।'

সোহানা গ্লাসটা তুলে নিল। একটু অপেক্ষা করে হো হো করে হেসে উঠল সুলারিও। গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে অবাক হয়ে লোকটাকে দেখলো সোহানাঃ পাগল নাকি?

'ওটা খাবেন না। এক সিপ নেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্থান হবে ইতিহাসের পাতায়—' সুলারিও হাসি থামিয়ে গ্লাসটা সোহানার হাত থেকে নামিয়ে অন্য গ্লাস খুঁজতে লাগলো। পেয়েও গেল একটা।

'ওটা কি ছিল?'

'হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যেতো।' ট্যাপের পানিতে হাতের গ্লাস ভরে সোহানাকে দিল।

জানালায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে রানা। হঠাৎ একটা চাপা গর্জন শুনে ঝুঁকে

দেখলো জানালার নিচে মাঝারি আকারের একটা টেরিয়ার কুকুর ওকে দেখে খেপে উঠেছে।

সুলারিও চেঁচিয়ে উঠলো স্থানীয় ভাষায়। যার এক অক্ষরও সোহানা বা রানা বুঝলো না। তবে বুঝলো, কুকুরটার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। কুকুরটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

আবার চেঁচালো সুলারিও। সোহানার হাত থেকে খাওয়া গ্লাসটা নিয়ে বাকি পানিটুকু ছুঁড়ে দিলো কুকুরের মুখে। কুকুরটা নেমে গেল। কিন্তু এহেন দুর্ব্যবহারের জন্যে আপত্তি জানাচ্ছে নিচ থেকে কুঁই কুঁই করে। সুলারিও বললো, 'ওকে এখন বোঝানো মুশকিল হবে যে আপনারা সাধারণ ট্যুরিস্ট নন। আসলে ওর চটে যাবার কারণ হচ্ছে, ঢোকার সময় আপনাদের পায়ে কামড়াতে পারেনি। বিশেষ করে এমন সুশ্রী মহিলার।' হো হো করে হাসলো সুলারিও, 'নাম শার্ক, ব্যাটা ছেলে। হতচ্ছাড়া এবং পাজি!'

'ও কামড়ায় নাকি?' সোহানা যেন ভয় পেলো।

'কামড়ায়। তবে শুধু ট্যুরিস্টদের,' বলে কুকুরটার উদ্দেশ্যে আবার কিছু বলে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো সুলারিও। দু'জনকে আবার কয়েক মুহূর্ত ভালো করে লক্ষ করলো।

'সী-ড্রাগন সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান কতটুকু?' জিজ্ঞেস করলো সুলারিও।'

'প্রায় কিছুই না,' উত্তর দিল রানা। 'এসেছিলাম হলিডে কাটাতে। ট্যুরিস্ট গাইডে যা লেখা আছে তার চেয়ে বেশি কিছু জানতাম না—'

'এখন জানেন?'

'সী-বীচে বোট ক্লাবের লাইফ গার্ড ছেলেটি বলেছিল ঠিক কোথায় জাহাজ ডুবিটা ঘটেছিল,' রানা বললো, 'আর এগুলো পাবার পর অনুমান করছি জাহাজটা অনেক কিছুই বহন করছিল।'

'হ্যাঁ তাই!' সুলারিও তাকালো সমুদ্রের দিকে। কি যেন ভাবলো, তারপর স্বগতোক্তির মত বলে চললো, 'সী-ড্রাগন মূলত ছিল কার্গো ভেসেল। সম্পূর্ণ জাহাজটা ছিল কাঠের তৈরি। যুদ্ধের সময় দখলীকৃত এলাকায় বয়ে নিয়ে যেতো সাপ্লাই। যুদ্ধের সময় জাপানীরা এই মন্থর গতির জাহাজটা ব্যবহার করতো বিচক্ষণতার সঙ্গে। প্রথমত কাঠের তৈরি বলে মাইনের চুম্বক এড়িয়ে চলতে পারতো। নাবিকদের সাড়া শব্দ কম হতো—যাতে অন্য বোটের দৃষ্টি কম আকর্ষণ করতো। শেষ যাত্রায় ড্রাগন মাল বোঝাই ছিল। মালের তালিকায় অস্ত্র ও ওষুধ পত্রের নাম ছিল। ৪৩ সালের শরৎকালে জাহাজটা ডোবে। দিনটা ছিল পরিষ্কার। কিন্তু বাতাস ছিল ভারি। মালয় স্ট্রেইট থেকে যাচ্ছিল আন্দামান সীর দিকে। রেঙ্গুনে যাবার কথা। হঠাৎ মেঘ দেখা যায় দূরে—ভারত মহাসাগরে। যুদ্ধের সময় রেডিও ছিল না। রেডিও নির্দেশ ছাড়াই চলাচলে অভ্যাস করেছিল সী-ড্রাগন। জাহাজটা জর্জ টাউনে নোঙর করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাতাসের ঝাপটায় দিক হারায়।

বাতাসে সমুদ্র ফুঁসে ওঠে, ড্রাগন ভেসে এসে আছড়ে পড়ে পাথরে।' থামলো সুলারিও।

কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার কথা শেষ হয়নি। রানা ও সোহানা কিছু বললো না। ওরা শুনতে চায়।

সুলারিও বলে চললো, 'কাঠের জাহাজটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। কয়েক সপ্তাহ ধরে এখানকার লোকেরা পাগলের মত জিনিস সংগ্রহ করেছিল সমুদ্রতীর থেকে, সমুদ্রে নেমেও। তখন কম্যুনিস্টরা জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। ওরা তুলে নিল বেশ কিছু অস্ত্র। তারপর জাপানী নেভি এসে পড়লো। পুরো জায়গায় টহল দিতে শুরু করল।' ঘুরে দাঁড়াল সুলারিও। হঠাৎ হেসে উঠলো হো হো করে। আবার বলতে শুরু করলো, 'জাপানীরা গেল ৪৫ সালের শেষে। ওরা জাহাজের বড় বড় অংশ যা পেল নিয়ে গেল। সে সময়ে ওরা পালাতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। পঞ্চাশ সালের পর কয়েকবার আমি নিচে নামি। এক টনের বেশি পিতলের জিনিস তুলি—ডেপথ চার্জ আর কামানের গোলা। কিন্তু ওষুধ কেউ কোনদিন খুঁজে পায়নি।'

'কি ধরনের ওষুধ থাকার কথা?' সোহানা জানতে চাইলো।

অবাক হয়ে সুলারিও সোহানাকে দেখে নিয়ে হাসলো, 'পুরো বিষয়টিই গল্পের মত। তালিকায় ছিল মেডিক্যাল সাপ্লাই—তা সালফার, ব্যাণ্ডেজ, আয়োডিন, ক্লোরোফরম, এসব হতে পারে। জাপানীরা চলে যেতেই এদেশের নানা ধরনের রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যে কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বিশেষ করে ১৯৪৭ সনের সাইক্লোনের পর এ নিয়ে ভাবার প্রশ্নই ওঠেনি। কেউ মনে রাখেনি এর কথা—স্থানীয় লোকজন ছাড়া।'

'একজনের তো মনে থাকার কথা,' রানা বললো, 'কার্লোস শোর্ডি তো এখনো বেঁচে আছে।'

'হ্যাঁ, বেঁচে আছে। ইটালীর ছেলে, জাপানী জাহাজে চাকরি নিয়েছিল। একা বেঁচে থেকে পাগলাটে হয়ে গেল। হাসপাতালে ছিল কয়েক বছর। জাপানীরা পালালেও ও থেকে গেল, পাগল বলে কেউ ধরিয়ে দিল না। জাহাজের মাল তুলে বিক্রি করে জীবন যাপন করতো। বিয়েও করেছিল, কিন্তু টিকতে পারেনি। এ দেশী মেয়ে। মদ খাওয়ালে এখনো গল্প করে জাহাজ ডুবির সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা।' বিশালদেহী সুলারিও থামলো। একটু ভেবে কথা শুরু করলো, 'ও-ই একদিন মাতাল হয়ে বলেছিলঃ সী-ড্রাগনে হাজার হাজার অ্যাম্পূল মরফিন ও আফিম ছিল। ওর দায়িত্বে ওগুলো জাহাজে তোলা হয়েছিল সিগারের বাক্সে প্যাক করে। ও বলে, ও জানে কোথায় ওগুলো আছে। এ গল্প রটে যায়। একদল লোক একদিন ওকে বেদম মারধোর করে! তখন বলে, ও জানতো, তবে এখন মনে নেই। মার খাবার পর এ গল্প ও আর করেনি। তবু লোক জেনে যায় ব্যাপারটা। একটা হিসেবও গুজবে ছড়ায়। তা হলোঃ এক কোটি ডলার মূল্যের অ্যাম্পূল

পানির তলায় আছে। লোকে আসে গুজব শুনে। ট্যুরিস্ট বিভাগ তাদের প্রচারে ড্রাগনের কথা উল্লেখ করেছে। বিনোদনের নাম করে কত ডুবুরী যে এখানে অ্যাম্পূল খোঁজে! কেউ যা কোনদিন পায়নি আপনারা তাই পেয়েছেন।'

'আমরা পেলাম কেন?' সোহানার প্রশ্ন।

'প্রশ্নটা জেনুইন!' উৎসাহিত হয়ে উঠলো সুলারিও, বললো, 'সমুদ্রতল সব সময় জীবন্ত। সব সময় রূপ বদলাচ্ছে। খেলা করে, বোকা বানায় মানুষকে। এক রকম দেখে এসেছেন গতকাল, আজ বেশি বাতাস উঠলে আগামীকাল দেখবেন অন্যরকম। স্রোতের গতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে সে যায় উল্টেপাল্টে। আজ যেখানে ফাঁকা দেখবেন, কাল খুঁজে পেতেও পারেন পৃথিবীর অর্ধেক রত্নভাণ্ডার।'

'এমনও তো হতে পারে—এ অ্যাম্পূল হয়তো সী-ড্রাগনের নয়,' সোহানা বললো, 'এবং এটা মরফিনও নয়, সত্যিকারের ওষুধ।'

'হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়নি। আমার বিশ্বাস, এটা ড্রাগনেরই মরফিন।' সুলারিও বললো, 'হতে পারে, এই একটাই অ্যাম্পূল অবশিষ্ট ছিল। শেষ অ্যাম্পূলটি আপনারা পেয়েছেন এবং সেটাই আমাদের আশা করতে হবে।' উত্তেজিত কণ্ঠস্বর সুলারিওর।

'কেন?'

'একটি অ্যাম্পূল পাওয়ার পর নিজেদের অবস্থা দেখছেন না? যে লোকটা অ্যাম্পূলের কাঁচ কিনতে চেয়েছিলো তাকে কি কি বলেছেন?'

'কিছুই না। কি বলবো, আমরা জানিই না কিছু!' সোহানা বললো।

'আমি পুরো ব্যাপারটা জানতে চাই,' রানা বললো, 'আমি ভাল করে খুঁজে দেখতে চাই অ্যাম্পূল আরো আছে কি না!'

'কেন?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো সুলারিওর। গম্ভীর। 'কি করবেন আরও থাকলে?'

'তুলে আনবো।' সরাসরি সুলারিওর চোখের দিকে চেয়ে উত্তর দিল রানা।

'তারপর?' আরও একটু তীক্ষ্ণ হলো সুলারিওর চোখ। 'বিক্রি করে প্রচুর টাকা…'

'না। নষ্ট করে দেব অ্যাম্পূলগুলো।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত রানার মুখের দিকে চেয়ে রইলো সুলারিও।

'কেন?'

'লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে রক্ষা করার এছাড়া আর কোন পথ নেই।'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠলো দৈত্যের মুখে। দুই কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো ঠোঁটের দুই কোণ। রানার দিকে বাড়িয়ে দিল ডান হাত। 'ভেরি গুড, মাই ফ্রেণ্ড—তাহলে আমি সাহায্য করবো আপনাকে।'

'আপনি নামবেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা আদম সুলারিওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে।

'না, আপনি নামবেন।' সুলারিও উৎসাহিত হয়ে উঠলো, তাকালো সমুদ্রের দিকে, বললো, 'আজ বাতাস বেশি, কাল নামুন। দেখা দরকার—নইলে কয়েক হাজার ড্রাগ ব্যবসায়ী নেমে যাবে। আমিই নামতাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে মুশকিল হলো—'

'কি?'

'আমি পানিতে পা ভেজালেই খবরের কাগজের খচ্চরগুলো হেডিং করবে "মালয় সাগরে স্বর্ণখনি পাওয়ার সম্ভাবনা!" কুত্তার বাচ্চা! আমি এখন নামবো না। আপনারা নামুন যেমন সৌখিন ডুবুরিরা নামছে দৈনিক। কেউ সন্দেহ করবে না।' সুলারিও ওপাশের দেয়াল আলমিরা থেকে বের করলো দু'টি বড় পাথর। টেবিলে রাখলো। বললো, 'আপনারা যদি আবার একটি অ্যাম্পূল পান তবে জায়গাটা চিহ্নিত করবেন এই পাথর দিয়ে। এই পাথর ইনফ্রারেড রে বিকিরণ ঘটে। আপনারা দিনে নামবেন। আমি ইনফ্রারেড টর্চ নিয়ে নামবো রাতে।'

সোহানা তাকালো রানার দিকে। রানা দেখছে সুলারিওকে।

কি চায় আদম সুলারিও? এর ওপর বিশ্বাস রাখা যায়?

ছয়

ওরা আদম সুলারিওর রান্নাঘর থেকে বিদায় নিয়ে বেরুবে এমন সময় সোহানার চোখ পড়লো কালো গোলাকার পিণ্ডটার ওপর। নিজের ব্যাগ থেকে নামিয়ে রেখেছিল ওটা তুলে ব্যাগে ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করলো, 'এই জিনিসটা কি—কয়লা?'

'না,' উত্তর দিল সুলারিও। বিশাল থাবায় নিলো পিণ্ডটা। বললো, 'এটা এক ধরনের সালফাইড। ভাঙলে ভেতরটা দেখা যেতো।'

সোহানার চোখে উৎসাহ ও কৌতূহল। সুলারিও টেবিল থেকে হাতুড়ি ও ছেনিটা তুলে নিলো। হাতুড়িটা সুলারিওর বিশাল হাতে ছোট্ট দেখাচ্ছে। বুড়ো আঙুলের নখ আর হাতুড়ির মাথাটা এক সমান। সুলারিও সোহানার বসা টুলটা টেনে বসে পড়লো। স্বর্ণকারের মত পিণ্ডটাকে ছোট ছোট আঘাত করতে শুরু করলো। ঠিক মাঝ বরাবর চুলের মত সূক্ষ্ম ফাটল ধরলো। ফাটলে বাটালী ঢুকতেই পিণ্ডটা দু'ভাগ হয়ে গেল। আর সাথে সাথেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুলারিওর চোখ। হাসলো। বললো, 'চমৎকার! খাসা মাল! দিনক্ষণ বলতে পারবো না, কিন্তু মাল খাসা!'

ওরা দু'জনই অবাক।

'কি ওটা?'

'ডলারের পূর্ব পুরুষ—পীস অব এইট!' সুলারিও এগিয়ে ধরলো পিণ্ডের দুটো

অংশ। 'দেখুন!'

ওরা দেখলোঃ ক্রুশের আবছা ছাপ, পাশে দুর্গ ও সিংহের ছাপও চেনা যায়।

'এটা প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা। অনেক আগের। সমুদ্রে রূপো লোনা পানিতে পড়ে প্রথমে অক্সিডাইজড্ হয়ে যায়। তারপর হয় সিলভার সালফাইড। কিন্তু চিহ্ন থেকে যায় আবছা ছাপের। মুদ্রায় রূপোর পরিমাণ যদি কম থাকে, যদি সঙ্গে লোহা না থাকে তবে তার এই দশা হয়।' সুলারিও উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু রানার মনে অন্য প্রশ্ন।

'স্প্যানিশ মুদ্রা?' প্রশ্নটা করলো রানা।

'হ্যাঁ! পীস অব এইট। ডলারের চিহ্নটা এখান থেকেই এসেছে। দেখুন—' বলে টেবিলের ধুলোর উপর আঙুলে ইংরেজি 'P' অক্ষরটি আঁকলো। বললো, 'ওরা আঁকতো পি—এরপরে এইট। ঝামেলার সময় বা তাড়াতাড়ি লেখার সময় এইট ও পি একসঙ্গে লিখতে গিয়ে হয়ে যেতো এস অক্ষরের সরাসরি পেট কাটা—' সুলারিও ডলারের চিহ্ন আঁকলো।

'এ মুদ্রাটা কত পুরানো?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'কয়েক শ বছর তো হবেই।'

'কি করে হবে?'

'কেন?' অবাক হলো সুলারিও, 'হতে দোষ কি?'

'আমরা তো এটা পেয়েছি ড্রাগন স্পটে,' সোহানা বললো।

এবার গম্ভীর হলো সুলারিও। ভারি কণ্ঠে শুধু বললো, 'না, এটা ড্রাগনের নয়!'

'কিন্তু আমরা ওখানেই পেয়েছি,' সোহানা জোর দিয়ে বললো।

'আপনারা আরো এমন অনেক কিছু হয়তো পাবেন,' সুলারিও বললো, 'একটা লুপ্ত মহাদেশও পেতে পারেন। এমনও আবিষ্কার করতে পারেন এই সাগর এখানে ছিল না—এই দ্বীপপুঞ্জ সংযুক্ত ছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে। ধরুন, এক ভূমিকম্পে সাগরের তলে চলে গেল এই পাহাড়। আমরা হারিয়ে গেলাম সমুদ্রের নিচে। এখন থেকে তিন চারশো বছর পর কোন এক দ্বীপের একজোড়া হানিমুনার পেলো আমার পকেটের এই মালয়েশিয়ান ডলারটা। ওরা কি ভাববে এখানে মহারাজার ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে?' মনে হচ্ছে খেপে গেছে সুলারিও। জানালায় দাঁড়িয়ে আবার সাগর দেখছে। আসলে ওর কাছেও দুর্বোধ্য লাগছে ব্যাপারটা। অথবা অন্য কিছু?

রানা-সোহানা কিছু বললো না। সুলারিও সাগরের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে ভাবুক গলায় অনেকটা আপন মনে বলে চললো, 'সমুদ্র বিশাল, অনেক অনেক গভীর এর রহস্য। সে একটু প্রকাশ করে, যখন তার ইচ্ছে হয়। আমরা প্রত্যাশার পাহাড় গড়ি। সাগর হেসে সে-প্রত্যাশার পাহাড় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে রসিকতা করে আমাদের সঙ্গে। নির্মম রসিকতা। লোভ দেখিয়ে থুথু ছিটিয়ে দেয় মুখে।'

'কিন্তু অনেকে তো পায়,' সোহানা বললো।

'পায়। আপনিও পেতে পারেন। কিন্তু পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলে, আশা করতে থাকলে পাগল হয়ে যাবেন।' সুলারিও ঘুরে দাঁড়ালো, 'আশা করবেন না। পেলেও পেতে পারেন। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়।'

সুলারিও দরজা খুলে দিল বাইরের। কুকুরটা শুঁকে শুঁকে দেখলো ওদের, লেজ নাড়াতে লাগলো।

'এরপর কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'যে ভাবে আজ করেছেন। অথবা ট্যুরিস্ট লাঞ্চ-এ ফোন করতে পারেন। ওর ফোন আছে।'

'ট্যুরিস্ট লাঞ্চ!' বলে সোহানা হাসলো, 'আসার পথে ওই দোকানে থেমেছিলাম।'

'কত নিল?' বলে চোখ টিপে হাসলো সুলারিও, 'সুলায়মান ওর নাম। আমার কাজিন। ভাল লোক। তবে ডলার পেলে ড্রেন থেকে কামড়ে তোলে।' গম্ভীর হলো সুলারিও। বললো, 'ওরা গরীব। দোষ নেই। আমরা এখানে যারা আছি প্রায় সবাই এসেছি দাস হিসেবে এইটিনথ্ সেঞ্চুরীতে। ভারতবর্ষ থেকে, চায়না থেকে, আশেপাশের দ্বীপ থেকে। ইংরেজরা এনেছিল। কয়েক পুরুষ আগে এই দ্বীপের দাসরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের পাঠানো হয় এখানে খাঁচায় ভরে। বিদ্রোহীরা মরেছে নিজেরা, হত্যা করেছে ইংরেজ ও তাদের পুলিসকে। স্বাধীনতার পর কুড়ি বছর পার হয়ে গেল কিন্তু এদের বিদ্রোহী চরিত্রই রয়ে গেছে। পার্লামেন্টে আমিই ছিলাম এদের প্রতিনিধি। আমার পূর্বপুরুষরাও এদের নেতৃত্ব দিয়েছে। এরা আমাকে রাজা বলে। আগেও তাই বলতো।'

'মুকুটহীন রাজা?'

হাসলো সুলারিও, 'শুধু মুকুটহীন নয়, সিংহাসন নেই, ধনরত্নও নেই। বিবাদ মিটিয়ে দিই, বিচার করি। লাইট হাউসের দায়িত্বটা ছাড়িনি, কিছু পয়সা আসে। দ্বীপ ছেড়ে যাই না, যেতে পারি না। এ দ্বীপের বিদ্রোহীরা চাঁদা করে আমাকে লণ্ডন পাঠিয়েছিল নেভির ট্রেনিং আনতে—যখন আমার বাবা ছিলেন নেতা। তারা চাইতো রাজা যেন অশিক্ষিত না হয়। কথাটার কোন অর্থ হয় না। লাইট জ্বালাতে অথবা অন্যের স্ত্রীর দিকে নজর দেবার জন্যে প্রজাদের শাস্তি দিতে বিলাতের শিক্ষা লাগে না।'

'আপনার পরে রাজা কে হবে—আপনার ছেলে?'

'তাই নিয়ম,' আদম সুলারিও বললো, 'যদি আমার ছেলে থাকতো।'

ওরা পাহাড়ী পথে নেমে এসেছে। মোটর সাইকেলের পাশে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, সুলারিওকে দেখে সরে গেল। রানা সুলারিওকে অবাক হয়ে দেখছে সোহানাও। শেষ কথাটা নির্মমভাবে উচ্চারণ করলো সুলারিও। কিন্তু কেন?

'অ্যাম্পুলটা আপনার কাছেই থাকুক,' সোহানা বললো।

'সেটাই ভাল। এখানে ওটা কেউ কিনতে আসবে না।'

ওরা বিদায় নিলো।

রাত।

সারাটা রাত রানাকে নিয়েই মেতে থাকতে চাইলো সোহানা। মনে করলো না অ্যাম্পূলের কথা, সুলারিও বা সী-ড্রাগনের কথা। বিকেলে আজ বোট ক্লাবে টেনিস খেলেছে, অনেকদিন পর। সার্ভ ও ভলীর খেলায় রানার ফর্ম ছিল, নইলে হারতে হতো সোহানার কাছে। বেস লাইন থেকে নিচু মাটি ঘেঁষা গ্রাউণ্ডস্ট্রোকে মারে সোহানা। এখনো নিয়মিত খেলে ও। মেজর জেনারেল রাহাত খানের বাড়ির টেনিস লনে সে-ই একমাত্র যে এখনো নিয়মিত অভ্যাস করতে যায়। রানা এক সেট খেলেই বসে গেল। সোহানা দ্বিতীয় সেট খেললো একজন আমেরিকানের পার্টনার হিসেবে। হাঁটতে হাঁটতে কটেজে ফিরে শাওয়ার নিলো··· 'ব্রাউন গার্ল ইন দা রিঙ'···চেঁচিয়ে গাইতে গাইতে। শাওয়ার থেকে বেরিয়েই পড়ে গেল রানার খপ্পরে। হাসিমুখে সমর্পণ করলো নিজেকে। বিচিত্র শব্দমালায় শরীরের সঙ্গে শরীর, মনের সঙ্গে মন এক বিন্দুতে সমগ্র অনুভূতিকে একত্রিত করলো।

এবং ঘুমিয়ে পড়লো সোহানা।

চাদরে মুড়ি দিল রানা সোহানার গুটিয়ে থাকা শরীরটা। নিজে একটা সিগারেট ধরাল। পরিষ্কার বুঝতে পারলো রানা, ভয় পেয়েছে সোহানা। রানাকে হারাবার ভয়। একটা অ্যাম্পূল ওর সুখের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে।

কটেজে ফিরে বালিকার মত খুশি হয়ে উঠেছিল সোহানা। রানার বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ করেছিল। শেষে জিজ্ঞেস করেছিল, 'রানা, সত্যি করে বলবে একটা কথা?'

'বলো?'

'তুমি ভালবাসো···আমাকে?'

উত্তর দেয়নি রানা, শুধু হেসেছিল।

এ প্রশ্ন নিয়ে সোহানা কোনদিন রানাকে ঘাঁটায়নি। এর আগেও তারা একত্র হয়েছে। দু'জনেই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে নিজের মন। কোনদিনই ভালবাসা নিয়ে আলোচনা হয়নি। অথচ দু'জনই একসঙ্গে থাকতে চেয়েছে। আরও নিবিড়, আরও গভীর করে পেতে চেয়েছে একে অপরকে। মাতাল যেমন যে-কোন অজুহাতে মদ খায়, ওরাও তেমনি যে-কোন ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে পরস্পরকে। যেমনঃ দুপুরটা নির্জন, বিকেলের বাতাসটা সুন্দর, ছায়াছবি দেখে জেন ফণ্ডার অভিনয় চমৎকার লেগেছে, চাঁদটা বার বার ঢাকা পড়ছে দ্রুত ভাসমান মেঘের আড়ে, এমন কি খবর এসেছে গদি ত্যাগ করেছেন প্রেসিডিন্ট নিক্সন; অতএব রানাকে সোহানার দরকার, সোহানাকে ছাড়া রানার চলছে না। বিয়ে ছাড়া যতটা চায় ততটা কাছাকাছি থাকা যায় না, তাই মাঝে মাঝে বিয়ের কথাও ভেবেছে ওরা, আলাপ করেছে—কিন্তু ভালবাসার কথা হয়নি

ওদের মধ্যে কোনদিন।

আজ হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করলো কেন সোহানা?

ভয় পেয়েছে বেচারী। বুঝতে পেরেছে, শেষ হয়ে আসছে 'শুধু ছুটি'র দিন।

সোহানার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রানা বেশ অনেকক্ষণ। তারপর চোখ বন্ধ করলো।

সকালে ঘুম ভাঙলো মৃদু স্পর্শে।

চা হাতে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। স্নান করেছে আটপৌরে ঢং-এ পরেছে শাড়ি, মাথায় জড়ানো তোয়ালে। সাবান পাউডারের মৃদু গন্ধ। সকালের সূর্যের আলো।

চা নিলো রানা হাত বাড়িয়ে। চা এখানে রোজ সকালে নিজে বানায় সোহানা। ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ায় বিছানার পাশে, যেন দেবতার প্রসাদ।

'আমাদের ঘোষণাপত্রের তিনটি শর্ত আপাতত কেটে দিলাম,' গম্ভীর ভাবেই কথাগুলো বললো সোহানা, 'আরো দু'একটা কাটতে হবে।'

রানা দেখলো এক, পাঁচ ও ছয় নম্বর শর্ত লাল কালিতে কাটা।

লাইফ গার্ড ছেলেটির চোখ দুটো সোহানার আলট্রামেরিন সুইম স্যুটের উন্মোচিত অংশে ব্যস্ত।

ছোকরা 'লিলিবেট' এর নোঙর তুলে দিয়ে বললো, 'কাঁটা চামচের চেয়ে আর্টিলারি শেল তুললে বেশি দাম পাবেন।'

ওরা বোট ছেড়ে দিল। সোহানার হাতে হুইল। রানা পকেট থেকে ফ্ল্যাশ লাইট বের করলো।

'ওটা কেন?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

'কেভগুলো অন্ধকার। এটা দিয়ে অ্যাম্পূল খুঁজে বের করা যাবে।'

'ওটা তো ওয়াটারপ্রুফ না।'

অন্য পকেট থেকে রানা বের করলো স্যাণ্ডউইচের সেলোফেন ব্যাগ। লাইটটা ব্যাগের মধ্যে রেখে খোলা দিকটা সূতো দিয়ে বাঁধলো। আলো জ্বেলে সোহানাকে দেখালো, 'এবার?'

'জিনিয়াস!'

কোরাল-রীফের কাছে এসে একটা ফাঁকা পথ বের করলো রানা। এগিয়ে গেল সাবধানে। হুইল এখন রানার কাছে। সোহানা দাঁড়িয়ে রয়েছে নোঙরের পাশে। ঠিক জায়গায় আসার সঙ্গে সঙ্গে রানা ইশারা করলো হাত তুলে। সোহানা নোঙর ফেলে দিল পানিতে। কাছি ধরে থাকলো। নোঙরটা সমুদ্র তল স্পর্শ করতেই ট্যাঙ্কের পাশে চলে এলো। রানা মোটর অফ করে দিল বোটের।

সমুদ্র-গভীরে, প্রবাল প্রাচীরের কাছে চলে গেল ওরা সাঁতরে। কয়েকগজ পরিষ্কার

বালির আবরণ দেওয়া পরিসর—যেন ছোট শহরের অফিসার্স ক্লাবের টেনিস লন। ওরা সেই গুহাটি খুঁজছে—যেখানে পেয়েছিল অ্যাম্পূল।...মাথার ওপর সূর্য। রামধনুর ফলাটা খাড়াখাড়ি হয়ে আছে পানির ভেতর। আলো ছায়ার আবহমান খেলা। প্রবাল প্রাচীরের গায়ে কালো বৃত্তগুলো একবার দেখা যাচ্ছে, তারপরই অদৃশ্য। ডান দিকে সরে গেল রানা। তার দৃষ্টির শেষ সীমায় পানির নীল আরো গভীর হতে হতে কালো হয়ে গেছে। পাথরের ছায়াও স্পষ্ট নয়। সেদিকে তাকিয়ে দেখছে রানা অনড় ছায়াটাকে। সোহানা এসে রানাকে ধরে দাঁড়াল। অনড় ছায়াটাকে ভালো করে দেখে নিয়ে সোহানা কোমরে বাঁধা ওয়েট বেল্ট থেকে টর্চ লাইটটা বের করলো। সুইচ টিপতেই জ্বলে উঠলো আলো। হলুদ আলোর বৃত্ত ছড়িয়ে পড়লো বালির উপর।

গুহাটা আরো একটু ডান দিকে। রানার হাতে টর্চটা দিয়ে গুহার দিকে এগুলো সোহানা। চারদিকে ছড়ানো জাহাজের টুকরো অংশ। টর্চের আলো ডান থেকে সরিয়ে বামে ফেললো রানা গুহার ভেতর। কিন্তু গুহাটা যতবড় মনে হয়েছিল আসলে তা নয়। ছোট গুহা এবং ফাঁকা।

রানাকে ইঙ্গিত করেই বসে পড়লো সোহানা বালির ওপর। প্রথমে বালিতে হাত বুলালো—পরে দ্রুত নাড়তে লাগলো। বালিতে ঢেউ দিয়েছে সোহানা। ভেসে ওঠা বালির আড়ালে অদৃশ্য হলো সবকিছু। বালি কয়েক ইঞ্চি সরলো। টর্চের আলোয় কি যেন চকচক করে উঠতেই খপ করে ধরলো রানা।

বালি পরিষ্কার করে চোখের সামনে ধরে দেখলোঃ অ্যাম্পূল! কিন্তু এ অ্যাম্পূলের তরল পদার্থ হলদেটে নয়—রঙহীন, স্বচ্ছ। খালিও হতে পারে। না, ভেতরের বুদবুদ নড়ছে। ওটা সোহানার হাতে দিয়ে আঙুল দিয়ে ভালো করে খুঁচিয়ে দেখলো—তারপর পা দিয়ে চারদিকটা সমতল করলো রানা। আগে যেমন ছিল। এবং কোমরের থলি থেকে বের করলো পাথরের মার্কার—যেটা সুলারিও তাকে দিয়েছিল।

গুহা থেকে বের হয়ে ওরা প্রাচীর ধরে সাঁতার কাটলো। কাঠের টুকরো বা অন্য কিছু পেলেই সোহানা তা সরিয়ে দেখছে আর কি পাওয়া যায়।

কিছুই পাওয়া গেল না।

সোহানা ফিরে তাকালো। অনেক পেছনে রয়ে গেছে রানা। দ্রুত ফিরে গেল সে রানার কাছে। একটা পাথর দিয়ে প্রবালের গায়ে আঘাত হানছে রানা। ভাঙতে চাইছে প্রবালের একটা অংশ। তারপর পাথর ফেলে দুটো আঙুল দিয়ে দেখছে ভাঙা অংশটা। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করলো হলুদ রঙের ধাতব পদার্থ। বাঁকা-চোরা তোবড়ানো। সোহানা টর্চের আলো ফেললো। আলোয় দেখা গেল মুদ্রা নয়, একদিক বাঁকানো গোলাকার উজ্জ্বল ধাতুর পাত। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছেঃ লোনা পানিতে ক্ষয় হয়নি, শ্যাওলা পড়েনি এবং চকচক করছে, অমলিন ভাবে। টর্চের আলোয় আরো নিবিড় ভাবে দেখলো ওরা, দুটি অক্ষর খচিত রয়েছে পাতটির

ওপর।

পরস্পরের দিকে তাকালো। রানা ওপরে ওঠার ইশারা করলো সোহানাকে।

পানি থেকে মাথা তুলে রানা বললো, 'আর একটু হলে আমরা স্প্যানিশ সোনার আড়ত আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম।'

'এখন কি হলো?'

'এটা চকচকে, নতুন। সূর্য স্নানে এসে বছর কয়েক আগে কোন দম্পতি খুব সম্ভব হারিয়েছিল এটা।'

লিলিবেটে উঠে ওরা অ্যাম্পূলটা দেখলো। সূর্যের আলোয় তুলে ধরলো। আলোয় চকচক করে উঠলো অ্যাম্পূলটা।

'আগেরটার সঙ্গে এর মিল নেই,' বলেই থমকে গেল রানা। নামিয়ে রাখলো অ্যাম্পূল। সোহানার কোমর ধরে কাছে টানলো।

'কি হলো?' সোহানা অবাক হয়েছে।

ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল রানা। কানে কানে বললো, 'ওই ওদিকের পাহাড়ে বিনকিউলার। কেউ দেখছে আমাদের। দেখুক শালা।' সুইম স্যুটের জিপারে চলে এলো রানার হাত।

'এই...না!...প্লীজ!' বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো সোহানা।

'ওদের চোখে আমরা হানিমুনার। দোষ ধরবে না কেউ। দেখছে, দেখুক হানিমুনাররা কি করে।'

শেষ বিকেলে ওরা দু'জন পৌছেচে সুলারিওর রান্নাঘর-কাম-ল্যাবরেটরিতে। অ্যাম্পূলটা হাতে নিয়ে সুলারিও জিজ্ঞেস করলো, 'একই জায়গায় পেয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকালো সোহানা। বললো, 'কিন্তু রঙ এক নয়।'

'হ্যাঁ,' সুলারিও অ্যাম্পূলটা আরো ভালো করে দেখলো, বললো, 'হেরোইনের মিশেল হতে পারে, হতে পারে আফিমের লিক্যুইড। অথবা অন্য ধরনের মরফিন। জায়গাটায় মার্কার বসিয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো আবার সোহানা।

'আমি আগামীকাল রাতে নামবো।'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই,' বললো রানা।

সুলারিও তাকালো রানার দিকে। বললো, 'রাতে নামাটা বিপদজনক। আপনি একা আসতে পারেন। মেয়েদের না আসাই ভালো।'

সোহানা এবার তার হাতব্যাগ থেকে চকচকে পদার্থটা বের করলো। সুলারিও উল্টেপাল্টে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় পেলেন?'

'পাথরের গায়ে গেঁথে ছিল। প্রবাল পাথর ভেঙে এটাকে বের করতে হয়েছে।' রানা বুঝিয়ে বললো।

'এ জায়গাটায় মার্কার বসিয়েছেন?'

'কেন?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

মিটমিট করে হাসলো সুলারিও। 'কারণ, আমার প্রিয় বন্ধুরা'—নাটক করার মত করে বললো, 'এটা এক টুকরো খাঁটি সোনা। স্প্যানিশ গোল্ড।'

'স্প্যানিশ গোল্ড? আমরা ধরে নিয়েছিলাম, হয়তো কারো খোয়ানো জিনিস।'

'না। আর একটু খুঁড়লে বা পাথর ভাঙলে, আমার বিশ্বাস, মানুষের হাড়ও পেতেন।' সুলারিও বললো, 'খাঁটি সোনা, পুরানো সোনা। এ জিনিস পানিতে ক্ষয় হয় না, শ্যাওলা গজায় না।' ভাল করে দেখতে লাগলো সুলারিও, বলে যেতে লাগলো, 'এটি ছিল একটি লকেট। কোন নাবিক গলায় পরতো। সাগরের স্রোত ভাসিয়ে এনেছে একে অন্য কোথাও থেকে। অথবা কোন জাহাজ ডুবির পর জীবিত এই নাবিক সাঁতরে কূলে আসতে চেয়েছিল, কূল খুঁজে পায়নি। লোকটার নামের আদ্যক্ষর E. F. এ কোন নাবিকের ব্যক্তিগত জিনিস, জাহাজের সম্পত্তি নয়।'

'হতেও তো পারে?' সোহানার প্রশ্ন।

জানালার কাছে এগিয়ে গেল সুলারিও। তার অভ্যাস মত সমুদ্রের উপর চোখ রাখলো, বললো, 'আমি আজ ত্রিশ বছর ধরে এই প্রবালের পাথরগুলো দেখছি, তবু বলতে পারি না ওদের আমি চিনি। কিন্তু ড্রাগন জাহাজ ডুবি সম্পর্কে আমার ধারণা ভুল হবে না। ঠিক ওই জায়গাটাকে আমি কিছুটা চিনি বলে দাবি করতে পারি। ওখানে অন্য জাহাজ ডুবে থাকলে আমি কোন না কোন নমুনা খুঁজে পেতাম।' দৃঢ়তা ফুটে উঠলো সুলারিওর কণ্ঠে।

সন্ধ্যা নামার আগেই ওরা সুলারিওর বাড়ি থেকে বেরুলো। রানা জানতে চাইলো, 'আগামীকাল রাত ক'টায় বেরুবেন?'

'আপনি সন্ধ্যার আগে আগেই চলে আসবেন। আমার নৌকোটা এক গিরিখাদে রাখা আছে। ওটা নিয়ে বেরুবো।'

বালিক দ্বীপ থেকে বেরিয়ে ব্রিজের এপারে এসে মোটর সাইকেলের গতি বাড়িয়ে দিল রানা। সোহানা পেছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে। ফাঁকা পথ, মাঝে মাঝে দু'একটা ট্রাইশ দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় লোকজন বাড়ি ফিরছে।...মোটর সাইকেল যখন পেট্রোল স্টেশন পার হলো তখন স্টেশন থেকে একটা ডাটসান পিছু নিল। কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরত্ব বজায় রাখলো। এটা অবশ্যি রানা খেয়াল করলো হঠাৎ রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়তেই। রাস্তা ছেড়ে পাহাড় ঘেঁষে চলতে লাগলো। কিন্তু ডাটসান কাছে এলো না, ওভারটেক করলো রানা। গতি কিছুটা বাড়িয়ে সামনে বাঁক নিতেই দেখলো রানা দুটো মোটর বাইক ও একটা স্টেশন ওয়াগন আসছে দ্রুত বেগে। রানা ডান হাতটা তুললো। পেছনের গাড়িকে সিগন্যাল দিল আগে না বাড়ার জন্যে। সামনের গাড়িগুলো সাঁৎ করে চলে গেল পাশ কাটিয়ে।...সামনে পাওয়া গেল সোজা রাস্তা। গতি বাড়িয়ে দিল রানা অ্যাকসিলারেটর ঘুরিয়ে। কিন্তু পেছনে আবার সবুজ ডাটসান। আবার গতি কমিয়ে

হাত নেড়ে সবুজ ডাটসানকে সামনে যেতে বললো সে। কিন্তু সবুজ ডাটসান শুধু কয়েকবার হর্ন বাজালো। আয়নায় দেখা গেল—সবুজ গাড়িটার পেছন থেকে একটা কালো ট্যাক্সি বেরিয়ে আসছে। সাইড দিতেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল জোরসে হর্ন বাজিয়ে।

'আমাদেরই পিছু নিয়েছে,' রানা বললো।

'বুঝতে পারছি.' সোহানা বললো, 'থেমে দাঁড়ালে দেখা যেত কি চায়।'

কথা শেষ হবার আগেই সবুজ ডাটসান ওদের ওভারটেক করে প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষে রাস্তা রোধ করে দাঁড়ালো। কালো বেঁটে খাটো একজন মালয়ী বের হয়ে এলো সামনের সীট থেকে। গাড়িতে আরো দু'জন লোক আছে।

রানাকে লোকটা নামতে ইশারা করলো। নেমে দাঁড়ালো রানা, সোহানা। সোহানার হাতে মোটর সাইকেল। চাপা গলায় রানা বললো, 'মনে রেখো, আমরা নিরীহ হানিমুনার—বিসিআই এজেন্ট নই।'

'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। পকেটে হাত। 'আপনার বন্ধু।'

'কে আমার বন্ধু?' রানার প্রশ্ন।

'বেশি কথার সময় নেই। এই গাড়িতে উঠে পড়ুন,' সরাসরি হুকুম।

সবুজ ডাটসানের ইঞ্জিন সচল। আর একটা হর্ন শোনা গেল। পেছন থেকে গাড়ি আসছে। ওরা নড়লো না।

একটি স্টেশন ওয়াগন। খুব ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। ওয়াগনটা লোক ভর্তি। লোকগুলো গান গাইছে। মনে হয় কোন পিকনিক দল।

'তাড়াতাড়ি করো!' বেঁটে লোকটা চেঁচালো।

ভয়ে ভয়ে ডাটসানের দিকে এগিয়ে গেল রানা। বোবা হয়ে গেছে সোহানা, হতভম্ব। ডাটসানের কাছে গিয়ে আনাড়ি ভঙ্গিতে এক লাফে হুডের ওপর গিয়ে পড়লো রানা—চোখের পলকে দ্বিতীয় লাফে ওয়াগনের সামনে। ওয়াগন ব্রেক করলো, থেমে দাঁড়ালো রাস্তায় স্কীড করে। আছড়ে পড়লো রানা ওয়াগনের উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর। মুখ থুবড়ে গেল কাঁচে। চেঁচিয়ে উঠলো, 'হেল্প! হেল্প!'

ওয়াগনে রয়েছে একদল ক্রিকেটার। সাদা পোশাক সবার। একজন জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালো, 'পাগল নাকি?'

বেঁটে লোকটা চেঁচিয়ে বললো, 'গাঁজা খেয়েছে, শালা। মহা মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি!'

ক্রিকেটার হাসলো। গলা আরো বের করে বেঁটে লোকটার উদ্দেশ্যে বললো, 'তোমার কাঁধে ভালো ট্যুরিস্ট জুটেছে, দাতুক।'

গাড়িটা দ্রুত এগোলো। একবার বাঁয়ে আবার ডাইনে কাটলো। রানা ছিটকে পড়লো রাস্তায়।

বেঁটে লোকটা ওদের চেনা। নাম দাতুক। এটুকু মাথায় গেঁথে নেবার আগেই

দেখলো রানা, সন্ধ্যার আলোয় চকচক করছে দাতুকের হাতে প্রায় দশ ইঞ্চি ইস্পাতের ফলা—স্থানীয় ছোরা—কিরিচ!

উঠে দাঁড়ালো রানা আস্তে আস্তে।

সাত

ষাট মাইল বেগে ছুটে এসেছে ডাটসান পেনাং শহরে।

এখন গাড়িটার যেন আর কোন তাড়াহুড়ো নেই।

জানালার কাঁচ তুলে দেওয়া। পাঁচজনের শ্বাস প্রশ্বাসে বদ্ধ গাড়ির ভেতরটা ঘামাটে-গুমোট হয়ে উঠলো। সোহানার চোখ বাইরে। রাত নেমে এসেছে পেনাং দ্বীপে, কিন্তু পুরো অন্ধকার হয়নি। একটা সিনেমা হলে ভারতীয় ছবি চলছে। জীনাত আমানের উন্মুক্ত-বক্ষ বিরাট ছবি। 'সত্যম শিবম সুন্দরম।' টুপি পরা কিছু লোক মসজিদে যাচ্ছে। বোটানিক্যাল গার্ডেন।...স্নেক টেম্পল ছাড়িয়ে যাচ্ছে গাড়ি। রানা জানালার কাঁচ নামাবার জন্যে হাতলের ওপর হাত রাখতেই পেটের কাছে তীক্ষ্ণ ফলার স্পর্শ পেল পেছন থেকে।

রাস্তায় আলো জ্বলে উঠতেই মনে হলো রাত যেন ঝাঁপিয়ে নামলো শহরে। ট্রাফিক আইল্যাণ্ডে পুলিস। গাড়ি বাঁ দিকে টার্ন নিলো। সোহানা রোড সাইন দেখলো লেবোহ লাইট রোড থেকে জাল আন রাজানাথম রোড ধরেছে। রানা ভাবলো, এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলে চিৎকার করাটাই বোধহয় এখন নিরীহ হানিমুনার-সুলভ কাজ হবে। তাই করতে যাচ্ছিল, পাশের সীটে বসা ড্রাইভার আইল্যাণ্ডে দাঁড়ানো পুলিসকে ইশারা করে হাসলো। পুলিস ইশারায় যেতে বলে হাসলো। থমকে গেল রানা। রানার হাবভাব টের পেয়ে পেছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে বললো একজন, 'খবরদার! কোন চালাকি নয়!'

এরা কারা? ক্রিকেটারের দল এদের চেনে। পুলিসও এদের লোক! কারা এরা?

জাল আন রাজানাথম ধরে গাড়ি যাচ্ছে—স্পীড বিশ মাইলের বেশি হবে না। এ রাস্তাটা সোহানার চেনা মনে হলো। হ্যাঁ, চেনাই। চেনা সী-বীচ। দূরে প্রাক্তন লাইট হাউসের পাহাড়, কোরাল-বীচ, টেনিস ক্লাব, বীচ-ডিসকো পার হয়ে গেল। বীচের এ জায়গাটায় উৎসব হয়েছিল।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' বাংলায় জিজ্ঞেস করলো সোহানা, 'গাড়িটা এত ধীরে চলছে কেন?'

'রাতের অপেক্ষা করছে,' উত্তর দিল রানা।

'শাট আপ!' ধমক দিল দাতুক।

গাড়ি চলছে একই গতিতে।

আবার কিছু বলতে গেল রানা সোহানাকে। দাতুক এবার কিরিচটা শুধু একবার চোখের সামনে ধরলো সোহানার।

গাড়ির গতি আরো কমলো। বাঁ দিকে টার্ন নিলো। পাথর বসানো পথ। দূরে নিয়নে ইংরেজি সাইন বোর্ড—দু'একটা অক্ষর জ্বলছে শুধু, কি বলতে চায় অনুমানও করা যায় না। কাছে আসতে বোঝা গেল এটা ফিশ-হারবার। মাছের ঝুড়ি, কাঠের প্যাকিং—চালান যাচ্ছে বা আসছে। ভাঙাচোরা দোকান পাট। কাঠের তৈরি ডক। পাশে ছোট বড় নৌকার সারি। আর কোন গাড়ি নেই। ট্রাইশ দাঁড়িয়ে আছে দু'একটা। সবুজ ডাটসানের সামনে একদল মালয়ী শিশু হুল্লোড় করে এলো, ছুটে সরে গেল। প্রথম গিয়ারে হেলেদুলে হর্ন দিতে দিতে এগুচ্ছে গাড়ি। ড্রাইভিং সীটের পাশের কাঁচ নামালো ড্রাইভার। এক বিদঘুটে গন্ধ নাকে এলো। মাছের পচা আঁশটে গন্ধ। গাড়ি থামলো একটা দোকানের সামনে। পুরানো রঙ-চটা সাইন বোর্ড, তবু পড়া যায়। দোকানের নাম সী-ফুড। সামনে ঝুলছে শুঁটকি মাছ। ভেতরে সাজানো অনেক জিনিস। দোকানের সামনে দাঁড়ালো দু'জন লোক। দেখতে দাতুকের মতই।

একজনের হাতে একটা কুড়োলের মত অস্ত্র। অস্ত্রধারী হাসলো সোহানার দিকে চেয়ে। দোকানের ভেতর থেকে একটা সামুদ্রিক বাইন তুলে ধরলো হাতে। সামনের কাঠটায় রেখে কুপিয়ে কাটতে লাগলো। দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে থাকলো কোমরে হাত রেখে। খালি গা। পরনে শুধু একটা কালো প্যান্ট। লোকটার কলার-বোন থেকে বুকের ঢেউ খেলানো মাসল পর্যন্ত কাটা দাগ। দগ দগ করছে, সদ্য কাটা। রক্ত জমে গেছে।

কণ্ঠনালী থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেল সোহানার। রানার চোখ তীক্ষ্ণ হলো। লোকটা চেনা।

'হাঁ করে চেয়ে না থেকে নেমে পড়ো,' বললো দাতুক। 'বেশি চাল দেখাবে না এখানে। এরা লোক ভালো না।' খিল খিল করে হাসলো দাতুক। দরজা খুলে দিল গাড়ির। রানা নামলো। পেছনে দাতুক। পেছনের সীট থেকে নামলো সোহানা।

সমুদ্রের বাতাস বইছে। শীত শীত বাতাস। কিন্তু রানার কপালে ঘাম।

চারদিকে নজর বুলালো রানা। তারপর ভাল করে দেখলো দরজায় দাঁড়ানো ঘা-ওয়ালা লোকটাকে।

'কি করছো?' দাতুক দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে জিজ্ঞেস করে।

'তোমাদের জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।' কণ্ঠস্বরে রানা ফিরে দাঁড়াতে গেল। চেনা কণ্ঠস্বর। দাতুক গুঁতো দিয়ে সামনে দরজার দিকে ঠেলে দিল। চিনতে পারলো রানা—হাবিব। রেস্তোরাঁর সেই তরুণ ওয়েটার।

পরের ঘরটা অন্ধকার।

কিছুই দেখা যায় না।

রানা একটু দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ দিকে?'

অন্ধকার ঘরের অন্যপ্রান্তে আর একটা বন্ধ দরজা। ঘরে আলো জ্বলছে। দাতুক এগিয়ে গেল। বললো, 'আমার পেছনে এসো।'

দরজায় প্রথমে একবার নক করলো দাতুক। একটু থেমে দু'বার।

ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর কিছু নির্দেশ দিল মালয়ী ভাষায়।

দরজা খুললো দাতুক। দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের ইশারা করলো ভেতরে যেতে। ওরা ভেতরে এলো। ফাঁকা ঘর। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল দাতুক। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলো।

কেউ নেই ঘরে।

সরে গেল একটা পর্দা ডান থেকে বাম পাশে।

দেখা গেল পর্দার ওপাশে ঘরটার অপরপ্রান্ত ঘেঁষে একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে বসে রয়েছে এক যুবক। বয়স ত্রিশের বেশি নয়। চকচকে মুখ। ঘরটা গরম নয়, কিন্তু লোকটার কপালে ঘামের বিন্দু। অর্থাৎ একটু আগে কোন পরিশ্রমের কাজ করেছে। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। গায়ে বাটিকের শার্ট। মালয়ী চেহারা। আর সবার মত হাতে আংটি নেই, কিন্তু গলায় সোনার চেন। চেনটা চোখে পড়ার কারণ তার লকেট। চেনের সঙ্গে ঝুলছে এক ইঞ্চি লম্বা একটা সোনালী পালক।

দু'পাশে দু'জন মোটাসোটা লোক বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে তাকে মধ্যমণি বানিয়েছে।

ঘরটা এলোমেলো, অগোছালো। এক পাশে টাল করা প্যাকিং বাক্স, খালি টিন। মাছের গন্ধ। মাথার উপর ঘুরছে পুরানো পাখা। ঘরের দু'কোণে দুটি খোলা বালব ঝুলে আছে ছাত থেকে।

উঠে দাঁড়ালো যুবক চেয়ার ছেড়ে। 'মিস্টার ও মিসেস মাসুদ রানা,' তরুণ হাসলো, 'আমি খুশি হয়েছি আপনারা এখানে আসতে রাজি হয়েছেন দেখে। আমি জানি, এতে হানিমুনের মূল্যবান সময় আপনাদের নষ্ট হয়েছে।'

সুন্দর ইংরেজি তরুণের।

'আমরা বোধহয় এখানে দাওয়াত রক্ষা করতে আসিনি—' রানা বললো।

'তাও জানি। আপনার শক্তিশালী শারীরিক গঠন এবং সাহসী মনোভাব দেখে মনে হয়েছিল হয়তো বাধা দেবেন। দেননি, সেজন্যেই আমার আনন্দ। আমার নাম বুকিত নাসেরী।' নামটা উচ্চারণের মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাস। ভাবখানা, এ নাম রানা নিশ্চয়ই শুনেছে। কিন্তু রানার নির্বিকার ভাব দেখে বললো, 'নামটা শোনেননি? না শোনাই ভালো।' সোহানার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। নীল ডেনিমের জিনস, হলুদ টি-শার্ট পরা সোহানার আপাদমস্তক দেখে মৃদু হাসলো, 'ক্ষমা করবেন, মিসেস রানা, চেয়ার দেবো একটা?'

'প্রয়োজন নেই,' সোহানা সোজাসুজি তাকালো। 'কাজের কথায় আসুন। এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কেন আমাদের?'

'ও, হ্যাঁ!' সোহানার চোখে চোখ রেখে হাসলো বুকিত, 'অ্যাম্পূল।' মৃদু ভাবে উচ্চারণ করলো শব্দটা। হাসিটা মুছলো না।

'ওটা আমাদের সঙ্গে নেই,' রানা উত্তর দিল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রানা ও সোহানা। রানা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। সোহানা পাঁচ ফুট সোয়া পাঁচ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে তিন ইঞ্চি হিল। একই রঙের পোশাক। বুকিতের চোখ কিছুক্ষণ রানা তারপর সোহানাকে দেখলো অপলক। মুখে মৃদু হাসি। হাতটা সামনে তুললো। দু'আঙুলে শব্দ করলো।

পাশের দু'জন সরে গেল দু'পাশে। টেবিল ঘুরে এগিয়ে এলো। দাঁড়ালো রানা ও সোহানার সামনে। পিছন থেকে চেপে ধরলো দাতুক রানার দুই হাত। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সার্চ করা হলো ওদের—বোঝা গেল যা খুঁজছিল পাওয়া যায়নি সেটা, একসাথে মাথা নাড়লো দু'জন।

'আমি আরো ভালভাবে পরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারতাম,' চোখ টিপে বললো বুকিত নাসেরী, 'কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, অ্যাম্পূল আপনাদের কাছে নেই। আছে আদম সুলারিওর কাছে। ওটার আর দাম থাকলো না।'

'তবে এতো কায়দার কি প্রয়োজন ছিল?'

'কিছু কথা আছে আমার।'

'বেশ তো, বলে ফেলো।'

'এ দ্বীপের কতটুকু জানেন, মিস্টার রানা?'

'কিছুটা,' রানা বললো, 'তবে তোমাদের গাইড বুকে ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্যে যতটুকু লেখা আছে তারচেয়ে খুব বেশি নয়। আমরা বিদেশী—জানলাম, পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মত এই দ্বীপেও তোমার মত বাজে লোক রয়েছে।'

হাসলো বুকিত নাসেরী। 'এ দ্বীপের অনেক কিছুই আপনি তবে জানেন না। যা ট্যুরিস্ট গাইডে নেই, কিন্তু লোকে জানে। দু'মাস আগে এখানকার পার্লামেন্ট সদস্যের খবরটা কি জানেন?' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বললো, 'জানেন না? তবে শুনতে পারেন। তিনি এক সন্ধ্যায় তাঁর প্রিয় কুকুর ও প্রিয় অনুরাগী নিয়ে ঘুরছিলেন বাড়ির বাগানে। পরের দিন বাড়ির লোকেরা তাদের তিনজনকেই খুঁজে পায়। মৃত। কেন জানেন? আমি তাকে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে বলেছিলাম। আমি আপনাদেরও বন্ধুত্ব চাই।'

'বন্ধুত্ব?'

'ব্যবসায়িক। পরস্পরের স্বার্থ ভিত্তিক।' বুকিত বললো, 'অ্যাম্পূলগুলো আমার চাই। সাগরে কত অ্যাম্পূল আছে বলে আপনার বিশ্বাস?'

'জানি না।'

'ক'টা আপনারা তুলেছেন?' প্রশ্ন সোহানাকে।

রানা তাকালো সোহানার দিকে। সোহানাকে ক্ষিপ্ত উদ্ধত দেখাচ্ছে। বললো, 'দুটো।'

'আপনারা কি জানেন ওর ভেতর কি আছে?'

'শুনেছি। জানি না সঠিক কিনা,' রানা বললো।

'গল্পটাও শুনেছেন তবে!' হাসলো বুকিত, 'এখন গল্প আর গল্প নেই।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। মৃদু পদক্ষেপে টেবিল ঘুরে এসে দাঁড়ালো বুকিত রানার সামনে।

'মিস্টার রানা, প্রত্যেকটি অ্যাম্পূলই আমি চাই।'

'কেন?'

'আমাদের প্রয়োজন।'

'কিসের প্রয়োজন?'

'তা আপনার জানার প্রয়োজন নেই।' বুকিত বললো, 'যত কম আপনারা জানবেন তত ভাল, আপনাদের জন্যেই।'

'তবে আমাদের জড়াচ্ছেন কেন?'

'পৃথিবীতে একমাত্র আপনারাই জানেন ওগুলো কোথায় আছে।'

'আপনিও জানেন—'সোহানা বললো, 'ও দুটো কার কাছে আছে।'

'দুটো? আপনি হাসিয়ে মারলেন দেখছি! যাই হোক, ও দুটো কিছুই নয়।' গম্ভীর হলো বুকিত। 'ওখানে আছে মোট দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার।'

'ও দুটোর বেশি কিছু আছে কিনা আমরাও জানি না। তাছাড়া আমরা ট্যুরিস্ট, সৌখিন ডুবুরী। আপনার উচিত প্রফেশনাল ডুবুরীর সাহায্য নেওয়া, যারা আপনাদের হয়ে কাজ করবে, টাকার বিনিময়ে।'

'তা হয়তো ঠিক। কিন্তু সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না। এ প্রসঙ্গে আপনাদের জানা দরকার এ দ্বীপের কিছুটা ইতিহাস। এ দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরা চিরকাল বঞ্চিত হয়েছে। হুনানরা আসতো কম্বোজ থেকে, শ্রী বিজয়ান সুমাত্রা থেকে। ধর্ম এলো ভারত থেকে, পরে আরব থেকে, পর্তুগীজরা এলো, ডাচ এলো—সবার শেষে ইংরেজ। এরা এ দ্বীপের লোকদের বিশ্বাস করতো না। করতো না বলে চাইনিজদের আসতে বাধা দিত না, জাহাজ ভরে ভারতীয়দের আনতো সাম্রাজ্য চালাবার জন্যে।...এ দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরা চাষাবাদ ছাড়া কিছু জানতো না। একজন আধুনিক ডুবুরী আমাদের মধ্যে নেই। বাইরে থেকে আনতে গেলে সরকার সন্দেহ করবে। সেনাবাহিনী এসে বসে থাকবে। কিন্তু আপনারা পানিতে নামলে কেউ বুঝতেও পারবে না। আর ট্যুরিস্ট ব্যবসার জন্যে সরকার তো ট্যুরিস্টদের রীতিমত পূজো করে।' একটু থেমে বুকিত জানতে চাইল, 'সাহায্য করবেন?'

'আমরা ড্রাগ ব্যবসায়ী নই।'

'আমিও না,' বুকিত বললো, 'আমি রাজনীতি করি। রাজনীতিতে কোন কিছুই অনিয়ম নয়। জয়ই একমাত্র লক্ষ্য। আমার হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক হত্যা। আমার ব্যবসাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই।'

'আপনার রাজনীতি কি?' কৌতূহলটা দমন করতে পারলো না রানা।

'জনগণের মুক্তি। এ দ্বীপের অধিকার এ দ্বীপের আদি অধিবাসীদের। বহিরাগতদের হাত থেকে এ দ্বীপ মুক্ত করবে আমাদের পার্টি—পেলাউ পিনাং ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট।' বুকিত বললো, 'আশা করি এই মুহূর্তে আমাদের মেনিফেস্টো শোনার ধৈর্য আপনাদের নেই। এবং তার প্রয়োজনও নেই। আপনার অনুভূতিকে আমাদের সমস্যা নাড়া দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে লেনদেনের। শুনবেন কি আমার প্রস্তাব?'

একটু অপেক্ষা করলো বুকিত নাসেরী। রানা বা সোহানা কারো কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে নিজেই শুরু করলো। এবার তার মুখের হাসিটি দ্বিগুণ হয়েছে। বললো, 'অ্যাম্পূল আপনারা খুঁজবেন, এবং পরিস্থিতি আমাকে জানাবেন শুধু আমাকে, আই রিপিট, শুধু আমাকে জানাবেন। অন্য কেউ কিছুই জানবে না। যদি আরো অ্যাম্পূল পান আমি জানবো, না পেলে তাও জানবো। না পেলে যেমন হানিমুন করছেন করে যাবেন, নির্ভয়ে। আর অ্যাম্পূল যদি বেশি পান তা নিয়ে এদেশ থেকে বেরুতে পারবেন না। এই পেনাং-এ বিক্রি করতে হবে, যদি টাকা চান। সেই ক্রেতা এখানে আমিই হতে পারি। আর কেউ না। এখানে অ্যাম্পূল আমাদের হাতে দেবেন এবং লণ্ডনে এক মিলিয়ন পাউণ্ড আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হবে। রাজি?'

রানা তাকিয়ে রইলো একই ভাবে, নির্বিকার। সোহানা ঢোক গিললো।

বুকিতের মুখে আবার সেই হাসি। উত্তরের অপেক্ষা করছে।

'না!' রানা উত্তর দিল।

'আপনি বড় অস্থির। আপনার মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা আছে।' বুকিত বললো, 'দুঃখিত, কথাটা আপনার স্ত্রীর সামনেই বলতে হলো বলে।'

রানা উত্তর দিল না।

'আমি উত্তর এখনই চাচ্ছি না। চিন্তা করে দেখুন, তারপর উত্তর দেবেন। চিন্তার বিষয় হলোঃ এক, না পেলে কোন ক্ষতি নেই। দুই, পেলে ওগুলো নিয়ে এদেশ থেকে বেরুতে পারবেন না। তিন, ক্রেতা প্রয়োজন—চার, ক্রেতা একাধিক নয়।' বুকিত বললো, 'মুক্তি আপনাদের ক্রয় করতে হবে আমার কাছ থেকে। এ দ্বীপের প্রতিটা স্তরে লুকিয়ে আছে পি পি এন এফের লোক। অন্য মালয়ীরা না থাকলেও মনে মনে সমর্থন করবে। সমর্থন যদি নাও করে, বিরোধিতা করবে না। দুটো মাত্র রাস্তা খোলা আছে আপনাদের সামনে—এ দ্বীপ থেকে এক মিলিয়ন পাউণ্ডের মালিক হয়ে বেরুতে হবে, অথবা এ দ্বীপেই থাকতে হবে। আর মনে রাখবেন, আপনার বন্ধু আদম সুলারিও সুমাত্রার লোক, আরব রক্ত গায়ে। এ দ্বীপের কেউ নয়। ও রক্ষা করতে পারবে না আপনাদের।' কথা শেষ করে একটু থেমে হাসলো বুকিত নাসেরী। সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলো, 'এদের মোটর সাইকেল কোথায়?'

দাতুক উত্তর দিল, 'রাস্তার পাশে ঝোপে।'

বুকির্তি রানাকে বললো, 'ওটা সকালের মধ্যে পৌছে যাবে আপনাদের কটেজে। ভেবে চিন্তে উত্তর দেবেন। আর একটা কথা, সরকারের কাছে পুলিসের খাতায় কোথাও আমার অস্তিত্ব নেই। কারো কাছে নালিশ করে কিছু লাভ নেই। তবে পেনাং দ্বীপ থেকে বেরুতে গেলে দেখবেন আমি আছি সর্বত্র। বাতাসে মিশে আছি!' দাতকুকে বললো, 'ওদের কটেজে পৌছে দাও।'

গাড়িতে রানা সোহানা একসঙ্গে বসলো পেছনে। সামনে ড্রাইভারের পাশে দাতুক। বড় রাস্তায় উঠতেই রানা গাড়ির কাঁচ নামিয়ে দিল। আপত্তি করলো না দাতুক। সোহানাও তার ধারের কাঁচ নামালো। কোন কথা নেই।

রাস্তাটা সমুদ্রের সৈকত ধরে সোজা চলে গেছে দশ মাইল—বাটু ফারেঙ্গী সী-বীচে। গাড়ি ছুটছে সত্তর মাইল বেগে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে সমুদ্রের গর্জন।

গাড়ি কটেজের সামনে এলো না। থামলো বোট ক্লাবের সামনে। নেমে পড়লো ওরা।

কোথায় যেন ব্যাং ডাকছে। ঝিল্লি এখানেও আছে। ওরা কটেজের সামনের নির্জন পথ ধরে এগুলো। চারদিকে পতঙ্গের কলতান।

'খাবে?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'সামান্য।'

'ক্লাব থেকে ফোন করে আনিয়ে নেবো কিছু।' রানা বললো। মনে মনে ভাবলো, এখন প্রয়োজন কয়েক পেগ কড়া লিকার।

কটেজে ফিরেই ফ্রিজ খুললো রানা। বের করলো হুইস্কির বোতল। সোহানা কিছুতেই হুইস্কি নেবে না। ওর জন্যে নিল কোকাকোলার শীতল বোতলটা। বরফ বের করে নিজের গ্লাসে নিল দু'টুকরো।

সোহানা ফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছে।

রানা চেঁচিয়ে বললো, 'আমি শুধু স্যাণ্ডউইচ।'

সোহানা কিছু বললো না।

রানা ঘরে এসে শুনলো সোহানা বলছেঃ 'পুলিসের ফোন নাম্বারটা দিন, প্লীজ। না, না, তেমন কিছু নয়, নাম্বারটা আমার প্রয়োজন…'

রানা নামিয়ে রাখলো বোতল, গ্লাস। 'কি করছো?' জিজ্ঞেস করলো।

'আমার কটেজ নাম্বার কেন?' সোহানা ফোনে বলছে, 'আমি তো লোকাল নাম্বারই চাইছি।'

'এ কি করছো?' রানা উত্তেজিত, 'ফোন রাখো!'

সোহানা রানাকে দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি বললো, 'অপারেটর, ঠিক আছে, পরে রিং করছি।' রানাকে বললো, 'যা হয়েছে—পুলিসকে জানিয়ে রাখা উচিত। ওরা আমাদের ছাড়বে না।'

'পুলিস কি করবে?' রানা বললো, 'ও যে বললো ওর অস্তিত্বই নেই। কথাটা মিথ্যে নয়। নথিপত্রে ওর অস্তিত্ব পাবে না। পুলিসেও ওর অনেক লোক।'

'তবে কুয়ালালামপুর ফোন করো, জানাও হেড অফিসকে।'

'কুয়ালালামপুরকে কি বলবো?'

'আমরা এখান থেকে বেরুতে চাই।'

'আমি চাই না।'

'কি!' অবাক হয়েছে সোহানা, 'কেন?'

উত্তর দিল না রানা। তাই তো, কেন! বললো, 'দেখতে চাই সত্যি আরো অ্যাম্পূল আছে কিনা।'

'কেন? থাকুক বা না থাকুক, তোমার কি? কেন জড়াতে যাব আমরা এসবের মধ্যে?'

রানা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বললো, 'মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে।'

'একা কি করবে তুমি একটা সংঘবদ্ধ দলের বিরুদ্ধে?'

'দেখা যাক,' রানা চিন্তিত।

'তুমি...' সোহানা এগিয়ে গেল রানার কাছে। বললো, 'রানা, আমরা একা। এই লোকটা ভয়ঙ্কর। যা বলছে তা করে ছাড়বে, কিছুতেই থামবে না।'

'সেজন্যেই ওকে থামাতে হবে।'

'কিভাবে?'

'আমি জানি না।'

সোহানা পেছন থেকে এসে রানাকে জড়িয়ে ধরলো। ধরে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'রানা, এই কয়দিন যে শুধু আমার, তোমার আর আমার থাকার কথা। তুমি কথা দিয়েছিলে।'

উত্তর দিতে পারলো না রানা।

সোহানা নিঃশব্দে কাঁদছে। রানার পিঠে পানির স্পর্শ।

সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়লো ওরা। চা-টা ক্লাবে গিয়ে খাবে।

কটেজের দরজা খুলেই পরস্পরের দিকে চাইলো। মোটর সাইকেলটা সামনে দাঁড়ানো।

'ওরা এসেছিল,' সোহানা বললো, 'যখন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, মুঠোর ভেতরই রয়েছি আমরা ওদের।'

রানা কিছু বললো না। ভয় পেয়েছে সোহানা? ভয় পাওয়ার মেয়ে সে নয়। সোহানার ভয়, দুজনের এই সান্নিধ্য, শিথিল সময় যাপন শেষ হয়ে গেল। সোহানা রক্ষা করতে পারলো না। খেপিয়ে দিয়েছে ওরা রানাকে।

আট

সুলারিওর লাইট হাউসের সামনে মোটর সাইকেল রেখে হাঁক ছাড়লো রানা, 'মি. সুলারিও!'

সুলারিও চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'চলে আসুন।'

দৌড়ে বেরিয়ে এলো শার্ক।

চেঁচালো না, সোহানার গা বেয়ে উঠে কোলাকুলি করার চেষ্টা করলো। তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সুলারিওর ঘরে।

রান্না ঘরের টেবিলে নতুন জিনিস যোগ হয়েছে। সারা টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে ফটোস্ট্যাট কাগজ, পুরানো নথি বই-পত্র। এবং কাগজ কলম। নোট করছে সুলারিও।

রানার নজর ওগুলোর ওপর।

সুলারিও হাসলো, বললো, 'রিসার্চ।'

'কিসের?'

'লগস্, ডায়েরী, চিঠি ইত্যাদি। লণ্ডনে আমার রিসার্চের বিষয় ছিল স্পাইস রুট অ্যাণ্ড স্পাইস আইল্যাণ্ড। লণ্ডন, আমস্টার্ডাম, মাদ্রিদ ও লিসবন মেরিন মিউজিয়ামে কাটিয়েছি অনেকটা সময়। পর্তুগীজ, স্প্যানিশ ও ডাচ জাহাজগুলোর গতিপথ—যেমন কোন্ কোন্ বন্দরে থামতো, কি সংগ্রহ করতো, কোন্ পথ ধরে আসতো থেকে জাহাজের নির্মাণ কৌশল, যুদ্ধ কৌশল, কত লোক ছিল, তাদের মধ্যে কার কি পেশা কোথায় কি ধরনের ঝড়ে পড়ে, কিভাবে ডোবে অথবা বেঁচে যায়; সবকিছু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতাম। করতে হতো। কিছু কিছু কাগজ বহুদিন ধরে পড়ে আছে, সেগুলো দেখছিলাম পুরানো নোটের সঙ্গে মিলিয়ে। এখনও কিছু কিছু পাবলিকেশন ওরা আমাকে পাঠায়, তখন যারা সহপাঠী ছিল।'

রানা ও সোহানা দু'একটা ফটোস্ট্যাট নথিপত্র দেখলো। ডাচ ভাষায় লেখা। পাশে কলম দিয়ে ইংরেজিতে নোট। দেখা গেল একটা সালের নিচে দাগ কাটা রয়েছে ১৭১৪ সাল—পাশে জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন।

'কিসের রিসার্চ করছেন?' সোহানা জানতে চাইলো কিছু না বুঝে।

'আমি এ অঞ্চলটাকে ভালভাবে জানি। জাহাজের সঙ্গেই আমাদের ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং স্বাধীনতা জড়িত। জাহাজের সঙ্গে এসেছে ধর্ম, বদল হয়েছে রাজা। নতুন জাহাজ এলে আবার চেহারা গেছে পালটে। ভারতবর্ষ ও চীনের সভ্যতা দু'পাশ থেকে সাঁড়াশীর মত ধরে রেখেছে এই দ্বীপখানাকে। বাইরে থেকে এসেছে আরব বণিকরা। পরে এসেছে পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ডাচ ও ইংরেজ। এই চারটি জাতি জাহাজ দিয়ে পৃথিবী শাসন করেছে। অ্যাটম নিউট্রনের আগে সী

পাওয়ারই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি।' সুলারিও দাঁড়ালো জানালার কাছে। আবার সে সমুদ্র দেখছে। সমুদ্রে চোখ রেখে বলে চললো, 'এ অঞ্চলটা অদ্ভুত। কত দেশের কত জাহাজ যে এসেছে এখানে। আবিষ্কারের মোহে, অধিকারের মোহে! প্রথমে পুর্তুগীজরা দখল করে মালাক্কা। প্রশ্নঃ মালাক্কা কেন? এখানে পানি ছিল শান্ত, ঝড় কম উঠতো। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বন্দর। ডাচরা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কেপ অভ গুড হোপ থেকে অন্য কোন বন্দর স্পর্শ না করে মকর ক্রান্তি বরাবর পশ্চিমা বাতাস পালে ধরে চলে আসতো এই দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি। এখানে এসেই পালে লাগতো উত্তুরে বাতাস। জাহাজ সুন্দা স্ট্রেইট ধরে চলে যেতো বাটাভিয়া—এখনকার জাকার্তায়। মালাক্কার বদলে জাকার্তা তখন থেকে এ অঞ্চলের কেন্দ্র হয়ে গেল। পেনাং ছিল ব্রিটিশদের দখলে, তাদের বড় বন্দর।'

রানা সোহানা সুলারিওর কথা শুনছে মন দিয়ে। লোকটার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে সোহানা অবাক। রানা চিন্তিত। দু'একটা কাগজ উল্টে রানা বললো, 'এ অঞ্চলটা ছিল ইংরেজ ও ডাচদের। আগে পোর্টে ছিল পর্তুগীজ দুর্গ। ওদের জাহাজ আসতো। কিন্তু আপনি স্প্যানিশ জাহাজের ইতিহাস ঘাঁটছেন কেন?'

সুলারিও রানার দিকে তাকালো উৎসাহ নিয়ে। বললো, 'আমাকে আহাম্মক মনে হচ্ছে, তাই না?'

'তা ঠিক নয়। তবে...'

'ঠিক এখানে স্প্যানিশ জাহাজ যদি যে কোন কারণে হোক, ডুবে থাকে তবে তার ইতিহাস বের করা সহজ। কারণ ডাচ, ইংরেজ বা পর্তুগীজ জাহাজ সব সময় এ সাগরে থাকত ষোড়শ শতাব্দী থেকে নিয়মিত। এত জাহাজের হিসেব বের করা কঠিন কাজ। স্প্যানিশ জাহাজ এ অঞ্চলে আসতো কম। যে সব জাহাজ ফিলিপাইনে আসতো তাদের পথ ছিল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে। সেজন্যে যদি কোন স্প্যানিশ জাহাজ সী ড্রাগনের কাছাকাছি ডুবে থাকে তা জাহাজ ডুবির ইতিহাস খুঁজলেই পাওয়া হয়তো সম্ভব।

'তা কি সম্ভব? একই জায়গায় দুটো জাহাজ...'

'হতে পারে। দুটি ঝড়—সময়ের ব্যবধান এক অথবা দুই শতাব্দী। একই ভাবে একই অবস্থায় দুটি জাহাজ ডুবতে পারে। এরকম ঘটনা অনেক আছে, একটা বা দুটো নয়।'

'এখানে এমন ঘটনা আপনি বের করতে পারবেন?'

'জানি না পারবো কিনা,' সুলারিও কাগজগুলো উল্টালো। বললো, 'স্পাইস রুটে আসা স্প্যানিশ জাহাজের তালিকা বের করছি একশ থেকে দু'শ বছরের মধ্যে। আমি নাবিকদের নামের তালিকা দেখে মিলিয়ে দেখছি 'ই. এফ' আদ্যাক্ষরের কোন নাবিক ছিল কিনা। যদি খুঁজে পাই তবে ওই জাহাজ শেষ পর্যন্ত কোথায় গেল তাও বের করতে পারবো। এই নাম না পেলেও খোঁজা সম্ভব। তবে তার জন্যে সময় লাগবে।' সুলারিও নিজের জন্যে বীয়ার ঢাললো গ্লাসে। চুমুক

দিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো যেন। তাড়াহুড়ো করে বললো, 'আরে, আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। এত সকালে এখানে নিশ্চয়ই বেড়াতে আসেননি?'

'না...তা আসিনি।' রানা হাসলো।

সংক্ষেপে গত রাতের ঘটনা বললো রানা। চুপচাপ শুনলো সুলারিও। মাঝেমাঝে শক্ত হয়ে উঠলো তার চোয়াল।

সব শোনার পর সোহানাকে বললো, 'পুলিসে খবর না দেওয়াই উচিত। মিস্টার রানা ঠিক কাজই করেছেন।'

'কেন?'

'পুলিস কিছু করবে না। করতে পারবে না।' সুলারিও বীয়ারের গ্লাসটার বটমআপ করে বললো, 'বুকিত ছায়ার মত, বাতাসের মত সর্বত্র বিরাজ করে এখানে। বরং বলতে পারেন গল্পের মত ছড়িয়ে আছে। কেন, পেনাং-এ এসেই নামটা শোনেননি?'

'সত্যিই শোনার মত নাম নাকি?'

'যত কম শোনা যায় ততই মঙ্গল। অবশ্যি নাম তার এক ডজন। এক ডজন পরিচয়ে সে চলে, যখন যে পরিচয় প্রয়োজন। ও এখানে অশিক্ষিত তরুণদের ব্যবহার করছে।' ভ্রূ কুঁচকে দুই সেকেণ্ড ভাবলো সুলারিও, বললো, 'এ দ্বীপে অধিকাংশ মানুষ এদের দলের মতে বহিরাগত। চাইনিজরা মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছিল। আমরা আর ইণ্ডিয়ানরা সাহেবদের জাহাজে। তাও কেউ এক শতাব্দী নয়, তারও আগেই এসেছিল। বুকিত নিজেদের দাবি করে আদিবাসী হিসেবে। নিজেকে এখানকার তরুণদের কাছে মুক্তিদাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অনেকটা জোন্‌স টাউনের জোনসের মত নিজেকে দেবতার প্রতিভূ হিসেবে উপস্থিত করেছে সে। যদিও সে দাবি করে নিজেকে চে গুয়েভারার উত্তরাধিকারী হিসেবে। এবং নিজের মাকে বানিয়েছে ভূতের ওঝা।'

'ভূতের ওঝা—ও তো মনে হলো মুসলমান!'

'হ্যাঁ। কিন্তু বুকিত—এ দ্বীপের প্রাচীন লোকাচার ও বিশ্বাসের পুনঃ জাগরণের পক্ষপাতী। আদি ধর্মের কিছু কিছু বিশ্বাস বৌদ্ধ, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সবার মধ্যেই রয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভূত। এখানে প্রাচীন ধর্মে ভূতের বন্দনা হতো। মুসলমানরাও ভূতকে ভয় পায়। বুকিত ভূত বন্দনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে ওর মায়ের মাধ্যমে। ওর মায়ের মূর্তি ছোট ছোট আকারে বিক্রি হয় গ্রাম্য মেলায়। আগে হতো শুধু ভূতের ওঝা হিসেবে। এখন হয় ভূতের সাক্ষাৎ দেবী হিসেবে। অথচ এই মাগী ছিল পেনাং পামবীচ হোটেলের চেম্বার মেইড। এবং লোকে বলে, পার্টটাইম বেশ্যা। কিন্তু যখন মাগীর বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তখন চোখে হলো গ্লুকোমা। অন্ধ হয়ে ছেলের হাত ধরে গ্রামে যায়। গ্রামে গিয়ে আধুনিক শিক্ষা লব্ধ বিদ্যা নিয়ে গ্রামের লোকদের প্রথমে অসুখ বিসুখে পরামর্শ দিতো।

তারপর তার অন্ধত্ব ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতীক এবং ঈশ্বরের দান বলে প্রচার শুরু করে। এবং ঝাড়ফুঁক শুরু করে। তখন বুকিত ছিল বিদেশী সওদাগরী অফিসের এক নগণ্য টাইপিস্ট। মায়ের ঝাড়ফুঁকের প্রসার দেখে চাকরি ছেড়ে মাকে ভূত দেবী বলে প্রচার শুরু করলো। বুদ্ধি ছিল—যারা দ্বীপের মূল বাসিন্দা তাদের একটা অংশকে নিয়ে দল তৈরি করে ফেললো, বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিল চারদিকে। ঘোষণা করলো, তার মা নাকি পেনাং-এর জোয়ান অভ আর্ক।'

'কিসের বিপ্লবের কথা বলে বুকিত?'

'যারা বাইরে থেকে এসেছে তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করো!' সুলারিও বললো, 'এ দ্বীপ আমাদের, এই হচ্ছে ওদের স্লোগান।'

'এই স্লোগানে সাধারণ মানুষ সাড়া দিয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

'হবে কি করে? এখানের মূল জনসংখ্যা চীনাবংশ উদ্ভূত। আদি বাসিন্দার সংখ্যা খুবই কম। কোন না কোন ভাবে মিশ্রিত হয়েছে। ওই শালা বুকিতের নিজের নেই বাপের ঠিক, সে মালয়ী রক্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্থানীয়রা মনের থেকে সাড়া না দিলেও বিরোধিতাও করতে পারে না। ওদের ভয় করে, আশ্রয় দেয়। সেজন্যেই ওরা শক্তিশালী।' সুলারিও বললো, 'এরা বেশির ভাগ অশিক্ষিত। গরীব। এসব ভূতপ্রেত আর সস্তা জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করতে ওরা ভালবাসে। সবারই লিমিটেশন আছে। যেমন, আপনারা মিলিয়ন পাউণ্ডের প্রস্তাব একেবারে উড়িয়ে দিতে পারবেন না।'

'দিয়েছি,' রানা বললো। 'আমরা রাজি নই বুকিতের প্রস্তাবে।'

'দশ লক্ষ পাউণ্ড...ছেড়ে দিচ্ছেন? বিপদের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত আপনারা? মনে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ নন আপনারা—আমার মতই মাথা খারাপ লোক!' হাসলো সুলারিও, টেবিলের কাগজ পত্র দেখিয়ে বললো, 'যদি আমি যা খুঁজছি পেয়ে যাই, তবে অঙ্কটা যে ওর কয়েকগুণ বেশি হবে তা কিরে কেটে বলতে পারি।'

'কিন্তু আমরা কি করি বুকিতকে নিয়ে?'

'কিছুই করতে পারেন না। কেউ পারে না। তবে কিছু দিন ওকে থামিয়ে রাখতে হবে।' সুলারিও বললো, 'আমরা পানিতে নামবো। যদি অ্যাম্পূল আরো পাই তবে অন্য ভাবে ভাবতে হবে। আর না পেলে এ দুটো দিতে হবে তুলে বুকিতকেই। এ সব ভাবনা চিন্তার আগে আমাদের দেখা করা উচিত কার্লোসের সঙ্গে।'

'সী-ড্রাগনের একমাত্র সারভাইভার কার্লোস সোর্ডি?'

'হ্যাঁ। ওকে অ্যাম্পূল দুটো দেখাবো। এ দুটো দেখলে লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।' সুলারিও হাসলো, 'ওর স্মৃতিতে জ্বালা ধরিয়ে দিতে হবে। পাকা ডুবুরী... ওর সাহায্য আমাদের দরকার পড়বে।'

রেলওয়ের পাশ ঘেঁষে যাওয়া রাস্তাটা চলে এসেছে পাহাড়ের উপর, নিচেই সাগর।

বড় রাস্তা থেকে একশো গজ রাস্তা নেমে গেছে সানুতে। সেখানেই বাড়িটা। সুলারিও নিয়ে এসেছে ট্যুরিস্ট লাঞ্চের মোটা সোলায়মানের পুরানো লাল ট্রায়ামফ হেরাল্ড গাড়িটা। গাড়ি চালাচ্ছে সে ঘাড় কাত করে। তার বিশাল শরীরটা গাড়ির ভেতর অদ্ভুত লাগছে দেখতে। রানা-সোহানা পেছনে আসছে মোটর সাইকেলে।

ব্রেক কষে গাড়িটা থামালো সুলারিও। হ্যাণ্ড ব্রেক টেনে দিল। সশব্দে খুললো দরজা। তারপর শুরু হলো নামার কসরত। নামতে হলে সুলারিও প্রথমে শরীরটা ঝুঁকিয়ে বের করে। কাত হয়ে খোলা দরজার কপাট ধরে পুরো শরীরটা বের করে—তারপর পা, এক এক করে।

বের হয়ে গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে সোহানার ঠোঁটে মৃদু কৌতূহলী হাসিটা দেখে বললো সে, 'এ গাড়ি আমার জন্যে নয়, পিগমীদের।'

সোহানা কিছু বললো না। মোটর সাইকেল থেকে নেমে মাথা থেকে হেলমেট খুলে চুল ঠিক করলো। রানা বললো, 'গাড়িটা যদি অ্যাকসিডেন্ট করে তবে আপনার লাশ বের করতে কাটতে হবে ওটাকে। আপনার উচিত খোলামেলা মোটর সাইকেলেই চড়া।'

'ওটা আত্মহত্যার যন্ত্র,' সুলারিও বললো, 'ওটা এই অঞ্চলের পপুলেশন বেশ কমিয়ে রেখেছে। হিল সাইডে মাসে গড়ে একটা করে মোটর সাইকেল পড়ছে পাহাড় থেকে।' জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে একটা মোড়ক তুলে নিলো সে গাড়ির সীটের ওপর থেকে।

বাড়িটার ভেতরের দিকে এগোল তিনজন। এক বৃদ্ধ উবু হয়ে বসে তরকারীর বাগানে কাজ করছে।

'কার্লোস,' হাঁক ছাড়লো সুলারিও।

ঘুরে বসলো কার্লোস সোর্ডি। সুলারিওকে দেখে অবাক হলো। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধের পরনে পুরানো ছেঁড়া ডেনিমের শর্টস্। রোগাটে মুখ, পোড়াটে রং। মাথায় সাদা লম্বা শণের মত চুল। হাফ প্যান্টের নিচে হাঁটুটা বড় দেখাচ্ছে—রোগা পায়ে বেমানান। এগিয়ে এলো কার্লোস। হাসলো হলদে দাঁত বের করে। বললো, 'সুলারিও যে! এতদিন পর হঠাৎ?'

কার্লোসের সনের মতো চুলগুলো বাতাসে অবাধ্য। বুকের খাঁচাটা দেখে মনে হয় যে কোন আর্ট স্কুলে অ্যানাটমি ক্লাসের মডেল হতে পারবে। রোগা লম্বাটে মুখে নীল চোখ দুটোই শুধু প্রমাণ করে লোকটা ইউরোপীয়ান।

সুলারিও তার বিশাল থাবায় কার্লোসের লিকলিকে হাতটা ধরলো। একটা ঝাঁকি দিল। বললো, 'এই দুই ট্যুরিস্ট বন্ধুকে নিয়ে পেনাং দেখাতে বের হয়েছি। ওঁরা তোমার কথা পড়েছেন বিদেশী কাগজে। আমার মনে হয় ট্যুরিস্ট গাইডেও তোমার নাম ওঠা উচিত।' হাহা করে হাসলো সুলারিও। হাসি থামিয়ে বললো, 'মিস্টার ও মিসেস মাসুদ রানা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন হানিমুনে।'

'আমার ভাঙা ঘরে হানিমুনার! আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।' কার্লোস ভেতরে নিয়ে গেল ওদের।

একটাই ঘর। ফার্নিচার দিয়ে ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে। বসার জায়গা, খাবার টেবিল ও বিছানা। পঞ্চাশ দশকের গ্রুনডিক রেডিওগ্রাম, জানালায় একটা ফাঁকা পাখির খাঁচা। মিটসেফের উপর নানা ধরনের বোতল। খাবার টেবিলটা ব্যবহার হয় তাসের টেবিল হিসেবে, দেখলেই যেন অনুমান করা যায়। দু'পাশে দুটো হাতলবিহীন চেয়ার, অন্য দুদিকে দুটো টুল।

'বসুন।' চেয়ার দেখিয়ে কার্লোস বললো সোহানাকে। মিটসেফের ভেতর থেকে বের করলো আধ বোতল বোম্বে জিন। বললো, 'পান করবেন? আমি অবশ্যি ছেড়ে দিয়েছি। এই বুড়ো বয়সে আর এসব চলে না।'

সুলারিও হাতের মোড়ক থেকে বের করলো এক বোতল বারবাডোজ রাম। টেবিলে রাখলো বোতলটা—বললো, 'মদ কবে ছাড়লে?'

'এই তো কিছুদিন হলো।' বুড়ো কার্লোস অন্যদিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিল, 'তুমিও ছাড়তে পারো। খুব কঠিন কিছু নয়। একটু নিয়ম মেনে চললেই হলো। জিন দেবো?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো।

'চলতে পারে,' রানা বললো।

'আমার জন্যে শুধু একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি,' বললো সোহানা।

একটা গ্লাসে জিন ঢেলে পানি মিশিয়ে রানার হাতে দিল কার্লোস। অপর গ্লাসটা ভালমত ধুয়ে পানি এগিয়ে দিল। আর দুটো গ্লাসে সুলারিওর আনা রাম ঢাললো। একটা গ্লাস সুলারিওকে দিল। অন্য গ্লাসে চুমুক দিল তৃপ্তির সাথে।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছো,' সুলারিও বললো।

'ছেড়ে দিয়েছি। একেবারেই প্রায়। জিন বা হুইস্কি সত্যিই ছেড়ে দিয়েছি,' নির্বিকার কণ্ঠে বললো কার্লোস, 'রাম তো ঠিক মদ না। এটা এক রকমের টনিকের মত। রক্ত পরিষ্কার হয়।' সোহানার মুখে মৃদু হাসি দেখে বললো, 'হাসি নয়, এটা পড়েছি, লেখা আছে ভাল ভাল বইতে।'

সোহানা পানির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। বাকি দু'জন প্রথম চুমুকটা দিয়ে চোখ তুলেই দেখলো কার্লোস তার গ্লাসে আবার রাম ঢালছে।

'সুলারিও, এবার শোনা যাক, তোমার ওই জেলখানা থেকে হঠাৎ বের হয়ে এলে কেন?' কার্লোস বললো, 'নিশ্চয়ই বুড়োকে দেখাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়?'

সুলারিও কথা বাড়ালো না। পকেটে হাত দিয়ে বের করলো কাগজে মোড়ানো অ্যাম্পুল দুটো। মোড়ক খুলে রাখলো টেবিলের ঠিক মাঝখানে।

রানার চোখ কার্লোসের চোখের উপর।

কার্লোস ও দুটো স্পর্শ করলো না। অপলক তাকিয়ে রইলো কিছু না বলে। চোখ তুলে তাকালো সুলারিওর দিকে। তারপর রানার। না, চোখে মুখে কোন

আবেগ ফুটে উঠলো না। নির্বিকারও নয় চোখ দুটো। তবে উজ্জ্বল কেন? একটা উত্তেজনা যেন থির থির করে উঠল চোখের পাতায়। ভয়? হ্যাঁ, তাই।

রানার দিক থেকে দৃষ্টিটা এক ঝটকায় ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো সুলারিওর দিকে। নতুন করে ভরা গ্লাসে বড় এক চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এরা কতটুকু জানে?'

'আমি যতটুকু জানি,' সুলারিও বললো। 'ওরাই এ দুটো পেয়েছে।'

'আর কে জানে—বুকিত?'

'বুকিতের দল জানে। ওরা কিনতে চেয়েছে,' সুলারিও বললো।

'বাস্টার্ড!' চেঁচিয়ে উঠলো কার্লোস। আবার চুমুক দিল রামে। বললো, 'আমি ছাড়া এগুলো কেউ বিক্রি করতে পারে না। এগুলোর বৈধ মালিক একমাত্র আমি! সবাই জানে একথা।'

'এটা বোকার মত কথা হলো, কার্লোস,' সুলারিও বললো শান্ত কণ্ঠে, 'এ জিনিস এতদিন তোমার কল্পনার রাজ্যে ছিল, তখন ছিলে তুমিই মালিক। এখন এটা সত্যি। সত্যের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে।'

'ছত্রিশটা বছর ধরে কি আমি মিথ্যের জন্যে অপেক্ষা করছি? আমি তো কোনদিন বলিনি এগুলো কল্পনা, মিথ্যে। তোমরাই বলেছো। তোমরা বিশ্বাস না করলেও আমি মনে মনে জানি, কতখানি সত্যি!' কান্না-ভাঙা বুড়ো কার্লোসের কণ্ঠ, 'দেশ ছেড়ে এদেশে থেকেছি। এদেশী বউ আমাকে সহ্য করতে না পেরে চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা কে কোথায় চলে গেল জানি না। আমি এতদিন এখানে আছি...'

'সী-ড্রাগনে কি পরিমাণ অ্যাম্পূল ছিল?' জিজ্ঞেস করলো রানা সব আবেগ উপেক্ষা করে।

'অনেকবার বলতে চেয়েছি, ভয়ে বলিনি। একবার বলে জীবন দিতে বসে-ছিলাম—যদিও কেউ বিশ্বাস করেনি আমার কথা।' বুড়ো কাঁদছে।

'না করাই ভালো, কার্লোস,' বললো সুলারিও, 'বিশ্বাস করলে বুকিত এতো-দিন তোমাকে শেষ করে ফেলতো।'

কার্লোস আবার গ্লাস ভরে নীরবে পান করলো। তুলে নিলো টেবিল থেকে অ্যাম্পূল দু'টো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। টেবিলে রাখলো নামিয়ে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'এগুলো সিগারের বাক্সে রাখা হয়েছিল। এক বাক্সে রাখা হয়েছিল আটচল্লিশটা, অর্থাৎ চার ডজন। তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল পাঁচ হাজার বাক্স সিগার। হ্যাঁ, পাঁচ হাজার বাক্স সিগার প্যাকেটে ওগুলো যাচ্ছিলো রেঙ্গুনে। রেঙ্গুন থেকে ওগুলো পৃথিবীর চোরাকারবারী জগতে ছড়িয়ে পড়তো।'

'কি কি ছিল অ্যাম্পূলে?'

'মরফিন। কিছু আফিম।'

'হিরোইন ছিল না?' জানতে চাইলো সুলারিও।

'একই কথা,' রানা বললো, 'অ্যাসেটিক অ্যাসিডে গরম করলেই মরফিনের নাম হয়ে যায় হিরোইন। হিরোইন শরীরে ঢুকলেই রূপান্তরিত হয় আবার মরফিনে।'

'হিরোইন তবে ড্রাগ জগতে জনপ্রিয় কেন?' জানতে চাইলো সুলারিও। 'যারা হিরোইন নেয় তারা মরফিন নিলেই পারে।'

'যারা নেশা করে তাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে না এসব। চোরাকারবারীরা যা দেবে তাই নিতে হবে। হিরোইন চোরাকারবারীদের কাছে প্রিয়। এতে বেশি পয়সা। এক পাউণ্ড মরফিন থেকে এক পাউণ্ডের বেশি হিরোইন হয়। এবং হিরোইনের ডোজ কম—কারণ এটা দ্রুত ব্রেন স্পর্শ করে।' রানা তাকালো সুলারিওর দিকে, 'হ্যাঁ, এই জাহাজে যা হিরোইন ছিল তার হিসেব করা যেতে পারে। দশ লক্ষ ডোজ তৈরি হবে এর থেকে—কমপক্ষে। অর্থাৎ আপনারা প্রায় এক কোটি ডলারের গল্প করছেন।'

কার্লোস দ্রুত আর এক চুমুক দিল রামের গ্লাসে।

'আপনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনে হচ্ছে?' সুলারিও তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'তা ঠিক নয়,' মৃদু হেসে উত্তর দিল রানা, 'কয়েকদিন আগে টাইম পত্রিকায় একটা লেখা পড়েছিলাম।' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নয় মাস থাকতে হয়েছিল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানাকে শুধু মাদক দ্রব্যের ওপর জ্ঞান লাভের জন্যে।

'কোথায় রাখা হয়েছিল সিগারের বাক্সগুলো?' সুলারিও এবার প্রশ্ন করলো কার্লোসকে।

'জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় ময়দার বস্তার সঙ্গে সিগারের প্যাকিং বাক্সগুলো রাখা হয়েছিল।'

'এর নিচে কিছু ছিল?' রানার জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ,' মনে করার চেষ্টা করছে কার্লোস। 'এর নিচে ছিল অর্ডিনেন্স। আমরা ওজনের ব্যালেন্স হিসেব করে করে শেলের কেসগুলো রেখেছিলাম—মনে আছে।'

'সী-ড্রাগন কি উল্টে গিয়েছিল ডুবে যাবার সময়?'

'মনে নেই! থাকার কথা নয়। আমি তার আগেই পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।' কার্লোস বললো, 'জ্ঞানও হারিয়েছিলাম পানিতেই।'

'সবার আগে নিশ্চয়ই ডুবেছে শেলের বাক্সগুলো। সিগারের বাক্সগুলো ডুবতে সময় নিয়েছে। অর্থাৎ, ওগুলো শেলের উপরেই থাকবে।' রানা জিজ্ঞেস করলো না, সমর্থন চাইলো।

'বাক্সগুলো ছিল বাজে কাঠের। ওর অস্তিত্ব এতদিন থাকার কথা নয়,' বললো আদম সুলারিও।

'না, থাকার কথা নয়,' সমর্থন করলো রানা। 'কিন্তু শেলের নিচে চাপা পড়ার

কথাও নয়। এবং অ্যাম্পূলের যা ওজন তাতে বালির নিচে খুব একটা দেবে যাওয়াও সম্ভব নয়।'

'পাওয়া যাচ্ছে না দেখে আমার ধারণা হয়েছিল ঝড় ওগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে,' বললো কার্লোস, 'দূরে কোথাও।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' সুলারিও অ্যাম্পূল দুটো তুললো, 'এগুলো পাওয়া না গেলে তাই ভাবতাম। লজিক তাই বলে।'

'এ দুটো পাওয়া গেছে গুহার ভেতর,' রানা বললো, 'আর না-ও পাওয়া যেতে পারে।'

'যা হোক, আছে কি নেই, তা আমরা আজ রাতেই জানতে পারবো,' বললো সুলারিও।

কার্লোসের হাত কাঁপছে উত্তেজনায়। এক চুমুকে শেষ করে ঠকাস করে রাখলো গ্লাসটা টেবিলে। বললো, 'আমি রেডি! আমিও নামবো।'

রানা তাকালো সুলারিওর দিকে। বিশাল থাবাটা রাখলো সুলারিও কার্লোসের কাঁধে। বললো, 'এখন নয়। আগে আমরা দেখে আসি। যদি প্রয়োজন হয় তোমাকে ডেকে নেবো।'

'কিন্তু এটা আমার জাহাজ, আদম সুলারিও। আমার জাহাজ!' চিৎকার করে উঠলো কার্লোস। বুকে টোকা দিল, চোখ জ্বলে উঠেছে, ঠোঁট কাঁপছে রামের প্রতিক্রিয়ায়। বললো, 'আমি বেশি বড় হয়ে গেছি, না? আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু কেউ বুড়ো বলবে না। পানির নিচে আমি ষাঁড়ের মত শক্তি রাখি। আপনারা নতুন মানুষ—বলেন, বলেন তো দেখি আমার বয়স কত?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো শুকনো হাতে মাসল ফুলানোর ভঙ্গি করে।

রানা দেখলো বুড়ো কার্লোসকে। বয়স সত্তরের মত হবে। কিন্তু বললো, 'পঁয়তাল্লিশ?'

'দেখলে সুলারিও, দেখলে?' উজ্জ্বল হাসিতে ভেঙে পড়লো কার্লোস। গ্লাসে আবার ঢাললো রাম। বললো, 'পঁয়তাল্লিশের সঙ্গে আরো সাতাশ যোগ কর হে, বাপু! আমার বয়স বাহাত্তর, বুঝলে? ষাঁড়ের শক্তি আমার গায়ে।'

'কার্লোস,' সুলারিও বললো, 'আমরা কেউ বলছি না তোমার বয়স বেশি বা তুমি পারবে না। আমরা চাই না কেউ দেখুক তুমি আবার পানিতে নেমেছো। তুমি বিখ্যাত লোক। তুমি সী-ড্রাগনের ধ্বংসাবশেষ খুঁজছো জানলে লণ্ডন থেকে পর্যন্ত রিপোর্টার এসে হাজির হবে। কিন্তু খোঁজাখুঁজিটা এখন গোপন থাকা দরকার।'

চেয়ারে বসে পড়লো কার্লোস। বললো, 'তা বটে!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ভাবলো। তারপর বলে উঠলো, 'ঠিক আছে। এর ওপর আরেক রাউণ্ড হয়ে যাক।' গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললো, 'তারপর ভেবে দেখা যাবে কিভাবে কি করা যায়।'

প্রথম বাঁ পা, তারপর ডান। সুলারিও গাড়িতে উঠে বসলো। খিক খিক করে

হাসলো কার্লোস, বললো, 'নিঃশ্বাস নিও না। হর্ন বেজে উঠবে!'

সোহানা মোটর সাইকেলের পেছনে উঠে মাথায় হেলমেট বেঁধে নিচ্ছে। রানা সুলারিওকে রওনা হয়ে যাবার ইশারা করলো। সুলারিও বললো, 'একা যেতে পারবেন?'

'পারবো।'

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল সুলারিও। বললো, 'আজ কটেজেই থাকবেন?' প্রশ্নটা সোহানার উদ্দেশ্যে।

সোহানা অবাক হয়ে তাকালো সুলারিওর দিকে।

'আপনি আজ রাতে পানিতে নামবেন না। আপনার নাকে রক্ত দেখেছি। রুমালে রক্তের দাগ ছিল।'

সুলারিওর কথা শুনে রানা সোহানার নাকের দিকে তাকালো।

লজ্জা পেয়ে সোহানা বললো, 'সামান্য। হঠাৎ কেন জানি...'

'ও কিছু না,' সুলারিও বললো, 'অনেকদিন পর পানির নিচে নামলে এটা হয়—পানির চাপে সাইনাস টিশুগুলো ঝামেলা করে। একদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।...সৌখিন ডুবুরী আপনারা, দেশে অভ্যাস করেন না নিয়মিত?'

রানা ও সোহানা দু'জনই একটু ইতস্তত করলো। হাসলো সুলারিও। বললো, 'আপনার প্রফেশন কি, মিস্টার মাসুদ রানা? আপনাকে জাহাজ ডুবির বিষয়ে না নারকোটিকসে—কোনটায় বিশেষজ্ঞ ভাববো বুঝতে পারছি না।'

'পেশায় আমি...ব্যবসায়ী।'

সুলারিও মন্তব্য না করে শুধু 'ও-কে' বলে মৃদু হেসে গাড়িতে স্টার্ট দিল আবার। ওরা তিনজন পাহাড়ী পথে দ্রুত সরে যেতে দেখলো লাল গাড়িটাকে। রানা মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিল। কার্লোসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'গুড বাই, মিস্টার কার্লোস।'

সুলারিওর গমন পথ থেকে চোখ না সরিয়ে কার্লোস বললো, 'ওকে আমি ওর কিশোর বয়স থেকে চিনি। চমৎকার ছেলে ছিল।'

সোহানা বললো, 'এখনো তাই মনে হয়—চমৎকার ব্যক্তিত্ব।'

'ও ঈশ্বরের মত মহৎ,' কার্লোস বললো, 'অথচ কত দুঃখী!'

'দুঃখী?' সোহানা অবাক হলো, 'কেন?'

'একাকীত্ব। একাকীত্বের বিষাদ আমার মত বাহাত্তুরের বুড়োকে সাজে। আমরা এখন একা থাকবোই। কিন্তু সুলারিও থাকবে কেন? এত জ্ঞান, পড়াশুনো কি কাজে লাগলো শুনি? ওর তো এখন কুয়ালালামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার কথা। কিন্তু ও যাবে না কিছুতেই। লাইট হাউস আগলে পড়ে থাকবে। জানি না কেন! লোকে রাজা বলে তাই? থুক, ভিখিরি রাজা!'

'এটাই হয়তো উনি ভালবাসেন,' সোহানা বললো।

'ভালবাসেন! একা থাকতে কেউ ভালবাসে?' কার্লোসের মাছের মত নীল

চোখ তীব্র ভাবে বিদ্ধ করলো সোহানাকে। বললো, 'একা থেকেছো কোনদিন, ছুকরি—যে একা থাকার কথা বলছো? তোমরা জানো না এ একাকীত্ব কি!'

আর কোন কথা না বলে হঠাৎ বাড়ির দিকে হেঁটে চলে গেল কার্লোস।

ওরা হতবাক।

মোটর সাইকেল ছুটে চলেছে।

সোহানা বললো, 'কার্লোস হঠাৎ রেগে গেল কেন বুঝলাম না।'

'তুমি হয়তো না জেনে কোন গোপন জায়গায় হাত দিয়েছো।'

'হয়তো।'

সোহানা বেশ জোরে আঁকড়ে ধরলো রানার কোমর। গাল ঘষলো রানার পিঠে। ঘাড়ে চুমু খেলো।

'কি হলো, সোহানা?'

'আমি একাকীত্বকে ভয় পাচ্ছি,' সোহানা বললো, 'রানা, আমি জীবনে আর একা হতে চাই না।'

নয়

মালয় স্ট্রেইটের পানি স্থির, শান্ত। শান্ত থাকারই কথা। বণিকদের পালতোলা জাহাজ শান্ত বলেই বন্দর গড়ে তুলেছিল পেনাং-মালাক্কা-সিঙ্গাপুরে। এ জাহাজ-গুলো আসতো ভারতের কোন বন্দর থেকে বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগরের উপর দিয়ে এই দ্বীপাবলীর ভিড়ে।

দিগন্তের বেশ কিছুটা ওপরে চাঁদ। শান্ত পানিতে তৈরি হয়েছে সোনালী আলোকচ্ছটা। উত্তর পশ্চিম কোণ বরাবর আন্দামান সাগর, তার ওপাশে বঙ্গোপ-সাগর। ওখানেই চুপটি করে ঘুমিয়ে আছে বাংলাদেশ। এই চাঁদ কি বাংলাদেশের ওপরও আলো বিলিয়ে দিচ্ছে এমনি করে?

আদম সুলারিওর বোটটা কাঠের তৈরি। তেতাল্লিশ ফুট লম্বা। কমলা রঙ দিয়ে নামটা লেখা ছিল, এখন সবগুলো অক্ষর বোঝা যায় না। কিন্তু রানার মনোযোগ আকর্ষণ করলো অক্ষরগুলো। অক্ষরগুলোর সমন্বয়ে একটি পরিচিত শব্দ কানে বাজছে। PADMA.

'পদ্মা নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। অবাক হয়ে।

'নদীর নাম,' সুলারিও বললো, 'তোমাদের দেশের।'

'এ নাম কেন?'

'কেন।' হাসলো সুলারিও, বললো, 'পদ্মা আমার প্রিয় নদী।'

সুলারিও হুইলে। চাঁদের আলোয় সাড়ে ছয় ফুটের বিশাল শরীরটা দেখে মনে

হয় উপকথা থেকে উঠে এসেছে। পরনে এক চিলতে জাঙ্গিয়া। ল্যাম্পের হলুদ আলো পড়েছে মুখে। ভালমত পরীক্ষা করে দেখলো রানা বোটটা। এক সময় এটা ছিল মাছ শিকারের নৌকো। সুলারিও পুরোটা বদলে নিয়েছে নিজের মনের মত করে। প্রত্যেকটি জিনিসে রয়েছে একজন বুদ্ধিমান মানুষের উদ্ভাবনী ও কল্পনা শক্তির স্পষ্ট ছাপ। যদিও একটু পাগলাটে ভাব আছে। গানেল বরাবর তৈরি করেছে স্কুবা ট্যাঙ্ক রাখার জায়গা। যেখানে ফাইটিং চেয়ার থাকার কথা, সেখানে বসানো হয়েছে এয়ার কমপ্রেশার। একটা মোটা বারো ফুট লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের টিউব চলে গেছে স্টারবোর্ড গানেলের পাশ দিয়ে।

ওরা যাচ্ছে সমুদ্র দিয়ে বীচ ক্লাবের কাছে।

দ্বীপটা দেখলো রানা। ছায়া মত দেখা যাচ্ছে পেনাং হিলের শীর্ষ। আকাশে অসংখ্য তারা।

'আকাশে এত তারা যে আপনার লাইট হাউসের আলো যে ঠিক কোনটা ধরা যাচ্ছে না,' রানা বললো।

'পশ্চিম দিকে দেখুন, জ্বলছে নিভছে।'

রানা চিনতে পারলো এবার।

'কিন্তু প্রবাল প্রাচীরের ভেতর যাবেন কিভাবে? মনে হচ্ছে পাথরগুলো যেন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে।'

'পথ খুঁজে নিতে হবে,' সুলারিও হাসলো, 'দু'একবার ভুল হবে প্রথম প্রথম। আমার বোটের নিচে স্টীলের পাত লাগানো আছে। পাথর স্পর্শ করলেই টের পাবো, তখন সরিয়ে নেবো অন্যদিকে।'

কেবিন থেকে শার্ক লাফিয়ে পড়লো ডেকে। কিনারে গিয়ে ঝুঁকে সাগর দেখছে। মাঝে মাঝে চিৎকার করছে আর লেজ নাড়ছে।

'কি হলো?'

'ফসফরাসের আলো দেখে খেপে গেছে শার্ক,' সুলারিও বললো।

রানা ঝুঁকে দেখলো। বোট এগুচ্ছে, আর সরে যাচ্ছে সাগরের পানিতে ভেসে থাকা হলদেটে-সাদা আলোর বিন্দু। রানা জানে এদের বলে বায়োলুমিনেসেন্স। বোটের গতি বিরক্ত করছে এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে। যার প্রতিবাদ হিসেবে এগুলো আলো ছড়ায়। এগুলোর কিছু কীট জাতীয়, কিছু প্রাণী জাতীয়। এরা সমুদ্রের জোনাকী। জাপানীরা যুদ্ধের সময় এগুলো হাতে লাগিয়ে নিতো, যাতে ম্যাপ দেখা যায় রাতের বেলায়ও।

'শার্ক ওদের খেতে চাচ্ছে!' রানা বললো।

'ও জানে না ও নিজেই একদিন ওদের লাঞ্চে পরিণত হবে,' সুলারিও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখলো প্রিয় শার্ককে, বললো, 'কিছুদিন আগে ও একটা হাঙ্গরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ঘাড়ে কামড়ও বসিয়েছিল।'

'বেঁচে আছে তারপরও?' অবাক হলো রানা।

'বেচারা হাঙ্গরটা এমন একটা লোমশ বিদঘুটে চিৎকার-সর্বস্ব প্রাণী দেখে ভয় পেয়ে যায়, পালিয়ে বাঁচে। ওকে আমি টেনে বোটে তুলি।' সুলারিও গল্পটা বলে যেন আনন্দ পায়, গর্ববোধ করে।

'ওকে সঙ্গে আনেন কেন?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'একা রেখে আসা মুশকিল,' সুলারিও বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিল হুইল, চোখ সামনে নিবদ্ধ। বললো, 'মনে খুব কষ্ট পায়। তাছাড়া একা থাকি বোটে, ও সঙ্গী হিসেবে মন্দ নয়।'

মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বোট। আধ ঘন্টার পঃ। ওই তোঃ বীচ ক্লাবের জানালা। সেয়াং হোটেল।

তীরে আলোর ঝিকিমিকি। কালো চকচকে পানি। নীরবতা। বাতাসে লোনা, ভেজা গন্ধ।

সোহানা কটেজে নেই। রানা ওকে র‍্যাসা সেয়াং হোটেলে নামিয়ে দিয়েছে আসার পথে। নাকের রক্ত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু রানা কিছুতেই আসতে দেয়নি। হোটেলেই ও অপেক্ষা করবে রানার জন্যে।

দু'জন পুরুষ চলেছে অজানা আবিষ্কারে। ব্যঞ্জন-দ্বীপে চারশো বছর আগে এমনি ভাবে আসতো ইউরোপ থেকে সাহসী নাবিকেরা। এমনি অচেনা অন্ধকারে দেখতো দ্বীপটাকে। দেখতো দারুচিনি গাছের সারি, সারং পরা নারী। দেখতো অন্ধকার—জানতো সাপ আছে, হিংস্র প্রাণীরা ওত পেতে আছে জঙ্গলে। জাহাজে অপেক্ষা করতো কখন সকাল হবে।

কেন জানি রানার শরীরে কাঁটা দিল।

বোটের সামনের দিকে চলে এলো রানা। কুকুরটা এখনো ঝুঁকে দেখছে ফসফরাস। ওকে সরিয়ে চলে গেল গলুইয়ের কাছে। পানিতে মৃদু শব্দ। কাঠের বোট পানি কাটছে। চাঁদ দেখলো রানা, হঠাৎ ভ্রু-জোড়া কুঁচকে গেল ওর। চাঁদের আলোয় রুপালী কি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো পানিতে। রানার তড়িৎ দৃষ্টি বোঝার চেষ্টা করলো জিনিসটা কি।

'ব্যারাকুডা!' চেঁচিয়ে বললো সুলারিও।

প্রথম প্রবাল বলয় পেরিয়ে এলো বোট। দ্বিতীয় বলয়ও। বোটের সামনে দাঁড়িয়ে রানা। ত্রিশ হাত সামনে পানিতে মৃদু তরঙ্গ। যেন অদৃশ্য হাত ওখানে একটা পাথর ফেলেছে।

সুলারিও চেঁচিয়ে গাল দিল। পাথর ঠেকেছে নিচে। বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিল হুইল প্রচণ্ড শক্তিতে। বোট ঘুরে গেল, উথালপাতাল করলো দু'একবার। তারপরই স্থির। সুলারিওর চিৎকার শোনা গেল, 'নোঙর।'

রানা নামিয়ে দিল নোঙর।

'বাতাস নেই, স্রোত নেই, একটাতেই চলবে,' সুলারিও বললো। নোঙর বেঁধে নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বললো, 'এবার নামা যাক।'

ককপিটে দাঁড়িয়ে স্কুবা ট্যাঙ্কে রেগুলেটর ফিট করলো রানা। চাঁদের দিকে তাক করে ধরলো ট্যাঙ্ক। দেখলো উল্টো হয়ে যাচ্ছে কিনা। সুলারিও নেমে গেল বোটের নিচ তলায়। ওখান থেকে ছুঁড়ে দিল দু'টো কালো ওয়েট স্যুট।

রানা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'পানি কি বেশি ঠাণ্ডা?'

'তেমন না। এগুলো আসলে ঠাণ্ডার জন্যে নয়, ফায়ার কোরালে নিজের অজান্তে ঘষা খাওয়ার ভয় আছে—তার থেকে বাঁচা যাবে অনেকটা।' সুলারিও নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে ডেকে রাখলো লোহার একটা বাক্স এবং পানির নিচে ব্যবহারের উপযোগী বড় আকারের একটা ব্যাটারি লাইট। উপরে উঠে এলো। কালো ওয়েট স্যুটের একটা তুলে নিয়ে পরতে লাগলো।

পোশাক পরা হলে সুলারিও রানার হাতে দিল ব্যাটারি লাইটটা। বললো, 'খুব দরকার না হলে জ্বালাবেন না। রাতের বেলায় আলো দেখলে তেড়ে আসে হাঙ্গর টাঙ্গর।'

বাক্স খুলে বের করলো ইনফ্রা রেড মাস্ক, আর পিস্তল গ্রিপ ফ্ল্যাশলাইট। মাস্কটা পরে সুলারিও রানাকে বললো, 'আমি অন্ধকারে দেখতে পাবো, আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন পেছন থেকে।'

দু'জন বসলো বোটের ধারে। কোমরে ওয়েট বেল্টের সঙ্গে সুলারিও ঝুলিয়ে নিলো একটা পিংপং ব্যাট। রানাকে বললো, 'ঘড়ি দেখুন। আমরা ত্রিশ মিনিটের বেশি পানির নিচে থাকবো না। নিচে স্রোত থাকতে পারে। কোন ক্রমে যদি দূরে সরে যাই তবে সারা রাতে আর খুঁজে পাবো না বোট।' মুখোশ পরার আগে তার প্রিয় কুকুর শার্কের দিকে তাকিয়ে হাসলো সুলারিও, চেঁচিয়ে বললো, 'বোট পাহারা দেবে, বুঝলে?'

দু'জন পেছন দিকে ডিগবাজী খেয়ে পানিতে পড়লো। কিন্তু ডুব দিল না সুলারিও। চারদিক দেখে নিয়ে বললো, 'আলো জ্বালবেন না। জ্বাললেও মুহূর্তের জন্যে।'

'হাঙ্গর ছাড়া অন্য আরও কিছুর আশঙ্কা করছেন?' রানার সন্দেহ হলো।

'আশঙ্কা ঠিক নয়,' সুলারিও বললো, 'তবে সাবধানের মার নেই।' সুলারিও মুখোশ মুখে এঁটে নিয়ে বুড়ো আঙুলের ইশারা করে ডুব দিল।

পানির সামান্য নিচেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শুধু আলোহীনতা নয়, যেন ভারি কালো একটা চাদরের ভেতর চলে এসেছে রানা। চোখ খোলা। অথচ কিছু যেন নেই সামনে, এমন কি বুদবুদও অদৃশ্য, মুখের উপর এঁটে থাকা মুখোশের ফ্রেমও যেন নেই। হাত-পাগুলো যথাস্থানে আছে—টের পাচ্ছে রানা, দেখছে না কিছু। হাতটা একেবারে চোখের সামনে এনে ধরলো—তাও দেখা যায় না।

হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখলো বিন্দু বিন্দু আলো। সমুদ্রে প্রতিফলিত আকাশের তারা।

নিঃশ্বাস ছাড়লো। বুক খালি হয়ে গেল। নেমে যাচ্ছে সে নিচের দিকে। শ্বাস

নিল বুক ভরে, নিচে নামার গতি মন্থর হলো। পানি শীতল মনে হয়েছিল প্রথমে, ওয়েট স্যুটের ভেতরের পানি শরীরের তাপের সঙ্গে মিশ খেয়ে গেল। কবোষ্ণ ভেজা, অনিয়ন্ত্রিত হাত-পা চালনা, শান্ত, শব্দহীন চারপাশ—যেন তার পুনঃপ্রবেশ ঘটেছে মাতৃজঠরে। পায়ের ফ্লিপার খানিক বাদেই তল স্পর্শ করলো।

সাগরের নিচে মৃদু স্রোত। মৃদু, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হাঁটু গেড়ে বসে গেল রানা। আলোটা কোমরে বাঁধা। অন্ধকারে বুড়ো আঙুল দিয়ে ব্যাটারি লাইটের অন-অফ সুইচটা অনুভব করলো। চাপ পড়তেই অন্ধকার ভেদ করে হলুদ আলোর রশ্মি ছিটকে বেরোলো লাইট থেকে।

কোথায় সে, কোন্ দিকে ফিরে আছে কিছুই বুঝতে পারলো না রানা। আলোটা ঘোরালো ডান থেকে বাঁয়ে। আলোক-স্তম্ভে দেখতে পেল অপূর্ব রং-এর সমারোহ। দিনের আলোয় সাগরের নিচে বিছানো বালির রং হালকা নীলাভ-ধূসর, পাথরের রঙ নীলচে বাদামী, মাছ নীল-সবুজ। কিন্তু ফ্ল্যাশলাইটে সব কিছুর স্বাভাবিক রং দেখা যায়। রানা দেখলো লাল-কমলা-সাদার মিশেল প্রবাল, দেখলো ঘুমন্ত প্যারট মাছের সোনালী পেট। আলো স্পর্শ করলো বাদামী সরলরেখা। সবুজ আস্তরণ। জাহাজের কাঠ। একটা ছোট ব্যারাকুডা আলোকস্তম্ভে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো মুহূর্তের জন্যে—ছিটকে চলে গেল। অন্ধকারে···আলোর রেখা ছাড়া সব কিছু অন্ধকার। অন্ধকার থেকে মসৃণ গতিতে যে কোন সময় ছুটে আসতে পারে একটা বিশাল হাঙ্গর—আলোর উৎসের সন্ধানে।

সে একা। আলো ঘুরিয়ে দেখলো। কোথায় সুলারিও?

পেছনে হাতের চাপ। চমকে আলো হাতে ঘুরে দাঁড়ালো। আলোয় দেখা গেল কালো বিশালদেহী সুলারিওকে, আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ওর মুখোশে। সুলারিও আলো নিভিয়ে দিতে ইশারা করলো। বাড়িয়ে দিল হাত। আলো নিভিয়ে দিলো রানা। সুলারিও ওকে স্পর্শ করে রাখলো। একটু ভেসে উঠলো ওরা।

এবার দুজন মন্থর গতিতে এগুলো সামনে। সুলারিও সাবলীল গতিতে সাঁতরে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? গুহার দিকে? কিছুই দেখছে না রানা। কি ভয়ঙ্কর অন্ধ অনুসরণ!

সুলারিওর হাতের চাপ অনুভব করলো রানা। রানাকে ধরে নিচের দিকে নামছে, মাটি স্পর্শ করলো পা। সুলারিও লাইটে টোক দিল। রানা অন করলো ফ্ল্যাশ।

ওরা সেই গুহার মুখে দাঁড়িয়ে।

আলো প্রতিহত হয়েছে পাথরের দেয়ালে। রানা দেখলো সেই ইনফ্রা-রেড পাথরের মার্কারটা। পাথরটা সরিয়ে রাখলো সুলারিও। রানাকে ইশারা করলো আলো ধরতে। কোমর থেকে হাতে নিল পিংপং ব্যাটটা। উবু হয়ে বসে দ্রুত সরাতে থাকলো বালি। বালির মেঘে ঢাকা পড়লো আলো। রানা ঝুঁকে পড়ে দেখলো গর্তটা বড় হচ্ছে ক্রমে। সরে যাচ্ছে বালি মৃদু স্রোতের টানে।

সুলারিও থামলো। রানা এগিয়ে গেল। সুলারিও গর্তের পাশে বসে পড়েছে হাঁটু গেড়ে। রানাও বসলো পাশে আলো নিয়ে। দু'টি মাথা প্রায় ছুঁয়ে আছে। দু'আঙুল বালিতে ভরে দিয়েই বের করে আনলো রানা। দু'আঙুলের মাথায় একটা অ্যাম্পূল। আবার হাত দিল রানা, আঙুলে বিলি কাটলো বালিতে। যেন শিশুর পায়ে বেঁধা কাঁটা বের করা হচ্ছে, এমনি ভাবে সাবধানে তুলে আনলো আরেকটা অ্যাম্পূল।

দু'জনই এবার বালি সরাচ্ছে আঙুল দিয়ে। অ্যাম্পূল নয়, বেরুচ্ছে পচা কাঠ। অর্থাৎ পচে গেছে সিগারের বাক্সগুলো। আরো একটা অ্যাম্পূল। আরো দু'টো এক সঙ্গে। বাক্সের কোণা। রানা বেরুলো গুহা থেকে। বোঝা গেল, গুহার বাইরেই বেশির ভাগ বাক্সগুলো রয়েছে। পিংপং ব্যাটটা দিয়ে বালি সরাচ্ছে এবার রানা। শক্ত কিছুর স্পর্শ পেয়েই ব্যাটটা ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়েই যত্নের সাথে বালি সরাতে লাগলো সে। এবারের বাক্সটা অক্ষত, উল্টে আছে। ছয় ইঞ্চি পাশে, লম্বায় আট ইঞ্চি। টান দিতেই ঢাকনা খুলে পচা কাঠ উঠে এলো। কিন্তু বালিতে গেঁথে আছে সাজানো গোছানো দুই ডজন অ্যাম্পূল—অক্ষত।

রানা অ্যাম্পূল ধরলো না। পাশে খুঁড়তে লাগলো, পানিতে ভাসিয়ে দিতে লাগলো বালি। আরো সরে এলো পেছনের দিকে। খুঁড়তে লাগলো। বালি আবার থিতিয়ে নামছে। ঢেকে দিচ্ছে অ্যাম্পূলগুলোকে। আর একটা বাক্সের অস্তিত্ব অনুভব করলো সে ব্যাটে। দেখালো সুলারিওকে। সুলারিও থামতে বললো। ঘড়ি দেখালো। রানা ঘড়ি দেখলো পঁয়ত্রিশ মিনিট হয় পানিতে নেমেছে। সুলারিও ইশারা করলো ওকে উপরে উঠতে। রানার হাত থেকে নিয়ে নিলো আলোটা।

রানা বুক ভরে শ্বাস নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো। নিচে আলো। রানা হাত ব্যবহার করছে না। শুধু পা চালাচ্ছে পানিতে। নিজেকে আবার ছোট, অসহায় মনে হয় অন্ধকারে। সুলারিওর হাতের আলোটা অনেক নিচে। হয়তো নিভিয়ে দিয়েছে। শব্দ না করে নিঃসঙ্গ হিংস্র সমুদ্র প্রাণীদের না জাগিয়ে যত নীরবে ওঠা যায় ততই ভাল।

পানির অন্ধকার থেকে মাথা বের করতেই দেখলো রানা অনেক দূরে সরে গেছে ওরা নোঙর বাঁধা বোটের কাছ থেকে। আলোয় একাকি দুলছে বোট। দূরত্ব ষাট গজের মত। আকাশে চাঁদ। পানির ওপর দিয়ে সাঁতার কাটা এখন বিপজ্জনক। পানিতে যে আলোড়ন উঠবে, তাতে ওত পেতে থাকা হাঙ্গর ভাবতে পারে আহত কোন মাছ দাপাচ্ছে। ডুব দিল সে পানিতে। ব্রেস্ট স্ট্রোক দিয়ে এগিয়ে চললো সামনে। দু'বার মাথা তুলে দেখলো। এখনও বেশ দূর। স্রোত বিপরীতমুখি। আবার ডুব দিল না। বেশি হাঁপাচ্ছে। বেশি শ্বাস নিচ্ছে। অক্সিজেন ট্যাঙ্কের রেগুলেটর যে বাতাস দিচ্ছে, তাতে হচ্ছে না। আরো বাতাস চাই। কিন্তু এভাবে চললে বাতাস শেষ হয়ে যাবে। ভেসে রইলো রানা পানিতে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভেসে রইলো রানা।

দমটা স্বাভাবিক হয়ে আসতেই আস্তে আস্তে চিত সাঁতার কেটে বোটের কাছে পৌঁছলো।

সুলারিওর বোটে ডাইভিং প্ল্যাটফর্ম আছে। এটা না থাকলে একা ডুব দিতে পারতো না সে। রানা কাঁধের বাঁধন খুললো, টান মেরে ট্যাঙ্ক তুলে দিল প্ল্যাটফর্মে। নিজেও উঠে বসলো। ভারী শ্বাস নিচ্ছে। পা পানিতে ঝুলছে। ঠিক এমনি সময়ে কুকুরের কাৎরানি শুনতে পেলো সে।

সুলারিও মাথা বের করেছে পানি থেকে। সাঁতরে কাছে আসছে।

'শার্ক কোথায়?' সুলারিওর উত্তেজিত চিৎকার।

'আছে,' রানা বললো, 'মনে হয় ঘুমের ঘোরে কাঁদছে।'

'না—তা হতে পারে না!' উত্তেজিত সুলারিও ট্যাঙ্ক খুলে তুললো প্ল্যাটফর্মে। এক লাফে উঠে পড়লো। বিশাল শরীরটা ক্ষিপ্র গতিতে চলে গেল পেছনের ডেকে। বলতে লাগলো, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘুমায় না ও। আমি এলে মুখ থেকে লবণ চেটে মুছে দেয়।'

বোটের পিছন দিকে পাগলের মত খুঁজছে সুলারিও শার্ককে। ডাকাডাকি করছে নাম ধরে। রানা উঠলো বোটে। সুলারিওর উত্তেজনা সংক্রামিত হয়েছে তার মধ্যেও।

'বেজন্মার দল!' হঠাৎ চিৎকার করে যেন কেঁদে উঠলো সুলারিও।'

রানা দেখলো বোটের এক কোণে কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে নিজের পিছন দিকটা কামড় দেয়ার চেষ্টা করছে। সুলারিও দেখছে ঝুঁকে, বোঝার চেষ্টা করছে। হতভম্ব। রানা দেখলো শার্কের লেজের ঠিক ওপরে চকচকে কি যেন। হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলো কুকুরটাকে। একটানে বের করলো জিনিসটা। চিৎকার করে ককিয়ে উঠলো শার্ক। তারপর কুঁই কুঁই করতে লাগলো। সুলারিও কাছে টানতেই কোলের ভেতর চলে গেল।

রানার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে শার্ককে কোলে তুলে দ্রুত এগিয়ে গেল সুলারিও আলোর কাছে। আলোয় দেখলো মাত্র দুই ইঞ্চি লম্বা একটা পালক! পালকের মাথাটা ইস্পাতের—সুঁচালো।

কোত্থেকে এলো? কেউ কোথাও নেই। চারদিক দেখলো রানা।

'বুকিত!' সুলারিওর হাত থেকে পালকের মত শরটা নিল রানা। বললো, 'বুকিত এসেছিল এখানে।'

'বুকিত?'

'এইরকম লকেট দেখেছি বুকিতের গলায়,' রানা বললো। 'আগে দেখা দরকার এই বোটেই কেউ আছে কিনা।'

চট করে সরে গেল দু'জন দু'দিক। বোটের ওপর নিচ সব জায়গায় খুঁজে দেখে ফিরে এলো। 'নেই,' রানা বললো, 'ও বলেছিল, ও মিশে থাকে বাতাসে।'

সুলারিও অন্ধকারে চারদিক দেখে বললো, 'এখনো অন্ধকার থেকে ছুটে

আসতে পারে এইরকম একটা তীর আপনার উদ্দেশ্যে!'

'এটা বুকিতের কলিং কার্ড। ওর ধারণা, আমি আর সোহানা ওর হাতের মুঠোয়। এবার আপনাকে চায়।'

'গর্দভ! বেজন্মা! জন্মের ঠিক নেই!' সুলারিও ক্ষিপ্ত। 'কিছু গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে তুক্‌তাক্ করলে, আর দু একটা মানুষ খুন করলেই ন্যাশনালিস্ট হওয়া যায়? এদের লাই দিচ্ছে সরকার, কমিউনিস্ট ঠেকোবার জন্যে। এদের সরকার বলে কাউন্টার ফোর্স! কিসের বিরুদ্ধে? জনগণের বিরুদ্ধে। আর আমার নিরীহ কুত্তাটার বিরুদ্ধে। আমি পেশাব করি! ওরা আমাদের বলে কমিউনিস্ট, লাই দেয় বুকিতকে। আমি পেশাব করি বেজন্মাদের মুখে!'

দশ

'রাসা সেয়াং' বাটু ফারেঙ্গী বীচের সবচেয়ে বড় হোটেল। সোহানা ভেতরে এসে প্রথমে বইয়ের দোকানে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। বই দেখলো। সময় কাটাতে হবে।

রানা তাকে নিয়ে বের হয়েছিল। নামিয়ে দিয়ে গেছে সুলারিওর কাছে যাবার পথে। কটেজ নির্জন। বুকিতের লোক চোখে চোখে রেখেছে। সেখানে সোহানা একা থাকলে সন্দেহ করবে ওরা, রানা কোথায় গেল?

রানা এখানে আসবে রাত বারোটার মধ্যে। দুটোয় এদের ডান্স-ডাইন বন্ধ হয়। তারপরও খোলা থাকে কফি বার।

সোহানা সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে গিয়ে খেলার ঘরে ঢুকলো। পিংপং টেবিল আছে কয়েকটা। তুমুল খেলা চলেছে। কোনটায় ডাবলস্, কোনটায় সিঙ্গেলস, কোনটায় মিক্সড ডাবলস্। বেশিরভাগ বিদেশী। পাশের ঘরটা বিলিয়ার্ড রুম। সেখানে গিয়ে বসলো সোহানা। খেলা দেখতে লাগলো।

পনেরো মিনিট পর ওয়েটার এসে অর্ডার চাইলো। সোহানা মাথা ঝাঁকিয়ে নিষেধ করতে ওয়েটার বললো, 'মিস্টার তুন আপনাকে পানীয় অফার করতে চান।'

'কে এই তুন?'

'এই হোটেলের বোর্ড অভ ডিরেকটরস-এর একজন।' ওয়েটার তাকালো বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে। একজন কালো স্যুটপরা ধোপ-দুরস্ত মালয়ী এদিকেই তাকিয়ে। মধ্য বয়স্ক, সুদর্শন। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো। স্টিক হাতেই এগিয়ে এলো।

'আমি চাইছি মাদাম এ হোটেলের আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন,' তুন ইংরেজিতে বললো।

একটু ভাবলো সোহানা। পৃথিবীর সর্বত্র এ ধরনের লোক পাওয়া যায়। যারা

উন্নাসিকতা বিক্রি করে চলে। তারা জীবন যাপনের নিয়ম বেঁধে নিয়েছে খেলার মত। একটা খেলা হলো সুন্দরীদের চাটুকারিতা। সময় কাটাতে হবে। মৃদু হাসলো সোহানা। অপেক্ষমাণ ওয়েটারকে বললো, 'ঠিক আছে, জাস্ট এ কোক, উইথ লট অভ আইস।'

'হোয়াই নট শ্যাম্পেন?' মাথা ঝুঁকিয়ে জানতে চাইলো তুন।

'আমার কোকই পছন্দ!'

'আর কি কি পছন্দ?' তুনের প্রশ্ন। স্মার্ট ভঙ্গিতে কপালে তুললো ভুরু জোড়া। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'ইয়েস...বিলিয়ার্ড!' সোহানা হাসলো। দু'জন এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে।

সোহানা প্যান্ট শার্টের ওপর জড়িয়ে নিয়েছিল সিল্কের চাদরের মত। শীত শীত লাগছিল। রাজস্থানী নকশা করা চাদরটা খুলে রাখলো চেয়ারের হাতলে।

'আপনি ভারতীয়?'

'বাংলাদেশী।'

'আমি তুন কামালী।'

'সোহানা।' মৃদু উচ্চারণ করলো সোহানা।

নাহ্, প্লে-বয় হলে কি হবে, কেবল স্টাইল সর্বস্ব নয়—ভালই খেলে তুন কামালী। হয়তো এই ধরনের লোককে এই খেলাটা ভালই খেলতে হয়। নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়ে দিল সে সোহানাকে। এবং তা করতে পেরে দারুণ খুশি হয়ে উঠলো নিজের ওপর।

ডিনারে আমন্ত্রণ জানালো তুন। আপত্তি করলো না সোহানা।

ডান্স-ডাইনের নাম 'সোয়ানলেক'। একপাশে ডান্স স্টেজ। তুন জানতে চাইলো নাচে আগ্রহ আছে কিনা। সোহানা বললো, 'তেমন না।' নাকে রক্ত, চুপচাপ থাকা প্রয়োজন। স্টেজ থেকে একটু দূরেই ওদের টেবিল। তিনজন নর্তকী নাচছে স্থানীয় মনোরা নৃত্য।

ডিনার শেষ করে সময় দেখলোঃ দশটা পঁচিশ। তুন জানতে চাইলো রুলেৎ-এ ইন্টারেস্ট আছে কি না।

'আমি ভাগ্যবান নই,' সোহানা বললো।

'আমার নিজেকে আজ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে,' তুন বললো। আপনি সঙ্গ দিলে আমার বিশ্বাস, আমি আজ নিশ্চয়ই জিতবো।'

'আপনি আমাকে কতটুকু চেনেন?' সোহানা মৃদু হাসলো মুখ নিচু করে। মুখ তুলতেই দেখলো প্ল্যাকার্ড হাতে হোটেল ওয়েটার যাচ্ছে।

'আপনার টেলিফোন...' তুন বললো।

প্ল্যাকার্ডে লেখাঃ 'টেলিফোন কল ফর মিসেস মাসুদ রানা।'

সোহানা উঠে দাঁড়ালো। ওয়েটারকে বললো, 'ইটস মী।' তুনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'অর্থাৎ আপনি আমাকে চেনেন।' তুনকে শুধু 'সোহানা' বলেছিল

ও নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে।

ওয়েটারের পেছন পেছন এসে ফোন বুদে রিসিভার তুললো সোহানা।

'মিসেস মাসুদ রানা বলছি।'

'পুলিস স্টেশন থেকে বলছি। আপনার স্বামী মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেছেন বালিক ব্রিজের কাছে।'

'কি, কে···কেমন আছে?'

'আঘাত তেমন গুরুতর নয়। যা হতে পারতো, তার চেয়ে অনেক কম। তাঁকে আমরা এইমাত্র আপনাদের কটেজে পৌঁছে দিয়ে এলাম।'

'ও কি···সত্যি ভাল আছে? কিছু হয়নি—'

'চিন্তা করবেন না। আপনি গিয়েই দেখবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' ফোন নামিয়ে রেখেই দেখলো তুন পাশে দাঁড়ানো।

'এনি থিং রং?'

'আমার স্বামী···আমাকে কটেজে যেতে হবে।' সোহানা তুনকে উপেক্ষা করে করিডর ধরে ছুটে চললো। তুন লম্বা পদক্ষেপে পাশে আসতে আসতে বললো, 'মাদাম, আমি আপনাকে লিফ্‌ট দিচ্ছি। উত্তেজিত হবেন না!'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অনেক কথাই ভেবে নিয়েছে সোহানা। খবরটা মিথ্যে হতে পারে, তুনের এই সাহায্য-প্রস্তাবও আগে থেকে সাজানো হতে পারে। হয়তো ওরা ওকে কটেজে বা অন্য কোথাও চাইছে রানার ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যে। সত্য হোক বা মিথ্যে হোক, নিজে গিয়ে দেখতে হবে ওর—এছাড়া উপায় নেই। বললো, 'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. তুন।'

তুনের গাড়ি থামলো কটেজের সামনে। নির্জন কটেজ। সামনে দাঁড়ানো সেই সবুজ ডাটসান। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল সোহানার। তুনকে কিছু না বলেই গাড়ির দরজা খুলে বেরুলো। গেট দিয়ে ঢুকে ঘরে পা দিয়েই বুঝলো সে, ভুল করেছে!

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাবিব। পেছন ফিরতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে বুকিতের আস্তানায় দেখা দু'জন। তাদের মাঝখানে দাতুক।

'মিস্টার তুন, হেল্প!' চিৎকার করে উঠলো সোহানা, কিন্তু ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে তুনের গাড়ি, মিলিয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিনের শব্দ। ঝট করে ফিরলো সামনের দিকে।

চকচক করে উঠলো হাবিবের হাতে মালয়ী কিরিচ। পেছন থেকে একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরলো। অন্য হাতটা জড়িয়ে ধরলো কোমর। পেছন থেকে নিজের শরীরের সঙ্গে চেপে ধরেছে লোকটা সোহানাকে। সোহানা দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দুই কনুই ঝাঁকি দিতে গেল। কিন্তু হাবিব তার কিরিচটা বাগিয়ে ধরলো সোহানার তলপেট বরাবর।

'আর একটা চিৎকার করবি তো ফেড়ে ফেলবো পেটটা!' হাবিবের চোখ সোহানার ওপর স্থির। হাসি নেই। বললো, 'তুন আমাদেরই লোক, কোন লাভ নেই

ডেকে।'

পেছনের লোকটার গরম নিঃশ্বাস পড়ছে সোহানার ঘাড়ে। গা ঘিনঘিন করা ইঙ্গিতময় চাপ দিচ্ছে শরীর দিয়ে। হাবিবের ইশারা পেয়েই সোহানাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেললো পেছনের লোকটা। নিয়ে এলো শোবার ঘরে। ছুঁড়ে ফেললো বিছানায়। হুড়মুড় করে বিছানায় পড়েই ঘুরলো সোহানা, উঠে বসতে গিয়ে বাধা পেল হাবিবের কিরিচে। গলার কাছে কিরিচ, অপর হাতে ধরলো সে সোহানার চুলের মুঠি—টেনে নামিয়ে দিল মাথাটা বালিশের ওপর।

'সহযোগিতা, নাকি অবাধ্যতা?' হাবিবের একরোখা কণ্ঠে প্রশ্ন।

জবাব দিল না, হাবিবের ঠাণ্ডা চোখ দেখলো সোহানা। দেখলো দাতুকের বাঁকা হাসি। ক্ষুধার্ত হায়না। সারা গায়ে কাঁটা দিল। চারটি হিংস্র হায়না এখন ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, গায়ের জোরে পারবে না সে এতগুলো শক্তিশালী পুরুষের সাথে।

'উত্তর চাই!' ক্ষুরধার কিরিচটা দিয়ে শার্টের প্রথম বোতামটা কেটে দিল হাবিব। মুহূর্তে হাঁটু গুটিয়ে নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পা ছুঁড়লো সোহানা। ছুরি হাতে ছিটকে পড়লো হাবিব মেঝেতে। 'গঁক' করে শব্দ বেরুলো ওর কণ্ঠ থেকে, নিজের অজান্তেই। উঠে বসার চেষ্টা করতে গেল সোহানা, কিন্তু তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লো দাতুক। এর গায়ের প্রচণ্ড শক্তি টের পেল সোহানা। গলা টিপে ধরে শুইয়ে দিল দাতুক ওকে আবার। চড়াৎ করে চড় কষালো সোহানার গালে। হিংস্র লোকটা চোখ পাকিয়ে মালয়ী ভাষাতে কি যেন বলছে। বুঝলো না সোহানা এক অক্ষর। আবার উঠে এসেছে হাবিব। সরিয়ে দিল সোহানার ওপর ঝুঁকে থাকা দাতুককে। সোহানা উঠতে গিয়ে থেমে গেল হাবিবের দিকে চেয়ে। এগিয়ে আসছে হাবিব। বিছানায় একটা হাঁটু তুলে দেখলো সে সোহানাকে। উঠে এলো। হাবিবের দুই হাঁটু সোহানার দু'দিকে। কিরিচ নামালো। শার্টের বোতামগুলো কেটে দিল এক এক করে। হাত তুললো সোহানা। বাধা দিতে গেল, মাথার কাছে চলে এসেছে দুইজন—চেপে ধরলো দু'হাত। বুকের মাঝখানে কিরিচের শীতল স্পর্শ পেলো সোহানা। ব্রেসিয়ারের ইলাস্টিক কেটে গেল কিরিচের মোলায়েম স্পর্শে।

কোমর থেকে আরো উপরে উঠে এলো হাবিব। পেটের উপর শরীরের চাপ পড়ছে। আর্তনাদ করে উঠলো সোহানা। শরীর মুচড়ে লোকটাকে সরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। টানাটানি করে চেষ্টা করলো হাত দুটো ছাড়াবার। হাবিব কিছুটা আলগা দিয়ে হাঁটুতে ভর করলো। তারপর কিরিচটা ধরলো সোহানার কণ্ঠনালীর উপর।

'লাগা মাগীকে!' হুকুম দিল হাবিব।

হাবিবের পিছন থেকে সোহানার প্যান্টের হুক খুলে ফেললো দাতুক। নামালো জিপার। কোমর থেকে বের করার চেষ্টা করছে প্যান্ট···

প্রাণপণে পা ছুঁড়লো সোহানা, তাতে বরং সুবিধেই হলো দাতুকের—সড় সড় করে দুই পা গলে নেমে গেল প্যান্ট। প্রাণপণে চিৎকার করলো সোহানা, তাতে বিরক্ত হয়ে ছেঁড়া ব্রা-র একটা কাপ কেটে নিল হাবিব—গুঁজে দিল সোহানার মুখে।
চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো সোহানার।

'ওরা আর কি করবে মনে হয়?' রানা জিজ্ঞেস করলো।
সুলারিও সস্নেহে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে কুকুরটাকে। কোন শব্দ করছে না শার্ক। চুপচাপ পড়ে আছে। সুলারিও একাই কথা বলে যাচ্ছে নির্জীব কুকুরটার সাথে। রানার কথায় উঠে এলো সুলারিও। শার্কের মাথায় হাত বুলিয়ে।
'ওই বেজন্মারা?' সুলারিও বললো, 'ওরা সব কিছু করতে পারে। কিন্তু করবে না, যতক্ষণ না সব অ্যাম্পূল আপনারা পাচ্ছেন।'
'পেয়ে তো গেলাম, এখন?'
'হুঁ। ওখানেই রয়েছে সবগুলো অ্যাম্পূল—কোন সন্দেহ নেই আর। জাহাজের মাঝের অংশটা ওখানেই ডুবেছে বা উল্টে গেছে। ওগুলো মিশে আছে আর্টিলারি শেল আর এক্সপ্লোসিভের সঙ্গে।' গম্ভীর কণ্ঠে বললো সুলারিও, 'তোলাটাই সমস্যা।'
'ওগুলো তুলতে আমরা এয়ার লিফট ব্যবহার করতে পারি,' রানা দেখলো অ্যালুমিনিয়ামের টিউব লাইন। বললো, 'পানিতে নামতে হবে ডেসকো গীয়ারের সাহায্যে। এয়ার ট্যাঙ্ক নিয়ে বারবার ওঠানামা সম্ভব নয়।'
'এয়ার কমপ্রেশার চালানো মানেই শব্দ। তাছাড়া ওভাবে আর্টিলারি শেলও উঠে আসবে,' সুলারিও বললো, 'এ নিয়ে আরও একটু ভেবে দেখতে হবে।'
রানা জানে পানির নিচে পুরানো শেলের কোন কোন অংশ অকেজো হলেও করডাইট ঠিকই থেকে যায়। এর ফলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। রানা বললো, 'যদি তোলা সম্ভব না হয়, আমরা চার্জ বসিয়ে অ্যাম্পূলগুলো উড়িয়ে দিতে পারি।'
'পারি,' সুলারিও ওয়েটস্যুটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো একটা থ্যাবড়ানো মুদ্রা। রানার হাতে দিল। বললো, 'কিন্তু অসুবিধে আছে।'
রানা দেখলো পুরানো স্প্যানিশ মুদ্রার ধরন। চিহ্ন অন্যরকম। সুলারিও পকেট থেকে বের করলো পঞ্চাশ পেনি আকারের আরেকটা স্বর্ণ চাকতি। মুদ্রা নয়, মেডেল।
'অ্যাম্পূল উড়িয়ে দেয়া যায়। কিন্তু সী-ড্রাগনের নিচে যদি চাপা পড়ে থাকে কোন স্প্যানিশ জাহাজ?'
'সন্দেহ হচ্ছে?' রানা জানতে চাইলো।
'হচ্ছে। পুরানো কাগজ পত্র ঘাঁটতে গিয়ে অনেকগুলো তথ্য পেয়েছি। হিসেব মেলাতে চেষ্টা করছি। যে ক'টা মুদ্রা পাওয়া গেছে আর এ মেডেলের সন তারিখ হিসেব করলে আশা করছি আরো তথ্য পাওয়া যাবে।' একটু থেমে সুলারিও আবার

বললো, 'আপনাদের পাওয়া অক্সিডাইজড রূপার মুদ্রা আর এটা একই সময়ের। এটা একটা লোহার সিন্দুকের সঙ্গে লেগে ছিল, যার জন্যে অক্সিডাইজড হতে পারেনি।'

'এটা কখন পেলেন?'

'আপনি উঠে আসার পর গুহার চারদিকটা দেখছিলাম আমার ইনফ্রা রেড মাস্ক দিয়ে। পেয়ে গেলাম।' মুদ্রা ও মেডেল আবার পকেটে রাখল আদম সুলারিও।

রানা ঘড়ি দেখলো। সাড়ে দশটা। বললো, 'ফেরা যাক।'

সুলারিও ইঞ্জিন চালু করলো। নোঙর তুলে নিল রানা।

'যদি উড়িয়ে দিতে না চান, তাহলে আপনার দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে অনেক,' বললো রানা। 'আমাদের দু'জনকে এই দ্বীপ থেকে সরে পড়তে হবে যত শীঘ্র সম্ভব। সব ব্যাপার সামলাতে হবে আপনার একা। দু'জন বিদেশী হানিমুনার, যত স্থিরপ্রতিজ্ঞই হোক, একদল সরকার-পুষ্ট গুপ্তঘাতকের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না।'

বোট চলেছে সুলারিওর দ্বীপ বালিকের দিকে। ওখানে রয়েছে রানার মোটর সাইকেল। ওয়েটস্যুট ছেড়ে শার্ট-প্যান্ট পরে নিল রানা।

বোট থামলো এসে সুলারিওর বন্দরে। ছোট খালের মত সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকে গেছে পাহাড়ের ফাঁকে। পানিতে স্রোত নেই। কাঠ দিয়ে তৈরি পাটাতন। পাটাতন থেকে দু'পাশে ঝোপঝাড় ছাওয়া রাস্তা উঠে গেছে লাইট হাউসের দিকে।

চাঁদের আলোয় আশপাশে দু'একটা নৌকো দেখতে পেল রানা। চেনা জায়গা দেখে কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়েছে, লাফিয়ে নামলো পাটাতনে, দৌড়ে উঠে গেল পাড়ে। ওরাও এলো পেছনে। কিছুদূর ফাঁকা—আলোকিত চাঁদের আলোয়। তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়েছে রাস্তা—প্রবেশ করেছে ঝোপের ভেতর।

'এখানেই বুকিতের লোক একদিন আপনার ঘাড় মটকাবে,' রানা বললো হাসতে হাসতে।

'না, তা কেউ করবে না।' গম্ভীর কণ্ঠে বললো সুলারিও, 'সাহসই পাবে না।'

সুলারিওর ছায়াটা বিশাল। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। সাহসী, নাকি বেশি রকমের আত্মবিশ্বাসী? অথবা…রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন—আপনি কি বুলেট প্রুফ?'

'না,' সুলারিও বললো, 'এরা মুসলমান, আমার মতই, কিন্তু জাতীয়তাবাদী হতে গিয়ে প্রাচীন কিছু বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। বিশ্বাস নয়, বলা যায় ফন্দি। ওরা বলে, এটাই এদেশের মাটির লোকাচার, সংস্কার। এ ধরনের বিশ্বাস রয়েছে বলেই আমাকে আক্রমণ করবে না ওরা। ওরা মনে করে আমাকে কেউ আঘাত করলে সে মারা যাবে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে।'

'এ ধারণা কেন?'

'কে জানে! এ ধরনের বিশ্বাসের জন্যে কোন যুক্তি লাগে নাকি?' সুলারিও

বললো, 'আমার পূর্বপুরুষরাই নিশ্চয়ই রটিয়েছিল। তারা এখানে এসেছিল ধর্ম প্রচারের জন্যে। আমার শরীরে আরব রক্ত আছে, ওরা বলে। হয়তো কেউ আমার পূর্ব পুরুষের কাউকে হত্যা করে মারা যায়, জানি না।'

রানার মোটর সাইকেলটা লাইট হাউসের সামনে। চাবি লাগিয়ে সুলারিওর কাছ থেকে বিদায় নিলো রানা কাল আসবে বলে। দু'জন পুরানো কাগজ পত্র নিয়ে হিসেব মেলাতে বসবে আগামী কাল। এসব কাজে সোহানা দক্ষ—অনেক সাহায্য করতে পারবে ওদের।

রানা স্টার্ট দিল মোটর সাইকেলে।

'এই যে!' চিৎকার করে ডাকছে সুলারিও। মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে সুলারিওর কাছে গেল রানা। হাতে করে কিছু এগিয়ে ধরেছে সুলারিও। বললো, 'এই দেখুন!'

রানা চাঁদের আলোয় দেখলোঃ কোকাকোলার বোতল। গলায় বাঁধা সাদা এক [illegible] পালক।

'এটা কি?'

'ওদের ভূত! আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে ওরা, আমাকে তুক করতে চাইছে। অথচ বুঝতে পারে না, হাজার বছর পেছনে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা জানে না, আমার শরীরের সেমেটিক রক্ত, পরবর্তী ধর্ম আর বিলাতী শিক্ষার বর্ম ভেদ করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে।' হঠাৎ খেপে গেল সুলারিও। 'লুকিয়ে শালারা এখানেও এসেছে! এত সাহস!' বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল শূন্যে, অন্ধকারে। দূরে পাথরের উপর পড়ে চূর হয়ে গেল বোতলটা, শব্দ হলো।

রানার ঘড়িতে এখন এগারোটা দশ। হোটেল রাসা সেয়াং পৌছতে লাগবে পনেরো মিনিট। সোহানা অপেক্ষা করছে ওখানে ওর জন্যে।

রাসা সেয়াং-এ সোহানা নেই।

কোথায় গেল? কোন বিপদ? নাকি দেরি দেখে বিরক্ত হয়ে ফিরে গেছে কটেজে? নাহ্, ওর তো জানাই আছে কোথায় গেছে রানা। এখানেই অপেক্ষা করার কথা ওর।

রানা কার পার্কিং-এ ফিরে এসে স্টার্ট দিল মোটর সাইকেলে। পাশেই গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো একজন মালয়ী রানার উত্তেজনা টের পেল। কালো পোশাক তার পরনে। লোকটা ভাঙা ইংরেজিতে কি যেন বললো।

চমকে তাকালো রানা, 'কী?'

'বুকিতের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান, মিস্টার! যত বেশি ভাববেন, ততই বেশি ক্ষতি।'

'কে তুমি?'

'এ দ্বীপের অধিবাসী। প্রাচীন অধিবাসী।' এক পা নড়লো না লোকটা, যেমন ছিল দাঁড়িয়ে রইলো এক ভাবে, গাড়িতে হেলান দিয়ে। ডোন্টকেয়ার ভঙ্গিতে চেয়ে

রইলো রানার চোখের দিকে। 'কটেজেই পাবেন আপনার স্ত্রীকে।'

মোটর সাইকেল ছুটে চললো কটেজের দিকে। সোজা বীচ ধরে রাস্তা চলে গেছে বীচ ক্লাবের দিকে। ডাইনে মোড় নিলেই ক্লাবের কটেজ।

ডানের রাস্তাটার ঝোপঝাড়গুলো ক'দিনের চেনা। পঞ্চাশ মাইল থেকে চল্লিশে নামালো রানা স্পীড, টার্ন নিলো। এবং সাথে সাথেই প্রাণপণে ব্রেক কষলো। পেছনের চাকাটা স্কীড করলো। পড়তে পড়তে বেঁচে গেল রানা অল্পের জন্যে। সামনে দাঁড়িয়ে সেই সবুজ ডাটসানটা। লাইট নিভিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। মোটর সাইকেলের আলোয় কাউকে দেখা গেল না, কিন্তু কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কেউ বললো, 'আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে এ দ্বীপ থেকে বেরুতে পারবেন না, মিস্টার। রাজি?'

'জানি না।' পাশ কাটিয়ে এগুতে গেল রানা, গাড়ির পেছন থেকে বেরিয়ে পড়লো একজন।

'হ্যাঁ, অথবা না?'

'ভেবে দেখিনি।'

'জলদি ভাবুন। খুব বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।'

'ঠিক আছে, দেখা যাবে,' জবাব দিল রানা।

আলো জ্বলে উঠলো ডাটসানের। চোখ ঝলসে গেল রানার। পাশ কেটে সাঁ করে চলে গেল গাড়ি।

ওরা এখানে কেন?

সোহানা…?

এগার

ঘরে আলো জ্বলছে। অর্থাৎ, সোহানা ফিরেছে কটেজে। কিন্তু বাইরের দরজাটা খোলা কেন?

ঘরে ঢুকলো রানা একলাফে।

'সোহানা!'

বাইরের ঘর ফাঁকা।

বেড রুমের দরজা খোলা। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো, বিছানার উপর বসে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সোহানা ওর দিকে—কিন্তু যেন চিনতে পারছে না ওকে। দুই হাতে দুটো পিস্তল—একটা নিজের অ্যাস্ট্রা, অপরটা রানার ওয়ালথার পি পি কে।

সোজা রানার বুকের দিকে তাক করে ধরা।

'সোহানা!'

এগিয়ে গেল রানা। হাত থেকে পিস্তল দুটো নিয়ে জাপটে ধরলো ওকে। 'কি হয়েছে, সোহানা?'

কান্নায় ভেঙে পড়লো সোহানা।

সোহানার চুল এলোমেলো। বেড কভার গায়ে জড়ানো। সেটা খসে যেতেই দেখলো রানা সম্পূর্ণ নগ্ন সোহানার শরীর। বিছানার পাশে পড়ে থাকা শার্ট, প্যান্ট, ছেঁড়া ব্রেসিয়ার দেখতে পেল রানা এতক্ষণে।

ওরা সোহানাকে ধর্ষণ করেছে?

'সোহানা—কি হয়েছে? ওরা তোমাকে...'

মাথা নাড়লো সোহানা। না, রেপ নয়।

'তবে? তোমাকে এ রকম...'

মেঝের চারদিকে টিস্যু পেপার ছড়ানো। ওপাশে জুতোর বাক্স।

চাদর সরাতে গেল রানা। সোহানা আঁকড়ে ধরে রইলো কোমরে জড়ানো চাদর। জিজ্ঞেস করলো, 'ক'টা বাজে?'

'বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট,' রানা বললো।

'ওরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তোমার অ্যাকসিডেন্টের কথা বলে। তখন বাজে সাড়ে দশটার কিছু বেশি।' খানিক চুপ করে থেকে সোহানা বললো, 'ওরা চারজন আমাকে চেপে ধরেছিল। আমি ভেবেছিলাম রেপ করবে। হাবিব বুকের ওপর চেপে বসে গলায় ছুরি ধরেছিল। দাতুক বলে লোকটা খুলে নিল প্যান্ট। তারপর...' সোহানা কাঁদছে। রানা ওকে আরো কাছে টানলো। এখনও বুঝতে পারছে না কি হয়েছে।

শিউরে উঠলো সোহানা, 'বুকের ওপর চেপে বসে আছে হাবিব, মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দুই হাত চেপে ধরে রয়েছে একজন, অপরজন আমার দু পা ফাঁক করে ধরে রইলো, আমি হতভম্ব হয়ে অনুভব করলাম উরুতে দাতুকের আঙুলের ছোঁয়া।'

'ওরা তোমাকে রেপ করেছে?'

'না, তার চেয়েও বেশি।' সোহানা বললো, 'একটু পর অনুভব করলাম আঙুল নয়। ওটা ভেজা কিছু। লোমশ। ভেজা লোমশ জিনিসটা আমার উরু থেকে ওপরে উঠলো, মনে হলো, জিনিসটা ব্রাশ জাতীয় কিছু।'

'ব্রাশ?'

'দেখো!' চাদর সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোহানা বিছানার ওপর। সোহানার পেলব উরু ও তলপেট জুড়ে লাল রঙ দিয়ে আঁকা রয়েছে বিচিত্র এক নকশা। অনেকটা ঘুড়ির মত।

নাভী থেকে তিনটি রেখা নিচে নেমেছে। মাঝখানের রেখাটি লম্ব ভাবে, আর দু'পাশের দুটি রেখা পেলভিক বোনের আইলিয়া টিউবার্টো স্পর্শ করে নেমে গেছে দু'পাশে। দুই টিউবার্টো থেকে দুটি রেখা মিলিত হয়েছে লম্ব রেখাটির শেষ প্রান্তে।

সেখান থেকে নেমে গেছে দুই উরু বেয়ে।

সোহানার চোখ বোজা। রানা চাদর ঢেকে দিল। বললো, 'এগুলো কিসের রং?'

'রং নয়,' সোহানা চোখ বুজেই বললো, 'রক্ত।' বিকৃত করলো মুখ।

'কার?'

'বাদুড়ের। ওই দেখো!' ঘরের কোণের দিকে দেখালো সোহানা আঙুল তুলে।

রানা দেখলো, দু'পাশে পাখা ছড়িয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে একটা কুৎসিত বাদুড়। মৃত।

'রানা, আমি জীবনে এত ভয় পাইনি!' কাঁপা গলায় বললো সোহানা। 'ঘটনাটা ঘটতে তিন মিনিটের মত লেগেছে। আমার জীবনের ভয়ঙ্করতম তিন মিনিট।' সোহানা চোখ বুজে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যেন পুরো ঘটনাটা। সভয়ে চোখ মেললো, বললো, 'ছবি আঁকা শেষ হলে হাবিব আমাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো—এরপর আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে তোমাদের! আমি চুপ করে পড়ে থাকলাম। ওরা ওই বাক্সটা রাখলো আমার বুকের ওপর। বললো—বুকিতের উপহার!' সোহানা জুতোর বাক্সটা দেখালো।

বাক্সটা টেনে আনলো রানা। সোহানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'দেখেছো?'

'দেখেছি! আর চাই না দেখতে।' বলে উঠে দাঁড়ালো সোহানা, দ্রুত পায়ে চলে গেল বাথরুমে।

জুতোর বাক্স থেকে বের করলো রানা একটা পুতুল। কাপড়ের তৈরি, ভেতরে তুলো জাতীয় কিছু। পুতুলের চুল সোহানার মত। সোহানার নাভির বাঁ দিকের তিলটা এখানে বড় করে আঁকা। সোহানার গায়ে যেভাবে ঘুড়ি এঁকেছে—পুতুলের গায়েও ঠিক সেইভাবে আঁকা। আঁকা ঠিক নয়। ছুরি দিয়ে আঁচড়ে দেয়া হয়েছে। আঁচড়ের জায়গা দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছে লাল নীল রঙের তুলো।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো রানা। যেন বোকা বনে গেছে পুরো ঘটনায়। অশান্ত দুর্যোগময় জীবনে অনেক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। অনেক রকম বিপদে পড়েছে, ভয় পেয়েছে, অসহায় বোধ করেছে। কিন্তু আজ?

আজ প্রথম মনে হলো যেন সব কিছু তার চেতনার বাইরে থেকে ঘটছে। এই খেলার নিয়ম তার জানা নেই। এ এক অচেনা ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোর ভয়ঙ্কর জগৎ।

শাওয়ার নিয়ে তোয়ালে জড়িয়ে সোহানা যখন বাথরুম থেকে বেরুলো, তখনও একই ভাবে ঠায় বসে আছে রানা। ওর দিকে চেয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সোহানা। না, একই ভাবে বসে নেই রানা—চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে আগের চেয়ে, চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে কিছুটা, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে চেপে রেখেছে উপরের ঠোঁট নিচেরটিকে। পরিষ্কার বুঝতে পারলো সোহানা, আর ঠেকানো যাবে না রানাকে। কোন্ পাগলকে খেপিয়ে তুলেছে, জানে না বুকিত

নাসেরী। কিন্তু সোহানা জানে, ছুটি শেষ, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা।

কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না সোহানা। ড্রেসিং গাউন পরে ঘরটা গোছালো। টিস্যুগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেল রান্নাঘরের বিনে ফেলতে। পুতুলটা দেখিয়ে রানাকে বললো, 'ওটা তুমি ফেলে দাও।'

বাইরে গিয়ে সুলারিওর মতই অন্ধকার লক্ষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা পুতুলটা। তার পিছু পিছু গেল মরা বাদুড়।

ঘরে এসে সোহানাকে বললো, 'সোহানা, চলো দেশে ফিরে যাই। কালকের প্লেনে তুলে দিই তোমাকে। এমন ব্যবস্থা করবো, যাতে টের পেলেও ঠেকাতে পারবে না বুকিত।'

'আর তুমি?'

'আমিও আসছি। এই ধরো, তিন দিন পর।'

হাসলো সোহানা। মাথা নাড়লো এপাশ ওপাশ।

'না।'

'না?' রানা অবাক হয়ে তাকালো সোহানার দিকে, 'তুমি চাও এরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বুকিতের মার খাই?'

'না।'

'তবে?'

'ওর হাত-পা ভেঙে দিয়ে যেতে চাই। যুদ্ধ করতে চাই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে। একা দেশে ফিরে যাব না আমি কিছুতেই। যদি মরি, মরবো একসাথে।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রানা। 'ঠিক আছে, মেম সাহেব, তাই হবে। তবে এই কটেজে আর না, কালই আমরা সরে যাব অন্য কোথাও।'

'কোথায়?'

'জানি না। দেখি বালিক দ্বীপে কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

'সেই ভাল,' বললো সোহানা।

রাতে সোহানার ঘুম ভেঙেছে দু'বার। অন্ধকারে জানালাটা দেখেছে—পর্দা টানা। পাশ ফিরে শুতেই আবার আচ্ছন্ন করে দিয়েছে ঘুম। আচ্ছন্নতায় ডুবে যেতে যেতে দেখেছে পুতুলটা। তার মত চুল। নাভীর বাম পাশে তিলটাও আছে। পুতুলের গলাটা চেপে ধরেছে একটা কালো হাত। আর্তনাদ করছে পুতুলটা। দু'বার একই দৃশ্য। দু'বারই সরে গেছে ঘুমন্ত রানার কাছে। ঘুমের ঘোরেই কাছে টেনে নিয়েছে রানা।

বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছে সোহানা। প্রত্যেক দিনের মত চা বানিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছে রানার। তারপর ধীরে-সুস্থে তৈরি হয়েছে দু'জন ক্লাবের ডাইনিং হলে যাবার জন্যে। ওখানে ব্রেকফাস্ট সেরে যাবে বালিক দ্বীপের লাইট হাউসে।

কটেজ থেকে বের হয়ে লক করলো বাইরের দরজা।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন স্থানীয় লোক। লোকটার পরনে নীল পোশাক—ইউনিফর্ম মনে হয়।

লোকটা বললো, 'আমি এখানকার নাইট গার্ড।'

রানা আপাদমস্তক দেখলো লোকটার। চোখের চাউনিটা অস্বাভাবিক। হয়তো সারারাত জেগেছে, তাই।

'গতরাতে কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ছিলাম...' ইতস্তত করলো নাইটগার্ড, 'এখানেই।'

'কিছু দেখেছো?'

উত্তর দিল না লোকটা। রানা লক্ষ করলো লোকটার দৃষ্টি সোহানার ওপর নিবদ্ধ। ক্রমেই তার চাউনিতে ভয়টা বাড়ছে। হঠাৎ বললো, 'স্যার, আপনারা এখানে আর থাকবেন না।'

'কেন?'

লোকটা কিছু বলার আগেই এক মালয়ী মহিলা এসে দাঁড়ালো তার পাশে। নাইটগার্ড বললো, 'আমার স্ত্রী।'

মহিলার হাতে গতরাতের পুতুলটা। কাগজে মোড়া।

নাইটগার্ড বললো, 'আপনার স্ত্রীকে ওরা তুক করছে। বশে আনছে।'

মহিলাও মালয়ী ভাষায় কি সব বললো। নাইটগার্ড ভাঙা ইংরেজিতে বললো, 'আমার স্ত্রীর বাবা একসময় মন্ত্র করতো। ও বলছে এটা খুব মারাত্মক। ওরা যদি এই পুতুলের গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে দিতো তাহলে সাথে সাথেই আপনার স্ত্রী মারা যেতেন। আমার স্ত্রী এরকম ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে বলেই আপনাদের সাবধান করতে চাইছে।'

'ওরা কারা, তোমরা জানো?'

'জানি,' নাইটগার্ড বললো, 'সবাই জানে। সবাই ভয় পায়।'

'সবাই প্রতিবাদ করে না কেন?'

'দেবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ?' নাইটগার্ড বললো, 'বুকিত ভূত দেবীর সন্তান।'

মহিলা পুতুলটা ভালো করে মুড়ে এগিয়ে দিল সোহানার দিকে। কি যেন বললো মালয়ীতে। নাইটগার্ড বুঝিয়ে দিল, 'এটা যেখানে সেখানে ফেলবেন না। ফেলতে হলে সমুদ্রে ফেলবেন যাতে অন্যের হাতে না পড়ে।'

সোহানা পুতুলটা নিলো। ওরা নমস্কারের ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। যেন নিজেরাই বিরাট কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পেল। রানা ও সোহানা দাঁড়িয়ে রইলো হতবাক হয়ে।

সারারাত জেগেছে আদম সুলারিও। সমুদ্র তলের মুদ্রা ও অ্যাম্পূল তাকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছে। চোখ লাল। চোখের নিচের পাতা ভারী। টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র। শার্ক আজ লাফালাফি করছে না—ঘুমোচ্ছে চুলোর পাশে। মাঝে মাঝে

ব্যাণ্ডেজ করা ক্ষতটা চাটছে। টেবিলে নথিপত্রের সঙ্গে নতুন কাগজে প্রচুর হিসেবপত্র করেছে সুলারিও।

টুলে বসলো রানা ও সোহানা।

সোহানাই সংক্ষেপে বর্ণনা করলো গতরাতের ঘটনা। ব্যাগ থেকে বের করে দেখালো পুতুলটা।

সুলারিওর বিশাল থাবায় পুতুলটাকে ছোট লাগছে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে সুলারিও। চোখ না তুলেই বললো, 'পুতুলের গল্প জানেন তো···এই পুতুল আপনার প্রতীক। এর ওপর ওরা প্রভাব বিস্তার করবে, যাতে আপনি প্রভাবিত হন।' হাসলো সুলারিও, 'আসল উদ্দেশ্য, ওরা আপনাদের ভয় দেখাতে চায়। দেখাতে চায়, কত শক্তিশালী ওরা। আসলেও শক্তিশালী। যে কোন মুহূর্তে ওরা পারে আপনাদের গলা কেটে সাগরে ভাসিয়ে দিতে। তাতে লাভ নেই বলেই করছে না। ওরা আপনাদের ভয় দেখিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে চায়। যদি জানতে পারে, যদি বুঝে যায় যে আপনারা ওদের সাহায্য করবেন না, অ্যাম্পূল ওদের হাতে তুলে দেবেন না, সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবেন। আমার তো মনে হচ্ছে আপনাদের এখন কেটে পড়াই উচিত হবে। ব্ল্যাক ম্যাজিক আর ভূতের পাঁচ পা দেখিয়ে ওরা স্থানীয় লোকদের কনফিউজ করছে, নিজেদের প্রেজেন্স জানিয়ে দিচ্ছে আপনাদের। ভুলেও ভাববেন না, ওরা ব্ল্যাক ম্যাজিক পর্যন্ত গিয়েই থেমে যাবে।'

'আমাদের চলে যাওয়াই কি উচিত মনে করেন?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'বুদ্ধিমানের পরামর্শ তাই হওয়াই উচিত,' সুলারিও বললো, 'অবশ্য যদি পেনাং থেকে বেরুতে পারেন।'

'বুকিতও তাই বলেছিল। বলেছিল কিছুতেই বেরুতে পারবো না পেনাং থেকে। আমি ভেবেছিলাম কথার কথা, আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে,' রানা বললো।

'ভয় দেখাবার জন্যেই বলেছে, তবে কথার কথা নয়,' সুলারিও বললো, 'এয়ারপোর্ট দিয়ে কিছুতেই পারবেন না বেরোতে। অন্য ভাবে অবশ্যি চেষ্টা করলে বেরুনো যায়।'

'বেরুনোর চেষ্টা না করাই ভাল বলে মনে করি,' সোহানা বললো। 'এখানে কয়েকদিন থেকে যাওয়াই আমাদের জন্যে নিরাপদ হবে। ওকে ধারণা দেয়া উচিত যে আমরা আরও অ্যাম্পূল খুঁজছি, পেলে ওর হাতেই তুলে দেবো। এদিকে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট কথা হবে আমাদের উদ্ধারের জন্যে।'

সুলারিও তাকালো সোহানার দিকে। বললো, 'আপনাদের সরকার আপনাদের জন্যে চিন্তিত হবে কেন? দেশে আপনারা কি ভিআইপি গোছের কিছু নাকি?'

'না,' সোহানা হাসলো, 'এটা নাগরিক অধিকার।'

'কিন্তু যদি স্প্যানিশ গোল্ড মাইন নিয়ে দেশে ফিরতে চান আপনাদের সরকার কি ভিআইপি হিসেবে ট্রীট করবে না আপনাদেরকে?' মুখ টিপে হাসলো সুলারিও।

চোখ তার কাগজ পত্রের উপর।

'আপনি মনে হচ্ছে সোনার আড়ত পেয়ে গেছেন সমুদ্রের নিচে?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'সমুদ্রের নিচে নয়—পেয়েছি এই টেবিলে, এই কিছুক্ষণ আগে,' সুলারিও বললো, 'আমার ধারণা, সী-ড্রাগনের ঠিক নিচেই চাপা পড়ে আছে একটা প্রাচীন স্প্যানিশ জাহাজ। যদিও এটা এখনও আমার ধারণা মাত্র—প্রমাণ চাইলে দিতে পারবো না।'

'গতরাতে যে মুদ্রাটি পেয়েছেন তার থেকেই আপনার এই অনুমান?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

উত্তর না দিয়ে চুলো থেকে গরম পানির কেতলি নামিয়ে চা বানাতে শুরু করলো সুলারিও। তিন কাপ...কাপ ঠিক নয়, তিন মগ চা বানিয়ে দু'মগ রানা সোহানাকে দিয়ে নিজে একটা টুল টেনে বসলো। ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর গত রাতের মুদ্রা মেডেল বের করলো। দু'টোই এগিয়ে দিল রানার দিকে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো রানা। মুদ্রার উপরিভাগের নকশা পুরো মুদ্রায় ছড়িয়ে নেই। এক দিকের বেশ কিছুটা খালি। গোল করে লেখা কতগুলো অক্ষর রানা পড়লোঃ 'E O', এরপর একটা নকশা, তারপর একটা অক্ষর 'G', আবার নকশা। নকশার পর 170 পড়া যাচ্ছে—সাল লেখা ছিল এখানে, শেষ সংখ্যাটি পড়া যাচ্ছে না। একটা অক্ষর অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে যার ঠিক মাঝখানে লেখা 'M', অক্ষর ছাড়া রয়েছে একটা দুর্গ, একটা সিংহ, আর কয়েকটা থামের ছবি।

রানা চোখ তুলে তাকালো সুলারিওর দিকে। সুলারিও বললো, 'একটা এম দেখেছেন? এম মানে হলো এটা তৈরি হয়েছে মেক্সিকো শহরের টাকশালে। ১৭০ থেকে আমাদের বুঝতে হবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশ বছর সময় সীমার মধ্যে তৈরি হয়েছিল। চিহ্নটা স্পেনের পঞ্চম ফিলিপের। ফিলিপ স্পেনের সিংহাসনে বসেন ১৭০০ সালে 'G' অক্ষরের অর্থ বাইদা গ্রেস অভ গড, মুদ্রাটি উলটিয়ে দেখুন ওখানে আছে জেরুযালেমের ক্রশ চিহ্ন। আরো কি কি সব আছে আমি পড়তে পারিনি, কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় লেখা আছে স্পেন ও ইণ্ডিজের রাজা কথাটা।' সুলারিও উঠে দাঁড়ালো। অভ্যাসমত তাকালো সমুদ্রের দিকে। বলতে লাগলো, 'আমি রাজা পঞ্চম ফিলিপের সময়ের স্পেন থেকে অথবা ফিলিপের অধিকারে ছিল এমন বন্দর থেকে ছাড়া জাহাজের ইতিহাস ঘাঁটছি ক'দিন থেকে। আগেই বলেছি, হিসেবটা সহজ। আমাকে দেখতে হয়েছে স্পেন থেকে কোন্ কোন্ জাহাজ এদিকে এসেছে। এদিক দিয়ে স্প্যানিশ জাহাজ খুব কমই আসা যাওয়া করতো। ফিলিপাইন ছিল স্প্যানিশ কলোনি। বেশির ভাগ জাহাজ আসতো প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে ল্যাটিন আমেরিকার কলোনি থেকে। একটি তথ্য জানা আছে আমার। তা হলো ১৭১৭ সালে ফিলিপের এক বিরাট নৌ-বহর ফিলিপাইনে আসে হাভানা থেকে। ফিলিপাইন থেকে ফেরার কথা ছিল সুন্দা স্ট্রেইট দিয়ে ভারত মহাসাগর

হয়ে স্পেনে। কিন্তু সাউথ চায়না সী-র ভয়ঙ্কর টাইফুনে দশটি জাহাজই ডুবে যায়।'

'এই জাহাজ ডুবি সম্পর্কে পড়েছি,' সোহানা বললো, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, লেট থার্টিজে, এক ইংরেজ ডুবুরী সারওয়্যাকের কাছে জাহাজগুলো উদ্ধার করে...'

'সবগুলো নয়,' সুলারিও বললো, 'আটটি জাহাজের সন্ধান সে দিতে পারে। এই আটটি জাহাজ থেকে শুধু সোনাই উদ্ধার করা হয় মোট নয় মিলিয়ন ডলারের।'

'বাকি দু'টোর একটা কি এখানে এসে ডুবেছে?' সোহানার প্রশ্ন।

'না, তা হতে পারে না। পঞ্চম ফিলিপের দশটি জাহাজের একটি এটা নয়। ওরা যাচ্ছিলো সুন্দার দিকে। এদিকে কোনভাবেই আসতে পারে না,' সুলারিও বললো, 'মুদ্রার তারিখ থেকে অনুমান করা যায়, ১৭০০ থেকে ১৭২০ সালের মধ্যেই জাহাজটি ডুবেছে। এর আগে নয়, পরেও নয়। পরে হলে নতুন তারিখ থাকতো মুদ্রায়। অথচ ওই সময় এই একটি ছাড়া কোন স্প্যানিশ জাহাজ ডুবির কথা কোথাও পেলাম না।'

'এ জাহাজটা স্প্যানিশ নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে কোন ব্রিটিশ জাহাজের কারো কাছে ছিল এই মুদ্রাটা,' সোহানা বললো।

'হতে পারতো, কিন্তু কোন ব্রিটিশ বা ডাচ জাহাজ পেনাং অঞ্চলে ১৭০০ সালের পরবর্তী কুড়ি বছরে ডুবেছে বলে কোথাও কোন রেকর্ড বা প্রমাণ নেই।'

'কিন্তু এখানে একটা জাহাজ ডুবেছিল ১৭০০ থেকে পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে—এটা যখন মিথ্যে নয়, তখন ধরে নিতে হবে যে এই জাহাজটি ছিল হিসাব বহির্ভূত কোন জাহাজ,' রানা বললো। 'অন্তত আমার সোজা হিসেবে তাই বলে।'

মৃদু হাসলো সুলারিও রানার দিকে তাকিয়ে। বললো, 'ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সাড়ে তিনশো বছরে স্প্যানিশরা নব-আবিষ্কৃত মহাদেশ থেকে জাহাজ ভরে ভরে আনুমানিক পনেরোশো কোটি ডলারের সম্পদ নিয়ে যায় স্পেনে। পনেরোশো কোটি ডলার—সেই যুগে, যখন বার্কিংহাম প্যালেস কিনতে লেগেছিল মাত্র চার হাজার ডলার। স্প্যানিশরা মূলত সম্পদ আহরণ করেছে দুই আমেরিকা থেকে। পর্তুগীজরা লুট করতো তখন এই মশলার দ্বীপগুলো। প্রথম স্প্যানিশ জাহাজ ফিলিপাইনে আসে ১৫২১ সালে। ক্যাপ্টেন ছিলেন ফার্দিনান্দ মাগিল্লান। তিনি এসেছিলেন স্পেন থেকে আমেরিকা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে—অর্থাৎ, উল্টো পথে। তিনি স্পেন থেকে রওনা হন পাঁচটা জাহাজ নিয়ে। একটি জাহাজ ডুবলো। আর একটি জাহাজ হারিয়ে গেল দক্ষিণ আমেরিকায়। তিনটি জাহাজ নিয়ে পৌঁছেছিলেন ফিলিপাইনে। এখানে স্থানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে মাগিল্লান মারা যান। এইখানে একটি জাহাজ থেকে যায়। বাকি দু'টি জাহাজ মশলা দ্বীপ থেকে লবঙ্গ নিয়ে দেশের পথে রওনা দেয়। দু'টি জাহাজের

একটি পুর্তগীজদের হাতে পড়ে বেদখল হয়ে যায়। বাকি থাকলো একটি। সেটার নাম ছিল ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়া ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে কেপ অভ গুড হোপ হয়ে স্পেনের সেভিল বন্দরে পৌছায় শত ছিদ্র অবস্থায়। এই একটি জাহাজের লবঙ্গের যা দাম পাওয়া যায় তাতেই সমস্ত সফরের ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে বিরাট অঙ্কের লাভ থাকে। এ ঘটনা আমাদের প্রয়োজন নেই—কিন্তু গল্পটা বললাম কেন বলতে পারেন?' শিক্ষকের পড়া ধরার মত করে সুলারিও জিজ্ঞেস করলো। আবার চোখ রাখলো সমুদ্রে। উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই বলতে শুরু করলো, 'পাঁচটা জাহাজের একটি মাত্র রক্ষা পায়। একটি হারিয়ে যায় বা বিদ্রোহ করে পালিয়ে যায়, দ্বিতীয়টি বাতিল হয়, তৃতীয়টি শত্রুর হাতে পড়ে, চতুর্থটি ডোবে। অর্থাৎ সে যুগে জাহাজ বহরের নিরাপদ সফর কেউ ভাবতে পারতো না। শুধু স্পেনেরই সম্পদ বোঝাই জাহাজ ডুবির হার ছিল শতকরা পাঁচ। পানির নিচ থেকে পরবর্তী কালে এ সম্পদ কিছু উদ্ধার হয়েছে, কিছু নষ্ট হয়েছে। তারপরও যা উদ্ধার হয়নি—এখনও হয়নি, তার হিসেব এখনকার দামে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, কমপক্ষে কয়েকশো বিলিয়ন ডলার। যে হিসাব কাগজ পত্রে দেখানো হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই এ হিসাব। কিন্তু যে সব জাহাজ হিসেব দেখাতো না, অথবা কম করে দেখাতো, সে-সব গোপন সম্পদের কথা কোন নথিতেই লেখা নেই। প্রায়ই কম করে দেখানো হতো, তার কারণ স্পেনের রাজা বাইরে থেকে সংগৃহীত সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ট্যাক্স হিসেবে নিয়ে নিতেন।'

'আমি পড়েছি কোন্ এক ক্যাপ্টেন নোঙরগুলো সোনা দিয়ে তৈরি করে কালো রঙ করে নিয়েছিলো রাজার ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে।' সোহানা বললো।

'হ্যাঁ, সেই ক্যাপ্টেন ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং তার ফাঁসী হয়েছিল বলেই ঘটনাটা আমরা জানি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রকাশ হয়নি বা ফাঁসী হয়নি, সে-সব কথা আমরাও কিছু জানতে পারি না। কিন্তু এমন ঘটনা অনেক আছে, জাহাজ ডুবির পর তালিকা মিলিয়ে উদ্ধার করতে গিয়ে মাল পাওয়া গেছে চারগুণ বেশি। বাড়তি মাল গোপনে বহন করলে কারো ধরার সাধ্য ছিল না। যেমন এই মেডেলটা। গতকাল রাতে যেটা পেয়েছি—এটা একটা গোপন মাল। এর সঙ্গে আপনারা যে চাকতিটি পেয়েছেন তার মিল হচ্ছেঃ এর পেছনেও লেখা রয়েছে একই নামের আদ্যাক্ষর E F. এ অঞ্চলে স্প্যানিশ জাহাজ কমই চলাচল করেছে। কিন্তু এতো কাগজপত্র ঘেঁটেও এমন কোন অফিসার বা ক্যাপ্টেনের নাম পেলাম না যার নামের আদ্যাক্ষর E F. আমার বর্তমান সিদ্ধান্ত হলোঃ প্রথমত, সী-ড্রাগনের নিচে রয়েছে একটি স্প্যানিশ জাহাজ, যা চোরাই সোনা-রূপা বহন করছিল। দ্বিতীয়তঃ, জাহাজটির পরিচয় স্পেনের বন্দরের নথিতে দেই।'

'পাইরেট জাহাজ হতে পারে কি?' সোহানার প্রশ্ন।

'না,' মাথা নাড়লো সুলারিও। বললো, 'এ সময় ডাচরা এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। পর্তুগীজরাও ছিল। স্প্যানিশ পাইরেট জাহাজ এদিকে

আসতে সাহস করতো না। এ স্প্যানিশ জাহাজটির পরিচয় আমি আজই বের করবো—এই কাগজপত্র থেকে। অবশ্য যুক্তি-নির্ভর একটা অনুমান আমি করছি—কিন্তু সে-ব্যাপারে কাল বলতে পারবো, এ মুহূর্তে না।'

'কাল পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি, শোনা যাবে আপনার অনুমান,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, এখন আমরা কি করবো?' সোহানা কাজের কথায় আসতে চাইলো রানার বক্তব্যের সূত্র ধরে।

কিন্তু সুলারিও আরও কিছুক্ষণ মগ্ন থাকতে চাইলো তার আবিষ্কার নিয়ে। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে। বললো, 'এখন আমরা একটা কোম্পানি খুলতে পারি। না, ঠাট্টা নয়, আমরা যা পাবো তা শুধু সোনা নয়, এর ঐতিহাসিক মূল্যও অনেক। একবার আমি পেয়েছিলাম কিছু পুরানো ডাচ স্বর্ণ মুদ্রা। জাপানী এক ডুবুরী মুদ্রাগুলো কিনে নিল চারগুণ দামে। মুদ্রাগুলো কিনেই মাগিল্লানের হারানো জাহাজের সন্ধান পেয়েছে বলে খবর প্রচার করে জাহাজটার নামে ইসাবেলা ইনকরপোরেটেড নামে এক কর্পোরেশন খুলে শেয়ার বিক্রি করে দিল সে। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে মানুষকে জানালো ইসাবেলার স্প্যানিশ স্বর্ণভাণ্ডারের কথা। পাগল হয়ে শেয়ার কিনতে শুরু করলো মানুষ হাজার হাজার ডলারের। আমরাও তাই করতে পারি। অবশ্যি এ সোনা দু'ভাগ হবে—এক ভাগ আপনাদের দু'জনের—অন্য ভাগ আমার।'

'মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্ট?' চট করে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ, তারও একটা অনুমতির প্রয়োজন হবে আইন মেনে চলতে গেলে,' সুলারিও বললো, 'আইন অনুসারে সরকার যা কিনতে চাইবে তা দিয়ে দিতে হবে। দাম নির্ধারণ করবে তাদের ইচ্ছেমত—সরকারী আমলারা যা সব সময় করে থাকে। তবু সরকারের অনুমতি প্রয়োজন।'

'ট্যুরিস্ট গাইডে বলা হয়নি যে ড্রাগন স্পটে ডুব দেবার জন্যে অনুমতি প্রয়োজন,' সোহানা বললো।

'এতদিন এটা ছিল অ্যামেচারদের খেলা। এখন তা থাকবে না—অন্তত আমরা যা খুঁজে পেয়েছি, তারপর।'

'কিন্তু, এটা তো আমাদের কল্পনা—সোনার আড়ত নাও থাকতে পারে,' সোহানা বললো, 'আমাদের বর্তমান সমস্যা...'

'কল্পনা ছিল এখন নেই। যেটুকু সন্দেহ আছে, কাল তা থাকবে না। আমি বের করবো জাহাজে কি ছিল!' সুলারিও শুধু উত্তেজিত নয়, রীতিমত আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়েছে। বললো, 'আপনাদের আবিষ্কার...আমি সত্যকে দাঁড় করাবো ইতিহাসের সাক্ষীর ওপর। কথা বলাবো ইতিহাসকে দিয়ে।'

'যে সত্যি সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ নেই, সে বিষয়টা আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি,' সোহানা বললো, 'ড্রাগের বিষয়টি বোধহয় সরকারকে জানানো প্রয়োজন সবার আগে।'

সমুদ্র থেকে চোখ ঘুরিয়ে সোহানার দিকে তাকালো সুলারিও। চোখেমুখে উৎফুল্ল উত্তেজনা আর নেই, আছে হঠাৎ চমকে যাওয়া। কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত। তারপর চেঁচিয়ে বললো, 'গভর্নমেন্ট? আপনি গভর্নমেন্টের কথা বলছেন? তারা কি করবে শুনি? কি করার ক্ষমতা আছে তাদের?'

রানা অবাক হলো সুলারিওর খেপে ওঠার ভঙ্গি দেখে। সোহানা তার আবেগে আঘাত দিয়েছে বলেই কি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সুলারিও? নাকি সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাবই ওর এরকম খেপে ওঠার কারণ? সোহানার দিকে বার বার ক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গ্লাসে রাম ঢাললো সুলারিও। পান করলো।

সোহানার পক্ষে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলো রানা। কিন্তু না, সোহানা উত্তেজিত নয়। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'মিস্টার সুলারিও, আমি দুঃখিত। তবে একটা কথা, আমরা মালয়েশিয়ান নই, ট্যুরিস্ট। মালয়েশিয়ান সরকারের অতিথি। আপনি একজন বিদ্রোহী হতে পারেন, সরকারের প্রতি আপনার অসহযোগ থাকতে পারে, কিন্তু আমি আর রানা এসবের মধ্যে জড়াতে পারি না।'

'আপনারা এদেশের কেউ নন, কিন্তু আমি এদেশেরই মানুষ। আমি চাই না এ ড্রাগ বুকিতের হাতে যাক। এবং সেই জন্যেই আমি চাই না এসব সরকারকে জানাতে। ওরা এতদিন ধরে বুকিতের দলের কাউকেই স্পর্শ করতে পারেনি। ওদের জানিয়ে লাভ নেই।' উত্তেজিত কণ্ঠ সুলারিওর, 'সরকারের ভেতর বুকিত আরেক সরকার তৈরি করে রেখেছে। এই সব কুত্তাদের আমি বিশ্বাস করি না।'

সোহানা একই ভাবে তাকিয়ে রইলো সুলারিওর দিকে। কথা বললো না।

সুলারিও আরো খেপে উঠলো। ঠকাস করে মদের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখলো, থাবা দিয়ে ধরলো রামের বোতল। বললো, 'যান, পুলিসের সঙ্গে কথা বলে আসুন। আপনার অনেক কিছু জানার বাকি আছে, জেনে আসুন।'

সুলারিও একা থাকতে চায়, রানা অনুভব করলো। বললো, 'আপনি কি করবেন?'

'আমি কর্তৃপক্ষকে জানাবো স্প্যানিশ জাহাজের কথা। ধ্বংসাবশেষ তোলার জন্যে অনুমতি চাইবো,' সুলারিও বললো, 'ব্যস, এর বেশি কিচ্ছু না।'

'আবেদন পত্রে সী-ড্রাগন বলবেন, না স্প্যানিশ শিপ বলবেন?'

কৌতূহল বোধ করলো সুলারিও। তাকালো রানার দিকে। বললো, 'স্প্যানিশ শিপ!'

বারো

চা তৈরি করছে সোহানা।

সোহানা যখন রান্নাঘরে, তখন রানা শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে মন দিয়ে

দেখছে ফোন গাইড। রঙীন পাতায় রয়েছে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও দফতরের ফোন নাম্বার।

'পেলে?' রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'না। কি খুঁজবো সেটাই বুঝতে পারছি না।' রানা বললো, 'এখানে ব্যুরো অভ নারকোটিকস জাতীয় কোন দফতর নেই। অর্থাৎ এ বিষয়টি পুলিসের আওতায়, পুলিসই দেখাশোনা করে। ওদের কাছে আমরা যাবো না।'

দুই হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে এলো সোহানা। ঘরের টেবিলটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'সুলারিওর সরকার-বিরোধিতার অর্থ আমি বুঝি না। এত খেপে ওঠে কেন? তোমার কি সন্দেহ হয়, ওর অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে?'

রানা সোহানাকে দেখলো। মুখে মৃদু হাসি। বললো, 'তোমাদের ট্রেনিং-এর সময় ইয়ার্ডে কর্নেল এলেনবি ছিলেন?'

'ছিলেন। ইনভেস্টিগেশনের প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং দিতেন।' সোহানা বিছানার কোনে বসলো, 'তাঁর কথা কেন হঠাৎ?'

'তিনি বলতেন নাক চোখ কান খোলা থাকবে। কিন্তু নাক চোখকে অবিশ্বাস করবে, চোখ কানকে। ডান হাত বাঁ হাতকে সন্দেহ করবে, হাত করবে স্পর্শকে।' রানা হাসলো, 'তুমি যে তাঁর ক্লাস করেছো অনুমান করলাম।'

'সুলারিওকে তুমি একশো ভাগ জেনুইন মনে করো?'

'একশো এক ভাগ পাগল মনে করি।'

'আমরা কি পাগলের পাল্লায় পড়েছি?'

'না, আমরা পড়েছি বুকিতের পাল্লায়,' রানা বললো, 'হি মিনস বিজনেস।'

রানা যোগাযোগ করলো কাস্টমসের সঙ্গে। তারা বললো ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

সোহানা ডায়েল করলো ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের নাম্বারে। বললো পরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

'কি বিষয়ে?' অপর প্রান্তের মহিলা কণ্ঠস্বর জানতে চাইলো।

'আমরা এখানে এসেছি হানিমুনে। এখানে আমাদের কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি...'

'আপনি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন?' সোহানাকে থামিয়ে দিয়ে কণ্ঠস্বর জানতে চাইলো।

'পারডন?' অবাক হলো সোহানা।

'টাকা পয়সার কথা বলছি,' ওপাশের কণ্ঠস্বর, 'টাকা পয়সার ঘাটতি পড়েছে?'

'না। কেন?'

'দুঃখিত। আসলে আমাকে দৈনিক এক ডজন ফোন রিসিভ করতে হয় বিপদে

পড়া ট্যুরিস্টদের।' কণ্ঠস্বর বিনীত ভঙ্গিতে বললো, 'আর কি করতে পারি, বলুন?'

'কিছুই করতে পারেন না!' সোহানা ফোন রেখে দিল চটে গিয়ে।

বাথরুম থেকে রানা বললো, 'এদেশের আমলাদের ওপর এ জন্যেই সুলারিও খ্যাপা।'

সোহানা ডায়েল করছে আবার। রানা বাথরুম থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এবার কাকে ফোন করবে—প্রধান মন্ত্রীকে?'

'না—' সোহানা বললো, 'আনন্দকে।'

আনন্দ স্ট্রেইট টাইমস অফিসে নেই।

বাড়ির নম্বর নিয়ে ফোন করলো, সেখানেও নেই।

ওরা মোটর সাইকেল নিয়ে রওনা হলো পেনাং শহরের দিকে। আনন্দকে খুঁজে বের করতে হবে। জানতে হবে, কি চোখে দেখে ওরা বুকিতকে।

'হ্যালো...আমি কি ফটোগ্রাফার আনন্দের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'একটু ধরুন।'

কিছুক্ষণ।...

'...আনন্দ বলছি।'

'আমাদের সম্পর্কে আপনি এখনো ইন্টারেস্টেড?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

সাথে সাথেই জবাব এলো। 'আপনারা বাটু ফারেঙ্গী বীচে হোটেলে ওঠেননি, উঠেছেন ক্লাবের কটেজে। ক্লাবের 'লিলিবেট' ব্যবহার করছেন। ডাঙায় একটা টু হানড্রেড হোণ্ডা মোটর সাইকেল—নম্বর টু ফাইভ জিরো নাইন—নিয়ে চরকির মত ঘুরছেন। বালিক দ্বীপে যাওয়া-আসা করছেন।'

'হানড্রেড পার্সেন্ট এফিশিয়েন্সি!' সোহানা হাসলো ফোনে, ন্যাশনাল সিকিউরিটির চোখের ওপর থেকেও...যাক, দেখা হতে পারে?'

'এখন কোথায় আছেন?'

'পেনাং শহরেই,' সোহানা বললো, 'আপনার অফিসের কাছেই ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ জয়শ্রীর সামনে।'

'মিস্টার রানা?'

'সামনের বুকস্টলে পত্রিকা দেখছেন।'

'এখুনি আসছি, পনেরো মিনিটের মধ্যেই।'

'ক্লিক' শব্দে দুজন ফিরে দাঁড়ালো।

আবার ক্লিক।

এগিয়ে এলো আনন্দ দু'জনের সামনে। হাত বাড়ালো মাসুদ রানার দিকে। দু'জনই হাসলো, হাত ঝাঁকালো। পরিচয় নেই। অথচ প্রয়োজন হলো না পরিচয়ের।

ছোটখাট মানুষটাকে সোহানা প্রথম দিন থেকে একই রকম দেখছে। দুটো ক্যামেরা, একটা ফ্ল্যাশগান, একটা জুমলেন্স দুই কাঁধের এদিক ওদিক থেকে ঝুলছে। ব্যাগ আছে কাঁধে। ওতে নিঃসন্দেহে আছে একটা পিস্তল।

'প্রথম ছবিটায় দেখা যাবে দু'জন দেখছেন পেনাং-এর প্যাগোডা। দ্বিতীয়টি একান্ত ভাবে হানিমুনার দম্পতির ফর্মাল ছবি,' আনন্দ বললো।

ওরা তিনজন হাঁটছে ক্যাম্পবেল ষ্ট্রীট ধরে।

আনন্দ বললো, 'জয়শ্রীতেই বসা যাক?'

আপত্তি করলো না রানা সোহানা।

কোণের একটি টেবিলে ওরা বসলো। শাড়িপরা ভারতীয় মেয়ে এসে অর্ডার নিলো। আনন্দের চেনা মনে হলো সম্ভাষণ বিনিময় দেখে।

'বলুন দেখি…' আনন্দ যেন জানে বলার কথা আছে সোহানার।

'আপনি আমাদের ওপর চোখ রাখছেন কতটুকু?' সোহানা সরাসরি জিজ্ঞেস করলো।

'ন্যাশনাল সিকিউরিটি যতটুকু রাখতে চায়,' আনন্দ হাসলো, 'অ্যান্টি.স্টেট কিছু করছেন কিনা…তার বেশি নয়।'

'আমরা কিছু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করছি সে খবর কি এখানে পৌছেচে?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

'মিস্টার আদম সুলারিও সরকারের একজন তীব্র সমালোচক। পার্লামেন্টে এক সময় তাঁর বিরোধী কণ্ঠস্বর চাবুক কষেছে সবার পিঠে।' আনন্দ বললো, 'লোকটা আশ্চর্য! আর সবার থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া।'

'আদম সুলারিও নয়। আরো একজনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। বুকিত নাসেরীকে চেনেন?'

'কি?' আনন্দের মুখ থেকে সব রক্ত সরে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো দু'জনকে। তারপর বললো, 'বুকিতের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' সোহানা বললো, 'এ রিপোর্ট বাটু থেকে এখানে আসেনি?'

মাথা নাড়লো আনন্দ, না। চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'কেন দেখা করেছে বুকিত?'

'বুকিত মনে করে আমরা সমুদ্রের নিচে কোন রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছি।'

'সী-ড্রাগন?'

স্প্যানিশ জাহাজের কথা মনে পড়লো সোহানার, কিন্তু বললো, 'হ্যাঁ, সী-ড্রাগন।'

'পেয়েছেন?'

'না।'

'না বলে অবশ্য বুকিতের কাছে রেহাই পাবেন না।'

'বুকিত তাই বলেছে।'

'আপনারা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে চান?' আনন্দ সোজাসুজি বললো, 'আমি সেই পরামর্শই দেবো।'

'ওরা আমাদের এয়ারপোর্টে খুন করতে পারে?'

'তা পারে,' আনন্দ বললো, 'তবে আমি বিশেষ সিকিউরিটি ব্যবস্থা করতে পারি। তার ফলে ওর হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হতেও পারে।'

শাড়ি পরা ওয়েট্রেস সার্ভ করলো।

'আপনারা বুকিতের দলের এই বাড়াবাড়ি মেনে নিচ্ছেন কেন?' রানা জিজ্ঞেস করলো মাদ্রাজী খাবারের গন্ধ শুঁকে।

'এটা সঠিক অর্থে কোন দল নয়।' আনন্দ বললো, 'গোপন টেরোরিস্ট সংগঠন। রাজনীতির মুখোশ পরে এরা ডাকাতি, ব্ল্যাকমেল থেকে শুরু করে যা খুশি তাই করছে। সরকার এদের নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না—কারণ, এদের ইস্যু যত বেশি আলোচিত হবে, ততই জনপ্রিয়তা পাবে। ইটস এ পপুলার ইস্যু—মালয়েশিয়া ফর মালয়ীজ ওনলি।'

'বুকিতকে আটক করা কি একেবারেই অসম্ভব?'

'বুকিতের নাম সবাই শুনেছে ঠিকই, কিন্তু কেউ দেখেনি। আমরা তো মনে করি বুকিত কোন একজন ব্যক্তির নাম নয়। হয়তো কয়েকজন লোক এই নামের আড়ালে রয়েছে।' আনন্দ বললো, 'ভয়ঙ্কর অপরাধের দায়ে এ পর্যন্ত তিনজন বুকিত নাসেরীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনজনই হাজতে আছে। কিন্তু ওরা কেউ আসল বুকিত নাসেরী নয়।'

'আমি বলবো, ইচ্ছে করেই বুকিত নাসেরীকে আপনারা লিজেণ্ডে পরিণত করছেন,' রানা বললো, 'কমিউনিস্ট প্রতিরোধের জন্যে।'

'রাষ্ট্রীয় স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে মন্তব্য করবো না,' আনন্দ বললো।

'পুলিসও কি আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে না?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'শুনেছি পুলিসের অনেক লোকই আছে বুকিতের সঙ্গে?'

'আছে,' কেমন যেন কর্কশ শোনালো আনন্দের কণ্ঠ। 'আমরা জানি সে কথা। কেন্দ্রীয় সরকারও জানে। জানতে কারোই বাকি নেই যে, পেনাং পুলিস প্রোটেকশন দিচ্ছে ওকে।'

'বুঝলাম!' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। আনন্দ কতটুকু সাহায্য করতে পারবে বুঝে নিয়েছে সে। তবু জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা যদি আপনার সাহায্য চাই, পাবো?'

একটু চিন্তা করলো আনন্দ। তারপর ন্যাপকিনে মুখ মুছে বললো, 'আমি বড়জোর আপনাদের সেফলি প্লেনে তুলে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি। কতটা সফল হবো, জোর দিয়ে বলতে পারবো না।'

'অর্থাৎ, এখানে সেফলি থাকার কিংবা এখান থেকে সেফলি চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারেন না?' সোহানা বললো।

'এখনো নয়,' মুখ কালো করে বললো আনন্দ। এটাই বাস্তব সত্য। এ

অবস্থায় আপনারা কি ভাবছেন?'

সোহানা তাকালো রানার দিকে। রানা বললো না কিছু। সোহানা জিজ্ঞেস করলো অন্য কথা, 'আদম সুলারিওর ওখানে আমরা কতটা সেফ?'

'সুলারিওকে বুকিত সহজে ঘাঁটাবে না।'

'কেন?'

'প্রথম কারণ, তারও দলবল আছে, ভয় আছে পাল্টা আক্রমণের। কিন্তু আসল কারণ, অন্ধ বিশ্বাস। সবার ধারণা, সুলারিওর পূর্ব পুরুষদের যারা কোন ক্ষতি করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মারাত্মক ভাবে। বুকিতের লোকদেরও তাই বিশ্বাস।'

ভূ-শ্রী থেকে বের হয়ে সোহানা উঠে বসলো আনন্দের ফিয়াট সিক্স হানড্রেডে। ফিয়াট অনুসরণ করলো রানার মোটর সাইকেলকে। বাটু ফারেঙ্গী বীচ ক্লাবে মোটর সাইকেল জমা দিল রানা, কটেজের বিল শোধ করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো। আনন্দ ওদের পৌঁছে দেবে বালিক দ্বীপে।

সোহানা বসলো সামনের সীটে, আনন্দের পাশে। বালিকের ব্রিজ পার হতেই হঠাৎ সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'সুলারিও আপনাদের ওপর খ্যাপা। তার বিরুদ্ধে আপনাদেরও নিশ্চয়ই কোন অভিযোগ আছে?'

'হত্যার অভিযোগ,' বললো আনন্দ।

'হত্যা?'

সোহানা চমকে তাকালো আনন্দের নির্বিকার মুখের দিকে। 'কাকে?'

উত্তর দিল না আনন্দ। একটু পরে বললো, 'পুলিস কিছু হলেই একবার করে ফাইলটা বের করে।'

গাড়ি উঠলো লাইট হাউসের পাহাড় বেয়ে।

সুলারিও সাড়া দিল না রানার ডাকে, বের হয়ে এলো শার্ক। ঘেউ করেই থেমে গেল। চিনতে পেরেছে। একটু পরেই বের হয়ে এলো সুলারিও। অবাক হলো না।

রানা স্যুটকেস নামালো আনন্দের গাড়ি থেকে।

সুলারিও থমকে গিয়েছে আনন্দকে দেখে। আনন্দ নড করলো। উত্তর দিল না সুলারিও। কপালে আরো কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। ছুঁড়ে ফেললো সিগারেটটা পানির চৌবাচ্চার পাশে।

'অনেকদিন দেখা হয়নি,' আনন্দ বললো, 'কেমন আছেন?'

উত্তর দিল না আদম সুলারিও। ঘরের দিকে যেতে যেতে চিৎকার করে বললো, 'কুত্তার বাচ্চারা আবার আমার পিছু নিয়েছে!'

আনন্দ হাসলো। বিস্মিত রানা ও সোহানাকে বললো, 'আদম সুলারিও একই রকম আছে।'

বিদায় নিলো আনন্দ।

দু'জন স্যুটকেস দুটো নিয়ে ভেতরে এলো। সুলারিও রান্না ঘরে। তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে। বিষণ্ন, উদাস চাউনি। যেন সমুদ্র নয়, সমুদ্র ছাড়িয়ে বহু—বহু দূরে কিছু দেখার চেষ্টা করছে।

'আমি দুঃখিত, রানা বললো, 'দুটো কারণে। প্রথমত, বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি। ভেবে দেখলাম, পেনাং-এ থাকতে হলে একমাত্র এই লাইট হাউসেই থাকা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, আনন্দকে লিফট দিতে বলেছি তার গাড়িতে।'

'প্রথম কারণটার জন্যে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই,' সুলারিও বললো। 'পাঁচ তারকার হোটেল না হলেও এখানে থাকতে অসুবিধে হবে না। আমিই একটু পর রওনা হতাম আপনাদের তুলে আনার জন্যে। দ্বিতীয় কারণটা আমার বোধগম্য নয়—এই কুত্তার বাচ্চাটা আপনাদের সঙ্গে জুটলো কিভাবে?'

'আমার পরিচিত,' সোহানার অপরাধী কণ্ঠস্বর, 'ফটোগ্রাফার হিসেবে পেনাং-এ পরিচয়...'

'ফটোগ্রাফার!' গর্জে উঠলো সুলারিও, 'কচুগ্রাফার! ও হচ্ছে বেজন্মা এক টিকটিকি। সব বলে দিয়েছেন ওকে?'

'না,' এবার কথা বললো রানা। সুলারিওকে জানালো সারাদিনে কি কি ঘটেছে, কোথায় কোথায় ফোন করেছে, আনন্দকে কতটুকু বলেছে। শান্ত হলো সুলারিও। আবার দাঁড়ালো সমুদ্রে চোখ রেখে। কিছু বলবে।

'ভালোই করেছেন পালিয়ে না গিয়ে। হয়তো পানিতে নেমে ব্যর্থ হবো। পাবো না কিছুই। কিন্তু ট্যুরিস্ট হিসেবে আপনাদের চমৎকার এক অ্যাডভেঞ্চার হবে। আর পেয়ে গেলে তো কোটিপতি—প্লেন চার্টার করে দেশে ফিরবেন।' সুলারিও হাসলো, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। একসাথে কাজ করতে হলে তিনটি আইন আপনাদের মানতে হবে। এক, পানির নিচে মেনে নিতে হবে আমার নেতৃত্ব। ওখানে আমার নির্দেশ পালন করতে হবে বিনা প্রশ্নে। দুই, বালিক দ্বীপ থেকে আমার অনুমতি ছাড়া বেরুতে পারবেন না। তিন, টিকটিকিদের সঙ্গে মেলামেশা নিষেধ।'

সোহানা তাকালো রানার দিকে। ভয় পেল, এই বুঝি শুরু হয় ব্যক্তিত্বের লড়াই। কিন্তু না, কোন জবাবই দিল না রানা। মেনে নিল কিনা তাও বোঝা গেল না। সুলারিও ধরে নিল, মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। রান্না ঘরের টেবিলের অগোছালো কাগজ পত্রের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে। এখন তার অভিব্যক্তি অন্যরকম। তৃপ্তির মৃদু হাসি ঠোঁটে। তাকালো রানার দিকে। টুল দেখিয়ে বললো, 'বসুন।'

সোহানা ও রানা দু'জনই বসলো। একটা কাগজ হাতে তুলে নিয়ে তাকালো সুলারিও সমুদ্রের দিকে। বললো, 'আমি সন্ধান পেয়েছি সেই স্প্যানিশ জাহাজের। আজই দুপুরে।'

'আবার ডুব দিয়েছিলেন আজ?' প্রশ্ন করলো সোহানা।

হো হো করে হাসলো সুলারিও। বললো, 'দিয়েছিলাম। কিন্তু পানিতে নয়, নিজের চিন্তার গভীরে। হিসেবটা মিলে গেল হঠাৎ করেই। আপনাদের ১৭১৫ সালের নৌবহরের কথা বলেছিলাম না আজ সকালে?'

মাথা ঝাঁকালো রানা সম্মতি জানিয়ে।

'ওই ফ্লিটের একটা হিসেব বের করেছি। মন দিয়ে শুনুন, সবশেষে আপনাদের মতামত জানতে চাইবো।'

সুলারিও বলে চললো, '১৭১৫ সালের এই স্প্যানিশ বহরের কমাণ্ডে ছিলেন জেনারেল যুয়ান কামিলো সান্তিয়াগো। তাঁর যাত্রা শুরু করার কথা ছিল ১৭১৩ সালে। কিন্তু নানা ঘটনার ফলে যাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। ১৭১৪ সালে রওনা হয়ে যায় নৌবহরটা ফ্লোরিডা উপকূলের উদ্দেশে। ওখান থেকে হাভানা। সেখানে অপেক্ষা করে ম্যানিলা থেকে জাহাজ আগমনের। ম্যানিলা থেকে আসবে হাতির দাঁত, জেড পাথর, সিল্ক ও মশলা। ওই সময় হঠাৎ প্রয়োজন পড়লো ম্যানিলায় কয়েক হাজার লোক প্রেরণের। দায়িত্ব গিয়ে পড়লো জেনারেল সান্তিয়াগোর ওপর। তিনি তাঁর দশ জাহাজের বহর নিয়ে ম্যানিলা রওনা হয়ে গেলেন। ঠিক করা হলো তাঁর জাহাজ ম্যানিলা থেকে ভারত মহাসাগর হয়ে স্পেন ফিরবে। বিষয়টিকে জেনারেল চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। ম্যানিলায় নয়—কেবু বন্দরে জাহাজ বহরটি পৌঁছায় ১৭১৬ সালের জুলাই মাসে। মানুষ ও হাভানা বন্দর থেকে আনা মাল খালাস করে যত দ্রুত সম্ভব, মশলা, জেড পাথর, হাতির দাঁত বোঝাই করা হলো জাহাজে। জেনারেল সান্তিয়াগো তাড়াহুড়া করছিলেন, কারণ সাউথ চায়না সাগরে টাইফুনের সময় প্রায় উপস্থিত। এবং এ পথটা তাঁর বেশি চেনা নয়। সেই সময়ের জাহাজগুলোতে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাতাসের চাপ পড়লেই ডুবে যেতো। অতিরিক্ত মাল বোঝাই ছিল জাহাজে; দীর্ঘ পথ সফরের পর নাবিকরা ছিল ক্লান্ত।

'থাক ওসব কথা। আমার অনুসন্ধানের কথা বলি। জেনারেল—যখন অপেক্ষা করছেন জাহাজের গতি নির্ধারণ করার জন্যে ঠিক সেই সময় ওই বন্দরে অপেক্ষা করছিল আর একটি জাহাজ। এই জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম পিসারো। লোকটা জাতে ফরাসী। কিন্তু জাহাজটি ছিল স্পেনের। জাহাজের নাম গার্সিয়া। পিসারো অনুরোধ জানালো জেনারেল সান্তিয়াগোর কাছে তাঁর নৌবহরে গার্সিয়াকে স্থান দেবার জন্যে। পিসারোর যাত্রাপথ ছিল সুন্দা স্ট্রেইট দিয়ে ভারত মহাসাগর ধরে স্পেন। কিন্তু এ যাত্রায় জেনারেলের বহরের সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়ার কারণ পোর্টে প্রদত্ত মালের তালিকার চেয়ে দ্বিগুণ দ্রব্য বহন করছিল গার্সিয়া। জাহাজ ভর্তি ছিল মেক্সিকো থেকে আনা সোনা-দানা, এ অঞ্চলের হাতির দাঁতের কারুকাজ করা জিনিসপত্র, মুক্তো, জেড এবং অন্যান্য দামী পাথরে। পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের মালপত্র নিয়ে একা সাগর পাড়ি দেয়া মোটেই নিরাপদ নয়। পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয় ছিল। প্রতিটি বন্দরে পর্তুগীজদের স্পাই থাকতো। তারা খোঁজ রাখতো রত্নভাণ্ডার

নিয়ে কারা কোনদিকে রওনা হচ্ছে। জেনারেল সান্তিয়াগো এক কথায় নাকচ করে দিলেন ক্যাপ্টেন পিসারোর প্রস্তাব। দশটি জাহাজ নিয়েই তিনি চিন্তিত ছিলেন। দশের ওপর আরো একটা যোগ করার ইচ্ছে তাঁর ছিলো না। কিন্তু পিসারো নাছোড়বান্দা। বারবার অনুরোধ করতে থাকলো, ইঙ্গিত দিল, তার জাহাজে সে রাজ পরিবারের জন্যে গোপন কিছু বহন করছে। কিন্তু তাতেও সান্তিয়াগোর সিদ্ধান্ত বদল হলো না।'

'এত সব কি এখানে লেখা আছে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সোহানা টেবিলের কাগজপত্র-নথি দেখিয়ে।

'এতে অনেক কিছুই লেখা আছে,' সুলারিও বললো, 'স্প্যানিশ কর্মচারীরা কাজকর্মে দক্ষতা দেখাতে না পারলেও একটি বিষয়ে খুবই দক্ষ ছিলঃ তা হলো নথি সংরক্ষণ। এটা করতো অনেকটা আত্মরক্ষার তাগিদে—দায়িত্ব এড়াবার জন্যে। তা ছাড়া সে যুগে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা প্রায় সবাই ডায়েরী রাখতো। যাক গে, পদমর্যাদার বলে সান্তিয়াগোর কথাই ছিল আইন। তাই হওয়া অন্তত উচিত ছিল। তাঁর দায়িত্বে এতো বড় নৌ-বহর, তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন কে তাঁর সঙ্গী হবে, কে হবে না। পিসারো কিন্তু বাধ্য করলো তাঁকে শেষ মুহূর্তে একাদশ জাহাজ হিসেবে গার্সিয়াকে বহরের অন্তর্ভুক্ত করতে। কি ভাবে সম্ভব হলো সেটা? রহস্যটা এখানেই। গার্সিয়াকে বহরের সঙ্গে সংযুক্ত করার নির্দেশ আসে কেবুর রাজ প্রতিনিধির কাছ থেকে। ক্ষিপ্ত জেনারেল সান্তিয়াগো অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হলেন একাদশ জাহাজ হিসেবে গার্সিয়াকে বহরে গ্রহণ করতে।'

'আজ সকালে আপনার বক্তব্য ছিল ১৭১৭ সালের নৌডুবিতে জাহাজের সংখ্যা ছিল দশ।' স্মরণ করিয়ে দিল রানা।

মন দিয়ে তার কথা শুনছে রানা—এটা বুঝতে পেরে ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে উঠলো আদম সুলারিও। মৃদু হেসে বললো, 'ইতিহাস এখানে ফাঁকি দিয়েছে। এখানেই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখেছে ইতিহাস।' এক বাণ্ডিল কাগজ তুলে নিলো সে টেবিল থেকে। পুরানো কপি—ফটোস্ট্যাট। কাগজগুলো এগিয়ে দিল রানার দিকে। বললো, 'এই কাগজপত্র জেনারেল সান্তিয়াগোর নৌবহরের। এখানেও রয়েছে শুধু দশটি জাহাজের নাম, বর্ণনা, মালপত্র ও নাবিকের হিসেব। বিশেষজ্ঞরা বলবে, কাগজপত্র তৈরি হয়ে যাবার পর হয়তো রাজপ্রতিনিধির নির্দেশ পান সান্তিয়াগো। এবং আগস্ট মাস সেটা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হচ্ছে টাইফুনের সময়—সাউথ চায়না সী সেপ্টেম্বর মাসের আগেই পার হয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত ছিলেন সান্তিয়াগো, যার জন্যে এগারো নম্বর জাহাজের কথা তালিকার সঙ্গে সংযুক্ত না করেই নোঙর তুলবার নির্দেশ দেন তিনি। এগারো নম্বর জাহাজের তালিকা সংযুক্ত হলে পোর্ট অথোরিটি আবার দেরি করতো অনুমতি দিতে, আবার ঘুষের কারবার চলতো। সেজন্যে...'

'আপনি গার্সিয়াকে এই দলের সঙ্গে যুক্ত করলেন কি ভাবে?' সুলারিওকে বাধা

দিয়েই প্রশ্ন করলো রানা।

মাথা নাড়লো সুলারিও। বসে পড়লো টুলে। বাণ্ডিল থেকে একটা হলদেটে কাগজ বের করলো। কাগজ নয়—ফটোগ্রাফ। পুরানো ফটোগ্রাফ। বেশ পুরানো। রানার হাতে সেটা দিয়ে বললো, 'পড়ার দরকার নেই—প্রাচীন স্প্যানিশে লেখা। তার ওপর ভুল-ভালে ভরা—অশিক্ষিত লোকের লেখা। এটা এক নাবিকের সাক্ষ্য—যে নাবিকটি বেঁচে গিয়েছিল। ইতিহাসের প্যাঁচের জন্যে এই নাবিকের এই সাক্ষ্যটি দায়ী। তার সাক্ষ্য অনুসারে জাহাজের সংখ্যা ছিল এগারো। এটি আমি এর আগে অনেকবার পড়েছি। কিন্তু এগারো সংখ্যাটিকে কোনদিন গুরুত্ব দিইনি। আজ দিচ্ছি। গুরুত্ব দেবার পর অন্যান্য নথিগুলো পড়তে গিয়েই আমি নতুন প্রেক্ষিত পেলাম পুরো ঘটনার। এগারোর উল্লেখ খুঁজতে থাকি সমসাময়িক নথিতে। কোথাও পাই না, শুধু আর একটা জায়গা ছাড়া। তা হলো রাজপ্রতিনিধির ডায়েরী। এই জারজটি এক জায়গায় লিখেছেঃ ২৬ আগস্ট গার্সিয়া রওনা হলো জেনারেল সান্তিয়াগোর নৌ-বহরের সঙ্গে। এই ডায়েরী বিদেশে মিউজিয়ামে স্থান পেলেও এটাকে অনুবাদ করা হয়েছে ফিলিপিনে, মালয়ী ভাষায়। এর গুরুত্ব সমুদ্র বিশেষজ্ঞদের কাছে এক কানা কড়ি নেই। কিন্তু এই অঞ্চলের সমাজচিত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টাররা পড়ে এবং পড়ায়। শালা ছিল এক ধাড়ি বদমাইশ। এর ডায়েরীটা পর্নোগ্রাফি হিসেবেও পড়ে অনেকে। বইটা আছে আমার কাছে, যার জন্যে গার্সিয়ার নামটা পেয়ে গেলাম।' গ্লাসে রাম ঢেলে গলায় উল্টে দিল সুলারিও। কথা থামালো না। 'দশটা জাহাজে ছিল আড়াই হাজার নাবিক ও যোদ্ধা। আর ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল যা মাল তার দাম আড়াই কোটি ডলার। কিন্তু আসল দাম আনুমানিক ছয় কোটি ডলারের কম হবে না।' সুলারিও একটা ম্যাপ মেলে ধরে বলে চললো, কেবু থেকে রওনা হয়ে জাহাজের বহর পঞ্চম দিনে সুলু সাগর থেকে প্রবেশ করলো সাউথ চায়না সী-তে। আবহাওয়া বেশ ভাল ছিল। এগারো নম্বর জাহাজ গার্সিয়া পোর্ট ত্যাগ করেছিল দেরিতে। কিন্তু সুলু সী-তে যোগ দিল বহরের সঙ্গে। সপ্তম দিনে, জাহাজ সুন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় সকালের দিকেই পাওয়া গেল মৃদু বাতাসের আভাস। বেলা দুটার দিকে সাগর হয়ে উঠলো উতলা। জেনারেল সান্তিয়াগোর বুঝতে বাকি রইলো না, যা ভয় পেয়েছিলেন, সেই রাক্ষুসী টাইফুন আসছে। কয়েকবার গতি বদলের নির্দেশ দিলেন তিনি। তাঁর জাহাজের পিছন পিছন সব কটি জাহাজ নির্দেশ অনুসারে দিক পরিবর্তন করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ত্রিশ চল্লিশ ফুট উঁচু ঢেউ উঠে গেছে সাগরে, সেই সাথে হামলা করছে আচমকা বাতাসের ঝাপটা। ডুবতে শুরু করলো একটার পর একটা জাহাজ। একজন শুধু মানলো না জেনারেল সান্তিয়াগোর নির্দেশ। সে হলো ক্যাপ্টেন পিসারো। হয়তো এ সাগর পিসারোর বেশি চেনা ছিল, অথবা জেনারেলের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি, অথবা এই জারজটা ছিল মেধাবী নাবিক—বহর থেকে তার জাহাজ সরিয়ে নিয়ে চলে গেল সে

মালয় স্ট্রেইটের দিকে। একমাত্র গার্সিয়াই বেঁচে গেল টাইফুনের মরণ ছোবল থেকে।'

'রেকর্ডে উল্লেখ আছে একথা?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো সুলারিওর ঠোঁটের কোণে। আর এক চুমুক দিল গ্লাসে। বললো, 'যেখানে থাকার কথা, সেখানে কোথাও উল্লেখ নেই! কিন্তু স্প্যানিশ রাজপ্রতিনিধির ডায়েরীতে উল্লেখ আছেঃ সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখে অর্থাৎ জাহাজ ডুবির দু'সপ্তাহ পরে, দেখা হয় তার ক্যাপ্টেন পিসারোর সঙ্গে। এতেই অনুমান করা যায় বহরে গার্সিয়া ছিল, কিন্তু ডোবেনি। তবে গেল কোথায়? অনুমান করছি গোপনে ফিরে গিয়ে কেবু বন্দরের কাছাকাছিই নোঙর করেছিল পিসারো। এখানেই চক্রান্তের শুরু। যার জন্যে কোথাও আর গার্সিয়া বা ক্যাপ্টেন পিসারোর উল্লেখ নেই। আমার অনুমান, চক্রান্তের নায়ক স্বয়ং স্প্যানিশ রাজপ্রতিনিধি। সে পিসারোকে আত্মপ্রকাশ করতে নিষেধ করে এবং দু'জন মিলে গার্সিয়ার নাম বদল করে নতুন নামকরণ করে।

'কি নাম?' সোহানার প্রশ্ন।

'যে কোন নাম হতে পারে। এবং সে জাহাজকে ভিড়িয়ে দেওয়া হয় অন্য কোন বহরের সঙ্গে। এবার আপনাদের প্রশ্ন হবে কেন নাম বদল হলো?' একটু হাসলো সুলারিও।

'নাম বদল কেন হলো তার উত্তর আমিও দিতে পারি,' রানা বললো, 'যেহেতু ঘটনাটি আপনি ধারণার ওপর দাঁড় করাতে চাইছেন, এর লজিক হওয়া উচিতঃ গার্সিয়া ডুবে গেছে বলে অথোরিটি লিপিবদ্ধ করলো। অতএব এর অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকলো না। নতুন নামের জাহাজটার মালামালের মালিক হলো দু'জনঃ এক, আত্মগোপনকারী ক্যাপ্টেন পিসারো, দুই, স্পেনের রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু, অনুমানের উপর অতটা নির্ভর করছেন কেন?'

'করছি ইচ্ছে করে। কিন্তু না করলেও চলে।'

রানার মুখোমুখি দাঁড়ালো সুলারিও, 'আমার প্রয়োজন ছিল একটি তথ্যের। তা হলো ১৭০০ সাল থেকে ২০ বছরের মধ্যে ফিলিপাইন থেকে পশ্চিমগামী একটি স্প্যানিশ জাহাজের পরিচয়, যেটি ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু কোথায় ডুবেছে তা আবিষ্কার করা যায়নি। ১৭০০ থেকে ১৭২০ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে যতগুলো স্প্যানিশ জাহাজ এদিক দিয়ে চলাচল করেছে সব কটির রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া জাহাজের অনুসন্ধান রিপোর্টও আছে। গার্সিয়ার রিপোর্টও আছে ডুবি হিসেবে। বেঁচে যাওয়া নাবিকের সাক্ষ্য অনুসারে একাদশ জাহাজটি ছিল গার্সিয়া। তাই যদি হয় তবে ক্যাপ্টেন পিসারো গোপনে কিভাবে রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করলো? অথচ জীবিতদের তালিকায় তার নাম থাকলো না কেন? এদিকে এ যুগে আটটি স্প্যানিশ জাহাজ উদ্ধার হলো—গার্সিয়ার নাম কোথাও পাওয়া গেল না। এসব থেকেই আমার যতটুকু জানার তা জেনেছিঃ গার্সিয়া

প্রথমবারে ডোবেনি, ডুবেছিল রেকর্ডহীন, অস্তিত্বহীন ভাবে। এবং তা পেনাং উপকূলে।'

'মেনে নিলাম, গার্সিয়া ডোবেনি, নতুন নামে নতুন যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু সেটা এদিক দিয়েই হবে কেন?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'বাধ্য হয়ে। এই উপকূল এ অঞ্চলের সবচেয়ে শান্ত উপকূল,' সুলারিও হাসলো। বললো, 'এগুলো খুব জোরালো যুক্তি নয়। আমার চিন্তার বিষয় ছিল কোন স্প্যানিশ জাহাজ এখানে ডুবতে পারে কিনা? উত্তর পেয়ে গেছিঃ গার্সিয়ার মত উবে যাওয়া জাহাজ আছে। অতএব কাল থেকে আমরা ডুব দেব। স্প্যানিশ সোনার আড়ত পেলেও পেতে পারি।'

'স্বপ্নের আড়ত!' সোহানা হাসে।

'হ্যাঁ, স্বপ্নময়, স্প্যানিশ গোল্ড!' সুলারিও সমুদ্রের দিকে তাকালো। সমুদ্র দেখছে। সোহানা লক্ষ করলো রানাও দেখছে সমুদ্র। চিন্তিত? অথবা সমুদ্র রানাকেও করে তুলেছে স্বপ্নময়! চলে গেছে রানা ফিলিপের রাজত্বে? দু'জন পুরুষকে ডাকছে সমুদ্র হাতছানি দিয়ে।

'ও-হো!' নীরবতা ভাঙলো সুলারিও। 'আপনাদের বিশ্রাম প্রয়োজন। ঘরটা দেখিয়ে দিই।'

ঘর আছে কয়েকটা। কিন্তু ব্যবহার হয় না। রান্নাঘরের পাশের ঘরটায় শোয় আদম সুলারিও। ছোট একটা বিছানা একপাশে পাতা। সারা ঘরটা বইপত্রে ঠাসা। তার পাশের ঘরটার দরজা খুলে ভেতরে গেল সুলারিও। খুলে দিল জানালা। জানালা-জোড়া সমুদ্র। ভ্যাপসা গন্ধ অনেকদিন অব্যবহারের ফলে। ধুলো জমেছে—নইলে ঘরটা বেশ সাজানো। ডবল বেড। একপাশে একটা ইজি-চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল—গোলাকার আয়না।

'এ ঘরটায় থাকতে মন্দ লাগবে না,' সুলারিও বললো, 'অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে কিছু ধুলো ঝেড়ে নিতে পারেন।'

সোহানা দেখলোঃ ঘরের আসবাবগুলো সৌখিন—সেগুন কাঠের তৈরি। সাত ফুট বাই সাত ফুট পালঙ্কের সিথানে কাঠ খোদাই করে নকশা তোলা হয়েছে একটি মধ্যযুগের পালতোলা জাহাজের। দেয়ালের একদিক জুড়ে রয়েছে স্পাইস আইল্যাণ্ডের পুরানো ম্যাপ। রুট দেখে মনে হয় ডাচ ম্যাপ। ম্যাপের নিচে সেগুনের ভিক্টোরিয়ান নকশার শো কেস। ভেতরে অ্যান্টিক বোতল, রূপার মুদ্রা, জাহাজের মিনিয়েচার। জাহাজের গায়ে নাম লেখা। বিখ্যাত সব জাহাজ।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল সুলারিও।

'সুলারিওর ঘর?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো রানাকে।

'তাই তো মনে হয়।' রানা বললো, 'কিন্তু দু'জনের ঘর ছিল।' রানা দেখলো বিছানার সিথানের ওপর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে একটি ফ্রেম। ফটোগ্রাফ বা শিল্পকর্ম ছিল।

সুলারিও ফিরে এলো দু'হাতে দুটো স্যুটকেস নিয়ে
'এটা কার ঘর?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।
'আমিই থাকতাম এক সময়,' সুলারিও বললো, 'কিন্তু আমার জন্যে একটু বড় হয়ে যায়। তাছাড়া লাইব্রেরিতে ঘুমানোই আমার জন্যে সবচেয়ে ভাল। কাজ করতে করতে ক্লান্ত না হলে ঘুম আসতে চায় না আমার। অবশ্যি ঘুমালেই নাকে বেজে ওঠে সাইরেন।'
ওদের বিশ্রাম করতে বলে বিদায় নিলো সুলারিও। সাথে জোর করে ধরে নিয়ে গেল অনিচ্ছুক শার্ককে।
'এ ঘরে একজন মহিলা বাস করতেন,' সোহানা ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে বসে বললো।
রানা দেখছে, ঘরের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে আদম সুলারিও। জাহাজের লণ্ঠন হয়েছে আলোর শেড, দেয়ালে হারপুন টাঙানো, টেবিলে কালচে রঙের প্রবাল—তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, সোহানার কথা। সর্বত্র সুলারিওর পাশাপাশি রয়েছে অদৃশ্য এক নারীর কমনীয় স্পর্শ।

রান্না ঘরে এলো সোহানা পোশাক বদলে। ইচ্ছে করেই শাড়ি পরলো। ঘরে ঢুকেই সুলারিওর চোখ আটকে গেল সোহানার নতুন পোশাকে। শাড়িতে বোধহয় আগে দেখেনি সোহানাকে। অবাক হয়েই দেখছে।
'চমৎকার!' বলেই সুলারিওর চোখ গেল সমুদ্রে।
'ধন্যবাদ,' বলেই সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের খাওয়া দাওয়ার কি হবে?'
'নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে,' সুলারিও বললো, 'রান্না আমি মন্দ করি না।'
'দায়িত্বটা এখন থেকে আমি নিতে পারি।'
'পারেন,' সুলারিও বললো, 'বেশ পিকনিক পিকনিক মনে হবে।'
'আশপাশে দোকানপাট তো দেখিনি।'
'দরকার হবে না। মশলা এখানেই পাবেন। বাকি সাপ্লাই এসে যাবে।'
রানাও শাওয়ার নিয়েছে। চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। রানা এসেই জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের প্রোগ্রাম?'
'কার্লোসের কাছে যাবো।'
'ও কি আমাদের সঙ্গে থাকবে?'
'ওকে চেষ্টা করেও দূরে রাখা যাবে না,' সুলারিও বললো। 'ও জাহাজটা পাহারা দেয়। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে জাহাজের সবকিছু ওর। একমাত্র জীবিত মালিক সে। যক্ষের মতো পাহারা দিচ্ছে সী-ড্রাগন।'
'ওকে সঙ্গে রেখে কি লাভ?'
'ওর দুটো হাত আছে, ভাল ডুবুরীও বটে। আমাদের লোক দরকার—বিশ্বাসী

লোক এবং যে কয়জন পাওয়া যায়।' সুলারিও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 'আমাদের হাতে সময় কম। বুকিত টের পেয়ে যাবে। সবটুকু বুঝে ওঠার আগেই সব খেলা শেষ করতে হবে আমাদের।'

'অ্যাম্পূল তুলে ওগুলো কি করবেন?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'নষ্ট করে দেবো,' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল সুলারিও। একটু থেমে বললো, 'কিন্তু পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়। সবগুলো তুলে তারপর। আমরা এখন বুকিতকে আশার মধ্যে রাখবো। বুকিত ভাববে, এগুলো উদ্ধার শেষ হলেই সে কেড়ে নেবে। ভাবুক।'

রানা তাকিয়ে রয়েছে আদম সুলারিওর দিকে। ঠোঁটের কোণে একটা অন্যমনস্ক হাসি। ওরা দু'জন এসেছিল এক নির্জন সী-বীচে—উপভোগ করবে ছুটি। এখানেও উত্তেজনা। এখানেও মাসুদ রানাকে বেরিয়ে আসতে হবে স্বরূপে?...

হঠাৎ মনে পড়লো ওর প্রথম প্যারাশুট জাম্পের কথা। প্লেন থেকে জাম্পের আগে গোপন উত্তেজনা অনুভব করছিল। কি ঘটবে—সবকিছু ছিল জানা, অনুমান করা। কিন্তু মুহূর্তটার জন্যে প্রতীক্ষায় শিরদাঁড়ায় প্রবাহিত হচ্ছিলো থেকে থেকে একটি শীতল স্রোত। কেঁপে যাচ্ছিলো শরীর। অথচ মুখে ছিল মৃদু হাসি। সে হাসির অর্থ ছিলঃ অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি আসছে। আমি লাফ দেবো।

আজও কি তাই হাসছে সে? অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত বর্তমান হতে চলেছে, তাই? কেন হয় এরকম? এর ব্যাখ্যা জানা নেই রানার।

হ্যালো, সোহানা-২

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৮০

এক

বাইরের দরজার উপর ধুপ করে কি যেন পড়লো। সোহানা চমকে গিয়ে তাকালো আদম সুলারিওর দিকে।

'ওই তো, আমাদের ডিনার এসে গেছে,' বললো সুলারিও। বের হয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরের দরজা খুললো। দরজার নিচে পড়ে আছে একটা খবরের কাগজের মোড়ক। মোড়কটা তুলে দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো কিচেনে। মোড়কটা খুলে বের করলো একটা আস্ত মাছ।

গা শিরশির করে উঠলো সোহানার। এ যে সেই ব্যারাকুডা! মাছটার লেজ ধরে উঁচু করলো সুলারিও। সদ্য ধরা হয়েছে। লাফাচ্ছে। চোখ দুটো সোহানার উপর। আকারে খুবই ছোট।

'ডিনার?' সোহানার বিস্মিত প্রশ্ন।

'হ্যাঁ,' ব্যারাকুডাকে ফেললো টেবিলে। কানকো নাড়ছে ওটা। সুলারিও বললো, 'কি সুন্দর!'

ব্যারাকুডার দিকে তাকিয়ে আবার শিউরে উঠলো সোহানা। তার মনে পড়লো প্রবাল পাথরের পাশের সেই ব্যারাকুডাকে। তাকে দেখছিল—কি ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য! 'এটা খাওয়া যায়?' সোহানার সন্দেহ যায় না।

'নিশ্চয়ই যায়।'

'মাছটা বিষাক্ত!' রানা বললো, 'সিগুয়াটেরা নিউরোটকসিন রয়েছে ব্যারা-কুডায়।'

'আছে। তবে সব ব্যারাকুডায় না। এ দ্বীপের লোকেরা এই ধরনের কিছু কিছু বিষাক্ত মাছ খায়। অবশ্যি তার বিশেষ এক পদ্ধতি আছে। মাছটা চুলোয় চাপিয়ে এখানকার লোকেরা পানিতে রূপার টুকরো ফেলে দেয়। যদি রূপোর রঙ কালো হয়ে যায় তবে বুঝে নেয় মাছটা বিষাক্ত। আমি রূপোটুপো ফেলি না।' সুলারিও মাছটা টেবিলে সোজা করে তার বিশাল হাতটা ফেললো মাছের মাথা থেকে লেজের দিকে। বললো, 'মাছটা যদি এক হাতের বেশি না হয় তবে বুঝতে হবে এখনো বিষাক্ত হয়নি। যত বড় হয় তত বেশি বিষাক্ত। ছোট মাছে বিষ থাকলেও তাতে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে না—পেট একটু খারাপ হলেও হতে পারে।'

সোহানা ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে মাছটার দিকে। সুলারিওর কথায় আরো ভয় পেলো। সুলারিও টেবিল থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা ছোরাটা তুলে নিয়ে পাথরে ধার দিলো। বললো, 'জন্ম থেকে সমুদ্রের জানোয়ারগুলো গিলছি। সাড়ে ছয় ফুট

শরীরের ছয় ফুটই ওদের দান। মেম সাহেব, ভয়ের কিছু নেই, আপনার কিছু হবে না।'

মাছটা তুলে নিয়ে পিছল আবরণ খসাতে লাগলো সুলারিও। গলার কাছে আলগা করে একটানে পুরো মাছটাকে চামড়া মুক্ত করলো।

'এটা এলো কোত্থেকে?' হঠাৎ জানতে চাইলো রানা।

'কম পানিতে মাঝে মাঝে উঠে আসে!'

'আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই হেঁটে আসেনি?'

'ওহ্!' হাসলো সুলারিও। বললো, 'জানতে চাইছেন কে দিয়ে গেল এ মাছটা একেবারে বাড়ির দরজায়? দিয়েছে দ্বীপেরই কেউ। আজ মাছ তার একটু বেশি ধরা পড়েছে—বাড়তিগুলো বিলিয়ে দেয়া ছাড়া কিছু করার নেই। মাছ এ দ্বীপে বিক্রি হয় না।'

'রাজার ভেট?' রানা হাসলো।

'তা ঠিক নয়।' সুলারিও মাছের মাথাটা বিচ্ছিন্ন করলো শরীর থেকে। বললো, 'আমাদের নিজের স্বার্থেই এসব করতে হয়। পরস্পরকে সাহায্য করি প্রকৃতির সঙ্গে লড়ে বেঁচে থাকার জন্যে। ওরা মনে করে মাছ ধরার সময় আমার নেই। তাই মাছটা দিয়ে যায়।' মাছের মাঝখানে ছোরা চালিয়ে বিচ্ছিন্ন করলো শিরদাঁড়ার কাঁটাটা। তাকালো সোহানার দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'রান্না জানেন?'

'ব্যারাকুডা?' সোহানা স্বীকার করলো, 'না, জানি না। তবে সাহায্য করতে পারি।'

রান্না নয়, তেলে ভেজে ফেললো সুলারিও মাছের টুকরোগুলো। সোহানা পেঁয়াজ, টমেটো, শসা কেটে সালাদ তৈরি করলো।

খেতে বসে মাছের টুকরো প্রথম মুখে দিল সুলারিও। বললো, 'দেখুন, বিষে মারা যাই কি না!'

রানা মুখে দিল মাছ। 'চমৎকার স্বাদ হয়েছে,' বলে হাসলো।

ভয়ে ভয়ে মুখে দিলো সোহানা।

বেশ রাত হয়েছে। খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড।

রাত দশটা।

রামের বোতলটা শেষ করে এনেছে সুলারিও। রানা সামান্য হুইস্কি নিয়েছে। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। আলোচনার বিষয় আগামী কালকের প্রোগ্রাম।

'সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কমপ্রেশর চালু করে দেখতে হবে।'

সোহানা জানালো, পানিতে ডেসকো ব্যবহার সে জানে না।

'প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস ছাড়া ডেসকো ব্যবহার সম্ভব নয়। এটা বুদ্ধির ব্যাপার নয়, অভ্যাস।'

'আমরা অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ব্যবহার করছি না?'

'প্রয়োজনে করা হবে।' সুলারিও বললো, 'সকালে আমার কমপ্রেশরে ট্যাঙ্ক-গুলো জুড়ে ভর্তি করে রাখতে হবে। আমাদের কাজে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক আসলে খেলনা। ভারি কাজের জন্যে ডেসকোয় নামতে হয় নিচে, যার বাতাস শেষ হবে না। উপর থেকে বাতাস সাপ্লাই করে যাবে কমপ্রেশর, অন্তত পাঁচ ঘন্টা। মাউথপীস নেই। অক্সিজেন ট্যাঙ্কের মাউথপীস দাঁতে চেপে রাখার ঝামেলা নেই। ডেসকোর মুখোশের ভেতর আমি গান গাই, কবিতা আবৃত্তি করি—বোরিং লাগে না।'

সাড়ে দশটার দিকে ওরা বের হলো বাইরে। দাঁড়ালো লাইট হাউসের নিচে। সুলারিও ওদের দেখালো রাতের সমুদ্র। বাতাসে লবণের গন্ধ এখানেও। শব্দ। সোহানার চুল উড়ছে। লাইট হাউসের চূড়ার আলো আলোকিত করেছে সোহানার মুখের একপাশ। চুলগুলোকে স্বচ্ছ মনে হয়, মনে হয় রেশম। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সমুদ্র দেখছে সোহানা।

চমকে গেল রানা। আদম সুলারিও অন্ধকারে সমুদ্র দেখছে না। মুগ্ধ চোখে দেখছে সোহানাকে। এ কিসের দৃষ্টি?

অন্ধকারে রানা কয়েকবার আড়চোখে দেখলো সুলারিওকে। সুলারিও জানতে পারলো না। কেন যেন রানার মনে হলো ইউলিসিসের কথা। কল্পনার ইউলিসিসের সঙ্গে কোথায় যেন মিল পাচ্ছে সুলারিওর। মাস্তুলে দাঁড়িয়ে ইউলিসিস সমুদ্রের ডাক শুনতে শুনতে যেদিন শুনলো নারীকণ্ঠের সুমধুর আহ্বান, নিঃসঙ্গ সমুদ্র-জীবনে মনে হয়েছিল তার সাগর তীরে দাঁড়িয়ে আছে স্ত্রী পিনোলোপি। সুলারিওর দৃষ্টির অর্থ রানা খুঁজে পায় না।

ঘুমাতে গেল ওরা এগারোটার দিকে। জানালায় সমুদ্র-বাতাস। পর্দা উড়ছে আর উড়ছে। বিছানায় শুয়ে সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'সুলারিওর স্ত্রী কি মারা গেছে?'

'স্ত্রী?'

'হ্যাঁ,' সোহানা বললো, 'আমি যেন তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি, এই ঘরে।'

'সুলারিও একজনের অস্তিত্ব অনুভব করছে, আজ রাতে, এই বাড়িতে।' রানা বললো, 'কিন্তু সে তার স্ত্রী নয়।'

'তবে কে?'

'তুমি।'

সোহানা কিছু বোঝার আগেই একটা শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। ঘরে কেউ এসেছে।

বেড সুইচে চাপ দেবার আগেই দেখলো কুকুরটাকে। শার্ক।

রানা শিস দিতেই একলাফে উঠে এলো শার্ক বিছানায়—দুজনের মাঝখানে।

সোহানা আলো জ্বেলে দিল।

'কি সর্বনাশ! ও এখানে শোবে নাকি?'

'ওরই বিছানা মনে হচ্ছে।'

'ওকে ভাগাও—এ মা, কি বিশ্রী, গাল চাটতে চায়!' বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লো সোহানা হালকা রাতের পোশাকে।

'শার্ক!' ভেজানো দরজার ওপাশ থেকে শোনা গেল সুলারিওর ভারি গলা।

ভেজানো দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সুলারিও। শার্ক কান খাড়া করে ডাকটা শুনলো। এক লাফে চলে গেল দরজার কাছে। ভেজানো দরজা ফাঁক হলো একটু। ফাঁক দিয়ে গলে বের হয়ে গেল শার্ক।

'সরি!' শোনা গেল সুলারিওর কণ্ঠস্বর, 'শুভরাত্রি।'

পায়ের শব্দ শোনা গেল সুলারিওর। চলে গেল কিচেনের দিকে।

সোহানা উঠে এলো বিছানায়।

আলো নিভিয়ে দিল।

কাছে টেনে নিলো ওকে রানা।

জানালায় শোঁ শোঁ শব্দ। বাতাস।

কুকুরের ডাক।

ডাকছে শার্ক। ভয় পেয়েছে।

উঠে বসলো রানা। কি যেন আঁচ করলো। বালিশের তলে হাত চলে গেল। পিস্তলের শীতল স্পর্শ। মুঠো ভরে তুলে নিল সেটা। উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারে রাখা ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে নিল গায়ে।

শার্ক ছুটোছুটি করছে বাড়ির বাইরে। ডাকলো আবার।

সোহানাও উঠে পড়েছে। 'কি হয়েছে?'

'জানি না।' জানালায় দাঁড়িয়েই দেখতে পেল রানা বাইরে আলো। 'আগুন!'

'এখানে?'

'না। বাইরে।'

রানা এক ঝটকায় ভেজানো দরজা খুলে পাশের ঘরে এলো। সুলারিও উঠে গেছে। কিচেনেও নেই সুলারিও। করিডর দিয়ে যেতেই দেখলো সামনে আগুন জ্বলছে। দরজায় ছায়ার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সুলারিও। বিশাল ছায়াটাকে নগ্ন মনে হলেও পরনে রয়েছে জাঙ্গিয়ার মত কিছু। সামনে প্রজ্জ্বলিত আলোয় দৈত্যের মত লাগছে দেয়ালে সুলারিওর ছায়াটাকে।

সুলারিওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। শুধু আগুন নয়। মশাল। গোটা দশেক মশাল হাতে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ-ত্রিশজন লোক। বিশ ফুট দূরে, ছায়ার মত দেখাচ্ছে লোকগুলোকে।

'কি হয়েছে?' আস্তে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'জানি না,' সুলারিও বললো, 'কিছু বলছে না ওরা।'

অবাক হয়ে দাড়য়ে রইলো রানা সুলারিওর পাশে। মশালগুলো আরো এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। থামলো। দুজন কালো পোশাক পরা মশালধারী এগিয়ে এলো। দাঁড়ালো গেটের কাছে। দু'জন সরে গেল দু'পাশে। দুজনের মাঝ থেকে বের হয়ে এলো সাদা পোশাক পরা আর একজন।

'কি চাই?' জিজ্ঞেস করলো সুলারিও তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে। ডান হাতটা তুললো উপরে, দরজার চৌকাঠ ধরলো। কপাটের গায়ে বাঁ কাঁধের ভর দিয়ে দাঁড়ালো। ভঙ্গিতে স্বাভাবিক ভাব। কিন্তু রানা দেখলো, কপাটের আড়ালে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা রাইফেলের গায়ে বুলাচ্ছে সুলারিও বাম হাত।

খালি পায়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সোহানা রানার পেছনে। রানার চোখ মশালধারীদের উপর, সোহানার উপস্থিতি অনুভব করলো গন্ধে।

'তোমরা কারা?' সুলারিওর কণ্ঠস্বর এবার ক্ষিপ্ত। 'এতো রাতে ঘুম থেকে উঠে মশাল মহড়া দেখার ইচ্ছে আমার নেই!'

'মশাল মহড়া?' সাদা পোশাক পরা লোকটা হাসলো। বাম হাতটা উঁচু করতেই শোঁ শব্দে কি যেন ছুটে এলো। এসে লাগলো দরজার চৌকাঠে। ওরা দেখলো, একটা ছোট্ট তীর। পালকহীন।

'বুকিত!' নিচু গলায় সুলারিও বললো রানাকে।

'আমরা পিপি এন এল এফ-এর যোদ্ধা।' সাদা পোশাকের লোকটা বললো, 'আপনাকে আমরা হত্যা করতে আসিনি। কিন্তু আপনার দুজন বন্ধু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে আজ। সরকারী দফতরে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে। নিষেধ করা হয়েছিল তাদেরকে।'

একটু নীরবতা।

'আমরা ওদের নিয়ে যেতে এসেছি। বিনা বাধায় ওরা আত্মসমর্পণ করলে আমরা কাউকে কিছু বলবো না। আমরা শুধু চাই সমুদ্র তলের দশ হাজার বাক্স অ্যাম্পূল।' আবার একটু বিরতির পর সাদা পোশাক বললো, 'আপনি যদি বাধা দেন, খুন হয়ে যাবেন আমাদের হাতে। আপনার বোঝা উচিত, ওদের আশ্রয় দিয়ে লাভ নেই, আমরা ওদের পেনাং থেকে বেরুতে না দিলে কোনদিন বেরুতে পারবে না। দশ হাজার বাক্স অ্যাম্পূল পেলেই আমরা ছেড়ে দেব ওদের।'

'অ্যাম্পুলের কাহিনী তো পুরানো গাঁজা,' সুলারিও বললো, 'তোমরা অনর্থক···'

'আপনি ভাল করেই জানেন, গাঁজা নয়। যদি মনে করে থাকেন ওগুলো নিজেই আত্মসাৎ করবেন, তাহলে বলবো, বোকার স্বর্গে বাস করছেন আপনি।'

'কি ভাবছেন?' নিচু গলায় জানতে চাইলো রানা, 'আমার মনে হয়, আমাদের জন্যে আপনার এই বিপদে জড়ানো···'

'যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই,' বললো সুলারিও। 'দয়া করে আমাকে কাপুরুষ মনে করবেন না।'

'আমি পেছনটা দেখে আসছি,' ফিস ফিস করে বলে রানা অন্ধকার করিডর

ধরে পেছনে গেল। রানার পেছনে সোহানা।

'তোমরা এখানে এলে কিভাবে? এ দ্বীপের মানুষ জেগে উঠলে তোমরা ফিরে যেতে পারবে?' সুলারিও কথা বলে যাচ্ছে। ওদের ব্যস্ত রাখছে। রানা রান্না ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখলো। কেউ নেই। জানালা বন্ধ করে দিল। সোহানা বুঝে গেছে ব্যাপারটা। সে বন্ধ করলো সুলারিওর শোবার ঘরের জানালা। ওদের শোবার ঘরের পেছনটায় পাহাড়ের খাড়ি। কেউ নেই সেখানে। রানা একটা জানালা বন্ধ করলো। দেখলো সমুদ্রের ঢেউয়ে আলোর নাচন। জোর বাতাস আসছে সমুদ্রের দিক থেকে। অন্ধকারে দেখলো সোহানাকে। সোহানার পরনে গোলাপী শার্টিনের ড্রেসিং গাউন। হাতে পিস্তল। চোখ থেকে রাতের ব্রীড়া উধাও। রানার দিকে অন্ধকারে তাকিয়ে রয়েছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শরীরের আদুরে ভঙ্গি রূপান্তরিত হয়েছে সতর্ক, প্রস্তুত, বাঁকানো ধনুকে। চোখের পলকে ঝাঁপ দেবে, যেন ভয়ঙ্কর এক ক্ষুধার্ত বাঘিনী।

জানালাটা বন্ধ করলো না রানা।

'তুমি এ জানালায় দাঁড়াও,' রানা ঘড়ি দেখে বললো, 'ঠিক দেড় মিনিট পর জানালা দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করবে বাইরে।' রানা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আপনি কেন বিদেশীদের সাহায্য করছেন?' সাদা পোশাক পরা নেতার প্রশ্ন, 'আমরা একই দ্বীপের মানুষ। কিন্তু আপনারা চিরকাল আলাদা রয়ে গেলেন। আমরা, বিদেশীদের ঘৃণা করি। আপনার বিরুদ্ধে বাইরের লোক যা করেছে তার পরেও বিদেশীদের বন্ধু হতে চান? আপনার লজ্জা থাকা উচিত।'

রানা সুলারিওর পেছনে দাঁড়িয়ে তার অস্বস্তি অনুভব করলো। মনে হলো এ বিষয়টি নিয়ে সুলারিও কোন আলোচনাই করতে চায় না। একটু থমকে থেকে হঠাৎ সুলারিও ঘোষণা করলো, 'বকবক করে লাভ নেই, ওদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি না আমি। ভাগো এখন। বুকিতঙ্কে গিয়ে বলবেঃ একটা অ্যাম্পূলও আমরা তোমাদের হাতে তুলে দেবো না।'

সাদা পোশাক হাতের ইশারা করতেই দুজন ধনুকধারী এগিয়ে এলো সামনে। তারা দুজনই দরজা তাক করে দাঁড়ালো। সাদা পোশাক পেছনে হাত বাড়িয়ে একজনের হাত থেকে নিল একটা ব্যাগ। ব্যাগ থেকে বের করলো পুতুল। ছুঁড়ে দিল সেটা ঘরের সামনে। সোহানার সেই প্রতিকৃতি। এবার বুকে গাঁথা রয়েছে তীর। দ্বিতীয় পুতুলটি রানার। সুলারিওর দৃষ্টি পুতুলে নয়। ধুনকের দিকে। রানা ঘড়ি দেখলো। মৃদু কণ্ঠে সুলারিওর উদ্দেশ্যে বললো, 'রেডি!'

গুলির শব্দ! সোহানা ফায়ার করেছে।

দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল রানা ও সুলারিও। ধনুক থেকে ছুটে এলো তীর। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে চলে গেল অন্ধকার করিডোরে। রানা ফায়ার করলো বসে পড়ে। তুলে নিয়েছে সুলারিও তার রাইফেল। প্রচণ্ড শব্দে গুলি বেরোলো রাইফেল থেকে।

মশালগুলো আর স্থির দাঁড়িয়ে নেই। কয়েকটা পড়ে গেছে মাটিতে, বাকি-গুলো তীরবেগে ছুটছে রাস্তা ধরে। একটা আদিম কোলাহল তুলে পালাচ্ছে ওরা। আবার গুলির শব্দ শোনা গেল। সোহানা ফায়ার করছে। রানাও গুলি করলো।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সুলারিও রানার দিকে। হাঁটুতে ভর দিয়ে দরজার দিকে তাক করে রেখেছে রানা তার ওয়ালথার পিপিকে। পেছনে হালকা পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সুলারিও। ছানাবড়া হয়ে উঠলো ওর চোখ। সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সোহানা। হাতে পিস্তল। রানা উঠে দাঁড়াতেই তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সোহানা।

মশালধারীরা যেখানে ছিল সেখানে এখন ততটা অন্ধকার নেই। মশাল চলে যাওয়ায় চাঁদের আলোয় অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই সেখানে। মাটিতে পড়ে রয়েছে শুধু দু'তিনটি নিভন্ত মশাল। ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা থেকে।

বাইরে বেরিয়ে এলো তিনজন। ওরা অদৃশ্য হয়েছে ঢালু পথ ধরে। নিচে সমুদ্র। বৈঠার শব্দ। বোঝা গেল বোটে করে এসেছিল ওরা। বোট রেখেছিল সুলারিওর ডকে।

'রানা!' সোহানা ডাকলো ওপাশ থেকে। রানা কাছে যেতে হাত তুলে দেখালো দূরে সচল আলোর বিন্দু। সুলারিও দেখলো। বললো, 'ওরা এই দ্বীপের মানুষ। গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে আসছে সাহায্য করতে।'

ঘরের দিকে এগোলো রানা-সোহানা। দরজার কাছে পড়ে আছে সোহানার তীর বিদ্ধ প্রতিকৃতি। দেখলো রানারটাও। ছোট্ট পিস্তলটা সোহানা গাউনের পকেটে রেখেছে। বাকি পুতুলটাও পাওয়া গেল একপাশে। সুলারিওর প্রতিকৃতিটি আকারে অনেক বড়। গলায় লকেট। ঝুঁকে পড়লো সোহানা। পিতলের লকেটে লেখা কয়েকটা ইংরেজী অক্ষর। সোহানা পড়লোঃ SURAIYA.

সুরাইয়া কে?

সোহানা তাকালো সুলারিওর দিকে। সুলারিও দেখছে রানা-সোহানাকে। বললো, 'হানিমুনার, আসলে আপনারা কারা?' হাসলো সুলারিও হো হো করে, 'ওরা জোড়া পিস্তলধারী হানিমুনার আশা করেনি! করলে নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে আসতো।'

'পুলিস আসবে?'

'এই দ্বীপে? পেনাং পুলিস?' মাথা নাড়লো এপাশ ওপাশ। 'উঁহুঁ! এরা ছিল বুকিতের লোক। তাই-ই সাহস পায়নি দিনে আসার—চোরের মত এসেছে রাতের অন্ধকারে।'

'তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ কি কারণে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'রাইফেলের নিশ্চয়ই অভাব নেই বুকিতের?'

'এটাই বুকিতের রাজনীতি। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ মুসলিম—কিছু কিছু আছে বুড্ডিস্ট ও হিন্দু। ধর্মের অনুশাসনের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো ভাবে

রয়েছে এদের রক্তে প্রাচীন ভূত-প্রেতের বিশ্বাস। সাদা পোশাক পরার অর্থ মৃত্যুর দূত হিসেবে নিজেকে সনাক্ত করা। সামনে দুজন মশালধারী, পেছনে দুজন ধনুকধারী প্রাচীন অবতার সংহারকারীর প্রতীক। এরা এখনো এসব মেনে চলে। তার মানে এই নয় যে এরা বন্দুকের ব্যবহার জানে না। বন্দুকের সঙ্গে বন্দুক দিয়েই লড়বে এরা। আজকে প্রস্তুত ছিল না, এই যা।

'আবার আসবে?'

'নাহ্। আজ আর আসবে না,' সুলারিও বললো, 'কাল অনেক কাজ আছে। এখন ঘুমানো উচিত। আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমি আমার প্রজাদের সঙ্গে কথা বলে আসি। ওদের বলবো, বুকিতের লোকেরা পিস্তল এনেছিল। গুলি চালিয়েছে আমাদের ওপর।'

রানা দেখলো রাস্তার বাঁক ধরে উঠে আসছে অনেকগুলো লণ্ঠনধারী লোক। হাতে রাইফেল।

নিজের প্রতিকৃতিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে হাসলো সুলারিও। সোহানা লকেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সুরাইয়া কে?'

'সুরাইয়া!' চমকে গেল আদম সুলারিও। লকেটটা দেখলো। একটানে ছিঁড়ে নিলো হাতে। সোহানার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'ওরা আমার কাটা গায়ে নুনের ছিটে দিতে চাইছে! বাস্টার্ডস্!' ছুঁড়ে ফেলে দিলো পুতুলটা দাঁড়ালো না। হন হন করে নেমে গেল রাইফেল হাতে ঢালুতে।

অবাক হয়েছে রানাও। দুজন ঘরের দিকে যেতে যেতে শুনলো মালয়ী ভাষায় সুলারিও বক্তৃতার ভঙ্গিতে কিছু বলছে উঁচু গলায়।

শোবার ঘরে এসে জানালা খুলে দিলো সোহানা। পিস্তলটা বের করে খুলে ফেললো ড্রেসিং গাউন গাউনের নিচে হালকা শোবার পোশাক। রানাও গাউন খুলে ঢুকলো বিছানায়।

'সুলারিও সন্দেহ করছে আমরা আসলে হানিমুনার নই,' সোহানা বালিশের নিচে রাখলো পিস্তল

'তা নয়,' রানা বললো, 'ইনোসেন্ট হানিমুনার নই, এটুকু বোঝাতে চেয়েছে।'

সোহানা কাছে সরে এলো।

'ভয় করছে?'

'হুঁ!'

দুই

সকালে ঘুম ভাঙলো রানার শার্কের ডাকে। সোহানা ঘুমাচ্ছে। ওর ঘুম না ভাঙিয়ে আস্তে করে হাতটা সরিয়ে রাখতে গেল রানা। পারলো না। হাতটা আরো আঁকড়ে

ধরলো রানাকে। আরো সরে এলো ও। সাদা চাদরে ঢাকা শরীর। ভেতরে মসৃণ অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। গরম নিঃশ্বাস। বুকের কাছটা ভেজা ভেজা মনে হয়। চাদর কিছুটা নামিয়ে দিলো রানা। বাইরের উজ্জ্বল হলুদ আলো সোহানার পিঠে, গ্রীবায় আভা ছড়াচ্ছে। আলতো করে চুমো খেলো রানা ওর কপালে। ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে দেখলো, পিট পিট করে তাকিয়ে আছে সোহানা।

উঠে বসলো রানা। বিছানা থেকে নেমে জিনস পরে নিলো। সোহানা শুয়ে শুয়ে দেখছে। রানা হাসলো, 'তোমার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে।'

'ঘুমের?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ঘুমের ভঙ্গিরও ব্যাখ্যা করতে পারি,' সোহানা চিৎ হলো, 'তুমি বিবাহিত ভঙ্গিতে ঘুমাও।'

'কি করে বুঝলে?'

'বুঝি, বুঝি—' সোহানা আলস্য ভাঙে।

বাইরে বেরুলো রানা। রান্না ঘরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সুলারিও। দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক হলোঃ ট্যুরিস্ট লাঞ্চের সোলায়মান। এতো সকালে?…ওরা গভীর আলোচনায় মগ্ন।

'আপনাদের তো পরিচয় আছে,' রানাকে দেখে সুলারিও বললো।

'শিওর,' রানা বললো, 'হ্যালো!'

উত্তর দিল না সোলায়মান। কিন্তু রানাকে ভাল করে দেখে নিল বিশাল ভুঁড়িওয়ালা লোকটা। কেতলি থেকে একটা কাপে চা ঢেলে রানাও টুল টেনে বসলো।

'এতো যে যন্ত্রপাতি আনাচ্ছে,' সুলারিও বললো, 'বুকিত নাসেরীর ডুবুরীও কি বিদেশ থেকে আসবে? আমি তো এ দ্বীপে আর ভাল কোন ডুবুরী দেখছি না যে ওদের সাহায্য করবে।'

'টাকা ফেলবে। ভয় দেখাবে,' সোলায়মান বললো, 'বীচ ক্লাবের ট্রেনারদের হাত করবে টাকা দিয়ে।'

'এয়ার লিফট এসেছে?'

'লিস্টে দেখিনি।'

রানা চায়ে চুমুক দিয়ে তাকালো সুলারিওর দিকে।

'ও কিছু অ্যালার্মিং খবর এনেছে,' সুলারিও বললো, 'আপনার সঙ্গে তো কোহিনূর জুয়েলার্সের মালিক মুন্সি আবদুল্লার পরিচয় হয়েছিলো। আবদুল্লার নামে দুই ক্রেট ডুবুরীর সাজসরঞ্জাম এসেছে গতকাল ব্যাঙ্কক থেকে মালয়েশিয়ান এয়ার লাইনসের বিকেলের ফ্লাইটে।'

সরাসরি সোলায়মানকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'খবরটা কিভাবে পেলেন?'

‘কাস্টমসে সোলায়মানের বন্ধু আছে,’ সুলারিওই বললো, ‘দুই ডজন সেট এসেছে। চব্বিশজন ডুবুরীর জন্যে।’

‘গভর্নমেন্ট আনতে দিয়েছে?’

‘এসব আইটেম অবৈধ নয়। আবদুল্লাহ সব রকম কর শোধ করেছে। নগদ ডলারে।’ সুলারিও বললো, ‘ওর দোকানের জন্যে সব সময় অ্যান্টিক আসছে, কাস্টমসের লোকজন ওর বন্ধু। ও যদি বলে সে নতুন দোকান খুলছে ডুবুরী সরঞ্জামের—তাতেও তারা বিশ্বাস করবে।’

কোথাও মোটরের শব্দ হচ্ছে। রানা কান খাড়া করতেই সুলারিও বললো, ‘কমপ্রেশরে কাজ চলছে।’ সোলায়মানকে বললো, ‘তুমি তোমার ভাঙা গাড়িটা নিয়ে সোজা চলে যাও কার্লোসের কাছে। তাকে বলবে, দুপুরের মধ্যে ড্রাগনস্পটে হাজির হতে।’

সোলায়মান বিদায় নিলো। রানাকে কিছু বললো না। বাইরে শোনা গেল ওর গাড়ির শব্দ। সেই ট্রায়ামফ হেরাল্ড।

‘আপনার পিস্তলওয়ালী স্ত্রীর কি ঘুম ভেঙেছে?’ সুলারিও বললো, ‘আমাদের সময় কম। ডুবুরী পাবে না বুকিত বাইরে থেকে। বড়জোর এক-আধজন ট্রেনার ভাড়া করে আনতে পারে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে। সেক্ষেত্রে নিজের লোকদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করতে ওর কয়েকটা দিন সময় লাগবে। সেই সময়টুকুই আমাদের সময়। আপনার মিসেসের ডেসকো ট্রেনিং নিয়ে নিতে হবে কাজ করতে করতেই।’

সুলারিও ডেকে নিয়ে গেল রানাকে বাড়ির পেছনের দিকে গ্যারেজের শেডে। পেট্রোল চালিত এয়ার কমপ্রেশর ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করছে। তেল শেষ হয়ে এসেছে। দুটো অক্সিজেন ট্যাঙ্কে ভরা হচ্ছে বাতাস। ট্যাঙ্কের মিটার চেক করে সুলারিও বললো, ‘বাইশশো হয়েছে। পঁচিশ হলে সবচেয়ে ভাল হতো।’ বলে কমপ্রেশরের সুইচ অফ করে দিল। পাশের তাক থেকে জেরিক্যানটা তুলে নিয়ে কমপ্রেশরের পেট্রোল-ট্যাঙ্কে তেল ঢাললো। বললো, ‘এই ওল্ড মডেলের পেট্রোল-চালিত কমপ্রেশর চালানো কিন্তু বিপদজনক।’

‘হ্যাঁ,’ রানা বললো, ‘ধোঁয়ায় বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে ট্যাঙ্ক।’ রানা দেখলো, কমপ্রেশর থেকে একটা একজস্ট পাইপ চলে গেছে বাইরে।

‘একদিন এটা ওইদিকে রেখেছিলাম। বাতাস বইছিল। আমি খেয়াল করিনি। বাতাসে একজস্টের ধোঁয়া ঘুরে গিয়ে ঢুকেছিল ট্যাঙ্কে।’ সুলারিও বললো, ‘টের পেলাম পানিতে নেমে। ট্যাঙ্কে অক্সিজেন নয়, ভরা ছিল কার্বন। পনেরো ফ্যাদম নিচে গিয়ে দম আটকে গেল। ট্যাঙ্ক ছেড়ে দিয়ে বহুকষ্টে কোনমতে উপরে উঠি।’

সোহানা এসে দাঁড়ালো দরজায়। হাতে টোস্ট, আর এক মগ চা। বললো, ‘গুড মর্নিং।’

বেশ ফ্রেশ লাগছে সোহানাকে।

'এই টোস্ট আর চায়ের বেশি আর কিছু খাবেন না।' বললো সুলারিও, 'যদি পানির নিচে বমি করতে না চান। আমরা এখুনি বেরুবো।'

ওরা বের হলো এগারোটায়।

সুলারিওর বোট 'পদ্মা' রীতিমত প্রস্তুত হয়ে যাত্রা করলো।

পদ্মার ককপিটে তিনটি হলুদ রঙের রবারের পাইপ সাপের মত কুণ্ডলী পাকানো। পাইপের একপ্রান্ত সংযুক্ত হয়েছে বোটের কমপ্রেশরের সঙ্গে, অন্য প্রান্তে আঁটা ডুবুরীর মাথা-ঢাকা মুখোশ। ছয়টা এয়ার ট্যাঙ্ক বোটের গানেলের সঙ্গে ঝুলানো। অ্যালুমিনিয়মের টিউবও গোলাপী রবারের টিউবের সাহায্যে যুক্ত হয়েছে কমপ্রেশরের সঙ্গে। স্টিয়ারিং হুইলের পাশে খাড়া করা রয়েছে সুলারিওর রাইফেল। উত্তেজিত ভাবে ছুটোছুটি করছে শার্ক। রানার পরনে শুধু সুইমিং শর্টস। সোহানা প্যান্ট ও শার্ট খুলে ফেললো। নিচে নীল সুইমিং কস্টিউম।

সুলারিও হুইল ধরেছে।

'ওরা আক্রমণ করতে পারে?' ইঙ্গিতে রাইফেলটা দেখালো সোহানা।

'গতরাতের পর সাবধান থাকা ভাল,' সুলারিও হাসলো। 'আপনারটা আনেননি?'

'না,' সোহানা বললো, 'ওটা নিয়ে পানিতে নামা যাবে না।'

'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ওপরেই থাকবেন বুড়ো কার্লোসের সঙ্গে, গার্ড হিসেবে,' সুলারিও বললো। 'বুড়ো কমপ্রেশরের সিগন্যাল দেবে, আপনি করবেন পিস্তলবাজী। নিচে নামবো আমি আর মিস্টার রানা।'

'কমপ্রেশরে সিগন্যাল?'

'কমপ্রেশর অফ করে দিলে আমরা বুঝবো ওপরে কিছু ঘটেছে। সাথে সাথেই উঠে আসবো।' বোট ক্লাবের কাছে এসে চারদিক দেখে নিয়ে হুইল ঘোরালো সুলারিও। হাত তুলে দেখালোঃ হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্লোসসোর্ডি। বোট দেখে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো কার্লোস। বোটের গতি রোধ করলো সুলারিও। এদিক দিয়ে এর চেয়ে কাছে যাওয়া যাবে না। সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতরে এসে বোটের কিনার ধরলো কার্লোস। সাদা চুলগুলো ভিজে চোখ মুখ ঢেকে দিয়েছে। সুলারিও ঝুঁকে পড়ে ওর হাত ধরলো। এক টানে তুলে আনলো বোটের ডেকে।

কার্লোসের পরনে ছেঁড়া ডেনিমের প্যান্ট। সুলারিও বললো, 'সময় মত এসে গেছো।'

'সময় মত?' কার্লোস বললো, 'মোটা সোলায়মান শালা নামিয়ে দিয়ে গেছে ঘন্টা দু'য়েক আগে। তোমাদের নিশানা না দেখে বসলাম ক্লাবে চা খেতে।' চোখ টিপলো সুলারিওকে, 'একটা খাসা মেয়ের পেছন পেছনই ক্লাবে ঢুকেছিলাম। আমেরিকান। শালীকে বললাম, আই অ্যাম অ্যান ইটালিয়ান, ওউনার অব সী-ড্রাগন। শালী বলে কিনা, আই লাইক ইয়ং অ্যারাব, অ্যাণ্ড ওউনার অব অয়েল

ট্যাঙ্কার। শালী!' গজরাতে লাগলো কার্লোস, 'পাছাটা ছিল জবর...' আরো কি বলতে যাচ্ছিলো শনের মত চুল পেছনে তুলে দিতে দিতে। সোহানাকে দেখে হঠাৎ লজ্জা পেলো।

কার্লোস আর এক দফা খেপে উঠলো, যখন শুনলো তিনজন পানিতে নামবে, উপরে থাকতে হবে শুধু তাকে।

'আমি কি মেয়ে মানুষ? নরম গায়ে রোদ পোহাতে পোহাতে সুইচ অন অফ করবো?' সোহানাকে ইঙ্গিত করলো কার্লোস। 'আমার মত ডুবুরী এ অঞ্চলে তুমি ছাড়া আর কে আছে, সুলারিও?'

'তা নেই,' সুলারিও বললো। 'কিন্তু বন্দুকটা চালাবে কে? সব তো শুনলে। যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে বুকিত। উপরে একজন সাহসী লোককে থাকতে হবে। অবশ্যি তুমি যদি একা থাকতে ভয় পাও...'

'কে ভয় পায়? আমি—এই কার্লোস?' চেঁচিয়ে উঠল কার্লোস বুকের হাড্ডিতে আঙ্গুল ঠুকে, 'আমার বয়স বাহাত্তর। ভয় ছাড়া সব ক'টা নার্ভ এখনও সজীব। ভয়টা মারা গেছে ১৯৪৩ সালে।' রাইফেল তুলে নিলো সে।

দ্বিতীয় প্রবাল প্রাচীরের ধারে নোঙর ফেললো পদ্মা। ঠিক হলো সুলারিওর হাতে থাকবে এয়ারগান। রানা তার পাশেই থাকবে। সুলারিও আর রানা ব্যবহার করবে ডেসকো। সোহানা নেবে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক।

এয়ার লিফট সোহানা আগে দেখেনি। রানা নিয়ম বুঝিয়ে দিলো। 'পাম্পের সাহায্যে টিউব দিয়ে শুষে তোলা হবে নিচের আলগা বালি। অনেকটা ভ্যাকিউম ক্লিনারের মত। এই নলের মুখের কাছাকাছি হাত দেবে না, টেনে ভেতরে নিয়ে নেবে হাত। তোমার কাজ হচ্ছে টপাটপ অ্যাম্পুলগুলো তুলে নেয়া। চোখের পলকে তুলতে হবে। নইলে সেটাও উঠে যাবে ভ্যাকিউমে। তুমি আমার বাঁ দিকে থাকবে। বালি ওঠা শুরু করলে চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। দূরে সরে যেয়ো না।'

'একা একজনের পক্ষে বেশিক্ষণ হাতে রাখা সম্ভব নয়, আপনিও মাঝে মাঝে আমার হাতের এয়ারগানটা নেবেন,' বললো সুলারিও রানাকে। 'এটা শক্ত হাতে ধরতে হবে—নইলে বিপদ ঘটতে পারে।' সোহানা ও রানাকে দুটো ব্যাগ দিল সে নায়লন নেটের। বললো, 'এতে রাখবেন অ্যাম্পুলগুলো। ব্যাগ ভরলে আমাকে টোকা দেবেন। মিসেস রানা ওপরে উঠে যাবেন ভরা ব্যাগ নিয়ে। আমাকে না জানিয়ে ওপরের দিকে যাবেন না। বিপদ হতে পারে। দূরে যাবেন না। কারণ, বালি আবার ঢেকে দেবে অ্যাম্পুলগুলো।'

'বিপদ দেখলেই আমি গুলি চালাবো!' কার্লোস নিজেকে জাহির করলো রাইফেলটায় চাপড় দিয়ে।

'তার আগে অফ করবে কমপ্রেশর,' সুলারিও বললো, 'আমরা উঠে আসবো।'

'আমরা উঠবো বোটের ধার ঘেঁষে। আগে দেখে নেব কি ঘটছে,' রানা বললো।

'আমি ডেসকো মুখোশ পরছি না। কাজেই আমার সুবিধা আছে,' সোহানা বললো, 'আমি বিপদ দেখলে সাঁতরে উঠবো গিয়ে তীরের কাছে।'

'দ্যাটস গুড!' সমর্থন করলো সুলারিও, 'ওখান থেকে আপনি পিস্তল বের করবেন।' হেসে তাকালো সোহানার দিকে। টুলস্ বক্স থেকে তুলে নিলো একটা স্ক্রু ড্রাইভার। দুই কনট্যাক্ট পয়েন্টে স্পর্শ করলো। কমপ্রেশর চালু হয়ে গেল সশব্দে।

'পদ্মা'র ডেকের নিচে নেমে গেল রানা। নিচটা আধো অন্ধকার। পোর্ট হোল দিয়েই যা আলো আসছে। অবাক হলো রানা। সে যেন এসে পড়েছে ডুবুরীদের খোলা বাজারে। বোটের দড়ির রোল আর শিকল ঝুলে আছে ছাত থেকে। দুটি লবণ লাগা মাছ ধরার ছিপ, পুরানো তিনটে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক আর রেগুলেটর এক কোণে জড়ো করা, অন্যদিকে টাল দেয়া রয়েছে হাতুড়ী, ছেনি, স্ক্রু ড্রাইভার, রেঞ্চ, নানা আকারের টুলস। কোন দরজা নেই। টয়লেট পেপার, পুরানো রবিবাসরীয় পত্রিকা ছড়ানো ছিটানো। রানা খুঁজে পেল স্কুবা স্যুট, মুখোশ ও ফ্লিপারের স্তূপ। বাছাই করতে লাগলো তার আর সোহানার জন্যে দুটি সেট। নিজেরটা পেতে অসুবিধে হলো না। অসুবিধে ছোট সাইজ নিয়ে। সব কটাই প্রায় দেখলো। অবশেষে পেলো—মোটামুটি চলবে। স্কুবা স্যুটের নিচে দেখলো কয়েকটা ছুরি। ডুবুরীদের কাফ নাইফ। দুটো তুলে নিলো হাতে।

সোহানা কোমরের বেল্টে দু'পাউণ্ড করে ছয় পাউণ্ড ওজন ঝুলিয়ে নিচ্ছে।

'আজ ছয় নয়, বারো পাউণ্ড লাগবে। নইলে স্কুবা স্যুটের ভেতর আটকে থাকা বাতাস তোমাকে ওপরে ঠেলে দেবে।' বলতে বলতে রানা কাফ নাইফ বেঁধে দিলো সোহানার বাম হাতে।

পোশাক পরছিল সুলারিও। ছুরি দেখে সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে সর্বনাশ! এখন তো দেখছি পিস্তলওয়ালী চাক্কুওয়ালী বনে গেল!'

সুলারিও অ্যালুমিনিয়মের টিউব ফেললো সাগরে। সেটা কিছুক্ষণ ভেসে থেকে ডুবতে লাগলো আস্তে আস্তে। চার পাশে বুদবুদ উঠলো শব্দ করে।

'আপনার নল ফেলুন ওদিক দিয়ে—আমারটা ফেলছি এদিকে।' রানার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললো সুলারিও।

রানা স্কুবা পোশাক পরা শেষ করেছে। ওর হাতে ছুরি বেঁধে দিলো সোহানা। এবার কুণ্ডলী থেকে তুলে বাইরে ফেললো রানা হলুদ নল। ভেসে রইলো নল, বুদবুদ উঠলো। রেগুলেটর চেক করে নিয়ে সোহানার ট্যাঙ্কও দেখে দিল রানা। দশ পাউণ্ড ওজন বাঁধলো বেল্টে। ফ্লিপারে পা গুঁজে দিল। সোহানাকে আস্তে বললো, 'বি কেয়ারফুল!' চেঁচিয়ে সুলারিওর উদ্দেশ্যে বললো, 'আমি রেডি!'

নায়লন ব্যাগটা কোমরে গুঁজে নিলো সোহানা। ফ্লিপার পরে নিয়ে পেছন দিকে উল্টে পানিতে পড়লো। পানিতে নেমেই ডুব দিল না। মুখোশটা দেখলো পরীক্ষা করে।

রানাও নেমে গেল—সব শেষে সুলারিও। সোহানা মুখোশ পরে নিয়েই বুড়ো আঙ্গুল তুলে ডুব দিল। রানা তার মুখোশটায় মাথা গলিয়ে দিয়ে এঁটে নিল স্ট্র্যাপ, তারপর ডুব দিল সাবধানে। ডেসকো ব্যবহারের অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, রীতিমত ফর্মাল ট্রেনিং নিয়েছে সে। এর সুবিধে পুরো মুখ জুড়ে থাকা মুখোশ। দেখাও যায় অনেকটা বেশি। চারপাশ সম্পর্কে সতর্ক থাকা যায়। নিজের নাকটা দেখা যায়, তাতে পানির নিচে নিজের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায় বাঁ চোখের উপর দিয়ে মৃদু শব্দে। অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ব্যবহার করলে রাবারের মাউথপীসটা দাঁতে চেপে রাখতে হয়। ডেসকোতে মুখ খোলা রাখা যায়, ইচ্ছে করলে কথা বলা যায় নিজের সাথে।...পেছনে টান। রবারের হলুদ নল সাপের মত পেছন থেকে চলে গেছে ওপরে। পাশ দিয়ে সামনে চলে গেছে আর একটা হলুদ রেখা—সুলারিও যাচ্ছে প্রবাল প্রাচীরের দিকে। রানা অনুসরণ করলো। সোহানাকেও দেখতে পেল সামনে। স্বাধীন ভাবে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। ডেসকো ব্যবহারের ট্রেনিং সোহানারও আছে। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কারণ, সুলারিও সন্দেহ করে বসতে পারে। সাধারণ এক মেয়ের পক্ষে ডেসকো ব্যবহার জানা খুবই বিরল ব্যাপার। তাছাড়া ট্যাঙ্ক নিয়ে নিচে নামাই নাকি ওর কাছে সহজ লাগে।

পিছন ফিরে রানাকে দেখলো সোহানা। একটু থেমে অপেক্ষা করলো। রানা পাশে যেতেই একসাথে এগোলো। পানির রঙ সবুজ।...আরো সবুজ হলো। একটু নীলচে। ওরা পৌঁছে গেল কেভের কাছে।

সুলারিও অপেক্ষা করছে এয়ারগান হাতে। রানাদের দেখে ইশারায় যার যার জায়গা দেখালো। ইশারায় বললো, 'ও-কে?' রানা বুড়ো আঙ্গুলে 'ও-কে' সাইন দিল। এয়ারগানের মুখ বালি স্পর্শ করলো। সোহানা ও রানা বসলো উবু হয়ে। সবাই রেডি।

মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠলো চারপাশটা। বালি সরে যেতে লাগলো। ভ্যাকিউম ক্লিনারের ধুলো পরিষ্কারের মত উধাও হয়ে যাচ্ছে বালি, প্রলেপের পর প্রলেপ। দুই সেকেণ্ডে দুই বর্গ ফুট জায়গা এক ফুট গভীর হলো। বালি ও নুড়ি টিউবের অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে প্রবল আলোড়ন তুলে। তৈরি হচ্ছে গভীর বালির ফুটন্ত মেঘ। ডানে স্রোত। মেঘপুঞ্জকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশি দূরে নয়, প্রবাল প্রাচীরে বাধা পেয়ে স্রোত ঘুরে যাচ্ছে। সোহানা বালিতে শুয়ে পড়লো সরে যাওয়া বালি ভালো করে দেখার জন্যে।

দেখা গেল অ্যাম্পূল। বালিতে আটকা পড়ে কাঁপছে প্রবল ভ্যাকিউমের টানে। রানা থাবা দিয়ে ধরলো অনেকগুলো অ্যাম্পূল। কোমরের ব্যাগে রাখলো। সোহানাও হাত বাড়ালো।

গর্ত ক্রমেই গভীর হচ্ছে। রানার ধারটা ধসে গেল। ভ্যাকিউমের টান লেগেছে তলে। রানাও শুয়ে পড়লো সোহানার মত। দু'হাতে স্পর্শ করে দেখলো অসংখ্য

অ্যাম্পূল। সুলারিওকে ইশারা করলো স্পর্শ করতে। সুলারিও এয়ারগান অফ করলো না—নলের মুখটা অন্যদিকে সরালো বালি সরে যেতেই রানা দেখলো হলুদ, হালকা-সবুজ ও সাদা অ্যাম্পূল। রানা অ্যাম্পূল তুলে তুলে সোহানাকে দিতে শুরু করলো। সোহানা এখন কুড়াচ্ছে না। রানার দেওয়া অ্যাম্পূলগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে রাখছে ব্যাগে। পাশেই আর একটা গর্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সুলারিও। সোহানা রানার কাছ ঘেঁষে আছে। ওয়েটস্যুটের ভেতরের পানির সঙ্গে শরীরের তাপ মিশে গেছে। শরীর সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটস্যুটের ভেতরের পানি কুলকুল করে শরীরের একপাশ থেকে অন্যপাশে যাচ্ছে। রানার হাত থেকে অ্যাম্পূল নিয়ে গুছিয়ে রাখার আগেই রানাই আবার অ্যাম্পূল দিচ্ছে। কয়েক মিনিটে ভরাট হয়ে গেল দুটো ব্যাগই।

রানার কাঁধে টোকা দিয়ে সোহানা দেখালো ব্যাগ দুটো। রানা টোকা দিল সুলারিকেও। সে এয়ার গানের মুখ তুলে নিলো বালি থেকে। রানা এবার সোহানাকে ওপরে ওঠার ইঙ্গিত করলো।

ব্যাগ হাতে ধরে ফ্লিপার দিয়ে চাপ দিলো সোহানা বালিতে, তারপর পানিতে। উঠতে লাগলো ওপরে।

ওপরে মুখ ভাসাতেই সোহানার মনে হলো সে তলিয়ে যাবে। ব্যাগ দুটো ভারি লাগছে। তাকে টেনে নামাতে চাইছে নিচে, যেন তাকে নোঙর করে রেখেছে ব্যাগ, এগোতে দেবে না বোটের দিকে। প্রাণপণ শক্তিতে ব্যাগ দুটোকে টেনে নিয়ে সাঁতার কেটে এগোলো সে বোটের দিকে।

বুদবুদ দেখেই ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে তাক করেছিল কার্লোস রাইফেল। সোহানাকে দেখে আশ্বস্ত হলো। সোহানার অবস্থা দেখে রাইফেল রেখে দু'হাত উঁচুতে তুলে নিখুঁত ডাইভ দিলো সে পানিতে। সোহানা ব্যাগ এগিয়ে দিল, কিন্তু ছাড়লো না। দু'জন টেনে টেনে নিয়ে গেল বোটের কাছে। কার্লোস উঠে গেল, ব্যাগ দুটোকেও টেনে তুলে রাখলো প্ল্যাটফরমে। ব্যাগ নিয়ে উঠে গেল ডেকে। দেখলো, ওগুলো স্পর্শ করে চোখ বুজলো। মনে করার চেষ্টা করলো ছত্রিশ বছর আগের কথা। শুধু বললো, 'গড, অ্যাট লাস্ট!'

সোহানা নিজেও উঠলো। শুয়ে পড়লো প্ল্যাটফরমের উপরেই উপুড় হয়ে। চোখ বুজে থাকলো। হাপরের মত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

চোখ খুলে দেখলো নীল আকাশ। উঠে এলো ডেকে। শুয়ে পড়লো ওখানে।

বুড়ো কার্লোস হাত বুলাচ্ছে অ্যাম্পূলগুলোর উপর। বুড়োর চোখে পানি। সমুদ্রের নোনা পানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ওর চোখের পানি। সোহানা তাকিয়ে আছে দেখে বললো, 'নিয়ম হলো, ভারি কিছু নিয়ে ওপরে উঠতে হলে কোমরের ওজন নিচে খুলে রেখে আসতে হয়,' বুড়ো হাসলো।

এবার উঠে বসলো সোহানা। কোমরের বারো পাউণ্ড ওজন দেখে বললো, 'তাই তো!'

'ব্যাগ খালি করে দেবো?'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' চিত হয়ে শুয়ে পড়লো আবার।

কার্লোস অ্যাম্পূলগুলো নামাতে লাগলো সযত্নে। সোহানা রাইফেল দেখিয়ে বললো, 'নো-ট্রাবল?'

'শালাদের সাহস হয়নি,' কার্লোস বললো। 'বীচের কাছাকাছি কিছু করার ঝুঁকি ওরা নেবে না।' অ্যাম্পূলগুলোয় শব্দ তুলছে। কার্লোস আবার বললো, 'আদম শালা শুয়োরের মত শক্তি রাখে। পানির নিচে এয়ার লিফট ধরে রাখা শক্ত কাজ। ও শালা গাছের গুঁড়ির মত ওটা ধরে পাঁচ ছ'ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। মনে হয়, ব্যাটা আগের জন্মে মাছ ছিল।'

'তাহলে নিশ্চয়ই তিমি মাছ।'

খিক খিক করে হাসলো কার্লোস সোহানার রসিকতায়। বললো, 'ও চান্স পেলে জীবনটাই পানির নিচে কাটিয়ে দিতো। মানুষের চেয়ে মাছই ওর প্রিয় সঙ্গী...হ্যাঁ, বহুদিন থেকে।'

'বহুদিন থেকে?' রহস্যের গন্ধ পেয়ে উস্কে দিতে চাইলো সোহানা।

থতমত খেয়ে চুপ করে গেল কার্লোস। অ্যাম্পূলগুলো গুছিয়ে রেখে ব্যাগ দুটো এগিয়ে দিলো সোহানাকে। উঠে দাঁড়ালো সোহানা। চোখে পড়লো 'পদ্মা' লেখাটা। তাকালো কার্লোসের দিকে। কার্লোস গুনছে অ্যাম্পূলগুলো।

'এটার নাম "পদ্মা" কেন?'

'আদম সুলারিওর বউ রেখেছিল নামটা।'

'বউ?'

'মারা গেছে,' মাথা নিচু করে উত্তর দিল কার্লোস। গোণা শেষ করে বললো, 'দুই হাজার একাশিটা পাওয়া গেছে।'

কিছু বললো না সোহানা। কথা বলবে কার্লোস। চাপাচাপি করলে খেপে যেতে পারে। প্রস্তুত হলো ডুব দেবার জন্যে। সব ঠিক করে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। নেটের ব্যাগ দুটো গুটিয়ে নিয়েছে কোমরে যাতে পেছনে না যায়।

ষাট ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে দ্রুত নেমে গেল সোহানা। নিচে তাকিয়ে দেখলো গভীর বালির মেঘে ঢেকে গেছে রানা ও সুলারিও। বাঁ দিকের গুহা থেকে বেশ কিছুটা সরে গেছে প্রবাল প্রাচীরের গায়ে। স্কুবা স্যুটের ভেতর ঠাণ্ডা পানি ঢুকছে। বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করলো সোহানা। এই মাত্র ছিল সে রোদে। নামলো আরো নিচে। এর পরের বার অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা বদলে নিতে হবে। সেই সুযোগে শুনতে হবে কার্লোসের গল্প।

নিচে নেমে বালির মেঘে ঢুকে পড়লো সোহানা। বালি জড়িয়ে যাচ্ছে খোলা চুলে। পানির ভেতর থেকে দুপদাপ শব্দ কানে আসছে। বালিতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বুকে লাগছে পানি ও নুড়ির ঝাপটা। বুঝে নিলো মুহূর্তে—সে ঢুকে পড়েছে এয়ার লিফটের মুখে। ছিটকে সরে গেল—নিচের দিকে ছেড়ে দিলো নিজেকে।

বালি ও নুড়ি থিতিয়ে নামছে চারদিকে। বালি আঁকড়ে ওদের কাছাকাছি হলো সোহানা।

সুলারিও এয়ার গানের বাঁট দিয়ে পাথরে আঘাত করছে। ভাঙতে চায় কিছু একটা। প্রাচীরের গায়ের একটা গর্তকে বড় করছে। খসে পড়লো পাথর। গর্তটা বড় হয়েছে। হাত বাড়িয়ে দিলো সুলারিও—না, তার হাতটা এখনো গর্তটার চেয়ে বড়। রানা দুটো আঙ্গুল ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। দু'আঙ্গুলে উঠিয়ে আনলো শ্যাওলা ঢাকা এক টুকরো ধাতু। সুলারিও দেখলো। দিলো সোহানাকে। সোহানা কোমর থেকে গুটিয়ে রাখা ব্যাগ বের করে তাতে রাখলো। ওরা ফিরে গেল গুহার মুখে।

বালি থিতিয়ে পড়ে আগের গর্তগুলোকে প্রায় বিলিন করে দিয়েছে। ওরা আগের মত দাঁড়ালো। সুলারিও বালিতে ধরলো এয়ারগান।

প্রথম ছয় ইঞ্চি শুধু বালি ছাড়া কিছু নেই। তারপর পাওয়া গেল অ্যাম্পূলের স্তর। রানা তুলছে আর দিচ্ছে সোহানাকে।

সোহানা বালিতে শুয়ে শুধু ভরে চলেছে ব্যাগে—যন্ত্রের মত। একটা অস্বস্তিকর শীতলতা অনুভব করছে সে। শরীরের তাপের সঙ্গে ওয়েট স্যুটের তাপ মিল খাচ্ছে না। শরীরে তাপ প্রয়োজন। কাঁপুনি অনুভব করলো প্রথম হাতে, তারপর কাঁধ ও কণ্ঠে। মনে হলো ট্যাঙ্কে হাওয়া কম আসছে।

নতুন জায়গায় এয়ারগানের মুখ লাগালো। আধ মিনিটে বেরিয়ে পড়লো অ্যাম্পূলের কার্পেট। অসংখ্য অ্যাম্পূল। এরই মাঝে শক্ত গোলাকৃতি ধাতব পদার্থ। চারপাশ থেকে সরে যাচ্ছে বালি। দেখা গেল মেটালিক সবুজ রং, তারপর তার শীর্ষ। থেমে গেল রানার হাত। গুটিয়ে গেল সোহানা। তাকালো রানার দিকে—রানা ইশারা করলো দূরে থাকতে। রানা তাকালো সুলারিওর দিকে। মাথা ঝাঁকালো সুলারিও। ঠিকই অনুমান করেছে রানা। ওটা একটা কামানের গোলা। শক্ত হাতে এয়ারগানের হাতল ধরা। সেটা তুলে নিয়েছে উপরের দিকে। রানাকে ইশারা করলো সরে যেতে। ইঙ্গিতে বললো, তুমি না, আমি ওটা দেখছি। মনে মনে হাসলো রানা। আর্মিতে প্রথম জীবনে সে ছিল আর্টিলারীতে। হানিমুনার দম্পতিকে পিস্তল চালাতে দেখেই অবাক হয়ে গেছে সুলারিও। না, আর না। মেনে নিলো সুলারিও নির্দেশ। সুলারিও তাকে ইশারায় ধরতে বললো এয়ারগান। ধরার কায়দাটা বুঝিয়ে দিলো।

রানা শক্ত হাতে ধরলো এয়ারগান। এটা ধরে রাখতে রীতিমত শক্তি লাগে। আর্টিলারী শেলের চারদিকে এয়ারগানের মুখটা ঘুরিয়ে সরিয়ে নিলো। গোলাটা প্রায় বের হয়ে এলো বালি থেকে।

সুলারিও আর্টিলারী শেলের পাশে বসলো। রানার পাশে সরে এলো সোহানা। ওর চোখে ভয়। তাজা শেল!

দুর্ঘটনা ঘটলো ঠিক তখনই।

তিন

সরিয়ে রেখেছিল রানা এয়ারগানের মুখ। সোহানাকে সেদিকে এগিয়ে আসতে দেখে আরো ওপাশে নিতে গেল সে এয়ারগানের মুখটা। কিন্তু হঠাৎ, অসাবধান অবস্থায়, গানের মুখে লেগে গেল একটা বড় আকারের নুড়ি। ভেতরে ঢুকতে পারলো না ওটা—আটকে গেল মুখে। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো এয়ারগানে। সঙ্কুচিত বাতাস আটকা পড়েছে টিউবে। এক ঝটকায় রানার হাত ফসকে বেরিয়ে গেল এয়ারগানটা। উল্টে পড়তে গিয়েও সামলে নিয়ে দুই হাতে টিউবটা জড়িয়ে ধরলো রানা। বালিতে পা চেপে প্রাণপণে চেষ্টা করলো নিজেকে স্থির রাখতে। কিন্তু টিউবটা তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে আছড়ে ফেললো সামনে। জোর ধাক্কা লাগলো পাঁজরে। ককিয়ে উঠলো রানা। মনে হলো ভেঙে গেছে একটা পাঁজর।

শেলের কাছ থেকে সরে এলো সুলারিও। ধরতে গেল এয়ারগান। আবার শূন্যে তুলে আছাড় মারলো টিউবটা রানাকে। যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে পুরা কাহিনীর এক ভয়ঙ্কর সী-ড্রাগন। ব্যাপারটা এবার বুঝতে পেরেছে রানা। নল বেয়ে ফুট তিনেক এগিয়ে হাতে চেপে ধরলো এয়ারগান। তারপর একটা বড় পাথরের গায়ে ঠুকলো ওটার মাথা। আটকে যাওয়া পাথরটাকে ফেলতে হবে। দুবার জোরে জোরে মারতেই ছিটকে বেরিয়ে গেল পাথরটা, শান্ত হলো টিউব, এয়ারগান।

বসে পড়লো রানা। সুলারিও এসে বিশাল থাবায় ধরলো হাতলটা, নিজের হাতে তুলে নিল এয়ারগান। রানা বুক চেপে ধরে শ্বাস নিল। সোহানা তার কাঁধ স্পর্শ করলো। ফিরে তাকাল রানা। সোহানার চোখে প্রশ্ন। রানা ইশারায় জানালো, কিছু নয়। উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল শেলটার দিকে।

বালি সরে গেছে। শেলটা দাঁড়িয়ে আছে বালিতে। ডায়ামিটার ছয় ইঞ্চি। শ্যাওলা পড়ে গেছে ছত্রিশ বছর পানির নিচে থেকে। কিন্তু তাজা রয়েছে। সুলারিও ইশারা করলো না ধরতে। রানা হেসে বিশেষজ্ঞের মত পরীক্ষা করে ডান হাতে ঠিক মধ্যবর্তী জায়গায় ধরলো। আস্তে আস্তে উঁচু করলো শেলটা। সুলারিও আর সোহানা দেখছে রানাকে। ভাল করে পরীক্ষা করলো রানা প্রান্তটা। এগিয়ে গেল ফাঁকা জায়গায়। নামিয়ে রাখলো প্রবাল প্রাচীরের ধার ঘেঁষে বালিতে।

সুলারিও কয়েক মুহূর্ত ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইলো রানার দিকে, তারপর মৃদু হাসলো। আবার এয়ারগান ধরলো বালির উপর।

সোহানার শীতের কাঁপন বেড়ে গেছে। এক্ষুণি ওপরে ওঠা দরকার—তাপ সঞ্চয়ের জন্যে। সূর্য তাপে তেতে আসতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কিছু না বলে ব্যাগে

ভরতে লাগলো অ্যাম্পূল। রানা তুলছে—সোহানা রাখছে। ভরতে বেশি সময় লাগলো না। ট্যাঙ্কের বাতাসও প্রায় শেষ। রানাকে ইশারায় আঙ্গুল দিয়ে গলা কাটার ভঙ্গি করলো। অর্থাৎ বাতাস শেষ। উপরে উঠতে হবে। রানা টোকা দিলো সুলারিওকে। সুলারিও ব্যাগ দুটো দেখলো। বাঁ হাত তুলে—এক আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল দেখিয়ে আবার ব্যাগটা নির্দেশ করলো। অর্থাৎ আরো ব্যাগ চাই। সোহানা ইশারা করলো, সে বুঝেছে। ব্যাগ দুটো নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো। পনেরো ফুট উঠে বুঝলো কষ্ট হচ্ছে। কোমর থেকে বারো পাউণ্ড ওজনের বেল্টটা খুলে ছেড়ে দিলো বালির ওপর।

সোহানাকে দেখেই আবার ডাইভ দিলো কার্লোস পানিতে। অ্যাম্পূলের ব্যাগ দুটো টেনে এনে দুজন উঠে পড়লো বোটের ডাইভিং প্ল্যাটফরমে।

অক্সিজেন ট্যাঙ্ক খুলে ফেললো সোহানা। কার্লোস সেটা তুলে নিয়ে বললো, 'নতুন ট্যাঙ্ক লাগবে?'

'হ্যাঁ,' সোহানা বললো, 'আরো ব্যাগ চাইছে ওরা।'

'বাহ্!' হাসলো বুড়ো, 'ওরা মনে হচ্ছে আজই পুরো সী-ড্রাগন তুলে ফেলবে!'

'মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে?' রেগে উঠলো বুড়ো, 'অত সোজা না! সী-ড্রাগনে কি আছে ওরা জানে?'

'পেয়েছে,' সোহানা বললো, 'কামানের গোলা বেরুচ্ছে নিচ থেকে।'

'কামানের গোলা?' পুরো খেপে উঠলো বুড়ো, 'কামানের গোলা, তাও চল্লিশ সালের! ও ছাই তুলে কি হবে শুনি?'

সোহানা উঠে ওয়েট-স্যুটটার জিপার নামিয়ে দিলো। গায়ে রোদের তাপ লাগানো দরকার। এখনো শীত শীত করছে। হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো। মুখোশটা মুখের ওপর চেপে থাকায় নাকের উপর দাগ পড়ে গেছে। মাউথপীস দাঁতে চেপে রাখায় ব্যথা ধরে গেছে চোয়ালে। নাকে পানি। হাতের চেটোয় নাক ঘষতে গিয়ে দেখলো আবার রক্ত এসে গেছে।

'ক্লান্ত?' বুড়োর দয়া হলো যেন।

'নাহ্। ঠিক যতটা ভাবছেন…'

'তুমি থাকো, আমি ব্যাগ দিয়ে আসি-গিয়ে,' কার্লোস বললো, 'সুলারিও ফন্দি করে আমাকে বসিয়ে রেখে গেছে এখানে মাছি তাড়াবার জন্যে। শালা মনে করেছে বুড়ো হয়ে গেছি বলে…'

'আপনি পরে যাবেন,' সোহানা বললো। 'আমি আরো একবার দেখে আসি, বোটে একা থাকতে আমার ভয় লাগবে।'

'না, ভয়ের কিছু নেই,' অভয় দিল কার্লোস।

সোহানা উঠে দাঁড়ালো বোটের উপর। নতুন ট্যাঙ্কের রেগুলেটর পরীক্ষা করলো। রেডি করে রাখলো। ওয়েটস্যুটের জিপার আরো নামিয়ে দিয়ে জ্যাকেটটা

খুলে ফেললো। রোদ পোহাতে চাইছে। চুল ঝেড়ে মেলে দিচ্ছে সোহানা। কার্লোস অ্যাম্পূল গুনতে বসেছে। গুনছে আর সাজিয়ে রাখছে।

'সুরাইয়া সুলারিওর কে?' অন্যদিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো সোহানা, 'স্ত্রী?'

'হুঁ।' বলে গুনতেই থাকলো কার্লোস।

'কিভাবে সুরাইয়া মারা যান?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো সোহানা। অদম্য কৌতূহল হচ্ছে সোহানার। জানতে চায়। কিন্তু কার্লোসকে সচেতন করা যাবে না।

'পঞ্চাশ অ্যাম্পূলের চুরানব্বই সারিতে কত?...হ্যাঁ, চার হাজার সাতশো।' সোহানা বুঝলো, কার্লোস সচেতন। যেন শোনেনি সোহানার কথা। গুনতে গুনতে বের করলো সুলারিওর দেয়া সবুজ ধাতব পদার্থটা।

'এটা কেন এনেছো?' জিনিসটা শীর্ণ হাতের তালুতে রেখে ভুরু কুঁচকে চাইলো সোহানার দিকে।

'ওরা জানে।'

'ঘোড়ার ডিম জানে!' কার্লোস বললো, 'এটা সোনা না, পিতল!' ওটা ছুঁড়ে দিলো স্টিয়ারিং হুইলের সামনের তাকে।

রোদে আরাম বোধ করছে সোহানা। চোখ বন্ধ করে বসে রইলো। এক মিনিট পর চোখ খুলেই কেবিনের সামনে প্রায় মুছে যাওয়া পদ্মা নামটা চোখে পড়লো আবার।

'বোটের নাম পদ্মা, স্ত্রীর নাম সুরাইয়া,' মৃদু কণ্ঠে বললো সোহানা, 'আদম সুলারিও ইন্টারেস্টিং মানুষ। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সুরাইয়া কে। উত্তর দেয়নি, খেপে গিয়েছিল।'

কার্লোস আরও তিনটে ব্যাগ বের করলো লকার থেকে। ছুঁড়ে দিলো সোহানার সামনে। বললো, 'আর জিজ্ঞেস কোরো না বেচারাকে। ওর কষ্ট হয়।' কার্লোসের গলাটা নরম। একটা দড়ি বের করলো—চল্লিশ গজ লম্বা হবে। দড়ির একপ্রান্ত বাঁধলো ব্যাগগুলোর হাতলের সঙ্গে। অন্য প্রান্ত বোটের রশি বাঁধার খুঁটিতে বেঁধে দিলো। হাতের ছুরিটার ধার পরীক্ষা করলো। তারপর হঠাৎ করে গেঁথে দিলো বোটের গানেলে। সোহানার দিকে ফিরলো, সোহানা চোখ বুজে আছে। খাড়া সূর্য পড়েছে মুখে, বুকে।

'তোমার কাছে যা মৃদু কৌতূহল, সুলারিওর জন্যে তা প্রত্যক্ষ আঘাত,' কার্লোস বললো। 'সুলারিও এ দ্বীপের সন্তান। আমি ওকে দেখছি সেই ছোটবেলা থেকে। বালিক দ্বীপের নেতা ছিল ওর বাবা। দুরন্ত ছেলে ছিল ও। বালিক দ্বীপের মানুষদের নিয়ে জাপানী বিরোধী রেজিস্টেন্স বাহিনী গঠন করেছিল ওর বাবা। আমি জাপানী শিপের জাহাজী, তার ওপর মুসোলিনীর দেশের মানুষ; তা সত্ত্বেও ওর বাবার সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি আমাকে মনে করতেন পাগল। জাপানীরা হেরে গেল। আদম সুলারিও এসময় নতুন যুবক। সে যোগ দিল

ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী দলে। তার কথা হলো, আমরা রেজিস্টেন্স বাহিনীতে যোগ দিয়েছি কেবল জাপানীদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেও—স্বাধীনতার জন্যে। ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্যে তাকে ধরার চেষ্টা হলো জাপানীদের অনুচর বলে, কখনো কম্যুনিস্ট। বালিক দ্বীপের মানুষদের অসহযোগিতার ফলে আদম সুলারিওকে ধরা গেল না। বরং পুরো দ্বীপ হয়ে গেল ব্রিটিশ বিরোধী দুর্গ। তখন প্রচার চালানো হলো আদম সুলারিওকে মদদ দিচ্ছে নতুন চীন—সে কম্যুনিস্ট। ১৯৪৮ সালে হলো ফেডারেশন, ওই বছরই কম্যুনিস্ট দমনের জন্যে ইমার্জেন্সি রুল জারি হলো সমগ্র মালয়েশিয়ায়। সুলারিও কিভাবে যেন পালিয়ে গেল ইংল্যাণ্ডে। ভেবেছিল ইমার্জেন্সি উঠলে দেশে ফিরবে। কিন্তু ইমার্জেন্সি ছিল তেরো বছর। মাঝখানে ঘটলো অন্য ঘটনা।'

একটু থামলো বুড়ো কার্লোস। বুড়োকে গম্ভীর, অন্যমনস্ক মনে হলো। সোহানা চোখ বুজে শুনছিল। এবার তাকালো কৌতূহলী চোখ মেলে।

'লণ্ডনে এক ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় ওর। তারই নাম তোমার সুরাইয়া। এ মেয়েই ওকে লেখা পড়ার মধ্যে নিয়ে যায়। লোকে বলে আদম সুলারিওর দুর্দমনীয়, ভয়ঙ্কর বিদ্রোহী সত্তাকে সে-ই সভ্য করে তুলেছিল।

'সুলারিও দেশে ফিরে এলো ছাপ্পান্ন সালে, বাবা মারা যাবার পর। সরকার তখন বেশ নমনীয়। সুলারিও-ও অন্য মানুষ। সঙ্গে এসেছে স্ত্রী, আর অনেক বইপত্র। শুনলাম সমুদ্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছে। দেখলাম দুজনকে। এখনো লেগে আছে চোখে। আহ্, কি মেয়ে!' কিছুক্ষণ আপন মনে ভাবলো কার্লোস চোখ বুজে। আবার বলতে লাগলো, 'সুলারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরির অফার পেল, নিলো না। এই বোটটা কিনলো। সুরাইয়া সুলারিওকে শেখালো ভদ্রতা, সভ্যতা, সুরুচি কথায় কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠা। সুলারিও শেখালো ওকে গভীরে ডুব দেয়া। দুজন ডুবুরী হয়ে বোধহয় দেখতো সাগর তলের সৌন্দর্য। ইতিহাস ঘাঁটতো দুজন, স্যালভেজ দলের সঙ্গে ডুবে যাওয়া জাহাজ উদ্ধার করতো দুজন মিলে। ৫৮ সালে দেশ স্বাধীন হলো। বালিকের লোকেরা তাকেই নির্বাচিত করলো প্রতিনিধি হিসেবে। সুরাইয়া হলো গর্ভবতী। সমুদ্র ছেড়ে চাকুরি নিলো সুরাইয়া বাচ্চাদের স্কুলে। বাচ্চাদের ও ভালবাসতো···সত্যিই···দারুণ ভালবাসতো।

'এই সময় পৃথিবী জুড়ে চলছে ড্রাগের ব্যবসা। পেনাং বন্দর ও বাটু ফারেঙ্গী সী বীচটা এই সময় ড্রাগ ব্যবসার একটা বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বাটু ফারেঙ্গীতে আসতো চালান, লেনদেন হতো পেনাং বন্দরে। বাটু ফারেঙ্গীতে ড্রাগ ব্যবসায়ীরা টুরিস্টদের মাধ্যমে এমনি ব্যবসা ফেঁদে বসে যে টুরিস্টদের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যায় কয়েকশো গুণ। বিশেষ করে আমেরিকান টুরিস্ট। বিষয়টি নিয়ে সুলারিও পুলিসের সঙ্গে আলাপ করে। কোন ফল না পেয়ে বিষয়টি পরিষদে তোলে। সেখানেও কোন কাজ হয় না। পুলিস উচ্চ বাচ্য করে না—টুরিস্ট বিভাগ বলে এ নিয়ে টুরিস্টদের হেনস্তা করলে টুরিস্ট কমে যাবে। ফলে সুলারিও একাই জেহাদ ঘোষণা করলো

ড্রাগের বেআইনী ব্যবসার বিরুদ্ধে। হঠাৎ একদিন ওর কানে গুজব পৌছলো, বালিকের কাছাকাছি মধ্য সাগরে একটা বিদেশী জাহাজ থেকে একটা মাছ ধরা নৌকো দুশো কিলো হিরোইন নিয়ে আসবে। সরকারকে জানাল সুলারিও। সরকার গুজবের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করল। সুলারিও নিজের হাতে আইন তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিলো। এই হলো বিদ্রোহের সূচনা। জনমত গড়ে তোলার কাজে নামলো সে। এটাকে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ আনা হলো। এদিকে বেনামীতে ড্রাগ ব্যবসায়ীরা ভয় দেখাতে শুরু করেছে। বাঘের বাচ্চা সুলারিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আরও। তার এই বোটে দ্বীপের দু'চারজন সাহসী যুবক নিয়ে আক্রমণ করে বসলো সে—ডুবিয়ে দিল ড্রাগের বোটটিকে!'

'ড্রাগসহ?' সোহানা প্রশ্ন করলো হঠাৎ।

'হ্যাঁ।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথাটা ওপর-নিচে ঝাঁকালো কার্লোস। বললো, 'এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে সুরাইয়াকে পাওয়া গেল তার স্কুলের রুমে—মৃত। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দিল এক অদ্ভুত খবরঃ সুরাইয়া মারা গেছে অতিরিক্ত ড্রাগ সেবনের ফলে।'

'সুরাইয়া ড্রাগ নিতো?' আঁতকে উঠলো সোহানা।

'তাই বলা হলো রিপোর্টে। কেসও চাপা দিয়ে দিলো পুলিস। আসল ঘটনা হলোঃ কেউ একজন সকালে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল স্কুলে। ছাত্র-ছাত্রী আসার আগেই সুরাইয়ার শরীরে ওভার ডোজ ড্রাগ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইনজেকশন দিয়ে।'

'অপরাধীকে ধরা হয় নাই?'

'না। তবে এই ঘটনার কিছুদিন পর উঁচু একটা গাছে ঝোলানো লাশ দেখতে পেল সবাই। লোকটার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটাও আস্ত ছিল না। কেউ তাকে হত্যা করেছে আছড়ে। লোকটি এক হোটেলের বারে কাজ করতো। কিন্তু চলতো লাট সাহেবের মত। সবাই বুঝলো, এই জোয়ান লোকটাকে আছড়ে মারতে পারে দ্বীপের একজনই। এবং একজনই এর লাশ টেনে তুলতে পারে পঞ্চাশ ফুট গাছের মাথায়। সে হচ্ছে আদম সুলারিও।

'সুলারিওর বিরুদ্ধে চার্জশীট আনা হলো। কিন্তু গ্রেফতার করা গেল না, কারণ তা করলে বালিক দ্বীপ বিদ্রোহ করতো। যাই হোক এক মাসের মধ্যে বাটু ফারেঙ্গী থেকে পালালো সমস্ত ড্রাগ ব্যবসায়ী, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সব টুরিস্ট মারের চোটে।

'এরপর তিনটে মাস মাতাল হয়ে থাকলো সুলারিও সকাল-দুপুর-রাত। কেউ তার বাড়ির কাছে যেতে সাহস পেতো না। যেতো শুধু মদের দোকানদার। দ্বীপের কেউ কিছু রান্না করে রেখে আসতো দরজার কাছে। তিন মাস পর হঠাৎ যেদিন বের হয়ে এলো...এক্কেবারে অন্য মানুষ। কারো সঙ্গে মিশতো না। বের হয়ে যেতো এই পদ্মা নিয়ে। থাকতো বেশির ভাগ সময় পানির নিচে। দু'তিন দিনের জন্যে থাকতো সমুদ্রে, একা। ঝড় উঠলে বেরিয়ে পড়তো, বিপজ্জনক গভীরে ডুব

দিতো, বেশিক্ষণ থাকতো। যেন নিজেকে শেষ করতে চায়, আত্মহত্যা করতে চায়। একবার গেল হারিয়ে। তিনদিন পর জেলেরা তুলে আনলো মৃত-প্রায়।'

একটা সী গাল বসেছে বোটে। ঠিক সোহানার মাথার কাছে। সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো কার্লোস অন্যমনস্ক ভাবে, 'সময়…হ্যাঁ, দাগ থেকে যায়, কিন্তু সময় সব ঘা শুকিয়ে দেয়। অন্য মানুষ হয়ে বেঁচে আছে সুলারিও।…আমিও আছি। যক্ষের মত ছত্রিশ বছর এই বীচ আঁকড়ে পড়ে আছি। কেন, তা নিজেও জানি না। জানি, মরফিন পেলেও তা বেচতে পারবো না আমি, এতবড় অন্যায় করতে পারবো না কিছুতেই--তবু মোহ কাটেনি, দিনের পর দিন খুঁজেছি আমার হারানো জাহাজ—অথচ পেলে তুমি! সেদিনের ছুকরি।' আবার কার্লোসের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, 'তুমি এখানে আছো বলেই খেপে উঠছে সুলারিও। আমার ভয় হচ্ছে বেচারার জন্যে।'

'আমার জন্যে কেন?' সোহানা অবাক হলো।

'একই ড্রাগ, একই ভাবে একজোড়া কপোত-কপোতী, একই আদর্শবাদ!' চেঁচিয়ে উঠলো কার্লোস, 'এবং একই ভাবে পি.পি.এন. এল এফ লেগেছে পিছনে।'

'কার?'

'তোমাদের!' কার্লোস বললো, 'একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখছি। সেই একই ঘটনা!'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলো সোহানা। দুঃখ, ব্যথা ভরা অনুভূতি তাকে গ্রাস করার আগেই চট করে উঠে দাঁড়াল। কার্লোস আর অ্যাম্পূল গুনছে না। বিষণ্ন দেখাচ্ছে তাকে। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে।

সুরাইয়াকে মনে মনে আঁকার চেষ্টা করতে করতে সব গুছিয়ে নিলো সোহানা। নতুন স্কুবা ট্যাঙ্কটা উঁচু করে ধরলো কার্লোস। ব্যাগ তিনটে হাতে দিয়ে বললো, 'আমি দড়ি বেঁধে দিলাম। ভরাট হলে দড়িতে তিনবার টান দেবে, আমি টেনে তুলবো। তুমিও সঙ্গে উঠবে—যাতে উল্টে না যায়।'

'ও-কে। ধন্যবাদ।'

সোহানা ডাইভিং প্ল্যাটফরম থেকে উল্টে পড়লো পানিতে। নেমে গেল, পেছনে দড়ি। কোমরে ওজন নেই। পানি ওকে উপরে ঠেলে দিচ্ছে। চাপ দিয়ে নিচে নামতে হলো। নেমেই বালি থেকে তুলে নিলো ওজন বাঁধা বেল্টটা। এগিয়ে গেল ওদের দিকে। এয়ার লিফটের নিচে তেমনি বালির ঝড়।

এয়ার লিফট রানার হাতে। সুলারিও অ্যাম্পূল তুলছে—টাল করে রাখছে সমতল বালিতে। সোহানা দুটো ব্যাগ হাঁটুর নিচে চেপে ধরে তৃতীয় ব্যাগটিতে মুঠো ভরে ভরে অ্যাম্পূল ফেলতে লাগল। ভাসতে ভাসতে অ্যাম্পূলগুলো নেটের নিচে গিয়ে পড়েছে। দশ মিনিটেই ভরে গেল ব্যাগ তিনটি। আগের দুটো ব্যাগ সুলারিওর হাতে ধরিয়ে দিল সোহানা, তারপর ওজন বেল্ট খুলে টান দিলো রশিতে। রশি টানটান হলো। রশিটা এক হাতে ধরলো সোহানা, অন্য হাতে

সামলাচ্ছে অ্যাম্পূল ভর্তি ব্যাগ। দড়ির টানে উঠে গেল ওপরে।

বোটে উঠতেই কার্লোস বললো, 'তোমার নাক থেকে রক্ত আসছে বেশি।'

চোখ নামিয়ে দেখলো সোহানা, নাকে রক্ত মাখা পানি। হেলিয়ে দিলো মাথাটা পেছনের দিকে। মুখোশ পরিষ্কার করলো। বললো, 'ও কিছু না।'

কার্লোস কথা না বাড়িয়ে অ্যাম্পূলগুলো খুব সাবধানে ব্যাগ থেকে ডেকে বিছানো ত্রিপলের উপর ঢাললো। ফেরত দিলো ব্যাগ।

ডুব দিল সোহানা।

ডুব দিয়ে অনুভব করলো ব্যথা। সাইনাসে চাপা ব্যথা—চোখের ঠিক ওপরে। গভীরে নামতে গিয়ে থেমে গেল। নামতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে। ব্যথাটা চাপা অস্বস্তিকর। ব্যথা উপেক্ষা করে প্রাণপণ চেষ্টা করে নামছে সে, থেমে অপেক্ষা করে ব্যথা উপশমের জন্যে। পানি তাকে উপরে ঠেলে দিতে চাইছে। গভীরতার সঙ্গে ব্যথাটাও বাড়ছে। বুঝলোঃ বারবার ওঠা-নামার ফল। অনভ্যাসের দরুন চাপ নিতে পারছে না শরীর।

এবার চাপ অনুভব করলো কানেও। ককিয়ে উঠতে চাইলো। দাঁতে চেপে ধরলো মাউথপীস। নেমে গেল নিচে। নেমেই চোখে পড়লো, ধূসর নীল সচল কিছু—প্রবাল প্রাচীরের ধার দিয়ে চলে গেল। ভালো ভাবে তাকালো সোহানা, চোখ ছোট করলো মুখোশের ভেতর, না কিছু না। কিন্তু আবার কি যেন সরে গেল। পেছন ফিরল, বুঝতে চাইলো কোথায় গেল ধূসর-নীল গতিটা। পেছনে, বালির ঝড়ের ওপাশে স্বচ্ছতর পানি। চোখ ঘোরাতেই দেখলো সোহানাঃ আসছে—আবরণ ছিঁড়ে, যেন অশেষ সীমান্ত থেকে—একটা হাঙ্গর। কোন ব্যস্ততা নেই, সুচিন্তিত গতি, সৌন্দর্যময় মসৃণ চলা। নবচন্দ্রাকৃতির লেজে ছন্দিত মৃদু সঞ্চালন।

সোহানা অনুভব করলো পেটের মাংশপেশীতে টান—ভয়! পানির চাপে উঠে গেল কয়েক হাত উপরে সচকিতে মনে হলো রানার উপদেশ। নিজেকে থামালো, স্থির করলো। কতবড় হাঙ্গর বোঝা গেল না। স্বচ্ছ পানিতে কিছু নেই যে তুলনা করবে। বুঝতে পারছে না কতদূরে আছে জানোয়ারটা। পঞ্চাশ ফুট? অথবা ষাট?

হাঙ্গরটা ঘুরলো বৃত্তাকারে। সূর্যালোক ঝিলিক দিয়ে গেল ওটার পিঠে। সোহানা দেখলো পাশে অস্পষ্ট রেখা। হালকা বাদামীর ওপর ধূসর-বাদামী। একপাশের কালো চোখ সরে গেল তার উপর দিয়ে—কিন্তু যেন উপেক্ষা করলো তাকে—রাজকীয় উপেক্ষা!

সোহানার হাতে ধরা রশি। নামতে লাগলো আবার এয়ার লিফট লক্ষ্য করে। ওজনের বেল্ট খুঁজে লাগালো কোমরে। এগিয়ে গেল এয়ারগান নিয়ে ব্যস্ত রানার দিকে। টোকা দিল তার কাঁধে। রানা এয়ারগান উঁচু করে তাকালো সোহানার দিকে। সোহানা নৃত্য মুদ্রার মত দেখালো মাছের সচলতা। দু'আঙ্গুলে কামড়ের ভঙ্গি করে উপরের দিকে নির্দেশ করলো। রানা তাকালো সেদিকে। বালিময় পানিতে কিছু দেখা যায় না। সুলারিও বিষয়টি অনুমান করে চারদিক দেখে হাত

নেড়ে ইশারায় বোঝালো ভয়ের কিছু নেই। চলে গেছে। কিন্তু রানা দেখলো সোহানার চোখে ভয়। এবং চমকে তাকালো। এবার ভয় পেলো রানাও। সোহানার মুখোশে নিচের দিকে, নাকের উপর আধ ইঞ্চি রক্তমাখা পানি।

ইশারা করলো রানাঃ রক্ত যেন বের না করে মুখোশ থেকে। ভুল বুঝলো সোহানা। চোখ নিচু করে দেখলো মুখোশের রক্ত। রানা বাধা দেবার আগেই ফেসপ্লেটের উপর চাপ দিয়ে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লো। মুখোশের ভেতরের রক্ত—সবুজ রক্ত বেরিয়ে গেল মুখোশ থেকে। মিশে গেল পানিতে।

সুলারিও দেখলো। কপালে হাত চাপড়ালো। সোহানা চোখ উঁচু করে দেখলো পানিতে মিশে গেল রক্তটুকু। বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। রানার হাত ধরলো। জানতে চাইলো উপরে যাবে কি না। রানা মাথা নাড়লো, না।

সুলারিও আবার ইশারা করল, ঠিক আছে। কাজ করে যাও।

অ্যাম্পূল ব্যাগে তুলতে শুরু করলো সোহানা। রানা যে গর্তটায় এয়ার লিফট চালাচ্ছে এটা একটা বড় ধরনের আড়ত। সর্বত্র অ্যাম্পূল—ছড়ানো ছিটানো। খুব সাবধানে এয়ার লিফট ধরতে হচ্ছে কামানের গোলা এড়িয়ে। পচা কাঠ একটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল বাতাসের চাপে। বেরুলো কয়েক সারি অ্যাম্পূল।

সুলারিও বিশাল শরীর নিয়ে অ্যাম্পূল কুড়িয়ে সুবিধে করতে পারছে না। সোহানা দ্রুত ভরে নিচ্ছে ব্যাগে। আরো নতুন অ্যাম্পূল বেরিয়ে পড়ছে। দু'হাতের থাবায় ভরে সুলারিও ফিরলো ব্যাগের জন্যে। সোহানা সে-জায়গায় নেই। দেখলো, সোহানা প্রবাল প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সোহানার চোখের দশ হাত দূরে হাঙ্গরটা। প্রাচীর ঘেঁষে ধীর ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে। ছ' থেকে সাত ফুট লম্বা হবে হাঙ্গরটা। যেন রক্ত মাংসের টর্পেডো। রানাও তুললো এয়ার লিফট। ঘুরে দাঁড়ালো। দেখলো হাঙ্গরটাকে। রক্তের গন্ধ পেয়েছে রক্ত পিপাসু। চোখ এদ্দিকেই। কিন্তু আসছে না। রানা এয়ার লিফট এগিয়ে দিলো সুলারিওর দিকে। সুলারিও নিলো। ইশারায় বললো স্থির থাকতে।

সোহানা বালিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে সোজা হয়ে। হাতে অ্যাম্পূলের ব্যাগ। আস্তে ব্যাগটা নামিয়ে রাখলো। চোখের চাউনি বিস্ফারিত, স্থির।

রানাই দেখলো এবার। আবার এসেছে হাঙ্গরটা। ডান দিক থেকে এসেছে, আরো একটু কাছে।

নড়াচড়া না করেই সোহানা বের করেছে কব্জি থেকে ছোরাটা। ধরলো ডান হাতে। সামান্য নড়তে দেখেই হাঙ্গরটা ছিটকে এলো সোহানার দিকে। রানা সোহানাকে বাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারলো না। ছোরা ধরা হাত এগিয়ে দিয়েছে সোহানা সামনের দিকে। রানাও বের করলো ছোরা। মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এলো হাঙ্গরটা। সোহানা একটু নিচু হয়ে পেট বরাবর বসিয়ে দিলো ছোরাটা প্রাণপণে। রানাও মারলো পাশ থেকে পেট লক্ষ্য করে। সোহানা হাতের

ছোরাটা আর বের করতে পারলো না। আটকে রইলো সেটা হাঙরের নরম পেটে। রানার কাঁধ ঘেঁষে ছিটকে বেরিয়ে গেল মাছটা—কিন্তু সবুজ রক্তে ধোঁয়াটে হয়ে গেল চারদিক।

দাপাতে দাপাতে পাক খেয়ে চলে গেল হাঙরটা বাঁ দিকে। মাঝে মাঝে বেঁকে গিয়ে রক্তাক্ত পেটের দিকে হাঁ করছে—যেন নিজেই নিজেকে খাবে। সোহানার দাবিয়ে দেয়া ছোরাটা ছিটকে পড়ে গেল দূরে।

সোহানাকে ধরলো রানা। ইশারা করলো—দ্রুত উঠে যেতে বললো। এয়ার লিফট গুটিয়ে নিচ্ছে সুরালিও। ইশারায় কি যেন বলে উপরে উঠতে শুরু করলো।

রানা উপরে উঠতে উঠতে দেখলো দূরে ধূসর সচকিত গতি। বিশাল এক হাঙর যাচ্ছে। বিশাল হাঙর।...আবার দেখতে পেলো আহত হাঙরটাকে বোটের কাছাকাছি এসে। প্রবাল প্রাচীরের কাছে পাক দিচ্ছে। ছটফট করছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রানার। ডেসকো মুখোশে যেন হাওয়া নেই।

ফ্লিপার লাগানো পায়ে চাপ দিয়ে প্রাণপণে উপরে উঠে এলো। ডাইভিং প্ল্যাটফর্ম ধরে ফেললো এক হাতে। ডেসকো মুখোশ খুললো অন্য হাতে। সুলারিও উঠে গেছে বোটে।

সোহানা?

চার

আর কিছু ভাবলো না রানা। ডেসকো খুলে রেখে ডুব দিল। তিন চার হাত পানির নিচে নামতেই স্বস্তি বোধ করলো। উঠে আসছে সোহানা। আসছে ঠিক নয়, ভেসে উঠছে ধীরে ধীরে। রানা ধরলো সোহানাকে। মুখোশহীন রানাকে দেখে অবাক হলো সে। হাসলো। অবাক হলো রানাও—এতকিছুর মধ্যেও অ্যাম্পূলের ব্যাগ ছাড়েনি সোহানা, ওঠার সময় কোমর থেকে ওজন খসিয়ে তুলে নিয়েছে ব্যাগ।

উঠে এলো দু'জন।

ডাইভিং প্ল্যাটফরম ধরে হাঁপাচ্ছে রানা। সোহানা তার মাউথপীসটা খুলে গুঁজে দিলো রানার মুখে। সহজে শ্বাস নেয়া যাবে। রানা মাউথপীস বের করে ফেললো। কোনমতে বললো, 'বোটে উঠে পড়ো। হারি আপ!'

উঠে পড়লো সোহানা প্ল্যাটফরমে। শুনতে পেলো সুরালিওর চিৎকার, 'সব শেষ করে দিলো।' ঝুঁকে পড়ে প্ল্যাটফরম থেকে সোহানার স্কুবা স্যুটের গলার কাছে ধরে শূন্যে তুলে ডেকে নিয়ে ফেললো সে। শূন্যে উঠেই মনে পড়লো সোহানার, এই হাতটাই একটা লাশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল গাছে। হাত বাড়িয়ে দিলো সুলারিও রানার দিকে। রানাও উঠে এলো একলাফে। ক্ষিপ্ত সুলারিও অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করলো সোহানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

'পানির নিচে নামা অতো সহজ না। ইচ্ছে হলো পিস্তল চালিয়ে দিলাম, ইচ্ছে হলো ছোরা!' সুলারিও বললো, 'কে বলেছে আপনাকে ছোরা চালাতে? পানির নিচে টারজান হতে চেয়েছিলেন?'

ভয় পেয়ে সোহানা তাকালো রানার দিকে, তারপর সুলারিওর দিকে। ভীত ভাবটা মুছে গেল। স্পষ্ট কণ্ঠে বললো, 'হাঙ্গরটা আমাকে আক্রমণ করেছিল, আপনাকে নয়।'

'তাই ছোরা দিয়ে লড়াই করতে চেয়েছিলেন?' সুলারিও হাসলো, 'ওই পুঁচকে মাছটা কি করতো শুনি?'

'পুঁচকে?' অবাক হলো সোহানা, 'সাত ফুট এক হাঙ্গর...'

'পাঁচ ফুটের এক ইঞ্চি বেশি হলে আমার নাম নেই। পানি ম্যাগনিফাই করে সব কিছুকে।' সুলারিও বললো, 'চাক্কুওয়ালী, শুনুন। মাছটা বেড়াতে এসেছিল, দেখছিলো আমাদের। ও যদি ক্ষিপ্ত হতো ওর চেহারা অন্য রকম হয়ে যেতো। ঈশ্বর যেন সে চেহারা আপনাকে না দেখায়...অন্তত পানির নিচে। শুনুন, খেপা হাঙ্গরের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে এয়ার লিফটের বালির মেঘে লুকিয়ে থাকা। বালি যেখানে বেশি হাঙ্গর সেখানে যায় না, গেলেও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। বালিতে ওদের কানকোর ঝিল্লি বুজে যায়। আমাকে একবার এই হাঙ্গরটার বাবা খেতে চেয়েছিল—টাইগার শার্ক, পনেরো ফুটের মত হবে। ও বালিতে ঢুকে টিকতে পারেনি। চাক্কুওয়ালী, আপনার স্বামীর কাছ থেকে জেনে নেবেন কখন ছোরা ব্যবহার করতে হয়। যখন কোন উপায় থাকে না, ছোরা শেষ অস্ত্র!'

সোহানা রানার দিকে তাকালো। রানা মাথা ঝাঁকালো, তারপর হাসলো। বললো, 'অনেকে বলে, হাঙ্গর নাকি খেপতে জানে না। দেখবে ক্ষিপ্ত হাঙ্গর? চলো, মুখোশটা পরে নাও।' রানা সোহানাকে এগিয়ে দিলো মুখোশ। সুলারিওকে বললো, 'ওকে একটু দেখিয়ে আনি।'

'সোহানাকে নিয়ে আবার নামলো রানা প্ল্যাটফরমে। পানিতে নামলো রানা আগে। বোটের শিকল ধরে মুখোশ এঁটে নিলো চোখে। সোহানাও তাই করলো। রানা বললো, 'নেমে এসো। আমাকে ধরে থাকবে।'

সোহানা নেমে গেল পানিতে। দু'জন দু'ফুট নিচে ডুব দিলো দম বন্ধ করে, শিকল ধরেই।

সোহানা দেখলোঃ প্রবাল প্রাচীরের কাছে ত্রিশ ফুট পানির নিচে চলেছে দক্ষ যজ্ঞ। সোহানার ছোরা মারা হাঙ্গরটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। এক এক অংশকে নিয়ে চলেছে শত শত হাঙ্গরের উন্মুক্ত লড়াই। কি ভয়াবহ আদিম লড়াই! বড় মাংসের টুকরো নিয়ে লড়ছে ডজন খানেক টাইগার শার্ক। ছিটকে পড়া টুকরোর দিকে ছুটছে ছোট হাঙ্গর, নিচের দিকে। একটা হাঙ্গরের হাঁ-এ এক টুকরো যেতেই সটকে পড়তে গেল, সাথে সাথেই আরো দুটো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। সর্বত্র হাঙ্গর। চারদিক থেকে ছুটে আসছে শত শত হাঙ্গর। কি হিংস্র গতি, ক্ষুধিত

আক্রোশে ছুটে বেড়াচ্ছে শিকারের খোঁজে। টাইগার শার্ক আক্রমণ করছে ছোট শার্ককে, ছিটকে সরে যেতে না পারলে সে জখম হচ্ছে—রক্ত বেরুচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর একদল ক্ষুধার্ত হাঙ্গর। টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

রানাকে ধরে দেখছে সোহানা গোধূলী-নীল সমুদ্রের গভীর থেকে আসছে আরো, আরো অনেক কালো ছায়া। দ্রুত আঁকাবাঁকা গতি। অতলের আততায়ী খুঁজছে শিকার, ক্ষুধার খাদ্য, রক্ত, মাংস। নিজেদের রক্তের গন্ধে, নিজেদের পাখনার ঝাপটার আলোড়ন, কলোচ্ছ্বাসে তাদের নিজেদেরই স্নায়ুতে উত্তেজনা, জিঘাংসা!

একটা হাঙ্গর বোটের নিচে থেমে গেল। পাক দিয়ে উঠে আসছে উপরে। রানা-সোহানা শিকল ধরে মুহূর্তে প্ল্যাটফরমে, তারপর উঠে এলো ডেকে।

কথা নেই সোহানার। ঝুঁকে পানির আন্দোলন দেখছে। বুক কাঁপছে তার। শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। আদিম খাওয়া-খাওয়ি প্রত্যক্ষ করে অর্থহীন মনে হচ্ছে জীবনটাকে। আসলে এ-ই কি জীবন? রানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কতক্ষণ ওরা লড়বে?'

'যতক্ষণ খাদ্য শেষ না হয়,' রানা বললো। 'ওরা পরস্পরকে খাদ্য বানাবে। পরস্পরকে রক্তাক্ত করবে, হত্যা করবে। শেষ হওয়ার আগেই আরো হাঙ্গর আসবে নতুন শক্তি নিয়ে। এটা চলবে বহুক্ষণ।'

'বুঝতে পারছেন,' সুলারিও বললো, 'চাক্কুওয়ালী, আজকের কাজ এখানেই শেষ।'

'সরি—' সোহানা বললো।

'না, দুঃখ করার কিছু নেই।' রানা হাসলো, 'এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে, ওখানে আজ রাতে কেউ নামার চেষ্টা করবে না।'

শীত করছে সোহানার। খুলে ফেললো স্কুবা। রোদে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছলো। কোনদিকে খেয়াল নেই কার্লোসের, এক মনে একভাবে গুনে যাচ্ছে অ্যাম্পূল। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'কত হলো?'

'এগারো হাজার একশো ষাট।'

'বেশি না,' সুলারিও বললো, 'এর অন্তত পাঁচগুণ তুলতে হবে দিনে। আরো বেশি তুলতে পারলে আরো ভাল। বুকিতে লোকেরা ট্রেনিং নিচ্ছে। তিন চার দিনের ট্রেনিং-এ অ্যাম্পূল তোলা সম্ভব নয়। ওদের এয়ার লিফটও নেই। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে অ্যাম্পূল তোলা সম্ভব নয়।'

'আর বড়জোর তিনটে দিন সময় দেবে ওরা আমাদের। তার বেশি নয়।' রানা বললো, 'চারদিনে বেশ কিছুটা ট্রেইন্‌ড হবে ওরা। এবং নেমে পড়বে অ্যাকশনে। রাতেও কাজ করতে হবে আমাদের।'

'আজ আর নয়,' সুলারিও বললো। পানির নিচ থেকে তুলে আনা কামানের

গোলাটা দেখিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ছত্রিশ বছর পানির নিচে থাকার পরও কি এটা তাজা থাকা সম্ভব?'

রানা তাকালো সুলারিওর দিকে। ও কি বুঝতে চেষ্টা করছে এসব বিষয়ে রানার দক্ষতা কতটুকু? পরীক্ষা করছে রানাকে? রানা বললো, 'সম্ভব।'

স্টিয়ারিং হুইলের পাশ থেকে একটা বড়সড় পাইপ রেঞ্চ বেছে নিলো রানা। গোলাটাকে বসালো গানেলের তাকে। গোলাটার নিচে রেঞ্চ লাগিয়ে চাপ দিল। কিন্তু রেঞ্চ নড়ে না। এগিয়ে গেল সুলারিও। রেঞ্চটা নিলো রানার হাত থেকে। এক পা সামনে আটকিয়ে মুঠোর মধ্যে ধরলো রেঞ্চ। চাপ দিল। বাইসেপের পেশী ফুলে উঠলো। কণ্ঠের রগ দড়ির মত উঠলো ভেসে। কক্কক্ শব্দ হলো। বোঝা গেল না রেঞ্চ ঘুরলো না ফসকে গেল।...রেঞ্চই ঘুরছে। গায়ের জোরে পুরো একপাক ঘোরালো সুলারিও। তারপর সহজেই প্যাঁচ খুলতে লাগলো। তলাটা খুলে ঠকাশ করে পড়লো বোটের ডেকে।

শেলের ভেতরটা দেখে নিয়ে ছোট্ট একটা চিমটে জাতীয় কিছু আনতে বললো রানা সুলারিওকে। বোটের নিচ থেকে খুঁজে পেতে চিমটে নিয়ে এলো সুলারিও। সাবধানে ভেতরের অসংখ্য ধূসর তার থেকে একটা বের করলো রানা। হাত বাড়িয়ে ধরতেই সুলারিও বের করলো দেশলাই। জানতে চাইলো, 'করডাইট?'

মাথা ঝাঁকালো রানা, হ্যাঁ। দেশলাই জ্বেলে তারের এক মাথায় ধরতেই দপ্ করে জ্বলে উঠলো ম্যাগনিশিয়াম আলো। জ্বলছে তারটা।

ভয় পেলো সোহানা। তাজা গোলা—এত বড়!

'এরকম একশোটা গোলা পুরো পেনাংকে উড়িয়ে দিতে পারে,' রানা বললো।

'কত আছে?' জানতে চাইলো সুলারিও।

'দশ টনের মত তোলা হয়েছিল জাহাজে,' বললো কার্লোস।

তারটা ফেলে দিলো রানা পানিতে। 'ছ্যাঁৎ' করে উঠলো পানি, ধোঁয়ার সঙ্গে বুদবুদ।

পানি থেকে বাতাসের নল গুটিয়ে রাখলো ওরা ডেকে। এয়ার লিফট টিউব গানেলে বেঁধে রাখলো সুলারিও। চালু করলো বোটের ইঞ্জিন। শার্ক এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। ইঞ্জিনের কম্পনে উঠে এলো ভেতর থেকে। আলস্য ভরে চারদিক দেখে বোটের সামনে চলে গেল। কার্লোস তুললো নোঙ্গর। সচল হলো বোট। প্রবাল প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল বোট। চললো পাড়ের দিকে। কার্লোস নামবে।

'কাল কটায়?' কার্লোস জানতে চাইলো।

'সকাল আটটায় শুরু করবো। পাঁচ ঘন্টা কাজ হবে,' সুলারিও বললো, 'আবার নামবো রাতে—সন্ধ্যা ছটার দিকে। কাজ করবো আরো পাঁচ ঘন্টা।'

'আপনি পারবেন?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা কার্লোসকে, 'এতক্ষণ?'

'আমার বয়স বাড়ে না, কচি খুকি, বয়স আমার বাড়ে না!' বলে গানেলের উপর উঠে দাঁড়ালো কার্লোস। সবাইকে বললো, 'কাল দেখা হবে।' নিখুঁত ডাইভ দিল পানিতে। ফ্রী স্টাইলে সাঁতরাতে লাগলো পাড়ের দিকে। বোট ঘুরিয়ে নিলো সুলারিও। বোট যাচ্ছে বালিক দ্বীপের লাইট হাউসের দিকে।

স্টিয়ারিং হুইলের তাক থেকে কি যেন পড়লো ডেকে। ঢেউয়ে বোট উঠছে নামছে। সোহানা তার সাঁতারের পোশাকের ওপর বীচ কোট পরছিল। তুললো নিচু হয়ে জিনিসটা।

সুলারিও দেখেই বলে উঠলো, 'এটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কার্লোস বলছিলো এটা তালা জাতীয় কিছু,' সোহানা বললো।

'যেন-তেন তালা নয়। এর কথা লেখা আছে বইয়ে—পড়েছি। দেখলাম আজ প্রথম। এটাকে বলা হয় ত্রিতালা বাক্স। তিনটে চাবির ফুটো। তিনটে চাবি লাগতো খুলতে।'

'তিন চাবি মানে তিন ব্যক্তি,' সোহানা বললো।

'হ্যাঁ, চালাকওয়ালী? তিন পার্টনার, তিন চাবি। তার মানে ফিলিপাইন থেকে কিছু যাচ্ছিলো একটা বাক্সের ভেতর। স্পেনের রাজার কাছে ছিল তিনটি চাবির পুরো সেট। দ্বিতীয় সেটের একটি চাবি ছিল গার্সিয়ার ক্যাপ্টেনের কাছে, আর অপর চাবি দুটি ছিল কেবুর অসৎ রাজপ্রতিনিধির কাছে। এই তালা চাবি থাকার অর্থ হলোঃ স্পেনের রাজার কাছে গোপনীয় কিছু যাচ্ছিলো, যা আর কারো পক্ষে খোলা বা দেখা সম্ভব ছিল না।'

সারাটা বিকেল লাইট হাউসে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধের দিকে আবার ফিরে এলো সুলারিওর ডকে।

পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। আকাশ লাল। লাল সূর্য। ডকে নোঙ্গর করা হয়েছে বোট।

সন্ধ্যার বাতাসে গন্ধ নিলো সুলারিও। বললো, 'কাল সাগরে বাতাস উঠবে।'

রানা জানে সমুদ্র-মানুষরা বলতে পারে বাতাসের গন্ধ শুঁকে, বাতাসের প্রকৃতি দেখে। জিজ্ঞেস করলো, 'খুব বেশি?'

আবার বাতাস অনুভব করলো সুলারিও। বললো, 'কুড়ি মাইল বেগে দক্ষিণ থেকে আসতে পারে। বেশ ভোগাবে।'

'কিন্তু আমাদের কাল নামতেই হবে,' রানা বললো, 'বুকিতকে সময় দেয়া যাবে না। কোমরে বেশি ওজন বেঁধে নিলেই চলবে।' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যাম্পূলগুলো কোথায় রাখবেন?'

'এখানেই রাখবো।'

একই জবাব দিয়েছিল সুলারিও দুপুরে সোহানার প্রশ্নের উত্তরে।

'এখানে—এই বোটে?' রানা অবাক হলো।

'না,' আঙ্গুল দেখালো পানির দিকে, 'ওখানে।'

বোটের ছায়ায় কালো লাগছে পানি। সূর্য আরো গোলাকার, লাল ও বড় হয়ে উঠেছে। ছুঁই ছুঁই করছে সমুদ্র।

'আমি একাই নিচে রেখে আসতে পারতাম,' সুলারিও বললো, 'কিন্তু আমি চাই আপনিও জেনে রাখুন কোথায় রাখা হচ্ছে। যদি আমার কিছু ঘটে...'

'আপনার কি ঘটবে?'

'আমার শুধু নয়। আপনারও ঘটতে পারে,' সুলারিও হাসলো, 'সে জন্যে দুজনেরই জানা উচিত কোথায় রাখা হলো। হয়তো কিছু ঘটবে না। তবু সাবধান হওয়া ভালো। আমাদের যেতে হবে পাহাড়ের নিচে—ওই কোণে। ওখানে আছে একটা গোপন গুহা। গুহায় রেখে মুখটা চাপা দিতে হবে, যাতে ভেসে না যায়।'

'এদিকে ডুবুরিরা নামে না?'

'না। এখানে কতগুলো জানোয়ার বাস করে। ভয়ে নামে না কেউ।' সুলারিও বললো, 'আমরা দুজন নামবো, আপনি গার্ড দেবেন। ভালোই পারবেন মনে হয়।' কথাগুলো সোহানার উদ্দেশ্যে।

'যদি দরকার মনে করেন, আমি আপনাদের সঙ্গেও নামতে পারি,' সোহানা বললো। যদিও স্কুবা ছেড়ে আরাম বোধ করছে, যদিও সাইনাসের ব্যথা অসাড় করে দিয়েছে মাথাটা।

'না, আপনি অ্যাম্পূলের ব্যাগগুলো পানিতে ফেলবেন।' সুলারিও স্কুবা ট্যাঙ্ক তুলে নিলো। রানাও প্রস্তুত। বোটের নিচ থেকে দুজন তুলে আনলো অ্যাম্পূল ভর্তি ছয়টা পলিথিন ব্যাগ। রানা ব্যাগগুলো দেখে বললো, 'কোমরে ওজন বাঁধতে হবে। বাতাস সহ মুখ বেঁধেছে কার্লোস। এখন ভেসে উঠতে চাইবে।'

সুলারিও সায় দিলো। বললো, 'আমি নেমে যাবার পর আপনি নামবেন। আমার আলোটা ফলো করবেন।'

মাথাটা কাত করলো রানা, 'ঠিক আছে।'

সুলারিও সোহানাকে দেখালো ডকের একপাশে কেরোসিন কাঠের চৌকো প্যাকিং বাক্স। বললো, 'ওটা থেকে আমাকে নোনা মাছ দিন তো।'

'মাছ?'

'হ্যাঁ। ও মাছ আমার বন্ধুর জন্যে রাখা।' সুলারিও বললো, 'সে থাকে সমুদ্রতলের এক গুহায়।'

বোট থেকে নেমে ডকে গেল সোহানা। কাঠের বাক্সটার ঢাকনা খুললো। দুর্গন্ধে দু'পা পিছিয়ে এলো। দম বন্ধ করলো।

'বড় দেখে আনবেন,' চেঁচিয়ে বললো সুলারিও, 'ওকে ব্যস্ত রাখতে হবে অনেকক্ষণ।'

'বন্ধুটা কে?' জিজ্ঞেস করলো পাশ থেকে রানা।

'বন্ধু? একটা বিরাট মোরে জাতের ঈল। সবুজ গায়ের রঙ। বুড়ো হয়ে

গেছে। আমি ওকে দেখছি আমার ছোট বেলা থেকেই। এমনিতে ঠিকই আছে। খিদে পেলেই বিপদ। আমি ওকে খাওয়া দাওয়া দিয়ে খাতির রেখেছি।'

সোহানা নাকে হাত দিয়ে একটা পচা মাছের লেজের দিকটা চিমটে ধরে নিয়ে এলো। ছুঁড়ে দিলো সুলারিওর দিকে। সুলারিও ধরে ফেললো।

'আমি আগে নেমে জানোয়ারটাকে বশ করবো। কোন গর্তে বা গুহায় হাত দেবেন না ভুলেও। প্রত্যেকটা গুহায়ই ওটার ছোট সাইজের জাত ভাইরা থাকে।' সাবধান করলো সুলারিও।

মুখে মুখোশ এঁটে সুলারিও পানিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাত বাড়িয়ে নিলো তিনটে অ্যাম্পূলের ব্যাগ ও লাইট।

রানাও অনুসরণ করলো সুলারিওকে। পানিতে নেমেই বুঝলো, ব্যাগের বাতাস আর ওজন পরস্পরকে ব্যালেন্স করছে। সে নেমে যাচ্ছে নিচে, নৌকোর ঠিক নিচ বরাবর।

এ জায়গাটা গভীর নয়। ত্রিশ ফুটের বেশি হবে না পানি। রানার হাতের আলোর বীম একবার নিচের বালি তারপর উপরের নৌকার তল স্পর্শ করলো। ভেসে উঠতে চাওয়া ব্যাগগুলো পেটের নিচে রাখলো। অনুসরণ করলো সুলারিওর লাইট।

সুলারিও অপেক্ষা করছে একটা গুহার মুখে। গুহার মুখ অন্ধকার। এক মানুষ সমান উঁচু হবে। অসমান পাথরে তৈরি বালিক দ্বীপের পাহাড়ের তলদেশ। রানা পাশে দাঁড়াতেই সুলারিও তার হাতের আলো ফেললো গুহায়। বাম থেকে ডাইনে ঘুরালো আলো। মনে হলো শূন্য গুহা। লাইমস্টোনের দেয়াল, ত্রিশ ফুট গভীরে। সুলারিওর হাতের আলো থামলো। থেমে রইলো। এবার রানা দেখলো গুহা ফাঁকা নয়, কি যেন নড়ছে।

সুলারিও পানিতে কিছুটা ভেসে উঠলো। হাতে মাছ। রানা অনুসরণ করলো। এক দেয়ালের প্রান্তে টাল করা রয়েছে কিছু পাথর। পাথুরে দেয়ালই কোন কালে ভেঙে পড়েছিল। সুলারিও মাছটা ধরলো একটা বড় পাথরের ফাঁকে।

প্রথমে শুঁড় দেখা গেল। তারপর বেরিয়ে এলো ঈলটা পাথর ও দেয়ালের মাঝ থেকে। ঈল আগে অনেক দেখেছে রানা। কিন্তু কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি এত বড়ও হতে পারে ঈল। মসৃণ, আঁশহীন সাপের মত সবুজ ঈলটি কমপক্ষে এক ফুট উঁচু, ছয় ইঞ্চির মত চওড়া। ফাটল থেকে বের হয়ে আসছে। বেয়ে নামছে সর্পিল গতিতে। চার ফুট শরীর বেরুলো। শান্ত শুয়োরের মত চোখ মেলে দেখলো রানাকে, সুলারিওকে; তারপর চোখ থামলো গিয়ে নোনা মাছটার ওপর। শরীরের বাকি অংশের সাহায্যে পাথরে ভর দিয়ে উঁচু করলো মাথাটা। শূন্যে ভেসে মুখটা এগিয়ে দিলো ঝুলন্ত অবস্থায়। মুখ খুলছে বন্ধ করছে মোরে ঈল। কোন পাহাড়ী সুরের বিটের সঙ্গে যেন হাঁ বন্ধ হচ্ছে, খুলছে। ছুঁচালো, তীক্ষ্ণ সাদা দাঁত বের হচ্ছে, ভেতরে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁতে জড়িয়ে যাচ্ছে লালা, শুকনো তারের মত। চক চক

করছে আলোয়। মাথাটা ঝুঁকলো সামান্য—দ্রুত শরীরটাকে একটু ভেতরে নিয়ে সামনে মারলো ছোবল। রানা কিছু বোঝার আগেই দেখলো মোরে ঈলটি ধরে বসেছে মাছটির এক প্রান্ত।

সুলারিও ছাড়লো না মাছটা। চেপে ধরে রেখেছে মাছটার লেজ। টানছে জোরে। পারছে না নিতে। একটু থেমে পাকাতে লাগলো শরীর, যেন মোড়ানো কার্পেট খুলছে। মাছের পেটি ছিঁড়ে নিয়ে পাথরে ফিরে গেল মোরে ঈল। গিলে ফেললো মাছটা। লম্বা ছুঁচালো দাঁতের সাহায্যে গলার ভেতর ঠেলে দিচ্ছে খাবার। সবুজ চামড়া কাঁপছে থির থির করে।

আবার এগোলো মোরে ঈল। এবার ধরলো মাছের শিরদাঁড়া। মাথার এক ঝাঁকুনিতে কেড়ে নিল মাছটা। সবুজ-পিছল শরীর ফাটলে চলে গেল। কিন্তু গেল না খাদ্য। আটকে গেল ফাটলে আড়াআড়ি ভাবে। নেবার চেষ্টা করলো না। ওখানে আটকে রেখে ভেতর থেকে খেতে লাগলো সে নিশ্চিন্ত মনে।

ইশারা করলো সুলারিও। আলো সরিয়ে নিতেই অন্ধকার হয়ে গেল ঈলের আস্তানা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রানা অনুসরণ করলো সুলারিওকে।

সুলারিও তার ব্যাগ ছেড়ে দিয়েছিল। ব্যাগগুলো গুহার ছাতে ঠেকে আছে। আলো ফেলতেই খুঁজে পাওয়া গেল। রানা তার ব্যাগগুলোও ছেড়ে দিল হাত থেকে। সব ক'টা আটকে রইলো শূন্যে।

দুজন মিলে বালি সরিয়ে হাত থেকে অ্যাম্পূলের ব্যাগগুলোকে ধরে এনে কবর দিল। তারপর সমান করে দিলো বালির ওপরটা। কাজ শেষ হতে রানা টর্চ ফেললো মোরে ঈলের দিকে। মাছটা শেষ। কিছু অংশ ফাটলের বাইরে পড়েছে কিনা দেখছে এখন। খুঁজছে।

উপরে উঠে এলো ওরা।

'কত বড় হবে ঈলটা?' জানতে চাইলো সোহানা।

'আমার বন্ধুটা?' প্ল্যাটফরমে বসে সুলারিও হাসলো, 'কোনদিন ওর পুরোটা দেখিনি। অনুমান করি দশ ফুটের কম হবে না, বরং বেশি হতে পারে। ও বের হয় গভীর রাতের অন্ধকারে। একদিন অন্ধকারে নেমে দেখতে পারি—আগ্রহ আছে?'

'একেবারেই নেই,' সোহানা দ্রুত বললো। সাপ জাতীয় জিনিসে তার গায়ে কাঁটা দেয়।

'কিন্তু চাক্কুওয়ালী, হাঙ্গর শিকারীরা খুব সাহসী হয় জানতাম,' সুলারিও রসিকতা করলো ডেকে উঠে এসে।

উত্তর দিল না সোহানা। সুলারিও খালি দুটো এয়ার ট্যাঙ্ক তুলে নিলো। 'এ দুটো আজ রাতে ভরে রাখতে হবে।'

বাড়ি পৌঁছে দোরগোড়ায় পাওয়া গেল কাগজে মোড়ানো প্যাকেট। সুলারিও তুলে নিলো। দেখে বললো, 'রাতের ডিনার মিলে গেল।'

'মাছ?'

'না,' দরজা মেলে ধরে বললো, 'আজ মাংস।'

সোহানা আগে গেল ঘরে। রানা থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'দরজা খোলা রেখে যান?'

'কেন রাখবো না?' সুলারিও হাসলো, 'দরজা বন্ধ করলেই লোকে ভাববে আমি সোনার আড়ত পেয়ে গেছি।'

সুলারিওকে খুশি খুশি লাগছে। চেঁচিয়ে বললো, 'পিস্তলওয়ালী কি বিরিয়ানি পাকাবেন?'

সোহানা ঘর থেকে চেঁচিয়ে উত্তর দিলো, 'ওটা তবে সকালে খেতে হবে। আমি শাওয়ার না নিয়ে কিছু করছি না।'

'তবে আমার তৈরি ভাজাই খেতে হবে,' সুলারিও এবার রানাকে বললো, 'গ্লাসে মাল ঢালুন, এটা চুলোয় চাপিয়ে দিই।'

গ্লাসে রাম ঢাললো রানা। পানি দিলো না। এগিয়ে দিলো সুলারিওর দিকে একটা গ্লাস। বললো, 'রান্নায় সাহায্য লাগবে?'

'নাহ্। চাকুওয়ালী বউ থাকলে রান্না যত সংক্ষেপ হয় ততই ভাল।' গ্লাসে চুমুক দিলো সুলারিও। তপ্ত ফ্রাইপ্যানে মাংস চাপিয়ে কয়েক ধরনের গুঁড়ো মশলা দিলো। পানি ও তেলের শব্দ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চমৎকার সুন্দর ঘ্রাণ বেরুলো।

ফ্রাইপ্যানে ঢাকনা চাপিয়ে দিয়ে এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে আবার রাম ঢেলে নিলো সুলারিও। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। সমুদ্রের শব্দ কম। সোহানার কণ্ঠে গান ভেসে আসছে ঘর থেকে। চেনা সুর। কিন্তু রানা মনে করতে পারলো না।

রান্না ঘরের নীরবতা যেন গভীর হলো।

'আপনি আসলে কি করেন?' সুলারিওর গম্ভীর প্রশ্ন নীরবতা ভাঙলো।

'পারডন?' প্রশ্ন ঠিকই বুঝতে পেরেছে রানা—সময় চাইছে। বুঝতে চাইছে সুলারিওর মনোভাবটা।

'কিছু তো নিশ্চয়ই করেন জীবনযাপনের জন্যে,' সুলারিও বললো, 'সেটাই জানতে চাইছিলাম, যদি আপনার বলতে আপত্তি না থাকে।'

'ব্যবসা আছে—পারিবারিক,' রানা বললো।

'আমি অন্য কথা ভাবছিলাম,' সুলারিও বললো। 'আপনারা দুজনই সাহসী। অ্যাগ্রেসিভ। মানসিক ভাবে অত্যন্ত শক্ত। সবচেয়ে বড় কথা, আমি টের পেয়েছি, দুর্ধর্ষ মানুষ আপনি—নিজেকে সাধারণ প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন, ভান করছেন।'

'আপনি কি আমার বিরুদ্ধে কোনরকম অভিযোগ করছেন?'

'না, তা ঠিক নয়,' সুলারিও বললো, 'আপনি ডুবুরী নন, অথচ ডেসকো ব্যবহার করলেন নিখুঁত। সমুদ্রের নিচে আপনার চলাচল চমৎকার, বোঝা যায়, আপনি অভ্যস্ত। আপনার স্ত্রী যেভাবে আঘাত করলেন শার্কটাকে...'

'ওটা ওর ভুল।'

'ভুলের চেয়ে বেশি করে যা চোখে পড়ে, তা হলো সাহস!' সুলারিও বললো, এবং নিখুঁত ভঙ্গি।'

'ব্যাখ্যা অন্য ভাবেও করা যায়,' রানা বললো। ও নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। মনস্তত্ত্বে বলে, অনেক মানুষ নিজের কাছেই নিজেকে জাহির করতে চায়। ঠিক বেঠিক চিন্তা না করে ক্রাইসিসের সময় এমন কিছু করে বসে যা আসলে শুধু তাকেই অভিভূত করছে। আমার ধারণা নেহায়েত ঝোঁকের বসেই কাজটা করে ফেলেছে ও।'

'আমার সঙ্গে যে কাজে নেমেছেন তাকে জাহির করা মনে করেন?' সুলারিও জিজ্ঞেস করলো শান্ত গলায়, 'অ্যাডভেঞ্চারের মোহে অথবা শুধু অভিভূত হয়ে করছেন? না, এটা করবেন না, মিস্টার মাসুদ রানা। কি করছেন, আপনাদের ভালভাবে জানা উচিত। হত্যা, আঘাত করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে তখনই আসে যখন তার অস্তিত্ব বিনাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়, অথবা যখন কোন আদর্শ তাকে অনুপ্রাণিত করে। উভয় ক্ষেত্রেই এটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার। অভিভূত হয়ে বা নিজের অজান্তে এসব ঘটে না। আপনারা এর মধ্যে কেন এলেন?'

'এ প্রশ্ন করার সময়টা বোধহয় একটু পেছনে ফেলে এসেছি,' রানা বললো। 'সত্যি বলতে কি, আপনাকে আমরাই প্রস্তাব দিয়েছি। এই বিপদের মধ্যে আমরাই জড়িয়েছি আপনাকে। কই, আমরা তো জানতে চাইছি না, কেন এলেন আপনি?'

'সেজন্যেই ভয়,' বললো সুলারিও। 'আপনাদের ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। জানি না ভুল করছি কিনা। আপনারা অসাধারণ মানুষ। আমি বদরাগী, ক্ষিপ্ত মানুষ। আমারটা হয়তো এক ধরনের ক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত। সঙ্গী হিসেবে আপনারাও এসেছেন উগ্র সিদ্ধান্ত নিয়েই। পিছিয়ে যাবার জন্যে নয়।'

'এ ছাড়া আমাদের আর কি পথ ছিল?' রানা জিজ্ঞেস করলো, 'বুকিত আমাদের ছাড়তো?'

কিছু বললো না সুলারিও। এখন সে অন্ধকার সমুদ্র দেখছে। হাতে গ্লাস।

রানা নিজের গ্লাসে কিছুটা রাম নিলো।

'ওহো!' সুলারিওর হঠাৎ মনে পড়লো, 'ট্যাঙ্ক—ট্যাঙ্ক দুটো ভরতে লাগবে।'

দুজন বাইরের টিন শেডে গেল। কমপ্রেশর চালু করে স্কুবা ট্যাঙ্ক দুটো জুড়ে দিলো তার সাথে।

রান্না ঘরে ফিরে এসে দেখলো ওরা। টেবিল গুছিয়ে ফেলেছে সোহানা। তিনটি প্লেট সাজিয়েছে।

সোহানা শাড়ি পড়েছে। সাদা শাড়ি, তাতে নানা রঙের সুতোর নকশা। অবাক চোখে সুলারিও দেখছে সোহানাকে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দোরগোড়ায়।

রানা পাশে দাঁড়িয়ে অনুভব করলো সোহানার গা থেকে আসছে ভেজা ভেজা গন্ধ। রানা বাংলায় বললো, 'আজ তোমাকে প্রথম দেখলে প্রথম দর্শনেই প্রেম

হতো।'

'বাহ্! এভাবে দেখোনি তুমি কোনদিন?'

'শার্কের পেটে ছোরা মারার পর দেখিনি,' রানা বললো। 'তুমি এই দৈত্যটাকে চমকে দিয়েছো।'

সুলারিও আবার দেখছে সমুদ্র। সোহানা সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'ও সত্যিই চমকে গেছে।'

'কেন?'

'পরে বলবো,' সোহানা ফ্রাইপ্যানের মাংস উল্টে পাল্টে দিলো। জিজ্ঞেস করলো সুলারিওর দিকে তাকিয়ে, 'কিসের মাংস?'

'বুনো গরু।'

ফ্রাইপ্যান নামিয়ে রাখলো সোহানা টেবিলে। ওরা খেতে বসলো। খেতে খেতে সোহানা অনুভব করলো দুটো চোখ তাকে দেখছে বার বার। চোখ দুটো রানার নয়।

খাওয়া শেষ করে সুলারিও আরো একটা ড্রিঙ্ক নিলো। সেটা শেষ করলো তাড়াহুড়ো করে। বললো, 'আমি একটু হেঁটে আসি। দেখি, সোলায়মানের দোকানেও যেতে পারি, খবর পাওয়া যাবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।'

দাঁড়ালো না সুলারিও। ওরা পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত গেল। অন্ধকারে দ্রুত হারিয়ে গেল সুলারিও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

'আমরা একা। সুলারিও বোধহয় হানিমুনারদের সুযোগ দিয়ে গেল।' রানা সোহানাকে কাছে টেনে নিলো।

সোহানা পড়ে রইলো রানার বুকে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ। 'জানো রানা, সুলারিওর অন্তরের খবর পেয়েছি।'

পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো সোহানা। কার্লোস বলেছিল দ্রুত ও সংক্ষেপে। সোহানা থেমে থেমে প্রতিটি ঘটনা অনুভব করে করে বললো। বলতে বলতে মাঝে মাঝে ভিজে গেল ওর চোখ।

শুনছে রানা। মনে পড়লো সোহানার বিষয়ে সুলারিও অতি-সচেতনতা। মনে পড়লো একটু আগের কথাগুলো। সুলারিও ভয় পেয়েছে। তাদের দুজনের ভেতর দেখছে নিজেকে ও সুরাইয়াকে। সুরাইয়াকে রক্ষা করতে পারেনি বেচারী, ভয় পাচ্ছে, রানার না আবার হারাতে হয় সোহানাকে। রানার পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলে ভাবতে শুরু করেছে সে ইতিমধ্যেই। ওর মত জ্বলুক আরেকজন, চায় না সেটা।

সোহানার কথা শেষ হলেও অনেকক্ষণ রানা কিছু বলতে পারলো না। শুধু কেন যেন বুকে জড়িয়ে নিলো সোহানাকে। আস্তে করে বললো, 'সোহানা, তোমাকে ভালবাসি।'

সোহানা চুপ।

সোহানার গালে হাত বুলাতে গিয়ে দেখলো, সোহানা কাঁদছে। কথা বললো না রানা। থমকে গেল।

দুজন ঘরে এলো।

বিছানায় শুয়ে দুজন খুব কাছাকাছি হলো। কিছু বললো না। শরীর নিয়ে পাগল হলো না এই প্রথম। নীরবতা ভাঙছে সাগরের ডাক। আর কমপ্রেশরের অস্পষ্ট গোঙানি। পরস্পরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

দুজনের কান খাড়া হয়ে আছে সুলারিওর অস্তিত্ব অনুভব করার জন্যে। সুলারিও ফিরলো না।

ঘুমিয়ে গেল সোহানা।

তন্দ্রা এসেছিল রানার। কিসের শব্দে যেন ঘুম ভাঙলো। প্রথমে মনে হলো কমপ্রেশর। না, গাড়ির শব্দ। সুলারিও ফিরলো?

গাড়িটা চলে গেল মৃদু শব্দ করে। রানা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছায়ার মত চলে যাচ্ছে একটা গাড়ি।

গাড়িটার সবকটা লাইট অফ কেন?

সুলারিও কোথায়?

পাঁচ

ঘুম ভাঙালো বাতাস। বাতাসে জানালার পর্দা ফেঁপে উঠছে, শব্দ হচ্ছে। সমুদ্র ডাকছে। বিশাল ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে পাথরে। তার শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে।

সোহানা ঘুমাচ্ছে পাশে, গুটিশুটি মেরে। অবাক হলো রানা। সোহানার হাত গোটানো। বুড়ো আঙ্গুলটা মুখে। শিশুর মত। ওকে এ ভঙ্গিতে ঘুমোতে এই প্রথম দেখলো। মৃদু হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। সোহানাও অসহায়, দুর্বল—ওরই মত। সবার মত। দেখতে দেখতে···রানা অনুভব করলো সোহানাকে কাছে টেনে নেবার তাগিদ। কিন্তু বাইরে রোদ।

উঠে পড়লো রানা।

আবার কাগজ পত্র নিয়ে বসেছে সুলারিও। রানা 'মর্নিং' বলে চা তৈরি করতে লাগলো। কিছু জিজ্ঞেস করলো না। বলার কিছু থাকলে সুলারিওই বলবে।

জানালাটা বন্ধ। মনে হয়, বাতাসে কাগজ পত্র এলোমেলো না হয়, সেজন্যে।

'জবর বাতাস উঠেছে,' সুলারিও বললো।

'হুঁ,' রানা চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, 'কিন্তু পানির নিচে অতটা অনুভব করা যাবে না।'

'করলেও উপায় নেই। আমাদের নামতেই হবে।'

ঘড়ি দেখলো রানা। ছ'টা ত্রিশ। জিজ্ঞেস করলো, 'ক'টায় বেরুবো?'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে।' সুলারিও কাগজ পত্র গুছিয়ে ফেললো, বললো, 'মিসেস রানাকে উঠতে হবে। খেতে হলে এরপর আর সম্ভব হবে না। অর্থাৎ সারাদিন রোজা।' কথা শেষ করেই সুলারিওর চোখ দরজায় আটকে গেল। কাল রাতের শাড়ি। একটু কুঁচকে গেছে, একটু এলোমেলো। মুখে পানি ছিটিয়ে এসেছে সোহানা।

'এক্সকিউজ মি,' সোহানা সুলারিওর থমকে যাওয়া লক্ষ করে বললো, 'এক কাপ চা নিয়েই চলে যাবো।'

'ওহ্, নো!' সুলারিও তাড়া দিল, 'এখনই কিছু খেয়ে রেডি হয়ে নিন। পরে আর খেতে পারবেন না।'

সোহানা টেবিলের পাঁউরুটিতে মাখন না নিয়েই কামড় দিল। রাতের মাংস গরম করা হয়েছে, তা থেকে দু'টুকরো তুলে নিলো। চায়ে চুমুক দিয়ে কাগজ পত্রের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নতুন কিছু পেলেন?'

'খুব বেশি না। পুরানো ডায়েরী, প্রতীক, নকশা, নাবিকদের কাহিনী।' সুলারিও বললো, 'সময়টা এবং পাত্র পাত্রী চিহ্নিত করেছি। এখন সমন্বয় ঘটাতে হবে ঘটনার—এর জন্যে সময় প্রয়োজন। সে সময় নেই আমাদের।'

'ঘটনা তো বর্তমান,' সোহানা বললো, 'আমরা পেয়েছি সী-ড্রাগন। এবং পেয়েও যেতে পারি অতীতের কোন এক স্প্যানিশ অথবা ডাচ জাহাজের সম্পদ। আর কি তথ্য দিয়ে অতীত আমাদের সহায়তা করতে পারে?'

'আমরা জলদস্যু অথবা লুটেরা নই!' খেপে গেল সুলারিও, 'অতীত বা ইতিহাস না জানতে চাইলে শুধু স্বর্ণদ্ধারের জন্যে ফোর্ট নক্সেই যেতাম। অতীতকে বাদ দিয়ে যেমন খুশি এগিয়ে যেতে পারলে আমিই সবচেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু মিসেস রানা, তা পারা যায় না।'

'পদ্মা' এগিয়ে চললো পশ্চিম দিকে। সমুদ্র অশান্ত। উত্তাল তরঙ্গে উঠছে, নামছে, দুলছে 'পদ্মা' বোট। পোর্ট বোর উপর জানালায় এসে পড়ছে উড়ন্ত জলকণা। ঝড়ো হাওয়া পানির ওপর দিয়ে হা হা করে ছুটে বেড়াচ্ছে। কুকুরটা পানির ঝাপটায় ছুটোছুটি করে একটা শুকনো আশ্রয় খুঁজে পেলো। বোট বেশি উত্তাল হলে সে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ককপিটে সুলারিওর দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও সোহানা। তিনজনের পরনে সাঁতারের পোশাক। এখানেও আসছে উড়ন্ত পানির ঝাপটা।

'এই পানিতে নামা সম্ভব?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা, রানাকেই।

উত্তর দিল সুলারিও, 'তা সম্ভব। আসল সমস্যা হচ্ছে প্রবাল প্রাচীরের ওপাশে বোট নেয়া। সেটাও তেমন অসুবিধে হবে না।'

'নোঙর যদি বোটকে ধরে রাখতে না পারে?'

'সবাই ডুবে মরবো!'

বীচ ক্লাবের কাছাকাছি এসে সুলারিও সৈকতের দিকে এগিয়ে নিলো বোটটা। দেখলো প্রবাল প্রাচীরের গায়ে কি প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পানি।

গতি কমালো সুলারিও। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরা। রানা হাত রাখলো হুইলে। স্রোত দেখলো, ঢেউয়ের প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করলো। বোট পিছিয়ে গেল ঢেউয়ের আঘাতে। এখন রানার হাতেই হুইল। শক্ত ভাবে ধরেছে। কোণাকুণি ভাবে প্রবাল প্রাচীরের একটা ফাঁক বাছাই করলো। অপেক্ষা করলো ঢেউয়ের। পেছন থেকে আসছে।

'স্পীড!' চেঁচিয়ে উঠলো রানা। বেড়ে গেল স্পীড। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল বোট প্রথম প্রাচীর। ডান দিকে হুইল ঘোরালো রানা যাতে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রাচীরে গিয়ে বোট আছড়ে না পড়ে—সরে গেল বেশ কিছুটা ডাইনে। আবার সোজা করলো। আর একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বেগে ডিঙিয়ে গেল দ্বিতীয় প্রাচীরও।

প্রাচীরের এপাশটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। রানার হাত হুইল থেকে আলগা হলো। সোহানা চেপে ধরে রয়েছে পাশের তাকের ব্র্যাকেট। হাসলো রানা।

লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিল সোহানা ব্র্যাকেট। হাসলো। 'ভয় পেয়েছিলাম তোমাকে হুইল ধরতে দেখে।'

'কেন, আমি কি নতুন?'

'না।' সোহানা আস্তে করে বললো, 'তুমি ভয় পেয়েছিলে, যার জন্যে নিজের হাতে ধরতে হলো হুইল, অন্যের ওপর নির্ভর করতে পারছিলে না।'

নির্ভর করলো না কার্লোসও। সৈকত থেকে বোট দেখতে পেয়েই ঝাঁপ দিল পানিতে। ছোট ঢেউ লাফিয়ে ডিঙিয়ে সাঁতরাতে শুরু করলো।

ওকে টেনে তুললো সুলারিও।

রানা আবার হুইল ধরেছে। এবার তৃতীয় প্রাচীর। একই ভাবে পেরিয়ে গেল ওরা তৃতীয় প্রাচীর।

'নোঙর?' কার্লোস জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ।'

'স্টার বোর্ড ও পোর্ট?'

'হ্যাঁ,' রানা চেঁচিয়ে বললো, 'আমি যখন বলবো। বোট বেসামাল উঠছে নামছে।'

বোটকে ঘুরিয়ে নিলো, ঢেউ হিসেব করে। এগোলো, চেঁচিয়ে বললো, 'স্টার বোর্ড!'

কার্লোস ফেললো নোঙর। কুণ্ডলী পাকানো রশি ছুটে বেরিয়ে গেল। বোট গতিহীন। নোঙরের রশিতে টান পড়লো। কার্লোস চেঁচিয়ে বললো, 'আটকে

গেছে!' রানা সামলে নিলো বোট। নোঙরের রশি আরো টান হলো। এবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'পোর্ট!'

পড়লো দ্বিতীয় নোঙর।

বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করলো সুলারিও। ঢেউ এসে পড়ছে থেমে থাকা বোটের গায়ে। বাতাসে শব্দ, ঢেউয়ের শব্দ।

ঠিক হলো, সোহানা আজ ওপরে থাকবে। নিচে নামবে কার্লোস। আজ পিস্তল নিয়ে এসেছে রানা। ওটা দিলো সোহানার হাতে। সোহানা আজ পরেছে হলুদ বিকিনি। বিকিনের ওপরই হোলস্টার বাঁধলো কোমরে। সুলারিও এগিয়ে দিল রাইফেলটা। বললো, 'লোডেড।'

ওরা তিনজনই আজ ব্যবহার করবে ডেসকো। নিচ থেকে সুলারিও বের করে আনলো তিনজোড়া হলুদ রঙের ওয়েট স্যুট, গ্লাভস। ছুঁড়ে দিলো রানা ও কার্লোসের দিকে। রানাকে বললো, 'পরে নিন। পাথর আঁকড়ে টিকে থাকতে হবে।'

তিনজনই নেমে গেল পানিতে। ওয়েট বেল্টে ওজন বাঁধলো দ্বিগুণ করে। নামার সঙ্গে সঙ্গেই কার্লোস বাড়ি খেলো বোটের গায়ে। রানা নিচে নেমে গেল। তিনজনের গতি তিন মুখো। অথচ তিনজনই একসঙ্গে থাকার চেষ্টা করছে। উপরের মত ঢেউ নেই নিচে। কিন্তু স্রোত রয়েছে। তাল ঠিক রাখতে দিচ্ছে না…রানার হাঁটু বালি স্পর্শ করলো, কিন্তু হড়কে গেল আরো কিছুদূর। ক্রলিং করে বালি খামচে ধরে ধরে কাছাকাছি হলো প্রবাল প্রাচীরের। উপরে তাকালো। আজ পানি অন্য দিনের মত স্বচ্ছ নয়। তবু বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। সুলারিওর বিশাল শরীরটা নেমে আসছে। হাতে দুটো ব্যাগ, এয়ার লিফট টিউব ও এয়ারগান।

প্রাচীরের কাছে বাধা পেয়ে তীব্র হয়ে উঠেছে স্রোত। রানাকে টেনে নিয়ে ফেললো প্রাচীরের গায়ে। মাথা বাঁচিয়ে পিঠ ঠেকালো রানা প্রাচীরে। চোখা হয়ে বেরিয়ে থাকা তীক্ষ্ণ কোরালের স্পর্শ পেয়েই ধরে ফেললো সেটা। হাতের গ্লাভস কাজে লাগছে। অদূরে উবু হয়ে বসেছে সুলারিও ও কার্লোস। স্রোত থেকে বেরুবার জন্যে প্রাচীরে পা বাধিয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে প্রবল বেগে ঝাঁপ দিল রানা সামনের দিকে। বালিতে পড়েই হাত পা গুটিয়ে নিল। 'এভাবে থাকলে স্রোত কম মনে হয়।'

সচল হলো এয়ার লিফট।

রানা ও কার্লোস ব্যাগে ভরছে অ্যাম্পূল। মুঠো মুঠো তুলছে আর ভরে চলেছে।

দেড় ঘন্টায় ছয় ব্যাগ ভরা হয়ে গেল। রানা দুটো দুটো করে তিনবার তুললো ব্যাগ ছটা। তিনবার উপরে উঠলো, চারবার নামলো।

সোহানা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েই রানার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে উপরে তুলে রাখলো, তারপর নিজে ওপরে উঠে অ্যাম্পূল ঢেলে রেখে ফেরত দিল ব্যাগ। দুবার

রানা প্ল্যাটফরমে দু'মিনিট করে বসেই নেমে গেল। প্রতিবার পানির ওপরে মাথা তুলেই দেখলো সোহানা তারই দিকে তাক করে রেখেছে রাইফেলটা। কোমরের হোলস্টারে ঝুলছে রানার ওয়ালথার পি পি কে। হলুদ বিকিনি পরনে, চোখে পিয়ের কার্ডিনের গগলস। শরীরে তড়িৎ ভঙ্গি। কোনরকম চান্স নিতে রাজি নয় সোহানা। একবার জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কিছু সন্দেহ করছো?'

'না।' সোহানা বললো।

আজ দূরের সী বীচেও কেউ নেই। চারদিকে শব্দ, তরঙ্গভঙ্গ। মনে হয় এত শব্দের মধ্যে কোন আত্মগোপনকারী, আততায়ী নিঃশব্দে উঠে আসতে পারে পানি থেকে। তাই সোহানার সাবধানতা। ও জানে, ওরই ওপর নির্ভর করছে পানির নিচে কর্মরত তিনজনের জীবন-মরণ।

'ফায়ার করতে হবে না,' রানা একটু আদর করলো তৃতীয়বার উপরে উঠে, 'তোমার কমব্যাট ড্রেস দেখলেই ভড়কে যাবে ব্যাটারা। যদি আসে, ওরা পানি দিয়ে আসবে—বড়জোর ছোরা বা হার্পুন থাকবে হাতে।'

কাজের সুবিধের জন্যে রানা নতুন ব্যাগ চাইলো। আরো দুটো এনে দিল সোহানা নিচ থেকে।

'কত অ্যাম্পূল হলো,' জানতে চাইলো রানা।

'গুনছি না। তবে প্রতি ব্যাগে আনুমানিক উঠছে হাজার দুই করে। ছয় ব্যাগে দশ এগারো হাজারের বেশিই আছে।'

পরবর্তী দুই ঘন্টায় রানা আরো বারো ব্যাগ তুললো বোটে। এখন ক্লান্তি লাগছে। বারবার ওঠানামায় ব্যথা করছে কান। বাঁ পায়ের পাতার রগে টান ধরেছে। ফ্লিপার লাগানো পা-ও চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। একবার প্ল্যাটফরমে পাঁচ মিনিট বসলো হেলান দিয়ে। মনে হলো আর সে নামতে পারবে না। ইচ্ছে করছে না কিন্তু নেমে গেল। কার্লোস এখন এক জায়গায় টাল করে রাখছে অ্যাম্পূল। রানা ব্যাগে ভরছে আর উপরে তুলছে। আটটা ব্যাগ ভরে দাঁড়াতে যাবে—তখনই স্রোত এসে তাকে এক ধাক্কায় নিয়ে গেল প্রাচীরের কাছে। তাকিয়ে দেখলো, স্রোতে তার চেয়েও দ্রুত বেগে ছিটকে গেছে কার্লোস। নিচের বালিতে পড়তে চাইলো রানা। পারলো না, স্রোতের ঠেলায় উপরে উঠে গেল। প্রাচীরের গায়ে হাঁটু ঘষে গেল। মাথা বাঁচাবার জন্যে ঘুরে যেতেই লাগলো পিঠ। ঘাড়ের পেশী শক্ত করে রাখলো—মাথা যেন ঠুকে না যায়। ধরলো বড় রকমের একটা পাথরের চাঁই। আটকে থাকতে চাইলো। কিন্তু তার ওজন রাখতে পারলো না পাথরটা। খসে গেল। নিচে পড়লো অন্য পাথরে। আরো কিছু পাথর ছিটকে গেল এদিক ওদিক। কিন্তু রানা নিজেকে আটকে দিতে পারলো একটা পাথরের তাকে। স্রোত কমে এলো। শুয়ে রইলো রানা—তাকটা বেশ প্রশস্ত, ভালোই লাগছে ওর শুয়ে থাকতে।

মনে পড়লো সঙ্গীদের কথা। উঠে বসলো। দেখলোঃ সুলারিও ডাকছে নিচে। বেশ উপরে উঠে এসেছে রানা। সূর্যের আলো এখানে অনেক উজ্জ্বল। সুলারিওর

মাথার পেছন থেকে ডেসকো পাইপ চলে গেছে নিচু হয়ে ওপাশ দিয়ে উপরে। আর একটা পাইপ অনুসরণ করে দেখলো—তার সোজাসুজি নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্লোস। পাথরের গায়ে কি যেন দেখছে খুব মনোযোগ দিয়ে। নেমে গেল রানা। দাঁড়ালো গিয়ে কার্লোসের পাশে। কাঁধে স্পর্শ করতেই ফিরে তাকালো বুড়ো। রানাকে ইশারায় বললো অপেক্ষা করতে। আঙ্গুল দিয়ে উপরটা দেখালো। বোধহয় সূর্য। উপরে মেঘ রোদ্দুরের খেলা।

আলো ফুটে উঠলো। অন্ধকার গহ্বরে একটা তির্যক আলো পড়লো। দেখলো রানা। দেড় ফুটের মত গভীর হবে গহ্বরটা। তির্যক আলোয় চকচক করে উঠেছে কিছু।

আবার অন্ধকার।

মেঘ রোদের খেলা চলেছে আকাশে।…অন্ধকার হয়ে এলে ধূসর দেখায় বালি। আবার অপেক্ষা করে রইলো ওরা আলোর জন্যে। মেঘটা সরে যাচ্ছে।…আলো ফুটে উঠতেই আবার চকচক করে উঠলো ভেতরটা। সমুদ্রের সচল কিছু নয়। স্থির, চকচকে ধাতব কিছু পদার্থ।

সরিয়ে দিলো রানা কার্লোসকে। হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। হাতটা খুঁজে বেড়ালো কিছু ধরার জন্যে। কিন্তু হাতে কিছুই ঠেকছে না।

রানা খুঁজছে মনোযোগ দিয়ে। পাশে এসে দাঁড়ালো সুলারিও। রানার কাঁধে টোকা দিল। তাকাতেই ইশারা করলো সুলারিও হাত বের করতে। সে দেখতে চায়। উত্তর দিল না রানা। হঠাৎ তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। চোয়াল আলগা হয়ে খুলে গেল মুখ। ডেসকো মুখোশের ভেতর চেঁচিয়ে উঠলো রানা। শব্দ নয়, বুদবুদ বেরুলো মুখোশ থেকে। হাত টেনে আনতে গেল। পারলো না। ভেতর থেকে কেউ টেনে রেখেছে।

সময় নিলো রানা কয়েক সেকেণ্ড। সুলারিও ইশারায় জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে। উত্তর দিল না রানা। আত্মনিমগ্ন। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো রানার, চোখ অন্ধকার গহ্বরে। অন্য হাতে ধরলো পাথরের বাড়তি অংশ। আবার টান দিল হাত। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে রানার। দাঁতে দাঁত চাপা। সারা মুখে ব্যথার ছাপ।

টানে হাত বেরিয়ে এলো বটে, সঙ্গে উঠে এলো সবুজ মসৃণ এক মোড়ে ঈল। ঈলের দাঁত বসে আছে বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর মধ্যবর্তী নরম মাংসে। রবার গ্লাভ ভেদ করে বিঁধে আছে তীক্ষ্ণ দাঁত। আবার হাত ঝটকা দিল রানা। ছাড়লো না ঈল, কিন্তু বের হয়ে এলো আরো দুই ফুট। পাথর ধরে রাখা হাতটাকে ছেড়ে দিল রানা। ধরলো ঈলের মাথার পেছনটা। চাপ দিল সমস্ত শক্তি দিয়ে। ঈল আর পাথরে আটকে থাকতে পারলো না। বের হয়ে এলো আশ্রয় ছেড়ে। শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে পেশী সঙ্কুচিত করলো, মুহূর্তে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেললো শরীর। নোঙরে পরিণত করলো কুণ্ডলীকে। মাথা টেনে নিচ্ছে রানার হাত সহ। রানা বাম হাতে আবার ধরলো পাথর। হাতটা টেনে নিচ্ছে ঈল কুণ্ডলীর ভেতর। বাঁ হাত দিয়ে

কুণ্ডলীর একাংশ ধরতে চাইলো রানা আবার—পিছল, মসৃণ। আঘাত করলো, কোন সাড়া নেই। বরং কামড় দিয়ে ধরা অংশটা বাঁকা দাঁতের চাপে চলে যাচ্ছে ভেতরে, একটু একটু করে। মাথা ঝিমঝিম করছে রানার প্রচণ্ড ব্যথায়।...হাতটা ছুটে গেছে দাঁত থেকে। হাত টানতে গিয়ে মনে হলো অবশ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে ঈল। দেখলো রবার গ্লাভের অংশটা অর্ধ চন্দ্রাকারে কেটে নিয়েছে। এক টুকরো রক্তমাখা চামড়া ঝুলছে। সবুজ রক্ত উছলে পড়ে মিশে যাচ্ছে সাগরের পানিতে। ধাক্কা মেরে রানাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো সুলারিও।

কুণ্ডলী খুলছে মোরে ঈল। সাঁৎ করে মাথা বাড়িয়ে দিল রানার বুকের দিকে। পাশে সরে গিয়ে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে বাম হাতে কারাতের কোপ মারলো রানা ঈলের মাথায়। ইঞ্চি ছয়েক নিচে লাগলো আঘাতটা। মাথা ঝুঁকে পড়লো ঈলের। চোয়াল আলগা হয়ে গেছে। হাঁ করলো। মাথাটা এপাশ ওপাশ করে খুঁজছে হিংস্র দাঁতে কামড়ে ধরার মত কিছু। এবার ক্ষিপ্ত রানা আহত হাতেই চেপে ধরলো ঈলের মাথা। বাধা দিতে চেয়েছিল সুলারিও। কিন্তু রানা যখন মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরলো তখন সেও ধরলো আরো কিছুটা নিচে। আবারও কুণ্ডলী পাকাতে চেষ্টা করলো মোরে ঈল। কিন্তু প্রচণ্ড জোরে মাথাটা ঠুকে দিলো রানা পাথরে। নেতিয়ে গেল মাথাটা। সুলারিও এক ঝটকায় আবার পুরো মাথাটা ঘুরিয়ে আছাড় মারলো পাথরে। এবার থেঁতলে গেল মাথাটা। দুবার শরীরটা পাকালো সুলারিওর হাতে। তারপর আর নড়লো না।

পানিতে ছেড়ে দিলো ওরা মরা মোরে ঈলটাকে। ভাসতে ভাসতে বালিতে পড়লো ঈলের প্রাণহীন দেহ। রানা আন্দাজ করলো কাল সন্ধের সেই ঈলটার অর্ধেক হবে এটা।

শিউরে উঠলো রানা।

এবার গহ্বরে হাত দিল সুলারিও। ওর হাত রানার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা। আস্তে আস্তে ভেতরে চলে গেল পুরো হাত। পাথরে স্পর্শ করলো তার কাঁধ। গোটা গহ্বরে হাতড়ে ফিরছে সুলারিওর হাত। মুখ দেখে বোঝা যায় হাতে কিছুই স্পর্শ করছে না। ঈলের চাপে সরে গেছে বোধহয় চকচকে জিনিসটা।

রানার হাতের ব্যথাটা বিস্তার লাভ করছে। ব্যথার তীব্রতা বাড়ছে ক্রমে। কিন্তু উপরে উঠলো না। দেখতে চায় কি উঠে আসে সুলারিওর হাতে।

বের করে আনলো সুলারিও হাতটা, মেলে ধরলো। একটা সোনার মূর্তি। ইঞ্চি ছয়েক লম্বা। মুখোশে সুলারিওর বিকশিত দাঁত। হাসছে। রানার হাতে দিয়ে উপরে ওঠার ইঙ্গিত করে গুটিয়ে নিলো এয়ার লিফট।

তিনজন উপরে উঠলো। তিনজনই যেন ভুলে গেল ছড়িয়ে থাকা ব্যাগ আর অ্যাম্পূলের কথা।

ডাইভিং প্ল্যাটফরমে উঠে বসলো রানা। সোহানা রাইফেল নামালো—স্ট্র্যাপ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো। ঝুঁকে পড়লো রানার দিকে।

'দেরি করলে যে?'

ডান হাতটা মেলে ধরলো রানা। রক্তমাখা সোনার মূর্তিটা ঝলমল করে উঠলো রোদ লেগে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সোহানার চোখ। কিন্তু···

'রক্ত···কার রক্ত?'

উঠে এলো সুলারিও। উঁচু করে ধরলো তার এয়ারগান। উত্তরের অপেক্ষা না করে, সোহানা ধরলো এয়ারগানটা, টেনে তুললো ওপরে।

'আগে ফার্স্ট এইড বক্স,' সুলারিও চেঁচিয়ে বললো। বোটে উঠে রানাকে সাহায্য করলো উঠতে। নিয়ে এলো স্টিয়ারিং হুইলের তাক থেকে ফার্স্ট এইড বক্স।

সোহানা দেখেছে ক্ষতটা। শিউরে উঠলো। কি করবে বুঝলো না। সুলারিও বললো, 'হাতের গ্লাভটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে। নইলে হাতটা যেতো আজ। এখন বিপদ হচ্ছেঃ ঈলের দাঁত বিষাক্ত।'

তুলোয় পাউডার জাতীয় কি লাগিয়ে পাফ করলো ক্ষতে।

'কি দিচ্ছেন?' জানতে চাইলো সোহানা।

'সালফা।' সোহানাকে দেখে বললো, 'পিস্তলওয়ালী, নার্ভাস হবার কিছু নেই। আপনার স্বামী দেবতাটি অত্যন্ত বিপদজনক মানুষ। এসব ওর কাছে কিছু নয়। নিন, ব্যাণ্ডেজ করে দিন।'

সোহানা ব্যাণ্ডেজ করতে লাগলো। সুলারিও মূর্তিটা নিলো কার্লোসের হাত থেকে। দেখলো মনোযোগ দিয়ে। বললো, 'খবরের হেডিং হবে!'

কার্লোস নিলো আবার। দেখলো অনেকক্ষণ ধরে। তার চোখে পানি। বললো, 'হায় যীশু! এত বছর পর—আমার এসব দিয়ে এখন কি হবে? বউটা অপেক্ষা করতে করতে চলে গেল। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানি না। ছেলেমেয়েগুলো কুকুরের বাচ্চার মত···' আর কথা বেরোলো না ওর মুখ দিয়ে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। হাতটা রাখলো রানা সোহানার কাঁধে। দেখলো কার্লোসকে। কার্লোস মূর্তিটা দিল রানার হাতে—সাবধানে। হাসলো। 'চোখের পানি দিয়ে আমাকে বিচার করবেন না। গোটা পেনাং দ্বীপের সবচেয়ে ফুর্তিবাজ লোক এই কার্লোস!'

রানা মূর্তিটা দিলো সোহানাকে। এবার সোহানা দেখলো ভাল করে। বললো, 'কি সুন্দর!'

'হ্যাঁ, সুন্দর!' সুলারিও বললো, 'কিন্তু শুধু সুন্দরই নয়। পা ও হাতে গাঁথা পেরেকগুলো লাল রুবির। এইখানেই সমস্যা দেখা দেবে, দেখা দেবে ঐতিহাসিক সংকট। স্প্যানিশরা রুবির ব্যবহার করতো না। তাদের প্রিয় ছিলো পান্না। সবুজ হচ্ছে অনুসন্ধিৎসার প্রতীক। রুবির কদর বাড়ে এই সেদিন—অষ্টাদশ শতকে, তাও শুধু রাজারাই ব্যবহার করতেন। আর একটা অ-স্প্যানিশ বিষয় হলো এর পাথর বসানো ও নির্মাণ পদ্ধতি।'

'কেন?' সোহানা আগ্রহ বোধ করছে।

'এটা ঢালাই করা হয়েছে কয়েক ভাগে। কিন্তু পিন বা আংটা ব্যবহার করা হয়নি। এটা তৈরি হয়েছে জিগস প্যাটার্নে। অর্থাৎ যদি আপনি সঠিকভাবে বসাতে পারেন, প্রত্যেকটি অংশ তবেই জোড়া লাগবে, অন্যথায় নয়।' সোহানার হাতে দিল মূর্তিটা, বললো, 'ভালো করে দেখুন, সূক্ষ্ম রেখা দেখবেন, যেখানে জোড়া লেগেছে। এটারও মালিক দেখা যাচ্ছে E. F.…এই E. F. ভদ্রলোক হয় ছিলেন খুবই বড়লোক, নয়তো তাঁর প্রিয় কেউ ছিল বড়লোক।'

সুলারিও আবার নামলো ডাইভিং প্ল্যাটফরমে। ডাক দিলো কার্লোসকে, বললো, 'আমরা দুজন গিয়ে বাকি ব্যাগগুলো নিয়ে আসছি। আজকে এখানেই ছুটি। রাতে নামবো আবার।' রানাকে বললো, 'আপনি ছুটি পাবেন রাতে। হাতটা শুকনো রাখতে হবে। আপনি পিস্তলওয়ালীকে গার্ড দেবেন।'

সুলারিও ও কার্লোস বাকি ব্যাগ ভরা অ্যাম্পূলগুলো তুলে আনলো দুইবারে। নোঙর তুলে বীচের দিকে চললো বোট। কার্লোসকে নামাতে হবে।

'আমি তোমার সঙ্গেই থাকি,' কার্লোস বললো, 'অ্যাম্পূলগুলো পানিতে নামাবে কে? মিস্টার ও মিসেস রানার একজনের হাত নেই, অন্যজনের নাক। একা পারবে?'

'তুমি বিশ্রাম করো গিয়ে,' সুলারিও বললো। 'আমি সোলায়মানকে ডেকে নেবো সঙ্গে।'

'সোলায়মান?' অবাক হলো কার্লোস। বললো, 'তুমি বিশ্বাস করো ওকে?'

'টাকা পয়সার ব্যাপারে ও একটা কসাই,' সুলারিও বললো, 'কিন্তু আমার সঙ্গে বেঈমানী করবে না। বালিকের লোক। তা ছাড়া আমার কাজিন।'

'কিন্তু…' কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল কার্লোস। বললো, 'ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বোঝ।'

বোট থামার আগেই রেডি হলো কার্লোস। বললো, 'আর না গেলেও চলবে। এটুকু সাঁতরে মেরে দেবো। এই বাতাসে বীচের দিকে বোট নেয়া ঠিক হবে না।'

'আমরা সন্ধ্যার আগেই আসবো,' সুলারিও বললো।

'কটা?'

'ছটা।'

'আমি এখানে থাকবো সাড়ে পাঁচটা থেকে।' ঝাঁপ দিল কার্লোস। এখন পরনে ওয়েটস্যুট নেই। খালি গা। ছেঁড়া ডেনিমের হাফপ্যান্ট।

বোট ঘুরে ছুটে চললো বালির দ্বীপের দিকে। অ্যাম্পূলগুলো পলিথিন ব্যাগে ভরে ভরে ভালো করে মুখ বেঁধে রাখছে সোহানা। রানা বসে আছে পাশে। ব্যাগগুলো হিসেব করে বললো, 'আজ তোলা হয়েছে চল্লিশ হাজারের মত। অর্থাৎ মোট হলো…সব মিলিয়ে একান্ন হাজার। মানে প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। খুবই কম। এই হারে তুলতে থাকলে আরও অন্তত চার দিন লাগবে সব তুলতে। আরও বেশি লাগতে পারে, কারণ শেষের দিকে সময় লাগবে বেশি, কিন্তু অ্যাম্পূল উঠবে

কম—খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। আমার তো মনে হচ্ছে আরও সাত দিনের…'

'সাতদিন সময় আমাদের নেই,' সুলারিও বললো।

'তাহলে?' রানা বললো, 'না তুলে নষ্ট করা যায় না?'

'যায়।' সুলারিও হুইল ধরে আছে শক্ত করে। বাতাস কমলেও এখনো প্রচুর বেগ। বললো, 'উড়িয়ে দেয়া যায়। কিন্তু তাহলে সোনার আড়ত রক্ষা পাবে না। সেটাও উড়ে যাবে। ইতিহাস উড়ে যাবে।'

ইতিহাস না সোনা, কোনটা বড় এই মুহূর্তে? অ্যাম্পূল নষ্ট করা, না বুকিতকে ধ্বংস করা? উত্তর খুঁজলো না রানা। অকারণে হাসলো।

'হাসছো যে?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'এমনি।'

লাঞ্চের পর আদম সুলারিও বেরিয়ে গেল সোলায়মানকে খবর দিতে। সোহানা বেসিনে প্লেটগুলো ধুয়ে তুলছে। রানা বসেছে জানালার কাছে। সমুদ্রের হাওয়া কমছে না। কমার কোন লক্ষণ নেই।

পাশে এসে দাঁড়ালো সোহানা কাজ শেষ করে। বাম হাতে ওর কোমর বেষ্টন করলো রানা। সাগর থেকে ফিরে শাওয়ার নিয়েছে। গায়ে জড়িয়েছে শুধু ড্রেসিং গাউন। সাবানের চেনা গন্ধ মিশেছে অনেক চেনা গায়ের গন্ধের সঙ্গে। নেশা ছড়ায় রানার রক্তে। এ ঘোরটা চমৎকার লাগে। চোখ বুজে অনুভব করে সোহানার উপস্থিতি, স্পর্শ, গন্ধ…। হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো। সোহানা তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে টলমল করছে দুফোঁটা পানি।

'কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

'কাঁদছো কেন?'

'না…কাঁদছি না।'

'চোখে পানি?' রানা বললো, 'কালও কাঁদছিলে!'

'ও এমনি।' দাঁড়িয়েই রানার মাথাটা বুকে টেনে রাখলো। চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর যেন নিজের মনেই বলে চললো, 'আজ এতো ভয় পেয়েছিলাম তোমার হাত দেখে। আর যখন একা বসেছিলাম বোটে, তখনও মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিলো পাহাড়ের ওপর থেকে কেউ যদি লং রেঞ্জ রাইফেল দিয়ে মেরে ফেলে! জানো, শুনলে তুমি হাসবে, এখন সেকথা মনে করেই পানি এসে গেল চোখে। মনে হলো তখনই মরে গেলে এখন তোমাকে দেখতে পেতাম না। ভাগ্যিস মরিনি!'

রানা হাসলো।

'হাসি নয়। সত্যি কথা বলবে?…আমি মরে গেলে তুমি কি করবে?'

কি বলবে ভেবে পেলো না রানা। শুধু আরো কাছে টানলো সোহানাকে।

'ভেবে দেখো তো সুলারিওর কথা,' সোহানা বললো, 'কতদিন হয়ে গেল— স্মৃতি বহন করে চলেছে। জানো, আমি সুলারিওর দুঃখটা বুঝতে চেষ্টা করছি গতকাল থেকে। কিসের এতো দুঃখ, কেন এ নির্জনতা, কেন এতো আক্রোশ। জানতে চাই কে ছিল সেই সুরাইয়া, কেমন ছিল। আমার মত ছিল কি? অথবা আমার চেয়ে কতটা ভিন্ন ছিল?'

রানাকে ছেড়ে সোহানা দাঁড়িয়েছে জানালায়। দেখছে সমুদ্র। রানার কাছে অদ্ভুত লাগে সোহানাকে।

'রানা,' ঘুরে দাঁড়িয়েছে সোহানা, 'আমি মরে গেলে তুমি কি করবে আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।'

'তুমি মরছো না, আমিও কিছু করছি না,' উঠে দাঁড়ালো রানা। খেপে গেছে সে। 'সুরাইয়াকে মেরেছে অসতর্ক অবস্থায়, সোহানাকে পারবে না। সুরাইয়াকে মেরে ক্ষতি হয়েছিল তাদের, সোহানাকে মারলে সর্বনাশ হবে।'

ছয়

সুলারিওর সাড়া পাওয়া গেল। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে কিচেনে। উঠে পড়লো রানা। সুইমিং প্যান্টটা পরেই বেরিয়ে এলো। এখানে এসে এই প্যান্টই পরছে সে। কতদিন জুতো পায়ে দেয়া হয় না। অদ্ভুত এই জীবন।

কথা বলছে সুলারিও সোলায়মানের সঙ্গে। সুলারিও গুছিয়ে নিচ্ছে বেরিয়ে পড়ার জন্যে। রানাকে দেখে বললো, 'আমি সোলায়মানকে নিয়ে অ্যাম্পূলগুলো পুঁতে রেখে আসি। আপনি যাবেন?'

'যাওয়া যেতে পারে,' বললো রানা।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ডকে গেল। অ্যাম্পূল দেখে কপালে উঠলো সোলায়মানের চোখ। বললো, 'এতো!'

'এটুকুই তুলেছি,' সুলারিও বললো, 'এর পাঁচগুণ আছে বালির নিচে?'

'কত আছে?' সোলায়মান জিজ্ঞেস করলো।

'যতই থাকুক, তাতে তোমার কি?' ধমক দিল সুলারিও, 'তুমি তোমার কাজ করো।'

প্যান্ট খুলতেই বিটকেল চেহারা হলো সোলায়মানের। বিশাল ভুঁড়ি উপচে পড়ছে ছোট সুইমিং প্যান্টের ওপর দিয়ে। সুলারিও ওয়েটস্যুট পরলো। কিন্তু সোলায়মান কিছুই পরলো না। ওয়েট বেল্ট ফ্লিপার—কিছুই না। শুধু অক্সিজেন ট্যাঙ্ক আর মাস্ক পরে ধড়াশ করে পড়লো পানিতে।

ঘন্টাখানেক লাগলো সবগুলো অ্যাম্পূল নিচে রেখে আসতে। রানা পানিতে নামিয়ে দিল ব্যাগগুলো বাম হাতে।

উঠে এসে সুলারিও থাবড়ে দিল সোলায়মানের পিঠ। বললো 'তুমি একটা শুয়োর বিশেষ।' রানাকে বললো, 'পানিতে নামলো দশ বছর পর, কিন্তু কাজ করলো পাক্কা ডুবুরীর মত। শক্ত কাজ হলেই ওকে ডাকতাম আগে। ওর গায়ে দশ ঘোড়ার শক্তি আছে। এতো চর্বি যে শীতও লাগে না।'

'কিন্তু এতো দিন পর পানিতে নামলো কেন?'

'ডলার। একঘন্টায় পঞ্চাশ মালয়েশিয়ান ডলার পাচ্ছে—কম না।' সুলারিও ওয়েটস্যুট খুলে রাখলো, 'কম পয়সায় লোক পাওয়া যায়, কিন্তু এই শুয়োরটার মতো কেউ নয়। তা ছাড়া এসব কাজে নিজের লোক ছাড়া বিশ্বাস করা যায় না।'

বাড়ি ফিরে সুলারিও দুটো গ্লাস বের করে রাম ঢাললো। রানা গেল শোবার ঘরে। সোহানা ঘুমাচ্ছে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আড়মোড়া ভাঙলো। চোখ মেলে তাকালো। আবার চোখ বন্ধ করলো। তন্দ্রার ঘোর কাটেনি।

চলে এলো রানা—কিচেনে।

সকালে পাওয়া যীশুর মূর্তিটা সুলারিওর সামনে। রানাকে দেখে বললো, 'এটা তৈরি করেছে ডাচ-ইহুদী কারিগর।'

'কিন্তু যদি গার্সিয়া জাহাজের হয়ে থাকে তবে তো হওয়া উচিত স্প্যানিশদের।'

'মালিক স্প্যানিশ হতে পারে,' সুলারিও বললো, 'স্প্যানিশ রাজপরিবারের জুয়েলারী তৈরি করতো সে সময়ে ডাচ কারিগররা। স্প্যানিশ বা ফিলিপিনো কারিগররা এ ধরনের কাজ জানতো না। আমার মনে হয় আমরা বেশ বড় রকমের ঐতিহাসিক নমুনার অনুসন্ধান পেয়েছি।'

'যেমন?'

'এটা মালয়েশিয়ার কোন অংশে তৈরি হতে পারে। এখানে ডাচরা থাকতো, থাকতো তাদের ইহুদী কারিগর।' সুলারিও বললো, 'এটা এখনো অনুমান। আমাকে আবার বই ঘাঁটতে হবে।'

সোহানা 'হ্যালো' বলে কিচেনে এলো। বললো, 'এ বিষয়ে আমি সাহায্য করতে পারি?'

'না আমি আজ রাতে সমুদ্র থেকে ফিরে এসে বসবো স্প্যানিশ রাজ-পরিবারের তালিকা নিয়ে। এ বিষয়ে আমার কিছু পড়াশুনা আছে। ডকুমেন্টগুলো আগেও দেখেছি। আমি বেশি তাড়াতাড়ি বের করতে পারবো।' সুলারিও মূর্তিটি এগিয়ে দিলো সোহানার দিকে। বললো, 'বরং দেখুন কি ভাবে এই মূর্তির জোড়গুলো খোলা যায়।'

'ডক্যুমেন্ট থেকে বের করবেন E. F এই দু' অক্ষরের পরিচয়?' রানা জানতে চাইলো

'হ্যাঁ।' সুলারিও বললো, 'এর পরিচয় বের করতে পারলে কাজ সহজ হয়ে

যাবে।'

সোহানা নামিয়ে রাখলো মূর্তিটা। বললো, 'এটা করতে হলে মনোযোগ এবং সময় দরকার।'

'হ্যাঁ,' সুলারিও বললো, 'আপনারা বরং আরো আধ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে রেডি হতে শুরু করুন। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছবো আমরা প্রবাল প্রাচীরে।'

বাতাস সরে গেছে উত্তরে। এদিকের বাতাসটাকে ঝড় নয়, বলা যায় বায়ু প্রবাহ। বিকেলের আলোয় প্রবাল প্রাচীরের ফাঁক পেরিয়ে গেল বোট।

রানা বোটের নিচে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর উঠে এলো পাতলা রবারের ডাক্তারী গ্লাভস আর কিছু ইলাস্টিক ব্যাণ্ড নিয়ে। দাঁড়ালো বোটের ধারে। ছুরি দিয়ে কেটে ফেললো একটা গ্লাভের আঙ্গুলগুলো। দিলো সোহানাকে। সোহানা যত্নের সাথে আঙ্গুল কাটা দস্তানাটা পরিয়ে দিলো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে। কব্জি ও আঙ্গুলে ইলাস্টিক টেপ লাগিয়ে তার উপর পরলো স্কুবা গ্লাভস। সুলারিওকে দেখালো, 'আর পানি লাগার সম্ভাবনা নেই।'

'আপনি পানিতে নামতে চান?' সুলারিও বললো, 'আপনি না হয় উপরে থাকতেন; মিসেস রানা, কার্লোস আর আমি নিচে নামতাম।'

'আমিই নামবো,' রানা হাতের আঙ্গুল গুটালো। পুরো বন্ধ করা যায় না। কিন্তু কাজ চলবে। বললো, 'অসুবিধে হবে না।'

বোট থামলো বীচের কাছে। কিন্তু কার্লোস যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে আজ সেখানে নেই। ওরা অপেক্ষা করলো দশ মিনিট। তারপর বোট যত দূর সম্ভব বীচের কাছাকাছি নিলো। বীচ ফাঁকা। বাতাস কম, বিকেলের রোদে ভিড় হবার কথা, কিন্তু একেবারে জনশূন্য বীচ। আর একটু এগিয়েই দেখা গেল দূরে বোট ক্লাবের পাশে খাড়া পাহাড়ের সানুতে মানুষের জটলা। ভিড়।

'কার্লোস তো দেরি করার লোক না!' সুলারিও চিন্তিত।

'ভিড় কেন?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

'পুলিস কোন কাজ পায় না। হয়তো কোন ন্যাংটো মেয়েছেলে ধরেছে, রোদ পোহাচ্ছিলো কাপড় খুলে।' সুলারিও বললো, 'বুড়ো নিশ্চয়ই ন্যাংটো মেয়েছেলে দেখছে, আর পুলিসের সঙ্গে ন্যাংটোর স্বপক্ষে তর্ক জুড়েছে।'

বোট থামলো। সুলারিও বললো, 'আজ কার্লোস ছাড়া চলবে না। নিচে তিনজন লাগবেই। ওকে ডেকে আনা দরকার। আমি নামতে চাই না এই বীচে। দেখলেই চেনাজানারা এক লাখ প্রশ্ন করবে। মিসেস রানা, যেতে পারবেন?'

'ও. কে!' সোহানার পরনে জিনস শার্ট-প্যান্ট। তার নিচে সুইমস্যুট আছে। প্যান্টের চেন নামালো। হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে পা বের করে নিল প্যান্ট থেকে। শার্টটা খুলে ছুঁড়ে দিলো কেবিনের জানালায়। প্যান্টটাও রাখলো তুলে। লাফ দিয়ে গানেল ডিঙিয়ে দাঁড়ালো গিয়ে ডাইভিং প্ল্যাটফরমে। ডাইভ দিলো না। জানে না

পানির উচ্চতা কত। আস্তে নেমে গেল। না, বেশ পানি। রানাকে হাত নেড়ে সাঁতার শুরু করলো। পেছন থেকে ঢেউ তাকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে তুমুল বেগে, আবার পিছ-টানে ফেরত নিয়ে আসছে কিছুটা। কার্লোসের মত অতটা না হলেও বেশ তাড়াতাড়িই এগোচ্ছে। হঠাৎ পায়ে ঠেকলো বালি। উঠে দাঁড়ালো। এখানে কোমর পানি। এবার হেঁটে এগোলো। ঢেউ এখানে যখন সামনে ঠেলছে—তখন গা ভাসিয়ে দিচ্ছে সোহানা, পিছ টানের সময় স্লো মোশন দৌড়ের মত এগোচ্ছে সামনে।

শুকনো বালিতে উঠে হাত নাড়লো বোটের দিকে। হেঁটে চললো ভিড় লক্ষ করে। কিছুটা দৌড়ালো। আবার হাঁটছে। সন্ধ্যা নামবে একটু পরেই। পশ্চিম সাগরে সুলারিওর বোট ছুঁই ছুঁই করছে লাল গোলাকার সূর্যটা। টকটকে লাল। পানিতে, বালিতে লালের ছোপ। ভিড়ের কাছে পৌঁছে এক বিদেশী দম্পতিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?'

'আত্মহত্যা করেছে একজন। পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে—' পুরুষটি বললো, 'ডোন্ট গো দেয়ার, ইটস হরিবল!'

ধ্বক করে উঠলো সোহানার বুকের ভেতরটা। কার্লোসের মুখটা ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। কার্লোস? পাগলের মত ভিড় ঠেলে এগোলো সে সামনে।

ভিড় থেকে চোদ্দ পনেরো ফুট দূরে পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহটা। একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ছেঁড়া ডেনিমের হাফ প্যান্ট, মাথা ভরা পাকা চুল। চেনা যায়।

কার্লোস সোর্ডি!

ইটালিয়ান বালক, জাহাজে চেপেছিল সেই কবে! পৃথিবীটা ঘুরে বেড়াতো। চাকুরি নিতো দেশ-বিদেশের জাহাজে। তারপর এলো সী ড্রাগনে। একা বেঁচেছিল—ছত্রিশ বছর ধরে সমুদ্রতীরে রয়ে গেছে, আটকে গেছে মোহজালে, চলে যেতে পারেনি সী-ড্রাগন ছেড়ে। ড্রাগন স্পটে পড়ে রয়েছে তার প্রাণহীন দেহটা।

এক পা এগিয়ে থেমে গেল সোহানা। আর কি হবে এগিয়ে? উপরে তাকালো—পাহাড় উঠে গেছে, মাথার উপরে খাড়া। গায়ে এবড়োখেবড়ো পাথর, শেওলার সবুজ, কোথাও গুল্মলতা। তার উপরে আকাশ। দেখলো, কার্লোস তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। বিস্ফারিত চোখ। মুখটা সামান্য কাত। ডান চোখের কোণ দিয়ে ফেটে বেরিয়েছে রক্ত।

'সেলাম, মেম সাব!' হিন্দুস্থানী উচ্চারণে কে যেন বললো পেছন থেকে। ফিরে তাকালো সোহানা। হাবিব। মৃদু হাসছে হাবিব। পরনে খাটো সাঁতারের পোশাক। বুকের উপর কাটা দাগটা শুকিয়ে এখন কালচে হয়ে উঠেছে।

'কেমন আছেন?' এবার ভাঙা ইংরেজিতেই বললো, 'ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না!'

সোহানা দু'পা পিছিয়ে গেল। ঘুরে দৌড় দিতেই একজনের উপর গিয়ে পড়লো। 'সরি' বলে ঘুরতেই দেখলো ভিড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দাতুক।

মনে হলো সবাই বুঝি বুকিত নাসেরীর লোক। থমকে সবাইকে দেখলো। না, আর কাউকে চিনতে পারছে না। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে তাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। বেরোতে দেয়া হবে না ভিড় থেকে।

এক এক পা করে বের হয়ে এলো সোহানা। হাবিব অদৃশ্য হয়ে আছে কোথাও। কিন্তু দাতুক এখনো দাঁড়িয়ে। চোখ মাঝে মাঝে অন্যদিকে গেলেও দেখছে সোহানাকে। একদল বিদেশী চলে যাচ্ছে ক্লাবের দিকে। ভাবলো, ওদের সঙ্গে চলে যাবে। দেখলো দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বোট। সমুদ্রের ভেতর ডুব দিয়েছে সূর্য। আকাশটা লাল। দ্রুত কমে আসছে আলো, অন্ধকার নেমে আসছে বীচে। খানিক বাদেই অদৃশ্য হয়ে যাবে বীচ। সারা বীচের ওদিকে একজন মানুষও নেই।

বীচের দিকেই গেল সোহানা। দেরি দেখলে অন্ধকার বীচে নামবে রানা। এখানে ওত পেতে থাকবে মৃত্যুদূত।

দৌড় শুরু করতে গিয়ে থমকে গেল। একজন ছবি তুলছে মৃত দেহের। আনন্দ! এতক্ষণে অনুভব করলো, শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিল। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো সোহানা আনন্দের পিছনে। ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠলো। সোহানা উচ্চারণ করলো, 'হ্যালো।'

ফিরে তাকালো আনন্দ। হাসলো না। এগিয়ে এলো। চোখ সোহানার ফ্যাকাসে মুখের উপর। জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?'

'কিছু না,' সোহানা বললো, 'কার্লোস সোর্ডি আমার পরিচিত ছিল।'

সোহানার পাশে দাঁড়িয়ে তাকালো আনন্দ পশ্চিমের লাল আকাশের দিকে। বললো, 'আমারও চেনা।'

ভিড় থেকে বের হয়ে এলো দুজন। সোহানা বীচের দিকেই হাঁটছে। ইচ্ছে করে। দাঁড়ালো আনন্দ। 'কোথায় যাবেন?'

'সাগরে,' সোহানা হাত তুলে দেখালো, 'বোটে অপেক্ষা করছে রানা। আপনি এখানেই দাঁড়ান। দেখবেন কেউ যেন আমাকে ফলো না করে।' দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালো সোহানা, বললো, 'কার্লোসকে খুন করেছে বুকিত নাসেরী!' দাঁতে দাঁত চাপা জেদি কণ্ঠস্বর সোহানার। বললো, 'আপনারা এখানে আছেন, ভিড়ের মধ্যে রয়েছে ওরাও। আপনারা চেনেন, সবই জানেন, কিন্তু কিছু করছেন না।' এক মুহূর্ত দেখলো আনন্দকে। উত্তরের অপেক্ষা না করে দৌড়াতে লাগলো। আকাশের লাল আলোর পটভূমিতে দৌড়ে যাচ্ছে। নীল সাঁতারের পোশাক লাল ছায়ায় কালো লাগছে। আনন্দ দেখলো, দৌড়ে যাচ্ছে সোহানা। ক্রমেই ছোট হয়ে নেমে যাচ্ছে সাগরের দিকে। আনন্দের হাত ক্যামেরার ব্যাগে। হাতে ধরা তার সার্ভিস ওয়েবলি স্কট রিভলভার।

পানির কাছাকাছি এসে হাত তুললো সোহানা পেছন ফিরে। আনন্দকে দেখা

যাচ্ছে আবছা। নেমে গেল পানিতে। লাফিয়ে চললো ঢেউয়ে ঢেউয়ে। কোমর পানিতে এসে ঝাঁপ দিলো। যখন ডাইভিং প্ল্যাটফরম স্পর্শ করলো তখন তার দম নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিলো রানার দিকে। রানা টেনে তুললো। সোহানা রানাকে ছাড়লো না।

'কি হয়েছে?'

'রানা, রানা!' জড়িয়ে ধরলো রানাকে। শ্বাস নিলো বুক ভরে। আস্তে করে বললো, 'কার্লোসকে ওরা খুন করেছে।'

'কী!' সুলারিও গানেলে হাত রেখে ঝুঁকে পড়েছে। লাল আলো প্রায় মুছে গেছে। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে সুলারিওর মুখ। পশ্চিম আকাশে সে কি খুঁজছে?

কার্লোসের আত্মা?

ডেকে উঠে এলো রানা ও সোহানা। স্টিয়ারিং হুইলের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুলারিও। সোহানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি শিওর, কার্লোস মারা গেছে?'

'ওরা পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছে কার্লোসকে,' সোহানা বললো।

রানা, সুলারিও ও সোহানা দেখলো আকাশের গায়ে অন্ধকারে ছায়ার মত পাহাড়টা। গায়ে কাঁটা দিলো সোহানার। এবার কাঁদছে সোহানা রানার কাঁধে মুখ গুঁজে। রানা বা হাতটা রেখেছে সোহানার পিঠে। ভেজা চুলে নাক গুঁজে শ্বাস নিলো। বললো, 'হয়েছে, সোহানা, এভাবে কাঁদতে নেই।'

মুখ তুললো সোহানা। বললো, 'আমি এখানে এসব দেখতে আসিনি। এসেছিলাম…'

'ইয়েস, আই নো!' বললো রানা।

'ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করলো,' সুলারিও তাকিয়ে আছে পাহাড়ের দিকে, 'প্রথম আঘাত করলো বুকিত। বোঝা যাচ্ছে, ওদের ডুবুরীরা রেডি। আপনাদের সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই ওর।'

'অথাৎ আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে পারলাম না।' রানা বললো।

'করতে হবে!' গর্জে উঠলো সুলারিও। সাথে সাথেই গর্জে উঠলো ইঞ্জিন, চালু হলো প্রপেলার, এক ঝটকায় গিয়ার লিভারটা সামনে ঠেলে দিলো সে। ছুটলো বোট প্রবাল প্রাচীরের দিকে। ভয় পেলো রানা। ধরতে গেল হুইল। সুলারিও স্পীড কমালো। বললো, 'ঠিক আছে।'

প্রাচীরের পাশে এসে নোঙর ফেললো ওরা।

রানা স্কুবা পরলো।

'আমিও নামবো,' সোহানা তার স্কুবাটা বের করলো। বললো, 'একা থাকতে পারবো না ওপরে।'

'কিন্তু ওপরে কেউ না থাকলে…' সুলারিও বললো। 'একা শার্ক কি করবে?'

'আজ ওরা প্রথম আক্রমণ করেছে,' রানা বললো, 'আজই এখানে আসবে না। আজ ওদের ভাবতে হবে পরবর্তী টার্গেট নির্বাচন নিয়ে।'

অগত্যা মেনে নিল সুলারিও রানার খোঁড়া যুক্তি। কিম্বা বুঝলো, সোহানাকে বোটে একা রেখে যেতে চায় না রানা। সবার পোশাক পরা হয়ে গেল। সোহানা আজও নেবে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। ও বেছে বেছে পূর্ণ ট্যাঙ্কটার রেগুলেটর লাগালো।

রানা বললো, 'আমি আজ ধরবো এয়ারগান। অ্যাম্পূল তোলার জন্যে সব ক'টা আঙ্গুল প্রয়োজন। লাইট দুটো নেবে তোমরা দুজন। এয়ার গানের ওপর ধরে রাখতে হবে লাইট।' কমপ্রেশর চালু হতেই এয়ার লিফটের যন্ত্রপাতি পানিতে ফেলে নেমে গেল ওরা।

তিন জনই ডুব দিলো। সবাইকে নেমে যেতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো শার্ক।

ওদের হাতের আলোগুলো গভীরে চলে যাচ্ছে। শার্ক একবার ঘেউ করেই থমকে গেল। গন্ধ নিলো বাতাসে।

সবার আগে গুহার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। পেছনে আলো ধরে রেখেই নামলো সুলারিও।

ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে সোহানা। মনে হলো ওর সাইনাস আজও আবার অসুবিধা করবে। মুখে চেপে ধরা অক্সিজেন ট্যাঙ্কের বাতাসটা যেন কেমন কেমন লাগছে। মৃদু টক টক স্বাদ মুখে। না, অন্য কোন অসুবিধে হচ্ছে না। সোহানা নেমে এলো রানার পাশে।

দুপুরে কার্লোসের জড়ো করে রাখা অ্যাম্পূল ভরে নেয়া হলো প্রথমে। তারপর কাজ শুরু হলো নতুন এলাকায়, প্রাচীরের গুহা থেকে চল্লিশ ফুট সরে। সুলারিও তার হাতের আলো ধরে রেখেছে এয়ারগানের মুখে। অন্য হাতে অ্যাম্পূল তুলে যাচ্ছে দ্রুত। সোহানা বালির ওপর শুয়ে পড়েছে, ব্যাগে তুলছে অ্যাম্পূল। না, কেন যেন তার কোন টেনশন হচ্ছে না। ভয়ও না। খুব স্বাভাবিক ভাবে মনে পড়ছে কার্লোসের মুখ। মৃত মুখ নয়, বোটে বসে গল্প করার মুহূর্তগুলোই মনে পড়ছে।...রানার হাতের এয়ার লিফট বের করছে আর্টিলারী শেল। কিন্তু এ নিয়ে আজ কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। সুলারিও কখনো কখনো সরিয়ে রাখছে একপাশে অথবা তুলছেই না, পাশে গর্ত তৈরি শুরু করছে এয়ারগান। শুধু আর্টিলারী শেল নয়—ডেপথ চার্জ থেকে শুরু করে রাইফেলের গুলিও রয়েছে অঢেল। এখানে কাজ করার অসুবিধা দেখে রানা এয়ারগান সরিয়ে নিলো আরেক পাশে। সরে এলো সুলারিও।

বেশ কিছুক্ষণ পর সোহানা টের পেল রানা ও সুলারিও সরে গেছে, এখানে নেই। সে তাকিয়ে আছে আলো ফেলে একটা গর্তের দিকে। তারপর দেখলো সুলারিওর আলো। নিজের আলোটা তুললো। দেখলো রানা ও সুলারিওর পেছনে কালো পানিতে হলুদ পাইপ চলে গেছে উপরে। ওদের সচলতার সঙ্গে সঙ্গে পাইপ

দুলছে, সাপের মত। আলো ঘুরিয়ে ফেললো সোহানা প্রবাল প্রাচীরের গায়ে। আলো পড়ে রূপ বদলে গেছে প্রবালের। সোহানা রঙ দেখছে শুয়ে শুয়ে। দেখলো দুটো হলুদ মাছ। সে যেন এসে গেছে এক স্বপ্নের জগতে। সুলারিও সোহানাকে দেখলো। ইশারা করলো অ্যাম্পূল তুলতে। আলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইলো সোহানা। কিন্তু পারলো না। তার ঘুম পাচ্ছে। কাৎ হয়ে ছিল, চিৎ হলো। দুই হাত মাথার উপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। আহ্, চমৎকার! পানিতেও কোমল উষ্ণ স্রোত।

সুলারিও দ্রুত তুলছে অ্যাম্পূল। চোখ তার নিবদ্ধ গর্তে, নতুন নতুন গর্তে। প্রথমে দেখতে পেল রানাই। এখানে আলো কম। আরও আলো দরকার। সোহানা কোথায়? চোখ তুললো রানা এয়ারগানের নাক থেকে। দেখলো সোহানার আলোটা পানিতে ঘুরপাক খাচ্ছে অর্থহীন ভাবে নিচ থেকে উপরে উঠে গেছে আলোর স্তম্ভ। দুলছে এদিক থেকে ওদিক।

রানাকে থমকে যেতে দেখে সুলারিও-ও তাকালো সোহানার আলোর দিকে। রানা ততক্ষণে দ্রুত এগিয়ে গেছে পানিতে ফ্লিপারের প্রচণ্ড চাপ দিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়লো রানা চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সোহানার কালো স্কুবা মোড়া দেহটার উপর। হাতে ঝুলে থাকা আলোটা নিয়ে ফেললো সোহানার মুখোশের ওপর। চোখ বুজে আছে সোহানা। আলো ছেড়ে দিয়ে মাথাটা তুলে নিলো দুহাতে। সোহানার মুখ থেকে বের করে ফেললো অক্সিজেন ট্যাঙ্কের রেগুলেটর। টান মেরে খুললো নাক চোখের উপর এঁটে থাকা মুখোশ। খুললো নিজের ডেকসো মুখোশটা। হাত রাখলো সোহানার মাথার নিচে। পরিয়ে দিলো ডেসকো মুখোশ। সরে এলো। হাঁটু তুলে চেপে ধরলো সোহানার পেটে।

সুলারিও বুঝলো কি ঘটেছে।

সোহানাকে নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে রানা।

সোহানার আলো পড়ে থাকলো। সুলারিও ধরে রাখলো লাইটটা। উপরে উঠতে লাগলো, একহাতে তুলে আনছে ছয়টা ব্যাগ। রানার মুখ থেকে, আর সোহানার মুখে চেপে ধরা মুখোশ থেকে বেরুচ্ছে বুদবুদ। সোহানার অচেতন দেহ নিয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছে রানা উপরে।

উপরে উঠে রানা তার শেষ ধরে রাখা নিঃশ্বাসটুকু ছাড়ার আগেই বুক ভরে শ্বাস নিলো। সোহানার দেহটা টেনে তুললো ডাইভিং প্ল্যাটফরমে। ডেসকো মুখোশটা খুলে ফেলে সোহানাকে উপুড় করে দিলো। মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে শুরু করলো আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন। মিনিট তিনেক পর নাকের কাছে আঙুল রেখে বুঝতে পারলো শুরু হয়েছে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস। কিন্তু জ্ঞান ফেরেনি এখনও। ডাকলো রানা, 'কাম অন ডার্লিং, কাম অন। সোহানা, এই সোহানা! ওঠো তো লক্ষ্মী মেয়ে। এই তো আমি, আমরা আবার নামবো, আমি কুত্তার বাচ্চাটাকে নিজ হাতে খুন করবো, আই সোয়্যার!…সোহানা কাম অন…এই তো লক্ষ্মী

মেয়ে…'

একটু নড়লো সোহানার শরীর।

কুয়াশা আচ্ছন্ন চারদিক…দেখতে চাইছে, কিন্তু পারছে না…গলায় ব্যথা, বমির টক স্বাদ মুখে, মাথাটা ভার হয়ে আছে। কিন্তু কোথায় যেন শুনতে পাচ্ছে সোহানা রানার কণ্ঠস্বর…কোথায় রানা?…অস্পষ্ট গোঙানি সোহানার কণ্ঠে রানা নাম ধরে ডাকলো আবার। কোলে তুলে নিল। এখন সোহানা বুঝতে পারছে তাকে উঁচুতে তোলা হচ্ছে কোথায়?'

সোহানাকে শুইয়ে দিলো রানা ডেকে। আঙ্গুল দিয়ে মেলে দিলো সোহানার একটা চোখ। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'কি?' রানার মুখটা মৃদু আলোয় দেখতে পাচ্ছে সোহানা

তার এক চোখ ভারি মনে হচ্ছে। জোর করে খুললো সেটা সোহানা নিজেই।

'ভালো লাগছে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'হুঁ,' সোহানা বললো। চোখ বন্ধ করলো আবার।

সুলারিও সোহানার অক্সিজেন ট্যাঙ্কের মাউথপীসটা টেনে নাকের নিচে ধরলো। ভাল্‌ভ খুলে দিতেই নাকে লাগলো বাতাস। গন্ধটা নাকে যেতেই মুখ সরিয়ে নিলো। এবার রানা তুলে নিলো ট্যাঙ্কের নল। গন্ধ শুঁকে বললো, 'কার্বন মোনোক্সাইড!'

'কি?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'তোমাকে পরপারে পাঠানোর ইচ্ছে ছিলো কারো,' রানা বললো। সুলারিওকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কমপ্রেশরে কিছু দোষ ছিল?'

'না।' সুলারিওর চিন্তিত মুখ।

'তবে?' রানার প্রশ্ন।

'গাড়ির একজস্ট।'

'গাড়ি?' রানার মনে পড়লো পরশু রাতের সেই আলো নেভানো গাড়িটার কথা। 'কার গাড়ি?' জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কে সোহানাকে খুন করতে চায়?'

'আপনাকে, আমাকে বা মিসেস রানাকে,' সুলারিও বললো 'ওরা এক এক করে আমাদের সবাইকে খুন করবে। যত বেশি সময় আমরা দেবো ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।'

সোহানা কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হলো। মাথা সামনে ঝুঁকে আছে। যেন বমি করতে চাইছে।

'আমাদের সময় যখন নেই, তখন এখানেই শেষ হোক সব!' চেঁচিয়েই বললো রানা।

উত্তর দিলো না সুলারিও। দাঁড়ালো গানেল ধরে, এদিকে পিঠ রেখে। বললো, 'ছত্রিশ বছর যক্ষের ধনের মত পাহারা দিলো কার্লোস। যখন পাওয়া গেল, থাকলো না।' ফিরে দাঁড়ালো সুলারিও, 'জেনেশুনেই একাজে নেমেছেন আপনারা।

বিরুদ্ধাচরণ করেছেন বুকিতের। আক্রমণ শুরু করেছে বুকিত। এখন ওকে থামাতে চাইলে ওর হাতে তুলে দিতে হবে অ্যাম্পুলগুলো। তাই চান?'

'না। আমি চাই পাল্টা আক্রমণ করতে। থামাতে চাই ওকে বুলেটের মুখে। চাই, শেষ হোক লুকোচুরি খেলা। সময় নেই। অনেক পিছিয়ে গেছি আমরা। সব অ্যাম্পুল তোলার স্বপ্ন বাদ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাই বোমা ফাটিয়ে। তারপর রুখে দাঁড়াতে চাই শত্রুর বিরুদ্ধে।'

'তা হয় না,' দুর্বল কণ্ঠে বললো সোহানা। 'তাহলে শেষ হয়ে যাবে গার্সিয়া—স্প্যানিশ গোল্ড।'

রানা তাকালো সোহানার দিকে। উপুড় হয়ে চোখ বুজে আছে। ফিরে তাকালো সুলারিওর দিকে। দুজন পুরুষ মুখোমুখি। তাকিয়ে রয়েছে চোখে চোখে। রানা এবার বসলো সোহানার পাশে। আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভালো,' সোহানা বললো, 'তোমরা যাও, নেমে পড়ো আবার

পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকালো রানা ও সুলারিও। আগের প্ল্যানেই এগোতে হবে ওদের যতক্ষণ না···

'আপনি ওপরেই থাকুন। আপনি জানেন কখন কি করতে হবে,' সুলারিও বললো। 'আমরা নিচে নামছি, সব রয়ে গেছে নিচে। বিপদ দেখলেই সিগন্যাল দেবেন।'

উঠে বসলো সোহানা। বললো, 'কার্লোসের লাশটার কি হবে?'

'লাশ দিয়ে কি হবে? মানুষটাই যখন রইলো না।' সুলারিও বললো, 'যেখানে আছে সেখানেই থাকলে সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু পুলিস নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি চাপা দেবে কেসটা। ডায়েরী করবে মদ খেয়ে ছন্নছাড়া মাতাল কার্লোস পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছে ইত্যাদি···কুত্তার বাচ্চারা।'

সুলারিও ও রানা ডাইভিং প্ল্যাটফরমে নেমে দাঁড়ালো। সোহানাকে রানা বললো, 'তুমি শুয়ে থাকো। ভালো লাগবে।'

হাসলো সোহানা। রানা তার ওয়ালথার রেখে গিয়েছিল বোটের নিচে। ওটা বেঁধে দিয়েছে সোহানার কোমরে। কালো স্কুবা পরনে। বেশ লাগছে সোহানাকে। বললো, 'তুমি চিন্তা কোরো না।'

বুড়ো আঙ্গুল তুলে ইশারা করে ডুব দিলো রানা, সঙ্গে সঙ্গে সুলারিও।

লাইট সুলারিওর হাতে। সোহানা গানেলে ভর দিয়ে ঝুঁকে দেখলো অপূর্ব দৃশ্য। একটা লাইট নিয়ে নেমে যাচ্ছে দুজন। দূরে আর একটা আলো স্থির হয়ে জ্বলছে। সোহানার লাইটটা পড়ে আছে বালিতে। দেখলো স্থির লাইটটা তুলে নিলো রানা। রানাই। কারণ অন্য লাইটটা সুলারিওর হাতে। দুটো লাইট পাশাপাশি সরছে পানির নিচে। থেমে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই ঝাপসা হয়ে গেল আলো দুটো। অর্থাৎ রানার হাতে এয়ারগান চালু হয়েছে। বালির মেঘে

ঝাপসা লাগছে আলো দুটো।

সোহানা চোখ তুলে দেখলো পাহাড়ের কালো ছায়া। কার্লোসকে ভাবলো। মনে পড়লোঃ গাল ও চোখ বেয়ে রক্তের রেখা। মনে পড়লো দাতুক ও হাবিবের মুখ। শরীরে ঝাঁকুনি লাগলো।

হোলস্টার গোঁজা ওয়ালথারে হাত রাখলো সোহানা। বসলো। হেলান দিয়ে চোখ বুজলো। আবার তাকালো আকাশে। মেঘ নেই, তারা ভরা আকাশ আজ চাঁদ উঠবে কি?

হোলস্টার থেকে সাঁৎ করে পিস্তলটা বের করেই উঠে দাঁড়ালো সোহানা— মুহূর্তে। পাশে শব্দ। পানিতে, বোটের পাশেই। পিস্তল তাক করলো।

'পিস্তলওয়ালী আমি!' সুলারিওর কণ্ঠস্বর। এতো তাড়াতাড়ি! কোমরে পিস্তল ফেরত পাঠিয়ে হাত বাড়িয়ে নিলো অ্যাম্পূল ব্যাগ। বললো, 'গুলি খেয়ে যাচ্ছিলেন।'

'ওরা সাবমেরিন নিয়ে আসবে না।' রসিকতা করলো সুলারিও নতুন ব্যাগ নিয়ে ডুব দিলো আবার।

সোহানা হাঁটু গেড়ে বসে প্লাস্টিক ব্যাগে অ্যাম্পূল ভরে মুখ বন্ধ করলো যে-কাজ আগে করতো কার্লোস।

সমুদ্রের নিচে কম করে হলেও তিনজনের প্রয়োজন। দুজনে কাজ করে যাচ্ছে ওরা—কিন্তু তেমন এগোচ্ছে না। সুলারিও উঠে যাচ্ছে দুটো করে ব্যাগ ভরে নিয়ে রানা তখন এয়ার লিফট থামিয়ে সমুদ্রের নিচে হেঁটে হেঁটে দেখছে এয়ার লিফটের নল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁজছে নতুন এলাকা। অ্যাম্পূল বেরোচ্ছে, কোথাও কামানের গোলা, কোথাও শুধু বালি। একসময় রানা পৌঁছলো প্রাচীরের এক কোণে। এ জায়গাটায় প্রাচীর ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে পাঁচ ফুটের মত কোণটি রানার কাছে অদ্ভুত মনে হলো। এয়ার লিফট চালু করতেই বালি উধাও হয়ে গেল

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সুলারিও। ইশারা করে দেখালো অ্যাম্পূলের জায়গাটা। জানালো, তাড়াতাড়ি কাজ করতে ঘড়ি দেখতে গেল রানা। ওয়েট স্যুটের আস্তিনের নিচে ঢাকা ঘড়ির ডায়েল। আস্তিন সরিয়ে ঘড়ি দেখলো বগলে চেপে রাখলো এয়ারগান। এগারোটা বাজে। আস্তিন নামিয়ে বগল থেকে ছেড়ে দিলো এয়ার লিফট। কিন্তু ডান হাতে ধরতে পারলো না। ব্যাণ্ডেজ, আঙ্গুল-কাটা গ্লাভ এবং তার ওপর স্কুবা গ্লাভ থাকায় ডান হাতটা সচল নেই। হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। এয়ার লিফট পড়ে গেল নিচে। বাঁ হাতে তুললো সেটা। এবং মাথা তুলতে যেতেই চোখের সামনে চকচক করে উঠলো কি যেন

এয়ার লিফট পড়ে যাওয়ায় কোণের দিকের খানিকটা বালি সরে গর্ত তৈরি হয়েছে। সেই গর্তেই ঝলসে উঠেছে কিছু।

হাতের লাইট এগিয়ে ধরলো রানা সুলারিওর দিকে ইশারায় দুটো আলোয়ই

ফেলতে বললো গর্তে। এগিয়ে ধরলো এয়ার লিফট দুই হাতে সাবধানে। খেয়াল রাখলো যাতে জিনিসটাকে এয়ার লিফট গ্রাস না করে।

এটা একটা সোনার তৈরি কদম ফুল। আকার টেনিস বলের মত। সারা গায়ে বসানো ছোট ছোট মুক্তা। হাত বাড়িয়ে রানা তুলে নিলো বলটা। আলোতে দেখলো। ঘোলাটে পানি। এয়ার লিফটের বালি। রানা হাত বাড়িয়ে সুলারিওর কোমরের ব্যাগে আস্তে বসালো কদম ফুলটা।

কদম ফুল…স্পেনে? হাসি পেলো রানার।

আবার কি ঝিলিক মারলো। কড়ে আঙ্গুলের মতো মোটা গোলাকার সোনার আংটি। আঙ্গুল দিয়ে তুলে টান দিলো। উঠলো না। আরো কিছু বালি সরালো রানা। দেখলো একের পর একটা রিং পরস্পরের সাথে পুরু চেন দিয়ে জোড়া লাগানো। উঠে এলো আট ফুট লম্বা চেন। চেনের দুই প্রান্ত দ্রুত দেখলো সুলারিও। দেখতে পেলো লেখাটা—E. F. রানা আরো হাতালো, কিন্তু আর কিছুই পাওয়া গেল না। আবার অ্যাম্পূলে পূর্ণ হলো ব্যাগ দুটো। সুলারিওকে জিজ্ঞেস করলো রানা ইশারায় কি করবে? সুলারিও ইশারায় ওপরে উঠতে বললো।

ওপরে উঠে সুলারিও সোহানার হাতে দিলো ব্যাগ। বললো, 'সাবধানে।'

ওরা দুজন উঠে পড়লো পানি থেকে। তুলতে লাগলো যন্ত্রপাতি। সোহানা ব্যাগের অ্যাম্পূল ঢাললো। সোনার কদম ফুলটা বেরিয়ে এলো।

'কি সুন্দর!' সোহানা বললো

'আলোটা কমিয়ে দাও সোহানা,' রানা পাইপ টেনে তুলছে। বললো, 'পাহাড়ে লোক আছে বিনকিউলার হাতে। শুধু অ্যাম্পূলই নয়, এসব জিনিসও পাওয়া যায় দেখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

রাত একটায় সুলারিওর ডকে এসে নোঙর করলো পদ্মা। রানা ও সুলারিও নেমে গেল গুহায় অ্যাম্পূলগুলো রেখে আসতে। সোহানা পাহারা দিলো রাইফেল হাতে।

বাড়ি ফিরে সোহানা গেল শাওয়ার নিতে। রানা ও সুলারিও বসলো দু গ্লাস হুইস্কি নিয়ে। সুলারিওকে উত্তেজিত মনে হলো। তার ঘর থেকে নিয়ে এলো অসংখ্য নথি আর বই পত্র, ফাইল।

বললো, 'সময় কম। কাজ করতে হবে। বের করতে হবে সোনাদানার ইতিহাস।'

'যদি ইতিহাস উদ্ধার করতে না পারেন?' রানা প্রশ্ন করলো।

'না পারলে এবং কোনদিন যদি না পাই খুঁজে, দুঃখ থাকবে না। কিন্তু যদি পরে কোনদিন পেয়ে যাই, তখন দুঃখ হবে আরও কিছু নমুনা সংগ্রহ করিনি বলে।'

'কেন?' রানা জিজ্ঞেস করলো, 'উড়িয়ে দিতে চান বিস্ফোরক ফাটিয়ে?'

'দিতেই হবে।' সুলারিও বললো, 'দু'এক দিনের মধ্যেই। এছাড়া আর কোন

উপায় দেখছি না।'

'সোনার আড়ত বা নমুনা—এসব কোনটির উপরই আমার কোন লোভ নেই,' রানা বললো। 'ইতিহাসের প্রমাণও, আমার জন্যে অন্তত, কোন প্রয়োজন নেই। আক্রান্ত হয়েছি—আমি চাই প্রতি-আক্রমণ করতে।'

'আমি আপনাদের ইতিহাস দিয়ে ইমপ্রেস করতে চাইছি না, মিস্টার রানা।' সুলারিও বললো বিষণ্ন কণ্ঠে, 'এটা আমার নিজের সন্তুষ্টির জন্যে।'

রানা কিছু বললো না। গ্লাস শেষ করে গুড নাইট বলে উঠে গেল। সুলারিও থমকে বসে থাকলো মিনিট পনেরো।

তারপর মন দিলো কাগজপত্রে।

E.F.-এর পরিচয় যখন বের করলো সুলারিও, তখন সকাল হয়ে গেছে। ঘড়িতে বাজে সাড়ে পাঁচটা।

সাত

তারপরও ঘুমালো না সুলারিও। ঘুমাবে না। পাশে রয়েছে রাইফেলটা। কাগজের মধ্যে ডুবে থেকেছে বটে, কিন্তু মৃদু শব্দেই হাত চলে গেছে রাইফেলের বাঁটে। একপাক দেখে এসেছে বাইরের দিকটা। সারাটা রাত পাহারা দিয়েছে সে হানিমুনার দম্পতিকে।

ছ'টায় রানা এসে দেখলো তখনও টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। হিটারে পানি। চুপ করে বসে চুরুট টানছে সুলারিও।

রানা কাপে কফি নিয়ে গরম পানি ঢাললো। জিজ্ঞেস করলো, 'ঘুমিয়ে নেবেন কিছুক্ষণ?'

'প্রয়োজন হবে না,' বললো সুরালিও। 'আমি তো জেগেই থাকি।'

ড্রেসিং গাউন পরে সোহানাও এসেছে কিচেনে। সে শুনলো শেষ কথাটা। জিজ্ঞেস করলো, 'কত বছর জেগে আছেন?'

'কত বছর?' চিন্তা করছে সুলারিও। স্মৃতি হাতড়ে দেখছে। মনে করতে পারলো কি পারলো না বোঝা গেল না। চুপ করে রইলো, জবাব দিল না।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?' সোহানা কফি বানিয়ে নীরবতা ভাঙলো।

তাকালো না সুলারিও। যেন বুঝতে পারছে কি জিজ্ঞেস করবে সোহানা। জানতে চাইলো না কি কথা।

'আপনার বোটের নাম "পদ্মা" কেন?' সোহানা জিজ্ঞেস করে বসলো, 'পদ্মা নদী দেখেছেন?'

'না, দেখিনি,' সুলারিও উত্তর দিলো, 'শুনেছি পদ্মার কথা। আমার স্ত্রীর কাছে। পদ্মা ছিলো তার প্রিয় নদী।'

'উনি কি বাঙালী ছিলেন?'

'লণ্ডনে জন্ম। আপনাদের দেশ দেখেনি কোনদিন। কিন্তু বাবার কাছে পদ্মার নাম শুনেছিল।' সুলারিও বললো, 'বাবা ছিলেন বাঙালী, রাজশাহীর লোক, মা আইরিশ।' একটু থেমে সুলারিও আবার বললো, 'মিসেস রানা, এ বিষয়ে আপনার আর কোন কৌতূহল আছে?'

সোহানা কফির পট হাতে মুখোমুখি দাঁড়ালো সুলারিওর। বললো, 'অতীত থেকে বের হয়ে আসছেন না কেন?'

উত্তর দিলো না সুলারিও। দাঁড়ালো জানালায়—চোখ রাখলো সমুদ্রে। কফি ঢাললো সোহানা একটা কাপে, ধরলো সুলারিওর সামনে। হাত বাড়ালো না সে। সোহানা মৃদু হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। হাসিটা দেখলো। না দেখার ভান করলো। আবার তাকালো। এবার হাসিটা সংক্রামিত হয়েছে সুলারিওর চোখে মুখে।

কাপ নিলো।

'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সুলারিও,' আশ্চর্য নরম কণ্ঠে বললো সোহানা, 'আপনাকে দেখে ভয়ানক ভয় পাই আমি। আপনি সত্যিকার একজন পুরুষ—ঠিক আমার এই দেবতাটির মত। আশ্চর্য মিল রয়েছে আপনাদের দুজনের চরিত্রে। আমার ভয় হয়, যদি হঠাৎ কোন কারণে মরে যাই, আপনারই মত পাগল হয়ে যাবে মানুষটা। আপনারই মত ধিকি ধিকি জ্বলবে, কষ্ট পাবে—মরেও তো শান্তি পাবে না আমার আত্মা। এত জেদ কেন আপনাদের, বলুন তো?'

জবাব দিল না। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সুলারিও সোহানার মুখের দিকে। লাল হয়ে উঠলো চোখ দুটো, সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে, মমতার স্পর্শ পেয়ে এতদিন যা চেপে রেখেছিল বুকের ভেতর, সেই আক্রোশটা বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে।

'আজ বড়লোক মনে হচ্ছে নিজেকে,' চট করে সামলে নিল সুলারিও। কাপে চুমুক দিয়ে বললো, 'সারারাত বই আর নথি পড়লাম।'

'E. F.-এর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন?' প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে জানতে চাইলো রানা।

মাথা ঝাঁকালো সুলারিও। 'হ্যাঁ।'

'কে এই রাজপুরুষটি?'

'রাজপুরুষ নয়, মহিলা।' সুলারিও বললো, 'মিস্টার রানা, মেডেলটা পেয়ে কথায় কথায় আপনি বলেছিলেন ওটা হয়তো কারো জন্যে উপহার ছিল। আমি আপত্তি করেছিলামঃ কথাটার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই বলে। বলেছিলাম, একজন নাবিক হয়তো পরতো মেডেলটি। কিন্তু আপনি যে যীশু মূর্তি পেয়েছেন তাতে E. F নামটি অন্য অর্থ বহন করে। ওটা এবং কদম ফুল কোন মহিলার জন্যে তৈরি। এগুলো কেউ দেশে পাঠাচ্ছিলো বান্ধবী বা স্ত্রীকে। নথি-ডায়েরী অনেক খুঁজলাম

কিন্তু কোথাও নাবিকদের তালিকায় E. F নামটা পেলাম না।'

'এতো বছর পর মালিককে খুঁজে কি লাভ?' সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

থমকে তাকালো সুলারিও সোহানার নবীন উজ্জ্বল মুখের দিকে। হাসলো। বললো, 'লেডী, অতীতকে এতো তাচ্ছিল্য করলে চলে না। এরও প্রয়োজন আছে।' ঘুরে তাকালো রানার দিকে। বলতে লাগলো, 'আসলে আমাকে চিন্তিত করেছে কদম ফুল আর যীশু। কদম ফুল স্প্যানিশ জাহাজে এলো কোত্থেকে! ওটা ল্যাটিন আমেরিকায়ও থাকার কথা নয়। এরকম একটা বিশেষ ধরনের জিনিস সাধারণ কেউ বহন করছে, এটা হতে পারে না। তারপর কদম ফুলের মোটিফ কেন? এটা মালয়েশিয়ান কারিগররা তৈরি করতো রূপো দিয়ে, মালাক্কা অঞ্চলে। এটার ইতিহাস বের করা কঠিন হবে বলে মনে হলো না। কারণ একজন তৈরি করেছে, একজন গ্রহণ করেছে, একজন বহন করেছে, একজন অর্ডার দিয়েছে। এদের কেউ নিশ্চয়ই লিখেছে এর কথা। আমি নাবিকদের নথিতে এসব না পেয়ে ইতিহাসের বই ঘাঁটতে শুরু করলাম। সেখানেই এর সূত্রটা পেলাম।'

'কি—নামটা?'

'না, মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক নমুনা,' সুলারিও বললো, 'পেয়েছি একটা বাজার ফর্দ থেকে।'

'বাজার ফর্দ?' সোহানা অবাক হলো।

'বাজার তালিকা। অর্ডার। এবং আমার ধারণাই ঠিক। ওই অ্যাম্পূল আর কয়েকটা পেনাং ধ্বংস করে দেয়ার মত তাজা বিস্ফোরকের নিচে চাপা পড়ে আছে কয়েক রাজার সম্পদ। এবং যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অলংকার শিল্পের পৌনে তিনশো বছর আগের নিদর্শন। যার মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। এই সম্পদ ইউরোপীয় বিশারদেরা নিখোঁজ বলে ঘোষণা করেছে বহু আগে। স্পেনের রাজা শেষ জীবন কাটিয়ে গেছেন এরই অপেক্ষায়।'

'এই গার্সিয়ার জন্যে?'

'গার্সিয়ারই পথ চেয়ে,' সুলারিও জোর দিয়ে বললো, '১৭১৪ সালে মারা যায় কিং ফিলিপের পঞ্চম পত্নী। স্ত্রী থাকাকালীনই রাজার নজর ছিল ডাচেস অব পার্মার ওপর। পঞ্চম পত্নী মারা যেতেই প্রেম জমে উঠলো। প্রস্তাব দিলেন বিয়ের। কিন্তু ডাচেস রাজাকে বিয়ে করতে রাজি হলেন, কিন্তু শয্যাসঙ্গিনী হবার ব্যাপারে শর্ত দিলেন একটি। তা হলো, ডাচেসকে দিতে হবে পৃথিবীর রত্ন সম্ভারে ঢেকে, এবং সে-রত্ন হবে শ্রেষ্ঠতম ও অতুলনীয়। রাজা বোধহয় প্রচণ্ড ভাবে পড়েছিলেন প্রেমে, পাগল হয়ে গিয়েছিলেন কামনায়। তিনি কয়েকটি উপনিবেশে লিখলেন ব্যক্তিগত চিঠি। এবং সর্বত্র গেল একটি করে অলংকারের ফর্দ। যা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু কেবুর রাজপ্রতিনিধি ফর্দটি চিঠিসহ লিপিবদ্ধ করে রাখে তার ডায়েরীতে। যে ডায়েরীর কথা আপনাদের আগেই বলেছি। এই ফর্দও ডায়েরীর অংশ। ডিক্লাইন অব স্প্যানিশ কলোনী নামে একটি পুরানো বইতেও আছে। এই ফর্দটি নিশ্চয়ই

তৈরি করে দিয়ে ছিলো কোন অলংকারবিদ। রাজা এই রাজপ্রতিনিধির কাছে তাঁর তালিকায় চেয়েছিলেন জেডের পাথর বসানো সাত ফিতের স্বর্ণহার। আট চল্লিশটা মুক্তো বসানো দু' ফিতের হার, হাতির দাঁতের কাসকেটে থাকবে দশটি পান্না বসানো হার ইত্যাদি। এ তালিকায় আছে মালয়ের স্বর্ণ শিল্পীদের তৈরি রূপোর কদম ফুলের জায়গায় সোনার কদম ফুল। তাতে বসানো থাকবে মুক্তা। এই কয়েকশো আইটেমের চাহিদা শুধু একজন প্রতিনিধির কাছে এসেছিলো। প্রতিনিধিকে তিন চাবির তালার কথাও লিখেছিলেন স্পেনের রাজা।'

'কিন্তু তিন চাবির তালা তো সে সময় স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহার করা হতো,' সোহানা বললো।

'আপনি ঠিক পয়েন্টেই ধরেছেন,' সুলারিও বললো। 'সাধারণত রাজসম্পদ যাবার কথা নৌবহরের ক্যাপ্টেনের জাহাজে, ক্যাপ্টেনের কেবিনের সঙ্গে যুক্ত স্ট্রংরুমের সিন্দুকে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজা জেনারেল সান্তিয়াগোকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি ক্যাপ্টেন পিসারোকে নির্বাচন করেন। গার্সিয়ার এক গোপন কুঠুরিতে নির্মিত হয় বিশেষ সিন্দুক। এ সিন্দুকের কথা কেউ জানবে না পৃথিবীতে, শুধু ক্যাপ্টেন ও রাজপ্রতিনিধিরা ছাড়া। কিন্তু রাজা এখানেই করলেন সবচেয়ে বড় ভুল।'

'কেন?' সোহানা হাতের কফি কাপ নামিয়ে রাখলো।

'চাক্কুওয়ালী, ভেবে দেখুন, ঝড়ে পড়লো নৌ-বহর। সব জাহাজ ডুবে গেল। পৃথিবীর দু'জনই মাত্র জানে কোথায় আছে রত্নভাণ্ডার। একজন ক্যাপ্টেন পিসারো, দ্বিতীয়জন কেবুর রাজপ্রতিনিধি। গার্সিয়া বেঁচে গেল। কেবুর রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে ক্যাপ্টেনের চুক্তি হবেই। রাজপ্রতিনিধি লিখলো স্পেনের রাজাকে, এগারোটি জাহাজ ডুবির কথা। দুঃখ প্রকাশ করলো বিশ্বস্ত ক্যাপ্টেন পিসারোর মৃত্যুতে। তারপর ভাগ করে নিলো গার্সিয়ার সিন্দুকের সম্পদ। ক্যাপ্টেন অপেক্ষা করলো দ্বীপমালার নির্জন কোন অংশে। জাহাজ মেরামত করলো। নাম বদলে আজেবাজে কার্গো বোঝাই করে দেশের দিকে রওনা হলো। যদি সে পৌঁছতে পারতো দেশে তবে তার পরিবার বসে খেতে পারতো কয়েক শতাব্দী। অলংকার সে সংগ্রহ করেছে আরো দুটো কলোনী থেকে। হাভানা ও মেক্সিকো। আমরা শুধু তালিকা পেয়েছি ফিলিপাইনের রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে। স্পেন থেকে সে প্রথম যায় মেক্সিকো, তারপর হাভানা, এবং সবশেষে আসে কেবু। যা হোক, ঝড়ে তার জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এবং তাড়াহুড়ো ছিলো দেশে ফেরার। যার জন্যে ডাচ এলাকাই বাছাই করে সে। কিন্তু বন্দরগুলো এড়িয়ে যায়। হয়ত সে চেয়েছিল ভারতে যেতে। মোগল দরবারে ভালো দাম পেতো এসব অলংকারের। কিন্তু পারে না এড়াতে সাইক্লোন বা কপালের লিখন—যাই বলুন।'

'একথা কি রাজপ্রতিনিধির ডায়েরীতে আছে?' সোহানা জানতে চাইল।

'না। রাজপ্রতিনিধি গোপন ডায়েরীতেও গার্সিয়ার বেঁচে যাবার কথা স্বীকার

করেনি। এক্কেবারে স্পীকটি নট্!'

'তার মানে পরবর্তী ঘটনাবলী আপনার ধারণা।'

'হ্যাঁ, তাই।' সুলারিও হাসলো, 'কিং অব স্পেন অ্যাণ্ড ইণ্ডিজের নাম কি ছিল?'

'ফিলিপ।'

'স্ত্রীর নাম?'

'ডাচেস অব পার্মা।' স্মার্ট স্কুল ছাত্রীর মত উত্তর দিলো সোহানা।

'না, হলো না। ডাচেস অব পার্মা তার উপাধি।' সুলারিও বললো, 'তাঁর নাম ছিল ইলিজাবেত্তা ফার্ণেসি।'

সোহানার চোখটা একটু বড় হলো। কিছুটা বিস্ময়।

'কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না,' রানা হঠাৎ কথা বললো, 'বলুন তো কি?'

'আমি জানি!' হো হো করে হাসলো সুলারিও।

রানাও হাসলো, কিছু বললো না দেখে সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'কি?'

'বলুন।' সুলারিও বললো রানাকে।

'আমার প্রশ্ন ছিলঃ রাজা ফিলিপ কি অবশেষে ডাচেস অব পার্মা এলিজাবেত্তা ফার্ণেসিকে বিছানায় নিতে পেরেছিলেন?'

সোহানাও হাসলো। বললো, 'মিস্টার সুলারিও উত্তর দিন।'

'আমার কল্পনাবিলাস নিশ্চয়ই থেমে নেই!' তিনজন আবার হাসলো। হাসতে হাসতে থমকে গেল সোহানা। এই হাসির সঙ্গে মিলাতে পারলো না কতগুলো বিপরীত বিষয়কে। মানুষের লোভের প্রতীক উজ্জ্বল রত্নভাণ্ডার, মানুষ ক্ষয় করে দেয়া মরফিনের পাহাড়, গোটা পেনাং দ্বীপকে উড়িয়ে দেয়ার মত তাজা বিস্ফোরক। তার সঙ্গে মিশলো বুড়ো কার্লোসের লাশ, শলাকা বিদ্ধ তারই পুতুল, বুকিতের হাসি!

'এই রত্নাগারের দাম হবে কত?' সুলারিওকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'যা পেয়েছি তার হিসেব করা যায়। কিন্তু যা পাইনি তার পরিমাণ কয়েকশো গুণ বেশি।' সুলারিও বললো, 'এর দাম নেই, অমূল্য ধন। এর মালিকানা হওয়া উচিত মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের।' এর কারুশিল্পীরা এই অঞ্চলের মানুষ। আমি এখানেই আবিষ্কার করবো তিনশো বছর আগের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পের নমুনা।'

'ড্রাগের বিষয়ে আমরা কি করবো?' রানা প্রশ্ন করলো।

'সব ড্রাগ আমরা তুলতে পারবো না। তার আগেই বুকিত নাসেরী আমাদের আক্রমণ করবে।' সুলারিও বললো, 'আমরা তুলেছি প্রায় এক লক্ষ অ্যাম্পূলের মত যার দাম হবে চার মিলিয়ন ডলারের মত। কিন্তু রত্নভাণ্ডারের ঐতিহাসিক মূল্য বাদ দিলেও শুধু সোনার দামই হবে কয়েকশো গুণ বেশি। বুকিত শুধু অ্যাম্পূলের কথা জানে, সোনার কথা জানে না।'

'এখন আমরা কি করবো?' সোহানার প্রশ্ন।

'আমরা তুলবো রত্নভাণ্ডার। এগুলো ধ্বংস করা যাবে না। বুকিত জানুক আমরা অ্যাম্পূল তুলছি।'

'অ্যাম্পূল আমরা রেখে আসবো বুকিতের জন্যে?' সোহানার কণ্ঠে সন্দেহ।

'না, তা করবো না। হাতে সময় কম। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন্‌টা আগে করবো, কোন্‌টা পরে। আমি চাই না ড্রাগ বা গোল্ড পড়ুক বুকিতের হাতে। এগুলো শুধু সোনা নয়, এ অঞ্চলের কারুশিল্পের নিদর্শন। বুকিত এগুলো গলিয়ে বিক্রি করবে। ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করবে। ওর কাছে এর কোন দাম নেই। আমরা অ্যাম্পুল না তুলে রত্নভাণ্ডার তুললে ওগুলো রক্ষা পাবে। পরে যদি অ্যাম্পূল উদ্ধার করতে না পারি তবে উড়িয়ে দেবো বিস্ফোরক দিয়ে। ফিলিপের রত্নভাণ্ডার না তুলে তা আমরা পারি না।'

'এখন আমরা পুলিসকে জানালে...' সোহানা বলতে চাইলো।

'পুলিস? আবার?' চেঁচিয়ে উঠে সুলারিও, 'পুলিস এলে প্রথম আমাকে গ্রেফতার করবে। ওদের কাছে আমি খুনের আসামী। তারপর বুকিতের সঙ্গে মিলে ওরা লুট করবে রত্নভাণ্ডার।'

'মিউজিয়ামকে তাহলে জানান,' সোহানা বললো, 'কেন্দ্রীয় সরকার এর ব্যবস্থা করুক।'

'লাল ফিতে?' সুলারিও বললো, 'ওরা রি-অ্যাক্ট করার আগেই ঘটনা শেষ হয়ে যাবে। আমাদের হাতে সময় নেই।'

সোহানা তাকালো রানার দিকে। রানা কিছু বলছে না। সুলারিও বললো, 'চলুন, একটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে রাখা প্রয়োজন।'

'কোথায়?'

'গুপ্ত কক্ষে।'

'আপনার গুপ্ত কক্ষ?'

'বংশগত সূত্রে পাওয়া।' সুলারিও এই ক'দিনে পাওয়া স্বর্ণালংকারগুলো মেরুন কাপড়ে জড়িয়ে রেখেছিল ড্রয়ারে। ওগুলো বের করলো। বললো, 'বংশগত ভাবে আমরা ফিউজিটিভ। আমাদের গোপনীয়তা প্রয়োজন আত্মরক্ষার জন্যেই। টর্চলাইটটাও নিলো হাতে।

ওদের নিয়ে গেল সুলারিও বন্ধ দরজার সেই বসার ঘরে।

অন্ধকার ঘর।

দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে আলো জ্বাললো। আলোটা যেন থকথকে—স্বচ্ছ নয়, বিচ্ছুরণ ঘটে না। সুলারিও সরালো কোণের নকশা করা চেয়ারটা, কার্পেট তুললো।

ওরা দেখলো লোহার তৈরি একটা চৌকো পিটের মুখ। লোহায় খাঁজ কেটে বসানো হাতল। সুলারিও হাতলটা টেনে তুললো। উঠে এলো দুই বাই দুই চৌকো মুখটা। মেঝেতে নামিয়ে রাখলো। জ্বেলে দিলো টর্চলাইট। মেঝেতে বসে পড়ে পা

ঝুলিয়ে দিলো, বললো, 'নিচের মেঝে থেকে গুপ্ত ঘরের ছাদের উচ্চতা পাঁচ ফুট। জাম্প করে নামতে হবে এবং সাবধানে দাঁড়াতে হবে।'

লাফ দিলো সুলারিও। মাথাটা টেনে কুঁজো হয়ে মুখ থেকে সরে গেল। রানা সোহানাকে নামতে বললো। সোহানার পরনে নাইটির ওপর ড্রেসিং গাউন। সেজন্যে লাফ দিতে রাজি হলো না। রানা নামলো আগে। সোহানাকে নামিয়ে নিলো।

সুলারিও সুইচ টিপে জেলে দিয়েছে ঘরের আলো। কিন্তু অন্ধকার পুরো কাটে না। উচ্চতা পাঁচ ফুট হলেও ঘরটা উপরের ঘরটার সমান। একটা বাক্সের মতো লাগে। চার দেয়াল তৈরি হয়েছে ভারি পাথর দিয়ে। মেঝেও পাথরের। কুঠুরির এক কোণে রয়েছে কিছু প্রাচীন বন্দুক। একটা মোষের মাথা, রোল করা ম্যাপের বাণ্ডিল। অন্য তিনদিক ফাঁকা। কয়েক প্রলেপ ধুলো ছাড়া কিছুই নেই।

ঘরের অপর প্রান্তে চলে গেছে সুলারিওর বিশাল দেহ বাঁকিয়ে। রানারা কাছে যেতেই সে বললো, 'এই কোণে, নিচ থেকে তিনটে পাথর গুণে ওপরে উঠুন…'

গুণে গুণে সুলারিও পাথরটা দেখালো। হাতের টর্চটাও জেলে দিলো ভালো করে বোঝার জন্যে। ছুঁয়ে থাকলো তৃতীয় পাথরটা। রানা ভাল করে দেখার পর বললো, 'এখন বাঁ দিকের চারটি পাথর গুণে আসুন পঞ্চম পাথরটিতে।' পাথরটা দেখালো সুলারিও। রানা দেখলো পাথরটা। সুলারিও বললো, 'পাথরটার একটা ধার ধরে টান দিন।'

রানা টান দিলো। বেশ শক্তি লাগে টানতে। কিন্তু খুলে এলো পাথর।

পাথরটা সরে আসতেই টর্চ ফেললো সুলারিও। দেখা গেল দেয়ালের ভেতর বেশ সুন্দর একটা চৌকো ক্ষুদ্র কুঠুরি রয়েছে। টর্চের আলোয় সোহানার চোখে পড়লো কাগজ, এবং আর একটা চৌকো পাথর। কাগজটা দেখে সুলারিও বললো, 'এটা আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানার কপি।'

'কিসের অভিযোগ?'

'হত্যার।'

'কাকে?'

'লোকটাকে গাছে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল।'

'যে আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছিল?'

জবাব দিল না সুলারিও।

সোহানা হাত বাড়িয়ে আর একটা কাগজ হাতে করে আনলো ভেতর থেকে। দেখলো একটা বিয়ের সার্টিফিকেট—যুক্তরাজ্যের। সুলারিও আর সুরাইয়ার বিয়ে। তারিখটা দেখলো। প্রায় মুছে গেছে—তেপ্পান্ন সাল। সুলারিও চুপ করে আছে। সোহানা চকচকে কি যেন দেখে হাত ঢুকিয়ে দিলো। বললো, 'ইতিহাস জাতীয় কিছু মনে হচ্ছে।'

বের করে আনলো। একটা আংটি। বিয়ের আংটি। তাকালো সুলারিওর

দিকে। বুঝলো, কথাটা বলে ভুল করেছে সে। রেখে দিলো কাগজ আর আংটি। বললো, 'সরি।'

এক মুহূর্তের নীরবতা ভাঙলো সুলারিওই—বললো, 'ভেতরে আর একটা পাথর আছে, ওটা সরান।'

রানা হাত দিলো ভেতরে। সরালো পাথরটা। বের করে আনলো। ভেতরে আরো একটি জায়গা।

সোহানার হাতে মেরুন কাপড়ে জড়ানো অলংকারগুলো দিলো সুলারিও। বললো, 'ভেতরে রাখুন।'

সোহানা রাখলো। রানা বন্ধ করলো আবার। সুলারিও বললো, 'মনে থাকবে তো আপনাদের?'

'না থাকলে কি ক্ষতি?'

'এটা চিরকালের জন্যে মানুষের চোখের আড়ালে চলে যাবে।'

'কেন?' সোহানা বললো, 'আপনি তো আছেন।'

'না, শুধু সাবধান হওয়া, এই আর কি। আমাদের একজনও যদি বেঁচে যাই তবু সবাই জানতে পারবে ফিলিপের রত্ন ভাণ্ডারের কথা।' সুলারিও হাসলো।

'যদি সবাই মরে যাই?' সোহানা প্রশ্ন করলো।

খেপে উঠলো যেন সুলারিও, 'কিছুতেই তা হতে পারে না।'

ওরা ওপরে উঠে এলো। সব বন্ধ করা হলে সুলারিও বললো, 'আজ অনেক কাজ করতে হবে। হালকা কিছু খেয়ে নিন।'

আট

প্রবাল প্রাচীর পার হলো ওরা ঠিক এগারোটায়। আজ আর এগিয়ে যেতে হবে না বীচ ক্লাবের দিকে। আজ আর কার্লোস দাঁড়িয়ে থাকবে না। বোট দেখে ঝাঁপিয়ে পড়বে না পানিতে। বোটে উঠে বকর বকর করে মাথা খারাপ করবে না কারো।

দূর থেকে বীচটা দেখা যাচ্ছে। বাতাস আছে আজও প্রবল। রোদও আছে। বীচে এসেছে সূর্য-পাগলরা। সোহানা দেখছেঃ জোড়ায় জোড়ায় ভিড় করেছে শীতের দেশের মানুষরা। কোথাও পুরো পরিবার। কি মনে হলো, স্টিয়ারিং হুইলের পাশের তাক থেকে সোহানা তুলে নিলো বায়নোকুলারটা। ফোকাস করলো পাহাড়ের পাদদেশে। যেখানে দেখেছিল কার্লোসকে।

'ওরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে জায়গায়টা। দেখে মনেই হয় না একটা মানুষ গতকাল মারা গেছে ওখানে,' সোহানা বললো বায়নোকুলার থেকে চোখ না তুলেই।

সুলারিও তাকালো না বীচের দিকে। তার চোখ সামনে। বোট থামাতে ব্যস্ত।

বললো, 'ওরা এ দ্বীপকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে, বিদেশীদের জন্যে। ওরা চায় না ট্যুরিস্টদের কোন অসুবিধা হোক। টুরিস্টরা আসে মজা করতে, দৈনিক মাথা পিছু খরচ করে একশো ডলার। মৃতদেহ, রক্ত, এসব...'

'কিন্তু...' সোহানা বাধা দিতে গেল সুলারিওর নির্মম বক্তব্যে।

'পিস্তলওয়ালী, মানুষ মরে গেলে পৃথিবীতে আর তার কিছু থাকে না।' সোহানাকে থামিয়ে দিয়ে সুলারিও বলল, 'এখানে আমরা যা কিছু করবো তাতে কার্লোসের কিছুই এসে যাবে না। আহা উহু যা করি, ওটুকু আমাদেরই তৃপ্তির জন্যে। যে মারা যায় সে হয়তো কোথাও থাকে, কিম্বা থাকে না। কেউ জানে না সে কোথায় আছে। অথবা আদৌ আছে কি না।'

তাকিয়ে রইলো সোহানা বিরাট শরীরের মানুষটার দিকে। সুলারিও আকাশ দেখছে। সমুদ্র দেখছে। রোদ পড়েছে মুখে। চোখে ছায়া। কালো দাড়ির মাঝে কয়েক গোছা পাকা দাড়িতে রোদ পড়ে চকচক করছে।

'আজও আমি নামবো পানিতে,' সোহানা কথাটা ঘুরিয়ে নিলো।

'না, আজ ওপরেই থাকুন। নিচে কাজ বেশি হবে না, অ্যাম্পূল যখন তুলছি না। আজ একজনকে ওপরে থাকতেই হবে।' সুলারিও বললো, 'কিছু হবে না হয়তো, তবু থাকা ভাল। অন্তত আপনার সূর্যস্নানটা তো হবে।'

রানা ও সুলারিও নেমে গেল পানিতে।

ওরা গেল সেই প্রবাল খিলানের কাছে, যেখানে পেয়েছিলো সোনার কদম ফুল। এখানে স্রোত পাক খেয়ে চলে যাচ্ছে। এয়ার লিফটের বালি গুলিয়ে উঠেই স্রোতে চলে যাচ্ছে দূরে। ফলে চারদিক দেখা যাচ্ছে সহজে। এদিক ওদিক ছিটিয়ে আছে অ্যাম্পূল, খুব বেশি না, সেদিকে ওরা তাকালো না। রানা এয়ার গান নিয়ে ঢুকে গেল খিলানের ভেতর। এয়ার গান বালির কাছাকাছি নিয়ে গর্তগুলো গভীর করে তুললো। হঠাৎ পালটে গেল বালি সরে যাবার প্যাটার্ন। সরে যাচ্ছিলো সমান ভাবে, গোলাকারে। এখন একটি কোণ রচিত হচ্ছে, নিচে শক্ত কিছু আছে। রানা হাত বাড়িয়ে এয়ার গ্যানের মুখের কিছুটা ঢাকা দিলো। শোষণের পরিধি কমিয়ে দিলো। সুলারিওকে ইশারা করলো আঙ্গুল দিয়ে তুলতে।

সুলারিও বালির ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে আঙ্গুল বসিয়ে দিলো একটি কেন্দ্রে। শক্ত কোণ ঠেকলো আঙ্গুলের মাথায়। আঙ্গুল দিয়ে সরিয়ে দিলো বালি। চিক্ দিলো সোনা। এয়ার গানের শোষণেও বালি সরছে। ধীরে ধীরে ফুটে বেরুলো একটি পদ্ম ফুল। এক একটি পাপড়ি তিন ইঞ্চি উঁচু। ব্যাস পাঁচ ইঞ্চির মত। এয়ার গান সরিয়ে নিলো রানা। সুলারিও তুললো স্বর্ণকমলটি। সোনার পাপড়ি, কেশরে ছিটানো নানা বর্ণের পাথর। রুবি, পান্না, জেড এবং আরো অনেক। চকচক করছে সুলারিওর চোখ। সাবধানে নামিয়ে রাখলো ওটা ব্যাগে। রানা আবার নামালো এয়ার গান।

এবার রানা চলে গেল প্রাচীরের একেবারে ধার ঘেঁষে। এয়ার গানের নাসিকা স্পর্শ করলো প্রাচীরের নিচের দিকটা। সুলারিও শুয়ে পড়লো বালিতে। এয়ার লিফটের নাসিকা থেকে তার দূরত্ব দেড় ফুটের বেশি নয়। হঠাৎ সে ধরে বসলো এয়ার লিফট। সরিয়ে দিলো। তার চোখের সামনে পাথরের নিচে আবার চিক্ দিয়েছে—সোনা। এয়ার গান সরিয়ে নিলো রানা। হাত বাড়ালো সুলারিও পাথরের তলে। আঙ্গুল স্পর্শ করলো উজ্জ্বল ধাতুটি। আস্তে টানলো। হাতে উঠে আসছে। কিন্তু বেশ ভারি। না, আটকে গেল কিছুর সঙ্গে। জড়িয়ে আছে পাথরের সঙ্গে। ছাড়িয়ে আনলো সুলারিও। সোনার গিরগিটি। চোখটা সবুজ, পান্নার। পেটের কাছে একটা আংটা। তাতে জোড়া রয়েছে সোনার দু'গাছি চেন। চেন চলে গেছে পাথরের আড়ালে। সুলারিও আস্তে আস্তে টানছে। একটু একটু করে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বারো ফুট লম্বা চেন। রানার হাতে দিল গিরগিটিটা। রানা দেখলো হাঁ করে আছে গিরগিটি। পেছনে লেজের কাছে আর একটি ছিদ্র। মুখোশের সামনে ধরলো রানা। ইঙ্গিতে দেখালো বাঁশী বাজানোর ভঙ্গি। বলতে চায় এটা আসলে একটা বাঁশী। পেটের নিচে বসানো সরু সোনার কাঠিটা চাপ দিয়ে বের করে দাঁত খোঁচানোর ভঙ্গি করলোঃ এটা টুথপিকও বটে।

একনাগাড়ে পাঁচ ঘন্টা কাজ করলো দুজন। চারটে আংটি পেল, প্রত্যেকটিতে বড় ধরনের পাথর বসানো। দুটি বড় মুক্তা পেল, সংযুক্ত করা হয়েছে সোনার পাত দিয়ে—তাতে E. F. লেখা। অন্যটিতে স্প্যানিশে কিছু লেখা। মুক্তার ঝুলানো কানের দুল। শেষ দিকে সুলারিও ধরলো এয়ার গান, রানা খুঁজছে। তার হাতে ঠেকলো একটা স্বর্ণরশি। পাতলা সোনার তার দিয়ে মোটা করে বোনা। এটা রয়েছে পাথরের ভেতরে। বের করে আনতে গিয়ে বাধা পেলো রানা। বুননের ফাঁকে ফাঁকে বসানো রয়েছে মুক্তা। আটকে আছে কোথাও। শীত শীত করছে রানার, ওয়েট স্যুট শরীর গরম রাখতে পারছে না। শরীরের সমস্ত তাপ শুষে নিয়েছে শীতল পানি। ওয়েট স্যুটের ভেতর আটকা পড়া পানি আর গরম হচ্ছে না। গর্তের ভেতর হাত দিয়ে ছাড়াতে পারলো না। শীত। সুলারিও জিজ্ঞেস করলো ইশারায়, 'কি?'

রানা উপরে আঙ্গুল দেখালো। উঠতে হবে। বলেই ব্যাগ নিয়ে উঠতে শুরু করলো উপরে। সুলারিওর ইঙ্গিত দেখেও দেখলো না।

'ওটাই আসল,' বললো সুলারিও, 'ওর উল্লেখ আছে তালিকায়।'

'জানি, মনে আছে,' মুখোশ খুলে বললো রানা। দেখলো সোহানা দাঁড়িয়ে আছে পরিচিত ভঙ্গিতে । স্যুইম স্যুট, কোমরে পিস্তল, হাতে রাইফেল। উঠে পড়লো রানা বোটে। খুলে ফেললো শীতল ওয়েট স্যুটের জ্যাকেট। রোদটা লাগলো গায়ে।

'বিশ্রাম নিয়েই নামতে হবে। ওটা আনতেই হবে,' বললো সুলারিও বোটের ডেকে উঠতে উঠতে।

'আবার?' সোহানা বললো, 'আমি পাঁচ ঘন্টা একা একা রোদে পুড়লাম!'

রানা তাকালো সুলারিওর দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'কি বলছিলেন পানির নিচে?'

'পাথরটা ভাঙতে,' সুলারিও বললো, 'গান দিয়ে ভাঙা যেতো, কিন্তু পাথর সরতো না। এবার কিছু নিয়ে নামতে হবে।'

রানা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো রোদে। পরনে শুধু সুইমিং ট্রাঙ্ক। সোহানা দুজনকে গরম কফি ঢেলে দিল ফ্লাস্ক থেকে, সেই সাথে একটা করে স্যাণ্ডউইচ। এটুকু খেলে অসুবিধে হবে না।

সূর্য হেলে পড়েছে। বীচে এখন লোক কম। কিন্তু সাঁতারের পোশাক পরা মানুষগুলোকে অনেক লম্বা মনে হচ্ছে সকালের চেয়ে। সাঁতারুরা ফিরে যাচ্ছে ক্লাবের দিকে।

সুলারিও বোটের নিচ থেকে নিয়ে এলো একটা বাঁকানো লোহার বার।. বললো, 'রেডি হয়ে নিন।'

দু'মিনিট লাগলো রানার রেডি হতে। ডাইভিং প্ল্যাটফরমে নামার আগে সোহানার বাহু ধরে একটু ঝাঁকুনি দিলো আদর করে। হাত সরিয়ে নিতেই চেপে ধরা চার আঙ্গুলের জায়গাটা সাদা হয়েই আবার পোড়াটে রং ফিরে এলো। রানা দেখলো দাঁড়িয়ে। বললো, 'আর রোদে থেকো না। রঙটা ঝলসে যাচ্ছে। ছায়ায় বসতে পারো।'

হাসলো সোহানা, ঘাড় কাত করে জানালো, ঠিক আছে।

'নিচে গিয়ে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিন,' সুলারিও ডাইভিং প্ল্যাটফরম থেকে বললো, 'শার্ক ওপরে পাহারায় থাক। ডাকলে বীর মূর্তিতে চলে আসবেন—যদি কিছু হয়।'

দুজন আবার নামলো পানিতে। রানার হাতে লোহার বাঁকা বারটা। সুলারিও নিয়েছে ব্যাগ। বুদবুদ ওঠা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলো সোহানা। চারদিক দেখলো। স্টিয়ারিং হুইলের তাক থেকে বায়নোকুলার নিয়ে ভাল করে দেখলো চারদিকটা। বীচ, লোকজন, সাঁতারু, সমুদ্র, পাহাড়। কেউ কোথাও নেই। নেমে গেল বোটের নিচে। স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা থাকল রাইফেল।

পানির নিচে আলো কমে এসেছে—যেহেতু হেলে পড়েছে সূর্যটা। কোরালের ছায়াগুলো বেশ অন্ধকার। পাথরে বাড়ি খাচ্ছে এয়ার লিফটের নাসিকা। রানার হাতে বাঁকা বার। চাঁড় দিয়ে পাথর সরাচ্ছে, দেখে নিতে হচ্ছে পাথরের স্তর। এমন পাথর আছে যা সরে গেলে উপর থেকে নামবে অবধারিত ধস। সেই মুক্তাখচিত সোনার রশিটি জড়িয়ে রয়েছে একটা ডিম্বাকৃতি পাথরে। হয়তো এখানে এসে পড়েছিল রশিটি। তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে স্রোত আর ঢেউ তাকে জড়িয়ে দিয়েছে। এভাবেই থাকতো হয়তো আরো কয়েক শতাব্দী। বারের ধারালো দিকটি

দিয়ে আঘাত করে পাথরটাকে সরিয়ে দেয়া যায় পেছনের দিকে। কিন্তু পেছনে থেকে যাবে রশির বাকি অংশটা। থেঁতলে যাবে শিল্পীর নিখুঁত স্বর্ণরজ্জু।

এক ঘন্টা লাগলো রানার পাথরটার পাশে তিন ফুট গর্ত করতে। এখন হাত বাড়ানো যাচ্ছে। মাথা আর কাঁধও যাবে এ গহ্বরে।

এবার সুলারিওর হাত থেকে রানা নিলো এয়ার গান। পেছনে হেলান দিয়ে গহ্বরে প্রবেশ করালো এয়ার গানের মুখ। প্রচণ্ড ভ্যাকুম প্রেশারে ভেতরের বালি আর ছোট পাথরের নুড়ি বেরিয়ে এলো। আলগা হলো সোনার রশি। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এয়ার গানের মুখ দিয়ে টেনে টেনে আনতে লাগলো ওটাকে। মুক্তো বসানো হয়েছে প্রতি তিন ইঞ্চি অন্তর। বেরিয়ে আসা মুক্তোর সংখ্যা গুণলো। একুশটি মুক্তো হাতের রশিতে আছে। বইতে ছিলো আটচল্লিশটি মুক্তার কথা। অর্থাৎ এখনো আছে ছয় ফুট নয় ইঞ্চি ভেতরেই।

আলো আরো কমছে।

কাজে এলো স্বপ্নের ঘোর। চারদিকটা হয়ে উঠলো শ্লথ আর অবাস্তব। পানির ভেতর কিছুই শোনা যায় না নিজের নিঃশ্বাস ছাড়া। ডেসকোর হলুদ পাইপের মাধ্যমে ভেসে আসছে কমপ্রেশরের মৃদু কম্পন। রানার মনে হলো বহুকাল ধরে সে একটি স্ফটিকের গায়ে নকশা করে যাচ্ছে, কিন্তু নকশাটা ফুটছে না কিছুতেই।

নিচে বসে সোহানা দেখছে পুরানো কাগজ। বাইরে দুবার ডাকলো শার্ক। আবার! কান খাড়া করলো সোহানা। রানারা ফিরলো? উপরে উঠতে গিয়ে থমকে গেল। বন্ধ হয়ে এলো নিঃশ্বাস। পানিতে ছপাৎ ছপাৎ দাঁড় বাওয়ার শব্দ। মৃদু। থেমে গিয়ে আবার ছপাৎ ছপাৎ করছে। শার্ক অস্থির ভাবে ছুটছে আর ডাকছে।

তারপর শোনা গেল কণ্ঠস্বর

দুজন কথা বলছে। স্থানীয় ভাষা। বোঝা গেল না। একজন শার্ককে ডাকলো নাম ধরেই। চেঁচিয়ে গাল দিলো।

নেমে পড়লো সোহানা বিছানা থেকে। বোটের ডান দিকের পোর্ট-হোল থেকে আড়াল করলো নিজেকে। ডান দিক দিয়েই ওরা আসছে। হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছালো মইয়ের কাছে। এখন শব্দ নেই। শুধু থেকে থেকে শার্কের কান ফাটানো চিৎকার। আর তার হার্ট বিট। মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে যতটুকু শব্দহীন ভাবে সম্ভব। কোমরের হোলস্টারে পিস্তল আছে। কিন্তু ওরা বোটে ওঠার আগেই ককপিটে পৌঁছতে হবে। নিতে হবে রাইফেলটা। ওরা যদি থাকে বোটের পাশে তবে এখান থেকে উঠে ক্রল করে রাইফেলের কাছে যাওয়া যাবে। বাল্কহেড পেছনে রেখে দাঁড়ানো যাবে ককপিটে। যদি পেছনে থাকে ওরা, তবে এখন থেকে মাথা বের করলেই দেখতে পাবে।

শব্দ আসছে শুধু কানে। কাছেই একটা নৌকোয় রয়েছে ওরা। বাকলস খুলছে কেউ, এয়ার ট্যাঙ্ক রাখছে নামিয়ে। পানির শব্দ। পাশ থেকেই আসছে শব্দ।

নৌকো বোটের গায়ে ভেড়েনি এখনও।

ছোট মইটা বেয়ে উঠলো সোহানা। মাথা বের করলো ডেকে শুয়ে পড়ে, পেছনে রাখলো বাল্কহেডের আড়াল। ক্রল করে গেল ককপিটে। ঢুকে পড়লো ভেতরে। স্টিয়ারিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে রাখা রয়েছে রাইফেলটা। হাত বাড়ালে জানালা দিয়ে দেখা যেতে পারে।

ওদের কথা শোনা গেল। কি বলছে বোঝার উপায় নেই। মালয়ী ভাষা। ককপিটের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে কোণের দিকে গেল সোহানা। এখানে একটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। উঁকি দিলো। ওরা রয়েছে নৌকোয়, ডেসকো পাইপের কাছে। কি যেন করছে এয়ার লিফটের পাইপের কাছে।

এয়ার লিফট আর ডেসকো নষ্ট করছে ওরা?

মনে হলো না। ও দুটো দখল করতে চায়? ব্যস্ত রয়েছে ওদিকেই, এদিকে দেখছে না। ওরা নিশ্চিত যে বোটে শার্ক ছাড়া কেউ নেই। হাত বাড়িয়ে সোহানা ধরলো রাইফেল। নামিয়ে আনলো। কিন্তু স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে ঠুকে গেল রাইফেলের মাথা। শব্দ হলো। ওরা কান খাড়া করেছে। ওরা চারজন, তার মধ্যে একজন হাবিব।

বুঝে ফেলেছে বোটে লোক আছে। হাসাহাসি বন্ধ। দাঁড় টেনে ওরা এবার বোটের পাশে আসছে। দাঁড়ের শব্দ। ছপ…ছপাৎ…ছপ…এগিয়ে এলো ওরা। পদ্মার সঙ্গে ধাক্কা খেল ওদের নৌকো।

এখন নীরবতা।

সোহানা দাঁড়ালো বাল্কহেডের সঙ্গে মিশে। হাবিবের হাতে দাঁড়। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে নৌকায়। সন্ধ্যা নামেনি এখনও, নামছে। গতকাল এই সময়ই দেখেছিল সোহানা কার্লোসের রক্তাক্ত লাশ। সূর্য পানি ছুঁয়েছে। রক্তিম, গোলাকার।

পানিতে আকাশের ছায়া। চারদিকটা লাল। অথচ চারদিকে বেশ আলো আছে। সমুদ্র থেকে প্রতিফলিত আলো।

ওরা উঠবে না। মনে হচ্ছে, স্পিয়ার গান নিয়ে নিচে ডুব দেবে ডেসকো পাইপ অনুসরণ করে। হাবিবের পায়ের কাছে স্পিয়ার গান।

'কি চাই আপনাদের?'

চমকে গেল হাবিব ও তার সঙ্গী তিনজন।

সোহানাও দেখলো চকিতে ভীত মুখ, বিস্মিত, হতবাক। মুহূর্তে হাবিবের চোখে ঝিলিক। দাঁড় ছেড়ে দিলো। আবার তোলার জন্যে ঝুঁকলো সঙ্গে সঙ্গে। এবং সোজা হলো আরো তড়িৎ গতিতে। তার হাতে ঝিক্ করে উঠলো কি যেন! সাঁৎ করে ছুটে এলো চকচকে ক্ষিপ্র ধাতব কিছু। ঝুঁকে পড়লো সোহানা। ইস্পাতের বর্শাটা ওর মাথার ঠিক ছয় ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গিয়ে গাঁথলো কয়েক হাত দূরের দেয়ালে। উঠে আসছে হাবিব বোটে।

এরপর সোহানার মনে নেই কখন কক করেছিল রাইফেল। হাবিব উঠে

পড়েছিল বোটে যত দ্রুত—সেই বেগেই সোহানা রাইফেল নিচু করে ধরে চাপ দিয়েছিল ট্রিগারে। পরপর তিনটা বুলেট ফায়ার করেছিল সে। যে বেগে আসছিল হাবিব সেই বেগেই যেন শূন্যে উঠলো। প্রাণ ফাটা আর্তনাদ! পেছনে গেল ছিটকে। ডেকের উপর আছড়ে পড়লো শরীরটা। আর নড়লো না। কয়েকটা বিকট শব্দ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের। তাও গেল থেমে। শান্ত পানি। রক্তিম। হাবিবের মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে গল গল করে।

হাবিবের হাতের স্পিয়ার গানটা পড়ে আছে।

নৌকায় কেউ নেই। ওরা ঝাঁপ দিয়েছে পানিতে।

কমপ্রেশরের শব্দ। সামনে লাশ।

দৌড়ে গেল সোহানা কমপ্রেশরের কাছে। ঘুরিয়ে দিলো নব, বন্ধ হলো শব্দ।

বোটের চারদিকে দেখলো। কেউ নেই কোথাও। শার্ক চিৎকার করছে। ছুটছে। গন্ধ শুঁকছে হাবিবের রক্তের।

বাল্কহেডে পিঠ ঠেকিয়ে রাইফেল ধরে দাঁড়ালো সোহানা।

বের করলো রানা সোনার রশির পুরোটা। বারো ফুট লম্বা।

অন্ধকার হয়ে গেছে।

গুছিয়ে নিলো বারো হাত সোনা আর মুক্তার রশি। বেরিয়ে এলো গহ্বর ছেড়ে একটু ফাঁকা জায়গায়। সুলারিওকে দেখা যাচ্ছে ছায়ার মত। আলো পড়েছে সুলারিওর পেছনের ডেসকো নলে। দেখা যাচ্ছে এয়ার লিফট হাতে সুলারিওকে। সে-ও গুছাতে ব্যস্ত। রানা ওয়েট স্যুটের জিপার নামালো। জ্যাকেটের মধ্যে ভরে দিলো পুরোটা রশি। জিপার লাগালো আবার।

কিছু একটা হয়েছে অনুভব করতে পেরেছে রানা। শব্দের ধরনটা বদলে গেছে। বেশি করে শ্বাস নিলো, ছাড়লো। এবার বুঝলো কমপ্রেশরের শব্দই নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সুলারিওকে খুঁজলো।···একটা ছায়া, চকচকে কি যেন নড়ছে। চকচকে কি ছুটে গেল। একটা ছোরা।···সুলারিওর বাতাসের নলে টান পড়লো। ছোরাটা আগে যাচ্ছে আবার পিছনে সরছে—দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো সুলারিও। ছোরাটা এগিয়ে আসছে তার দিকেই। হাত তুললো মুহূর্তে।

ছোরা হাতে ছায়াটা ঝাঁপিয়ে পড়লো সুলারিওর উপর। হাত নড়ছে, নল দুলছে, পানিতে বুদবুদ।···দুটি ছায়া লড়ছে। সুলারিওর বিশাল শরীর দেখলে চেনা যায়। ছোরা ধরা হাতটা ধরেছে সুলারিও। বাম হাতের কব্জি থেকে একটানে বের করে নিল রানা গুঁজে রাখা ছোরাটা। পানিতে চাপ দিল ফ্লিপার দিয়ে। শ্বাস নিতে গিয়েই টের পেল সুলারিও বেশিক্ষণ লড়তে পারবে না। বাতাস নেই, কমপ্রেশর বন্ধ।

রানা কাছে যেতেই দেখলো দুটো ছায়া আর লড়ছে না। সুলারিওকে দেখা যাচ্ছে এখন পরিষ্কার। ছোরা ছিটকে পড়ে গেছে বালিতে। সুলারিও সোজা হয়ে

গেছে। উপরে উঠবে। বাম হাতটা পিছন থেকে বেষ্টন করে রেখেছে আততায়ীর মাথা। টান মেরে খুলে দিল তার অক্সিজেন ট্যাঙ্কের রেগুলেটর, বিছিন্ন করলো মাউথপীস। প্রথমে মনে হলো উপরে উঠছে সুলারিও আততায়ীকে নিয়ে। কিন্তু যখন দেখলো ডান হাতের বিশাল থাবায় সুলারিও চেপে রেখেছে লোকটার নাক মুখ—রানা থমকে গেল। পরিষ্কার বুঝতে পারলো সে, কি করতে যাচ্ছে সুলারিও। লোকটার বুক ভরা এখন কমপ্রেসড এয়ার। ফুসফুস ভর্তি হয়ে আছে ট্যাঙ্কের বাতাসে। ওর নাক মুখ চেপে বন্ধ করা। যত উপরে যাবে বুকের বাতাস আয়তনে ততই বেড়ে যাবে। নাক বা মুখ দিয়ে বেরুতে না পারলে ফুসফুসের ঝিল্লি ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরুবে বাতাস।

উপরে উঠছে সুলারিও।

লোকটা পথেই মারা যাবে। রানার মনে পড়লো, কোথায় যেন একটা ডায়াগ্রাম দেখেছিল। একে বলে বাইল্যাটারাল স্পনটেনিয়াস নিউমোথোর‍্যাক্স।

রানা দ্রুত উঠতে লাগলো। কেন বন্ধ হলো কমপ্রেশর? বুকে চাপ বাড়ছে। অর্থাৎ অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে সে। সোহানা কি করছে?

হঠাৎ ওপরে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল রানার। কে যেন টেনে নামাচ্ছে ওকে নিচের দিকে। বাতাসের নল! নল ধরে টানছে কেউ নিচ থেকে! মুখোশটা ওপরে তুলে দেবার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু পারলো না। প্রচণ্ড শক্তিতে টানছে লোকটা নিচের দিকে। আবছা গোধূলি আলোয় নিচটা দেখার চেষ্টা করলো রানা। হলদে নলের কিছুদূর মাত্র দেখা যাচ্ছে। কিন্তু চোখে চকচক করে উঠলো ধারালো ইস্পাতের ফলা। কাছেই! তার দিকেই স্পিয়ার গান তাক করে এগিয়ে আসছে একজন হলুদ নল ধরে ধরে।

বুক ভরে শ্বাস নেবার চেষ্টা করলো রানা। কিন্তু কমপ্রেশরে বাতাস নেই। অক্সিজেন প্রয়োজন। এক্ষুণি ওপরে ওঠা দরকার। কিন্তু নল টেনে রেখেছে স্পিয়ারগানধারী। এগোচ্ছে।

লোকটা এসে গেল ছয় হাতের মধ্যে। উঁচু করলো স্পিয়ার গান। রানাকে তাক করলো। ডিগবাজি খেয়ে ঘুরে ফ্লিপার লাগানো পা দিয়ে লাথি ছুঁড়লো রানা স্পিয়ার গানের তাক নষ্ট করার জন্যে। লোকটা শুধু চেপে ধরে রেখেছে গানটা, অপেক্ষা করছে সুযোগের—নিশ্চিত না হয়ে মারবে না।

রানা গা ছেড়ে দিলো। আততায়ীর চোখ তার দিকে স্থির। রানার হাতের ছোরাটা দেখলো। তাক করলো বর্শা। বাতাস! একটু বাতাস! রানার মনে হলো ফেটে যাবে বুকটা। চেষ্টা করলো আরেক ডিগবাজি খেয়ে লোকটার কাছে পৌঁছতে, কিন্তু তার আগেই…

তীরবেগে ছুটে এলো ইস্পাতের ফলা। আঘাত করলো রানার বুকে, পাঁজরের ফাঁকে। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। এবার ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়বে শরীরে। বিষ মাখানো থাকলে রক্তে রক্তে ছড়াবে বিষ।

কিন্তু ব্যথা নেই!

শক্ত করে ধরলো রানা ছোরার বাঁট। মরণ কামড় দেবে শেষ বারের মত। মেরে মরবে।

বুঝে গেল আততায়ী। হাতের স্পিয়ার গান ছেড়ে দিয়ে ছুটে এলো রানার দিকে। ছেড়ে দিয়েছে নল। জাপটে ধরলো রানাকে। ওর দুই হাত রানার কণ্ঠে। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলো রানা গলাটা। কিন্তু তড়িৎবেগে বাতাসের নলটা জড়িয়ে দিলো আততায়ী রানার গলায়। প্রচণ্ড শক্তিতে দু'হাতে টান দিলো দু'দিকে।

জ্ঞান হারাচ্ছে রানা। সমস্ত ইচ্ছেশক্তি একত্র করে হাতের ছোরাটা ভরে দিলো লোকটার ওয়েট স্যুটের ভেতর তল পেটের কাছে। হ্যাঁচকা এক টান দিল ওপর দিকে। এটুকু শক্তি ব্যয় করেই নিঃশেষ হয়ে গেল রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারলো ওপরে ওঠার ক্ষমতা নেই তার। মারা যাচ্ছে সে।

চারদিক অন্ধকার। কোথায় যেন ভেসে চলেছে সে। হঠাৎ সোজা হলো। নাকে বাতাস আসছে! কমপ্রেশরের শব্দ! বুক ভরে শ্বাস নিলো রানা। মাথাটা চক্কোর দিয়ে উঠলো। ঘোর কেটে যেতেই দেখতে পেল ঘুর পাক খাচ্ছে পেটে ছোরা খাওয়া লোকটা। ছোরাটা বের করতে চাইছে। গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। মিশে যাচ্ছে পানিতে।

রানা ওপরে উঠতে লাগলো।

উঠেই দেখলো সোহানাকে। ডাইভিং প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা। পাশে সুলারিও।

'ওয়েল কাম ব্যাক,' সুলারিও বললো।

প্ল্যাটফরমে উঠে বসে মুখোশ খুললো রানা। 'গেছিলাম আর একটু হলে,' বললো রানা। 'কমপ্রেশর চালু করলো কে?'

'আপনার স্ত্রী। তিনি আপনার দেরি দেখে হিসেব করলেন, ওপরে ওঠার পথে বাধা পেয়েছেন আপনি, এখুনি কমপ্রেশর চালু না করলে মারা পড়বেন বাতাসের অভাবে। কি হয়েছিল? দেরি করলেন কেন?'

রানা হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে অনুভব করলো, সোনার রশিটাকে। হাসলো নিজের মনে। বললো, 'আপনি ডাচেস অব পার্মাকে যা-ই বলুন না কেন, আমি তার লোভের জন্যেই বেঁচে গেলাম এযাত্রা।'

'কেমন?'

'সোনার রশিটা ঠেকিয়ে দিয়েছে স্পিয়ার গানের ফলা।' জ্যাকেটের ভেতর থেকে বের করলো রানা বারো ফুট লম্বা স্বর্ণরজ্জু। হাত বাড়িয়ে নিল ওটা সোহানা, চুমো খেলো ওতে।

আততায়ীদের নৌকোটা পানিতে ভাসছে। বৈঠাগুলো এলোমেলো, কোনটা পানিতে ভাসছে।

'কজন ছিল?' রানা উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো।
'চারজন,' বললো সোহানা।
'একটা মেরেছি আমি।' সুলারিও বললো, 'আপনারটা ভেসে উঠবে না তো এখনই?'
'না। ছোরা গেঁথে আছে পেটে।' রানা বললো, 'আর দুজন?'
'আপনার স্ত্রীর ফাইনার ওয়ার্ক একটা। অন্যটা পলাতক।' সুলারিও বললো, 'আপনারা বসুন। আমি এয়ার গানটা নিয়ে আসি। আপনার ছোরা খাওয়া ভদ্রলোকটাকে সাহায্য করতে এখুনি এসে যাবে হাঙ্গরের দল।'
'এয়ার ট্যাঙ্ক নিন।'
'না,' সুলারিও বললো, 'একটা মুখোশ হলেই চলবে। দেড় মিনিটের ব্যাপার।'
মুখোশ মুখে এঁটে নেমে পড়লো পানিতে। সোহানা ও রানা উঠে এলো ডেকে। রানা দেখলো হাবিবের লাশ। সোহানার দিকে চাইলো।
'ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।' কৈফিয়তের সুর সোহানার কণ্ঠে।
একপাশে পড়ে রয়েছে দম বন্ধ করে মারা লোকটার লাশ। ফুসফুসের ঝিল্লি ফেটে মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।
'জানো, এ লোকটাকে সুলারিও ডাইভিং প্ল্যাটফরম থেকে এখানে ছুঁড়ে ফেলেছে,' বললো সোহানা, 'দানবের শক্তি মানুষটার গায়ে।'
চারদিক দেখলো রানা।
'রাইফেলটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো।
আঙ্গুল দিয়ে দেখালো সোহানা, 'ওখানে।'
রানা নিয়ে এলো রাইফেলটা। দুজন ঝুঁকে দাঁড়ালো গানেলে ভর দিয়ে।
প্রায় অন্ধকার এখন। পুব দিগন্তে আবছা চাঁদটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। পশ্চিম আকাশের লালে মিশেছে কালো। প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে লালের আভা। মধ্যাকাশে দু'একটা তারা উঠছে ফুটে। আবছা আলোয় রানা দেখছে সোহানাকে। সোহানার রোদ-পোড়া রঙে লেগেছে শেষ গোধূলির ম্লান আলো, রাত মিশিয়েছে রহস্য।
'কি দেখছো?'
'কিছু না।' রানাকে বিষণ্ন মনে হলো। সমুদ্রে তাকিয়ে হাসলো হঠাৎ। বললো, 'জানো এজন্যেই বোধহয় একে বলে কনে দেখা আলো।'
'কি জন্যে?'
বলতে হয়ঃ তোমাকে কি যে সুন্দর লাগছে—কিন্তু দুটো লাশ সামনে রেখে কথাটা বলতে পারলো না রানা। চুপ করে রইল।
'বললে না?'
'কি?' এ প্রশ্নটা সোহানার প্রতি নয়, শার্কের হঠাৎ চিৎকারে চমকে উঠেছে রানা। ঘাড় না ফিরিয়েই অনুভব করলো পেছন থেকে দ্রুত ছুটে আসছে কিছু।

সোহানাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে পড়লো ডেকে।

কিরিচ হাতে গানেলে আছড়ে পড়লো কালো স্কুবায় মোড়া চতুর্থ আততায়ী। প্রচণ্ড জোরে চালিয়েছিল কিরিচ—তীক্ষ্ণ ফলার সামনের আড়াই ইঞ্চি গেঁথে গেছে গানেলের কাঠে।

রাইফেলটা বুকের কাছে ধরে গড়িয়ে তিন পাক খেয়ে একপাশে সরে গেল রানা। টান মেরে কাঠ থেকে কিরিচ বের করে নিয়ে গলা দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করলো আততায়ী। আবার আক্রমণ করবে। এক পা সামনে বাড়াতেই রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিলো রানা।

কিছুই হলো না। শুধু খট্। বোল্ট টেনে আবার গুলি করলো। খট্।

চেম্বার খালি। রাইফেলটাই ছুঁড়ে দিলো রানা আততায়ীর দিকে। মাথা নিচু করে ফেললো আততায়ী। রাইফেল গিয়ে পড়লো সাগরে।

আবার ঘরঘরে বিকট শব্দ করলো লোকটা গলা দিয়ে।

পরমুহূর্তে হাত উপরে তুলে প্রচণ্ড এক চিৎকার দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো সোহানার উপর। সোহানা বের করে ফেলেছে পিস্তল।

ফায়ার হলো পিস্তলে। কিন্তু হাত কেঁপে যাওয়ায় ফসকে গেল গুলিটা। লোকটার পুরো ওজন এসে পড়লো সোহানার উপর। পিস্তলের ট্রিগারে চাপ পড়লো আবার। এবার গুলি গেল আকাশে। কব্জিতে বেমক্কা চাপ পড়ায় খসে পড়লো পিস্তলটা হাত থেকে। এইবার! সোহানাকে চেপে ধরে কিরিচ তুলেছে লোকটা, ঘ্যাচ করে বিঁধিয়ে দিয়েই একটানে ফাঁক করে দেবে কণ্ঠনালী। সোহানার একমাত্র লক্ষ্য তার পিস্তল। হাত বাড়িয়ে অন্ধের মত খুঁজছে সে ডেকের ওপর পিস্তলটা। হাতে বাধলো একবার, কিন্তু তুলতে পারলো না। খসে গেল। বিস্ফারিত চোখে দেখলো উদ্যত কিরিচ।

আবার চিৎকার। এখুনি নামবে কিরিচ। উঠতে যাচ্ছিল রানা, মাঝপথেই—হামাগুড়ি দেয়া অবস্থা থেকেই লাফ দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়লো গিয়ে আততায়ীর পিঠে। লক্ষ্যভ্রষ্ট কিরিচ বিঁধলো ডেকে। ক্ষিপ্ত লোকটা হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল কিরিচটা, কিন্তু দ্বিতীয় আঘাত হানার আগেই রানার ধাক্কায় আছড়ে পড়লো ডেকে।

স্প্রিঙের মত উঠে বসলো লোকটা। সাঁৎ করে কিরিচ ছুঁড়ে মারলো রানাকে লক্ষ্য করে। মাথাটা সরিয়ে নিল রানা। কানের পাশ দিয়ে চলে গেল সাক্ষাৎ মৃত্যু। ডেক থেকে পিস্তল তুলে নিয়েছে সোহানা, ফায়ার করছে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও হিংস্র চিতার মত ঝাঁপ দিলো লোকটা সোহানার দিকে। গুলি করলো সোহানা। বুকে ধাক্কা খেয়েও গতি রুদ্ধ হলো না লোকটার, অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে আসছে সে, মরণ ছোবল দেবে যেন আহত গোক্ষুর। রানার চোখে পড়লো পাইপ রেঞ্চটা। ডেকে পড়ে আছে। দেড় ফুট লম্বা। মাথাটা ভারি।

তুলে নিলো রানা ঝুঁকে। দুই হাতে হাতল চেপে ধরে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে

মারলো লোকটার মাথায়। ফিনকি দিয়ে গরম রক্ত এসে লাগলো রানার চোখে মুখে।

মুখ থুবড়ে সোহানার ওপরই পড়তে যাচ্ছিলো লোকটা, ছিটকে সরে গেল সোহানা। ধড়াশ করে ডেকের ওপর আছড়ে পড়লো আততায়ী।

কোন সাড়া নেই।

কাছে এসে দেখলো রানা, দু'ভাগ হয়ে গেছে লোকটার মাথার খুলি। হাঁ হয়ে যাওয়া খুলি থেকে রক্তের সাথে মগজ বেরিয়ে পড়ছে ডেকে।

হাতে ধরা রক্তাক্ত রেঞ্চটা ছেড়ে দিল রানা। ঘুরলো সোহানার দিকে। দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এলো সোহানা। জাপটে ধরলো রানাকে। 'এসব কী শুরু হলো রানা! আমরা কি অশান্তি চেয়েছিলাম? কেন আমাদের জড়াচ্ছে ওরা এসবে?'

যেন নালিশ করছে সোহানা। চোখে পানি।

আবার কিসের শব্দ!

দুজনই ঘুরে দাঁড়ালো।

চট করে তুলে নিল রানা রেঞ্চটা।

সোহানার হাতে উদ্যত পিস্তল।

'ব্যাপারটা কি?'

ডাইভিং প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখছে সুলারিও ওদের দু'জনকে। এয়ার গানটা উঁচু করে রাখলো ডেকে। লাফ দিয়ে উঠে এলো।

'দুই মিনিটে এত ঘটনা!' লাশটার দিকে তাকালো, দেখলো রানার হাতের রেঞ্চ, সোহানার হাতের পিস্তল। মুচকি হাসলো সে। 'কী পদের হানিমুনার রে, বাবা! দুজন মিলে আমার ডেকটা একেবারে নোংরা করে দিল!'

কিছু বললো না রানা বা সোহানা। লাশগুলো দেখলো। সত্যিই রক্তাক্ত হয়ে গেছে পুরো ডেক। দেখলো খুলি দুভাগ হয়ে যাওয়া লাশটাকে। এইতো, এইমাত্র জীবিত ছিল। বলতে হতো লোকটা অথবা খুনে বা আততায়ী। এখন শুধু লাশ। দু'মিনিটও হয়নি।

'রেঞ্চ দিয়েই সাবড়ে দিলেন, গুলি খরচ লাগলো না। বেশ ইকনমিক!' সুলারিও বললো, 'রাইফেলটা কোথায়?'

'পানিতে,' জবাব দিল রানা। 'চেম্বার খালি ছিল। দাঁড়ান, আমি তুলে আনছি এক ডুবে।'

একটা হাত তুলে নিরস্ত করলো সুলারিও রানাকে। 'আজ থাক। কাল তোলা যাবে ওটা। মেহমান এসে গেছে নিচে। ওদেরকে ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না।'

একটা দড়ি নিয়ে নেমে গেল সুলারিও প্ল্যাটফরমে। পানিতে নেমে সাঁতার কেটে গিয়ে উঠলো আততায়ীদের নৌকায়।

দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে দিলো নৌকার আংটায়, অন্য প্রান্তটা নিয়ে ফিরে এলো পদ্মায়। এবার লাশগুলো ছেঁচড়ে টেনে এনে রাখলো গানেলের পাশে। একে একে

প্রত্যেকটি লাশের গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে গিঁঠ দিল।

'কি করছেন?' সোহানার আর্তনাদ।

সুলারিও উত্তর দিলো না, শুধু দেখলো সোহানাকে। ডেক থেকে তুলে নিলো ওদেরই কিরিচ। ঘ্যাচ করে বিঁধিয়ে দিল সেটা হাবিবের বাম চোখে।

'কি করছেন?'

এবারও উত্তর দিলো না সুলারিও। লাশ তিনটে একসাথে পাঁজাকোলা করে তুলে গানেলের ওপর দিয়ে ঝপাৎ করে ফেললো পানিতে।

'সাবধান করে দিলাম ওদের,' এতক্ষণে কথা বললো সুলারিও, 'বুকিত ওদের মন্ত্র দিয়ে করে তুলেছে আত্মোৎসর্গকারী খুনে। ভূতুড়ে ব্যাপার সৃষ্টি করেছে সবকিছুকে ঘিরে। আসলে কিচ্ছু না, ওদের নিয়মিত খাওয়ানো হয় হ্যালুসিনোজেনিস নামে এক ধরনের ওষুধ। আত্মবিভ্রম আর উন্মাদনা সৃষ্টিকারী ওষুধ। মুখে বলছে, ওর অনুসারীরা ওর নির্দেশে আত্মত্যাগ করলে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে স্বর্গে। এরা সবাই তা বিশ্বাসও করে। তবে এই বিশ্বাসের মধ্যে একটা কথা আছে—তা হলো, ওদের বলা হয়েছে, আত্মত্যাগী ঘুমের ঘোরে চলে যাবে স্বর্গে। শুধু তাই নয়, যাবে পূর্ণাঙ্গ শরীরে। কিন্তু ওরা কাল দেখবে আত্মত্যাগীদের লাশ নৌকার দড়িতে বাঁধা। মাথা ছাড়া আর কিছু নেই। ওদের এটাই দেখাতে চাই। বোঝাতে চাই, বুকিত যা বলে তার সবই সত্য বলে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।'

আঁধার পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চাঁদ। আততায়ীর নৌকোটা একটু দূরে সরে গেছে। ছায়ার মত দেখা যায়।

নৌকোটা দুলছে।

'এসে গেছে!' উৎসাহিত কণ্ঠ সুলারিওর।

'কি?' সোহানার গলার স্বরটা কেঁপে গেল একটু।

'সমুদ্রের নরখাদক!'

ওরা দেখলো দড়িতে বাঁধা একটা লাশ ভেসে উঠলো, মাথাটা দেখা গেল, আবার অদৃশ্য হলো পানিতে—দড়িতে টান পড়লো। নৌকাটা একবার কাত হয়ে আবার সোজা হলো। দুলছে।

'পদ্মা'র গায়ে ধাক্কা খেল কিছু আবার। কিছুতে ঠুকে যাচ্ছে, বাড়ি খাচ্ছে। সোহানার পিস্তল ধরা হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো গ্রিপ্। দেখলো ওপাশটা। সাদা ফেনা যেন বোটের পাশে বলক দিয়ে উঠছে।

টর্চের আলো জ্বাললো সুলারিও। দক্ষ যজ্ঞ শুরু হয়েছে পানিতে। পাগল হয়ে গেছে যেন হাঙ্গরগুলো, দিশেহারার মত ছুটছে এদিক ওদিক, ধাক্কা খাচ্ছে পদ্মায়। সুলারিও বললো, 'ওদের উৎসব লেগে গেছে।' আলোটা সোহানার হাতে দিলো, 'মনে হচ্ছে নৌকোটাই খেয়ে নেবে।'

এগিয়ে গেল সুলারিও ককপিটের দিকে।

দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে সোহানার। হাঙ্গরের দল নিজেদের মধ্যে ছেঁড়াছিঁড়ি করতে করতে আবার ওপরে তুলে এনেছে লাশ। বীভৎস দৃশ্য! দেখা যাচ্ছে হাঙ্গরের মাথা। কালো পানিতে চকচকে মাথা। ভয়ঙ্কর! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নাকের ছিদ্র। বিশাল চোয়াল হাঁ করছে, লেজে আঘাত হানছে পানিতে, পদ্মার খোলে। দাঁতে আটকে আছে স্কুবার রবার আর মানুষের মাংস। চোখের দুই তৃতীয়াংশ ঝিল্লির আবরণ। মনে হয় ঘুম জড়ানো চোখ, অশুভ, পৈশাচিক! বড় হাঙ্গরটা একটা লাশের বড় অংশ কেটে নিলো মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে। আলো নিভিয়ে দিল সোহানা।

চলতে শুরু করেছে পদ্মা।

পানি থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিলো সোহানা। কানে আসছে শব্দ, পানিতে লেজের চাপড়। দাঁতে হাড় ভাঙার শব্দ।

গা গুলিয়ে উঠেছে সোহানার। অনেক কষ্টে বমি রোধ করলো। রানা এসে দাঁড়ালো পাশে। সুলারিও পদ্মাকে পার করছে প্রবাল প্রাচীর।

একটা হাত রাখলো রানা সোহানার কাঁধে।···আকাশ ভরা তারা। আকাশে চাঁদ। শান্ত পানি। দূরে লাইট হাউসের আলো জ্বলছে, নিভছে।

'কি শান্ত চারদিক!' সোহানা বললো।

'মৃত্যুও তাই,' রানাও তাকিয়ে আছে শান্ত পানির দিকে। নিজের মনেই যেন বললো, 'ডেথ ইজ সাইলেন্স।'

বালিক দ্বীপের কাছে আসতেই ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল হর্ন। অনেকগুলো গাড়ির হর্ন বাজছে একসাথে। বহু দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে শব্দটা।

নয়

বোট এসে থামলো ডকে। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই পরিষ্কার শোনা গেলো শিঙা ধ্বনি। গাড়ির নয়, বালিক দ্বীপে সোলায়মানেরটা ছাড়া অন্য গাড়ি নেই। শিঙা বাজাচ্ছে যেন কারা। থেমে থেমে। মনে হচ্ছে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ওরা বালিক দ্বীপটিকে। শিঙা ফুঁকছে এলোমেলো ভাবে। বিরক্তিকর, ছন্দহীন।

কান খাড়া করে শিঙা ধ্বনি শুনলো সুলারিও। কপালে ভাঁজ পড়লো তার। 'এ আবার কোন্ তাল শুরু করলো হারামজাদা?'

'বুকিত নাসেরীর শিঙা?' সোহানার কণ্ঠে বিস্ময়, 'শিঙা কেন?'

সুলারিও খিস্তি করলো, 'শালা, আবার ভূতের ভয় দেখাচ্ছে। এটা এক ধরনের তুকতাক। দ্বীপের সবাইকে বোঝাতে চাইছে মস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে এই দ্বীপের বুকে।'

'আজ রাতেই আবার ওরা আসবে এটা ভাবিনি,' রানা বললো
'প্রতিশোধ?' সোহানা জানতে চাইলো।
'চারটে লাশের জন্যে?' সুলারিও বললো, 'নাহ্! বুকিত জানে মৃতেরা লড়তে পারে না। দ্বিতীয়বার জানও দিতে পারে না। প্রতিশোধের তোয়াক্কাও করে না। জীবিত সহকর্মীদের বলবে ওরা স্বর্গে বিচরণ করছে, ওদের কথা ভাবার দরকার নেই। তবে এই শিঙা বাজানো উদ্দেশ্যহীন নয়। ও ভয় দেখাচ্ছে এই দ্বীপের মানুষদের। ভূতের ভয়। তাদের বলছে ঘরে দরজা দিয়ে থাকতে।'
'অর্থাৎ আজ রাতেই সে কিছু করতে যাচ্ছে,' বললো সোহানা।
মাথা ঝাঁকালো সুলারিও, 'তাই মনে হচ্ছে। বিশ্রামের বারোটা বাজলো আজ।' আঙ্গুল দিয়ে শার্ককে বোট থেকে নামার ইঙ্গিত করলো। শার্কের পিছু পিছু নামলো সবাই।
'আজ সাবধান থাকতে হবে,' সুলারিও বললো, 'দুটো পিস্তল আছে আপনাদের। একটা শটগান প্রয়োজন। আমি সোলায়মানের শিকারের বন্দুকটা এনে রাখবো।'
'শিকারের বন্দুক? ও দিয়ে কি হবে?'
'বন্দুক নয়, বন্দুকের পেছনের মানুষটাই আসল,' হাসলো সুলারিও বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে। বললো, 'মানুষটা ঠিক হলে যে কোনো অস্ত্রই কাজের হয়ে ওঠে। আপনি তো সাধারণ এক রেঞ্চ দিয়েই আজ কাজ সেরে দিলেন। এর আগে মানুষ খুন করেছেন কোনদিন?'
উত্তর দিতে সময় নিলো রানা। অন্ধকারে মৃদু হাসলো, 'কি মনে হয়?'
'মনে হয় আপনাদের দুজনেরই অন্য কোন পরিচয় আছে। যেটুকু বলেছেন, সেটুকুই সব নয়। আপনাদেরকে আরও ভাল করে জানার কৌতূহল হচ্ছে। একদিন বসবো আমরা—কি বলেন? কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন জমা হয়েছে আমার মনে।'
কোন কথা বললো না রানা।
বাড়ি পৌঁছে কফির পানি চাপালো সোহানা। ঘরে ছিলো বাসি মাংস। তিনজন তাই খেলো গরম করে। সুলারিও উঠে পড়লো, 'আমি এই সোনাগুলো রেখে আসি সেলারে।'
সুলারিও চলে গেল বসার ঘরে। ঢাকনা তুললো। নেমে গেল কুঠুরিতে। শব্দেই ওরা অনুমান করতে পারলো। কি করছে সে।
'সুলারিও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে,' সোহানা বললো।
'এ ছাড়া উপায়ও তো নেই। প্রতিপক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, আক্রমণ করেছে। আমরা ইতিমধ্যেই ওদের চারজনকে খুন করেছি। ব্যস, বেধে গেছে যুদ্ধ।'
'ওরা আমাদের শেষ না করে থামবে না।'
'আমরাও থামবো না বুকিতের শেষ না দেখে।'
সুলারিও ফিরে এলো। ওর হাতে দশ ইঞ্চি ইটের মত দেখতে একটা জিনিস।

কিছু তার। এগ টাইমার। চুম্বক। রানা বুঝলো কি করতে চাইছে সুলারিও।

'সি-ফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'হুঁ।' একটা গ্লাসে রাম ঢাললো সুলারিও। 'আমার কাছে থাকে এসব। স্যালভেজের কাজে লাগে। অনেক সময় উড়িয়ে দিতে হয় আটকে থাকা তলা, প্রবাল প্রাচীর ধসিয়ে দিতে হয়।'

রানা জিনিসগুলো দেখলো। মনে মনে হিসেব করে বললো, 'একটা ভাঙা বোতল প্রয়োজন।'

'আমি প্লেট চার্জ দেবো,' সুলারিও বললো।

'না, শেপ্ চার্জ বসান,' রানা বললো, 'নিচে আছে কামানের গোলা। ওর একটার সঙ্গে শেপ চার্জ বসালেই একটা দুটো করে সব কটা ইগনিশন পেয়ে যাবে।'

শিউরে উঠলো সোহানা।

রানা খালি রামের বোতলটা তুলে বাঁ হাতে ধরে জানালার বাইরে বাড়িয়ে মাংস কাটার বড় ছুরিটা তুলে নিলো ডান হাতে। ছুরির ভোঁতা দিক দিয়ে এক ঘায়ে পেটের কাছাকাছি দু'ভাগ করলো বোতলটা। মাথার দিকটা পড়ে গেল বাইরে। তলা সহ কয়েক ইঞ্চি ভাঙা বোতলটা রাখলো টেবিলে। তুলে নিলো সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ! ওর থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে কাদার মত চেপে চেপে বসালো ভাঙা বোতলটার ভেতরে। বোতলটা ভর্তি হতেই সুলারিও কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুলে এগিয়ে দিলো ব্লাসটিং ক্যাপ। ক্যাপের সঙ্গে জুড়ে নিলো রানা প্লাস্টিক-কোটেড তারের মাথা। তারপর সাবধানে ওটা বসিয়ে দিলো সি-ফোরের উপর চেপে। আরো কিছুটা সি-ফোর রুটির মত করে জড়িয়ে দিলো মাথার দিকে। রুটি ছেঁদা করে বের করে রাখলো তারটা। 'এর সঙ্গে জুড়তে হবে টাইমার।' রানা বোতলটা কাত করে দিলো। বললো, 'এভাবে গোলার পেছন দিকে মুখটা ফিরিয়ে দিলে সমস্ত শক্তি নিয়ে আঘাত করবে।'

হাতে তুলে নিলো সুলারিও। দেখলো ভাল করে। যেন খুব পছন্দ হয়েছে।

'কবে বসাবেন এটা?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'আগামী কাল সকালেই। আজকের অ্যাকশন দেখেই বোঝা যাচ্ছে তৈরি হয়ে গেছে বুকিতের ডুবুরী দল। আর দেরি করা যায় না। শেষবারের মত নামবো আমরা কাল। যা পারি সংগ্রহ করবো, তারপর এটা বসিয়ে দেবো।' তারের সঙ্গে 'এগ টাইমার' জুড়ে দিলো স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে। রাখলো টেবিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তারপর শুরু হবে সত্যিকার যুদ্ধ। বন্দুকটা নিয়ে আসছি আমি এক্ষুণি সোলায়মানের কাছ থেকে। নলের অর্ধেকটা কেটে ফেলে দেব—পিস্তলের চেয়ে অনেক কাজের জিনিস হবে সেটা। শার্ক থাকলো।' সোহানার দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'শার্ক ডাকলেই বুঝবেন কেউ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল নিয়ে রেডি হয়ে যাবেন।' মৃদু হাসলো সুলারিও দুজনের দিকে তাকিয়ে। একটু সময় নিয়ে বললো,

'কাল কাজ শেষ করে বসবো তিনজন। হানিমুনার, আমি জানতে চাইবো সত্যি সত্যিই আপনারা কারা?'

শার্ক ডেকে উঠে বাইরে ছুটে গেল।

সুলারিও টেবিল থেকে টান মেরে তুলে নিলো মাংস কাটার বড় ছোরাটা। রানার হাতে ওয়ালথারের শীতল স্পর্শ। সোহানার পিস্তল শোবার ঘরে লুকানো আছে। ওটা আগেই বের করা উচিত ছিল। সোহানাও নিলো একটা ছোরা। তিনজনই বাইরে এলো। সুলারিও চার দিক দেখলো অন্ধকারে।

'কিছু না,' সুলারিও ডাকলো, 'শার্ক, কুত্তার বাচ্চা, খামোকা!' বলেই যেন চমকে গেল। কান খাড়া করলো। পাশের দিকে ছুটে গেল। তাকালো ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে—নিচে। রানা সোহানা এসে দাঁড়ালো পাশে।

'আমার ডকে অন্য একটা বোট!' সুলারিও উত্তেজিত। ছোরার বাঁটটা শক্ত করে ধরলো। 'বুকিত!'

শিঙা বাজছে থেকে থেকে। বেজেই চলেছে। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন সুরে। বালিক দ্বীপে যেন কোন মানুষ নেই! নির্জনতার আবহ রচনা করেছে শিঙার ডাক।

'শার্ক!' ডাক শুনে ছুটে এলো কুকুরটি। গলার বেল্ট ধরে ঘরের ভেতরে প্রায় ছুঁড়ে দিলো ওকে সুলারিও। বললো, 'ভেতরে থাকো, তোমার চেঁচামেচিতে আর কোন কাজ হবে না।'

টেনে দিলো দরজা। গ্যারেজের মত ঘরটা থেকে নিলো ওয়াটার প্রুফ টর্চলাইট।

নুড়ি বিছানো পথ ধরে তিনজন দ্রুত নামছে পাহাড় থেকে। সামনে সুলারিও। কিছুদূর নেমেই পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটলো সে। সোহানা আর রানা অন্ধের মত অনুসরণ করছে ওকে। সোহানা ছোরাটা বাগিয়ে ধরেছে। কি মনে হলো—রানা ওয়ালথারটা দিলো সোহানার হাতে। নিজে নিলো ছোরা।

ইশারা করলো সুলারিও দৌড়ের গতি কমাতে। এই ঢালটা চলে গেছে সোজা ডকে। এখান থেকে দেখা যায় সমুদ্র থেকে ঢুকে আসা খালটার মুখ। ওখানেই ভাসছে ভূতুড়ে বোটটা। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

আকাশে চাঁদ।

সব দেখা যায়, অথচ স্পষ্ট নয়। গাছ, ঝোপের পাশে জমাট অন্ধকার। চকচকে পানিতে বোটটা ছায়ার মত। এখনো থেকে থেকে বাজছে শিঙা। একটা গুড় গুড় শব্দ আসছে দূর থেকে, সমুদ্রের বাতাসে ভেসে।

ড্রাম বাজছে দূরে কোথাও।

'বুকিত আমাদের গোপন গুহার খবর পেয়ে গেছে।' সুলারিও বললো সোহানাকে, 'আপনি এই ছায়ায় লুকিয়ে পাহারা দিন। আমরা এগিয়ে দেখছি।'

সুলারিও রানাকে ইশারা করে ঝোপে ঝোপে নেমে গেল আরো কিছুটা। থামলো। এখানে কয়েকটা বড় গাছ ঘুটঘুটে আঁধার করে রেখেছে জায়গাটা।

থামতে বললো রানাকে। নিজে নেমে গেল নিচু হয়ে ঝোপের নিচে মাথা নামিয়ে। সুলারিওর গায়ে লেগে উপরের পাতাগুলো শব্দহীন ভাবে নড়ছে, চকচক করে উঠেছে চাঁদের আলোয়।

ঢালু পথের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুলারিও ইশারা করলো রানাকে। নেমে এলো রানা একই পথ ধরে। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলো সুলারিওর পাশে।

এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বোটটার এগিয়ে আসা। ওপরে তেমনি বেজে চলেছে শিঙা। কাছেই একটা ঝিঁঝি প্রাণপণে কান ফাটিয়ে ডেকে যাচ্ছে। ভুল হয়, যেন শব্দটা কানের ভেতরেই লেগে আছে।

রানার কানের কাছে মুখ নিয়ে সুলারিও বললো, 'এখানেই থাকুন। আমি একপাক ঘুরে দেখে আসি পুরো অবস্থাটা।' রানার হাতে ছোরা দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'পিস্তল?'

'সোহানার কাছে।'

'ভালই করেছেন। তবে সবচেয়ে ভাল হতো যদি ওঁকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে এই কাজে নামতেন। এমন ভাবে আপনার হাত-পা বাঁধা থাকতো না।'

'ওকে নিরাপদ কোথাও সরানো গেল না। আমাকে ফেলে যাবে না,' বললো রানা। তারপর নিচু গলায় যোগ করলো, 'আপনি ভাববেন না। বিপদের মোকাবিলা করতে আমরা অভ্যস্ত।'

দাঁড়ালো না সুলারিও। চিতার গতিতে নিচু হয়ে ছুটে গেল ঝোপ ধরে, ডকের দিকে।

রানার এক হাঁটু মাটিতে ঠেস দিয়েছে। চোখ সামনে। হাতে ধরা ছোরাটা। সামনে—এবার উপর থেকে দেখা নয়, সামনেই দাঁড়িয়ে 'পদ্মা'। 'পদ্মা'র ওপাশ দিয়ে চন্দ্রালোকে ছায়ার মত এগিয়ে আসছে আর একটা বোট। দূর থেকে ভেসে আসা ড্রামের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বোটের শব্দ।

যুদ্ধে নেমেছে তারা বুকিতের সাথে দুটি রান্নাঘরের ছোরা আর একটা পিস্তল নিয়ে। জানে না, শত্রু আসলে কত শক্তিশালী। নিজেদের শক্তি সম্পর্কেও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। দ্বীপবাসীদের সাহায্য পাওয়া যাবে? সুলারিওর আত্মবল ভাবতে দিচ্ছে না অন্য কিছু। সাহসী পুরুষ। বিশাল বুকে বিশাল হৃদয়। সোহানার মত তারও জানতে ইচ্ছে হয়ঃ কিসের এতো জ্বালা সেখানে?...চাঁদের আলোয় দেখছে সুলারিওকে। মনে পড়ে ছেলে বেলায় পড়া শ্রীকান্তের কথা। শ্রীকান্ত বের হতো ইন্দ্রনাথের সঙ্গে রাতের বেলা, অ্যাডভেঞ্চারে। ইন্দ্রনাথ ছিল তার হিরো। মনে হলো, সুলারিও যেন সেই ইন্দ্রনাথ আর সে মুগ্ধ শ্রীকান্ত।

মনে মনে হাসতে পারলো না, কারণ, অনুভব করলো রানা অন্ধকারে কাছেই কোথায় যেন একটু নড়াচড়া হলো। সোহানা রয়েছে ওপাশে। সোহানা?

থল থলে মোটা একটা বাহু রানার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলো পেছন থেকে। একলাফে

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো রানা, পারলো না। দড়াম করে কনুই চালালো পেছন দিকে, মনে হলো ময়দার বস্তায় লাগলো কনুই, একবিন্দু আলগা হলো না হাতের চাপ। আবার মারলো কনুই দিয়ে এবং সেই সাথে ডানদিকে কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করে এক ঝটকায় কাত হলো বামদিকে। এর ফলে কনুইয়ের ভেতর দিকের ভাঁজ থেকে কণ্ঠনালীটা মুক্ত হলো বটে, কিন্তু হুমড়ি খেয়ে ওর গায়ের ওপর পড়লো পেছনের লোকটা। ছুরিটা চালাবার চেষ্টা করলো রানা এবার, কিন্তু মাঝপথেই খপ্ করে কব্জি চেপে ধরে প্রচণ্ড এক মোচড় দিল লোকটা রানার হাতে। ব্যথায় দাঁত বেরিয়ে পড়লো রানার, খটাং করে পাথরের ওপর পড়লো ছুরিটা হাত থেকে খসে। এবার এক ধাক্কায় রানাকে চিৎ করে ফেলে বুকের ওপর উঠে এলো লোকটা। চিৎকার দেয়ার আগেই একহাতে চেপে ধরলো গলা।

বুকের ওপর জগদ্দল পাথর চেপে গেছে যেন। ভয়ঙ্কর ওজন লোকটার। বাম হাতে ঘুসি মারলো রানা লোকটার মুখ লক্ষ্য করে, কিন্তু কেয়ারই করলো না সে; আর একটু নিচু হয়ে গলার ওপর চাপ বাড়ালো হাতের। রানার মনে হলো চোখ দুটো ওর ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে কোটর ছেড়ে। এক্ষুণি কিছু না করতে পারলে এক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে সে।

কব্জিটা মুক্ত করার জন্যে ডান হাতটা ঝটকা দিল রানা, একই সাথে বাম হাতে চেপে ধরলো গলা ধরা হাতের কড়ে আঙ্গুল; গায়ের সর্বশক্তি পয়োগ করে চাপ দিল আঙ্গুলটায় পেছন দিকে। কড়াৎ আওয়াজ তুলে বেকায়দা রকম বেঁকে গেল আঙ্গুলটা। জোরে শ্বাস নিল লোকটা, চমকে মাথাটা আধ হাত পেছনে সরিয়ে নিল, গলা ছেড়ে দিয়ে আঁধারেই দেখার চেষ্টা করলো ভাঙা আঙ্গুল। পরমুহূর্তে ডান হাতটা ছেড়ে দিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি তুললো—এক ঘুসিতে মাটির সাথে সমান করে দেবে রানার নাকমুখ।

এতে সুবিধেই হলো রানার। পা দুটো ইতিমধ্যেই উঠে আসতে শুরু করেছিল ওর, লোকটা ঘুসি মারার জন্যে একটু পিছনে হেলতেই এক পা গলায়, অপর পা বুকে বাধিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারলো পেছন দিকে। ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল লোকটা রানার শরীরের ওপর থেকে—ধপাস করে পাথরের ওপর পড়লো উপুড় হয়ে।

ঽড়াক করে উঠে দাঁড়ালো রানা। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে লোকটাও, রানাকে এগোতে দেখে বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালো। লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল রানা, প্রচণ্ড এক কারাতে কিক মারলো লোকটার বুকে। দু'পা পিছিয়ে গেল বটে, কিন্তু ধরাশায়ী হলো না, বড় করে দম নিয়ে ঝাঁপ দিল লোকটা সামনে।

চট্ করে একপাশে সরে গেল রানা, লোকটার একটা হাত ধরেই পিছন ফিরলো, ওর প্রচণ্ড সম্মুখগতিকে কাজে লাগিয়ে ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েই হিপ্থ্রো করলো নিখুঁত জুডোর ভঙ্গিতে। শূন্যে একপাক ডিগবাজি খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়লো লোকটা পাথরের ওপর। চোখের কোণে দেখতে পেল রানা দৌড়ে

নেমে আসছে সোহানা। হাতে পিস্তল। কিন্তু গুলি করা চলবে না এখন। নিচু হয়ে ঝুঁকে ছুরিটা তুলে নিল সে হাতে।

ঝাঁপ দিয়ে লোকটার বুকের ওপর পড়তে গিয়ে বাধা পেল রানা। ওর হাতটা চেপে ধরেছে কেউ।

'প্লীজ! মিস্টার রানা!' কানে কানে ফিসফিস করে বললো সুলারিও।

থমকে গেল রানা। একলাফে লোকটার বুকের ওপর চেপে বসলো সুলারিও মাংস কাটা ছোরা হাতে।

রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সোহানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে লোকটাকে। আবছা চাঁদের আলোতেও চেনা যাচ্ছে পরিষ্কার। এত বিশাল শরীর গোটা পেনাং দ্বীপে আর কারো নেই।

'সোলায়মান!'

কণ্ঠস্বর সুলারিওর। মৃদু অস্ফুট উচ্চারণ, কিন্তু মনে হলো যেন আর্তনাদ। অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের সঙ্গে একটা বেদনা ফুটে উঠেছে সুলারিওর কণ্ঠে।

দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করলো সোলায়মান। তীব্র আতঙ্ক ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিস্ফারিত দুই চোখ। সুলারিও তাকিয়ে রইলো সোলায়মানের দিকে কয়েক মুহূর্ত। বামহাতে চেপে ধরলো রুক্ষ চুলের গোছা। ঝাঁকি দিল। মাথা নিচু করে কানে কানে জিজ্ঞেস করার মত ফিসফিস করে বললো, 'ওদের সব বলে দিলি?' মাংস কাটার ছোরাটা ছোঁয়ালো কানের লতির নিচে। 'কেন?'

শিউরে উঠলো সোলায়মান, কথা বললো না।

'কেন, উত্তর দে! কেন বেঈমানী করলি—পয়সার জন্যে?' সুলারিওর কণ্ঠে এখন রাগ নেই। মনে হলো কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসছে তার কণ্ঠস্বর। প্রায় অনুনয়ের সুরে বললো, 'শুধু পয়সার জন্যে?...তুই না আমার ভাই, সোলায়মান—বালিকের মানুষ না তুই?'

এখনো নিরুত্তর সোলায়মান।

কাঁপছে সোহানা। এক হাতে ওর পিঠ বেষ্টন করলো রানা। এখান থেকে ওদের দুজনের চোখ দেখতে পাচ্ছে রানা মোলায়েম চাঁদের আলোয়। একজনের আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখে মৃত্যুভীতি—তাকিয়ে আছে সুলারিওর দিকে, যেন সম্মোহিত। সুলারিওর চোখ বিহ্বল, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

'কোন জবাব নেই তোর, তাই না?' বদলে গেল সুলারিওর চেহারা। চুলের মুঠি ধরে চাপ দিয়ে শুইয়ে দিল সোলায়মানকে। কি প্রচণ্ড শক্তি রাখে সুলারিও, বোঝা গেল সোলায়মানের শুয়ে পড়া দেখে। কোমরে ঝোলানো কিরিচটা বের করার চেষ্টা করলো সোলায়মান, মুখ হাঁ করলো চিৎকার দেয়ার জন্যে। কিন্তু তার আগেই সুলারিওর বাম হাতটা চুল ছেড়ে চেপে ধরলো ওর মুখ, দুচোখে দুই আঙ্গুল। ডান হাতে চালালো ছোরা কানের কাছে, টেনে আনলো, চেপে দিলো

কণ্ঠার দিকে। ফাঁক হয়ে গেল গলাটা। সাদা চর্বি হাঁ হলো, রক্তের ফিনকি লাল করে দিলো চর্বি। দাপাচ্ছে সোলায়মান, দুই পা ছুঁড়ছে শূন্যে। চিৎকার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সুলারিওর বিশাল থাবা নড়লো না মুখের ওপর থেকে। কণ্ঠনালীটা দু'ভাগ হয়ে যেতেই শব্দ হলো হাপরের মত, বুকের বাতাস বেরুচ্ছে—গল গল করে বেরুনো রক্তে মিশে এক বিচ্ছিরি, ভয়াবহ শব্দ! রক্ত ছিটকে এসে লেগেছে সুলারিওর দাড়িতে, মুখে, বুকে। উঠে দাঁড়ালো সুলারিও—রক্তাক্ত। তার ছোরা থেকে টপটপ করে পড়ছে তাজা, গরম, লাল রক্ত তাকালো চাঁদের দিকে। চোখ বন্ধ করলো। মাথাটা নাড়ছে এপাশ ওপাশ।

সোলায়মানের বিরাট শরীরের খিঁচুনি কমে এলো। রক্ত পড়ছে এখন চুঁইয়ে চুঁইয়ে। মাথাটা প্রায় বিচ্ছিন্ন। বীভৎস দৃশ্য!

একটা আলো এসে পড়লো ওদের দিকে। বোটের সার্চ লাইট। রানা ও সোহানা সরে এলো ঝোপের আড়ালে। সার্চ লাইটটা খুঁজছে কাউকে।

'সোলায়মান!'

বোট থেকে ভেসে এলো ডাকটা।

সুলারিও তখনও দাঁড়িয়ে।

'সুলারিও!' ডাকলো রানা চাপা গলায়।

জবাব নেই। আলোটা এখনই পড়বে সুলারিওর গায়ে। রানা ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলো ওকে, ল্যাং মেরে আছড়ে ফেললো মাটিতে। নিজেও পড়লো পাশে আলোটা ওদের ওপরে এসে দুবার ঘুরলো, থামলো। ওরা মাটিতে শুয়ে। সরে গেল অন্যদিকে।

'সোলায়মান!' আবার ডাক শোনা গেল। 'ইডিয়ট!'

সুলারিওর যেন সংবিৎ ফিরলো। পাশে শুয়ে থাকা রানার দিকে তাকালো। বললো, 'তবু তো সবশেষ হবার আগেই জানা গেল!' ক্রল করতে শুরু করলো সুলারিও। রানা ও সোহানা অনুসরণ করলো। আবার পানিতে একপাক ঘুরে ডাঙায় উঠে এলো সার্চ লাইট। শুয়ে রইলো ওরা। সুলারিও তাকালো রানার দিকে। বললো, 'ওরা টোটাল ওয়ারে এসেছে। এক রাতেই সব কাজ শেষ করবে। এই বোটে আছে চার পাঁচজন ডাইভার। ওরা নামবে পানিতে, ওপরে কয়েকজন রাইফেলধারী থাকবে গার্ড।'

'ওদের ডাইভার কয়জন পানিতে নামলেই আমরা উঠবো পদ্মায়। ওখান থেকে ট্যাঙ্ক নিয়ে নামবো পানিতে।' রানা বললো।

'ট্যাঙ্কে তো কার্বন…'সোহানা আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল।

'দুটোয় সোলায়মান দিয়েছিল সে রাতে' বলল সুলারিও। 'আমি সে দুটো অন্যখানে সরিয়ে রেখেছি। নতুন ট্যাঙ্ক আছে।'

'ওপরে অ্যাটাক না করে পানির নিচে কেন?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'আমরা এই মুহূর্তে লোকজন ডাকতে পারছি না। অথচ এখনই আক্রমণ করতে হবে। আমরা মাত্র তিনজন, তার মধ্যে একজন আবার মহিলা। একটা পিস্তল আর দুটো ছোরা আমাদের সম্বল।' সুলারিও বললো, 'আমরা ওদের চেয়ে ভালো ডাইভার। সবাইকে এক সঙ্গে আক্রমণ না করে প্রথমে আমরা কাজ সারবো পানির নিচে, তারপর হামলা করবো ওপরে। পানির নিচে অ্যাম্পূল তোলায় ব্যস্ত থাকবে ওরা—বিজয় হবে সহজ। লোকসংখ্যা কমিয়ে দিতে পারলে ওপরেও জয়লাভ হয়তো কঠিন হবে না।'

'রেগুলেটর কেটে দিয়ে ওদের পানির নিচে প্যানিকি করে দিতে হবে,' রানা বললো, সোহানাকে, 'যদি ছোরা চালাতে না চাও।'

'কিন্তু বোট থেকে ওরা গুলি করবে ওঠার সময়।' সুলারিও এবার পরামর্শ চাইলো যেনো।

'আমরা এখানে উঠবো না। এখন অন্ধকার। ওরা খোলা এয়ার ট্যাঙ্কের বুদবুদ নিয়েই অস্থির থাকবে। আমরা কেভ থেকে বের হয়ে একেবারে সমুদ্রের পারে গিয়ে উঠবো।'

'দ্যাটস রাইট! আজ আমাদের এটুকুই কাজ। কাল সকালেই অ্যাম্পূল দেবো উড়িয়ে।' সুলারিও বললো, 'সকাল পর্যন্ত ঠেকাতে হবে ওদের—যেমন করে হোক।'

আরো কাছে এসে গেছে ওরা বোটের। দেখলো, বোটে দাতুক দাঁড়িয়ে। আবার সার্চ-লাইট ডাঙায় খুঁজলো সোলায়মানকে। নাম ধরে ডাকলো। শেষে দাতুক বললো, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই ডলার পেয়ে মদ গিলে পড়ে আছে।'

'কিন্তু ডলার ও শালা হালাল করেই নিয়েছে,' অপর এক কণ্ঠস্বরের উত্তর কানে এলো সুলারিওর।

'বাস্টার্ড!' উচ্চারণ করলো সুলারিও।

ওরা এসে গেল ডকের কাছে। কাঠের প্ল্যাটফরমের কয়েক হাতের মধ্যে। বুকিতের বোট দাঁড়িয়েছে বিশগজ দূরে পদ্মার ডান দিকে। ওরা নিচু হয়ে উঠে পড়লো ডকে, পদ্মাকে মাঝখানে রেখে আড়াল করে।

পা টিপে পদ্মায় উঠে পড়লো ওরা একজন একজন করে। নিচু হয়ে ঢুকলো ককপিটে।

দশ

নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারেরও শব্দ আছে।

বাতাসে কাঁপন ওঠে।

চেতনা ছুঁয়ে যায়।

ডকে আলো এসে পড়লো। কিছু সন্দেহ করেছে ওরা। এদিক ওদিক ঘুরে এসে দুবার থমকে দাঁড়ালো আলোটা ডকের উপরে। নিথর বস্তুগুলো দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

তারপর সরে এলো পদ্মার ডানদিকে। পদ্মার সামনে পেছনে দেখলো।

ওরা ঘাপটি মেরে বসে আছে ককপিটে। বাইরের কর্কশ আলোয় ভেতরটা হালকা ভাবে আলোকিত হয়েছে। সেই আলোয় ওরা আশপাশটা দেখে নিলো। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলো ফ্লিপার মুখোশ।

সরে গেল সার্চলাইট।

সোলায়মানের নাম ধরে বোট থেকে আবার ডাকলো কেউ। দুজন কথা বললো মালয়ী ভাষায়। কান পেতে শুনলো সুলারিও ওদের কথাবার্তা।

রানা তাকালো, সপ্রশ্ন।

'নিচে কাজ চলছে ওদের। ওরা তীরে নেমে দেখবে সোলায়মান কোথাও মাতাল হয়ে পড়ে আছে কিনা।' সুলারিও বললো, 'এখানেও আসতে পারে খুঁজতে। গেট রেডি। শুধু ট্যাঙ্ক, মুখোশ, ফ্লিপার। ওয়েট লাগানোর প্রয়োজন নেই। শব্দ হবে।'

তিজনের পরনেই জিনস ও শার্ট। তিনজনই শুয়ে পড়লো মেঝেতে, খুলে ফেললো শার্ট প্যান্ট। নিচে রয়েছে তিনজনের সাঁতারের পোশাক। সুলারিও ক্ষিপ্রগতিতে ডেকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে গেল। তুলে আনলো একজোড়া স্কুবা ছোরা। বললো, 'পিস্তলটা এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। ছোরাই হবে আমাদের অস্ত্র। আমি অবশ্যি এই মাংস-কাটা ছোরাই ব্যবহার করবো।'

মুশকিল হলো অক্সিজেন ট্যাঙ্ক নিয়ে। ওগুলো টাঙানো রয়েছে ডান দিকের গানেলের ধার দিয়ে। চাঁদের আলোয় চকচক করছে স্টীলের মাথাগুলো। নড়লেই ঝিলিক দেবে।

'আমি আনছি,' সুলারিও বললো।

'না,' রানা বারণ করলো, বললো, 'রেড ইণ্ডিয়ান টেকনিক চালিয়ে দেখা যাক।'

মাঝারি আকারের একটা স্ক্রুড্রাইভার হাতে তুলে নিল রানা। বললো, গেট রেডি! এটা ছুঁড়ে দেয়ার সাথে সাথেই ক্রল করে এগোবো, পড়ার শব্দ কানে এলেই তিনজন এক সঙ্গে তিনটে ট্যাঙ্ক খসিয়ে নেবো।'

স্ক্রুড্রাইভারটা ছুঁড়ে দিল রানা ডকের শেষ প্রান্ত লক্ষ্য করে ডাঙার দিকে। ক্ষিপ্রগতিতে ক্রল করে এগোলো তিনজন। কাঠের পাটাতনে সশব্দে পড়লো ওটা। চট্ করে তিনজন তিনটে ট্যাঙ্ক নামিয়ে নিলো হুক থেকে।

'সোলায়মান?' বোট থেকে হাঁক দিলো কেউ।

ককপিটে ফিরে আসছে ওরা ক্রল করে।

'সোলায়মান?' আবার ডাকটা শোনা গেল। একটু বিরতি। 'কে ওখানে?'

ওরা ফিরে এলো ককপিটে। দপ করে জ্বলে উঠলো আবার সার্চলাইট।

এক মিনিটের মধ্যেই ওদের পিঠে চড়ে গেল ট্যাঙ্ক। মৃদু আলোয় একটা স্কুবা ওয়েট খুঁজে পেয়ে হাতে তুলে নিল রানা।

বোটে সংলাপ। কথা হচ্ছে স্থানীয় ভাষায়। রানা তাকালো সুলারিওর দিকে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। সুলারিও বললো, 'ওরা নেমে দেখবে ডকটা। ওরা মনে করেছিল সোলায়মান এসেছে বুঝি।'

'এবার আমাদের নামতে হবে,' রানা বললো। 'আমি এই ওয়েটটা ছুঁড়বো। শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে পানিতে নামতে হবে আমাদের ডকের দিক থেকে। ডক আর বোটের ফাঁক দিয়ে নিচে যাবো। সোহানার হাতে টর্চ থাকবে কিন্তু ব্যবহার করবে না। আমরা ওদের আলো অনুসরণ করবো।' একটা দশ হাত লম্বা দড়ি বের করলো রানা, বললো, 'এই রশিটার দু'মাথায় থাকবো আমি আর সুলারিও। সোহানা থাকবে মাঝে। অন্ধকারে দল ছুট হওয়া যাবে না। গেট রেডি। মুখোশ এঁটে নাও।'

হাত সোজা রেখে পুরো বৃত্ত রচনা করে ওয়েটটা সটান পাঠিয়ে দিলো রানা পাশের বোটের উপর দিয়ে।

ঝপাৎ শব্দ হলো পানিতে।

কট-কটাস! শব্দ হলো রাইফেল কক্ করার। বুকিতের বোটে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। ওরা তিনজন ক্ষিপ্রগতিতে নেমে গেল ডক আর বোটের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে।

রশিটা ধরে ডুব দিল তিনজন এক সাথে।

দুজন নেমে এলো বুকিতের বোট থেকে। ডকটা দেখে নিয়েই পাড়ের দিকে গেল। সামনের অন্ধকারে তাক করে রেখেছে হাতের অটোমেটিক রাইফেল। আস্তে আস্তে চারদিক দেখে এগোচ্ছে। সার্চলাইটটা এসে পড়লো ওদের উপর। আলো দিয়ে সাহায্য করছে।

'সোলায়মান!' ডাকলো ওরা।

আরো কিছুদূর এগিয়েই থমকে গেল। বাতাসে কিসের গন্ধ যেন। রক্ত! একজন কয়েক পা এগিয়ে ঝোপের আড়ালে কি যেন দেখলো।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সোলায়মান। গলাটা হাঁ হয়ে আছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো খোলা; চাঁদের দিকে স্থির।

দৌড়ে ফিরে এলো হতচকিত লোকটা সঙ্গীর কাছে, কম্পিত কণ্ঠে বলছে কিছু। এমনি সময়ে পাশের ঝোপটা একটু দুলে উঠতেই আঁতকে উঠলো দুজন একসাথে। অটোমেটিক থেকে বেরুলো কয়েক রাউণ্ড গুলি। ছুটে পালালো একটা খুবওয়ালা খরগোশ।

দুজন ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে, বোটের দিকে।

বোট থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন। শুনলো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

গানেলের ওপর রাইফেল রেখে ঝোপগুলোর দিকে তাক করে বসে রইলো। আরও তৎপর হয়ে উঠলো সার্চলাইট।

ওরা তিনজন হাঁটু গেড়ে বসেছে সাগর তলে, অন্ধকারে পাশাপাশি। এখান থেকে সেই গুহার দূরত্ব পঞ্চাশ ফুটের মত। গুহাটা দেখছে ওরা, যেন অন্ধকার থেকে দেখা আলোকিত স্টেজ। আলোর উৎস ডুবুরীদের হাতে ধরা টর্চলাইট নয়, গুহার বাইরে ও ভেতরে দুপাশে বসানো হয়েছে বড় দুটো ফ্লাড লাইট। গুহার ভেতরে কাজ চলছে। ডুবুরীর সংখ্যা যা ধারণা করা গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে। একজন ডুবুরী বের হয়ে এলো গুহা থেকে। এক হাতে অ্যাম্পূল ভরা ব্যাগ—অন্য হাতে টর্চ। আলো থেকে বের হয়ে অন্ধকারে এসেই জ্বাললো হাতের লাইট। অন্ধকার থেকে দুজন ডুবুরী এলো টর্চ হাতে। আলোয় এসে হাতের আলো নিভিয়ে দিলো।

ওরা যাওয়া আসা করছে তাদের সামনে দিয়েই। সুলারিও ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল, রানা বাধা দিলো।

চার দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে রানা রশিতে টান দিয়ে ইঙ্গিত করলো গুহার দিকে এগিয়ে যেতে। তিনজন ভেসে উঠলো, চাপ দিলো ফ্লিপারে।

এগিয়ে গেল ওরা গুহামুখের কাছাকাছি। এখানেও আলো এসে পড়েছে। ওরা নামলো ঠিক আলো-অন্ধকারের সীমানায়। এগিয়ে গেল রানা। ইশারা করলো ওদের দুজনকে অপেক্ষা করার জন্যে। রানা দ্রুত চলে গেল প্রাচীরের দিকে। পাথর ধরে ধরে গুহার কাছে পৌঁছলো। শরীর নিচু করলো। বালিতে শুয়ে পড়লো উপুড় হয়ে। ঘাড়টা ফেরালেই এখান থেকে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। বোঝা গেল বেশ কয়েকজন লোক আছে ভেতরে। তাদের মধ্যে তিনজন ডুবুরী আছে তার চোখের আওতায়। কাজে ব্যস্ত।

সাবধানে সরে এলো রানা। ফেরত এলো সোহানাদের কাছে। টর্চটা নিল সোহানার হাত থেকে। ওটা জ্বেলে সুলারিওর ওপর ফেলে আলোটা ফেললো গুহামুখের এদিকটায়। নিজের ওপর ফেলে আলোটা ফেললো অপর প্রান্তে। সোহানাকে থাকতে বললো যেখানে আছে সেখানেই। অর্থাৎ গুহার মুখে দুদিকে থাকবে দুজন। সোহানা অপেক্ষা করবে জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে।

সোহানার হাতে টর্চ দিয়েই গুহার দিকে রওনা হলো রানা। ভেসে পড়লো সুলারিও। দুজন মিশে থাকলো পাহাড়ের গা ঘেঁষে। বাঁ হাতের কব্জি থেকে রানা বের করলো ডুবুরীর ছোরা। সুলারিও শক্ত করে ধরেছে তার মাংস কাটার ছোরা। দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকালো গুহার দু'প্রান্ত থেকে।

সোহানা দুজনকে দেখছে অন্ধকারে বসে।...একটা ছায়া বাইরে এসে পড়লো। একজন বের হবে। এগিয়ে আসছে। পেছনে আর একজন। দেখছে সোহানা। ওরা

কি দেখতে পেয়েছে?

সুলারিও দেখলো প্রথমে মাথাটা, তারপর কাঁধ। হাতের ছোরাটার বাঁট ঠিক করে নিলো মুঠোর ভেতর। গুহা মুখে স্রোত। সেই স্রোতে ডুবুরীদের চলাচলে ভেসে ওঠা বালি। পানি একটু ঘোলাটে। কিন্তু সুলারিওর ছোরার ঝিলিক দেখতে পেলো রানা পরিষ্কার।

ঝাঁপিয়ে পড়লো সুলারিও। সুলারিওর বিশাল শরীর আর কালো পাতলা শরীরের ডুবুরীকে দেখে মনে হলো যেন ঝাঁপ দিয়েছে বাঘ ছাগলের উপর। পানিতে আন্দোলন, বুদবুদ। সুলারিও ধরেছে ঘাড়ে, টান মেরে কেড়ে নিয়েছে মাউথপীস। মলটা কেটে দিয়েছে ছোরা দিয়ে। ট্যাঙ্ক থেকে বাতাস উঠে যাচ্ছে উপরে। হতভম্ব ডুবুরীটা হাতাচ্ছে পানি।···ঠিক তখনই দেখা দিলো দ্বিতীয় মাথা। প্রথম ডুবুরীকে সুলারিও চেপে ধরে রাখলো পাথরের সঙ্গে। রানা ঝাঁপিয়ে পড়লো দ্বিতীয় ডুবুরীর উপরে ক্ষিপ্রবেগে।

লোকটা দেখে ফেলেছে রানাকে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ। ফেলে দিলো হাতের অ্যাম্পূল-ব্যাগ। ধরে ফেললো রানার ছোরা ধরা হাত। রানা এক ঝটকায় সরিয়ে নিলো হাতটা। কিন্তু সেই টানে লোকটা এসে পড়লো রানার উপর। এবার রানার মখোশ ধরতে গেল লোকটা, সরে গেল রানা। বেশ দূরত্ব রেখে ঘুরে এলো হাঙরের গতিতে—এবার তার হাত সামনে বাড়ালো, হাতে ছোরা। ছোরা গেঁথে গেল লোকটার ডান পাঁজরে। সাথে সাথেই বের করে মারলো রানা তলপেটে। হ্যাঁচকা টানে মাউথপীস কেড়ে নিয়েই কেটে দিলো অক্সিজেন ট্যাঙ্কের নল। তারপর ধাক্কা মেরে ছেড়ে দিল লোকটাকে। চেপে ধরে রাখা ডুবুরীর অচেতন দেহটা ছেড়ে দিয়ে। অবাক হয়ে দেখলো সুলারিও রানাকে। রানা বুক ভরে শ্বাস নিলো। না, ট্যাঙ্কের পাইপ ঠিক আছে। রানা খেপে গিয়েছিল? নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল?

ছোরা খাওয়া ডুবুরী একটা স্রোতে ঘুরপাক খেলো। চলে গেল অন্ধকারে। পানিটা লালচে।

আবার প্রস্তুত হলো দুজন। ছায়া দেখা যাচ্ছে।

আবার একজন বেরিয়ে আসছে। হাতে ব্যাগ। সুলারিওকে ইশারা করলো রানা যেন এই লোকটাকে ওর হাতে ছেড়ে দেয়। মাথা কাত করে সম্মতি জানালো সুলারিও। ওত পেতে থাকলো রানা। বেরিয়ে এলো একজন। একটু এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ পাশ ফিরলো। পরিষ্কার দেখতে পেলো রানাকে। একই দৃষ্টি। বিস্ময়, ভয়। প্রায় সাথে সাথেই বেরিয়ে এলো আরেকজন। এর ভার নিল সুলারিও। প্রথমজন ব্যাগ ফেলে ছোরা বের করতে গেল। কিন্তু রানা তাকে ধরে ফেলেছে জাপটে। দুজন পানিতে গড়াগড়ি দিলো। উপর নিচে পাক খেলো। শক্তিশালী লোকটা। রানার হাতের ছোরাটা সম্পর্কে সজাগ। হাত উপরে তুলতে চেষ্টা করছে রানা। ওর

রেগুলেটররের সংযোগ কেটে দিতে হবে। কিন্তু কিছুতেই ওপরে হাত তুলতে দিচ্ছে না লোকটা—দুই হাতে রানার কনুই-এর কাছে ধরে রেখেছে, সেই সাথে শরীরটাকে সাপের মত আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে ফসকে বেরোবার চেষ্টা করছে রানার বাঁধন থেকে।

সুলারিও ছোরা চালিয়েছে দ্বিতীয়জনের পেটে। লোকটাকে ছুঁড়ে স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখলো। যেন ওয়াটার ব্যালে হচ্ছে। দুটো শরীর পরস্পরকে জাপটে ধরে ঘুরছে। সুলারিও এসে ধরতে চাইলো লোকটাকে। কিন্তু কেউ থামছে না। হঠাৎ খপ করে ধরে ফেললো লোকটার চুল। কেটে দিলো মাউথপীসের নল। ভয় পেয়ে গেল লোকটা। শ্বাস নিতে পারছে না। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। রানা ছেড়ে দিলো। উঠে যাচ্ছে লোকটা ওপরে। সুলারিও দুবার টেনে নামালো ওকে, আবার ছাড়লো। তৃতীয়বার থমকে গেল। উপর থেকে নেমে আসছে দুটো টর্চলাইট। খেলার সময় নেই—ঘ্যাচ করে ছোরা ঢুকিয়ে ফেড়ে দিলো লোকটার পেট।

গুহা থেকে এবার বেরিয়ে এলো একজন অস্ত্রধারী। শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে সে। বেরিয়েই আক্রমণ করে বসলো রানাকে। ওর হাতের ছোরা রানার বাঁ হাতের পেশী আঁচড়ে গেল। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে টের পেল রানা, শিক্ষানবিস নয়, এই লোক ডুবুরীদের ট্রেনার। মুখোমুখি দাঁড়ালো রানা। সুলারিও দেখছে টর্চলাইট দুটো। আরও কাছে এসেছে। হঠাৎ বন্ধ করে দিলো আলো। ভয় পেলো সুলারিও। আততায়ী আসছে অন্ধকার থেকে। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করলো। ফ্লাড লাইটের আলোতে রানা ও লোকটা পরস্পরকে আঘাত করার চেষ্টা করছে। সুলারিও তাকিয়ে রয়েছে অন্ধকারে। অন্ধকার থেকে নেমে আসবে আততায়ী।

ছোরা বাগিয়ে ধরে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে রানা আর ডুবুরী ট্রেনার। ঘুরছে। রানা হাত বাড়িয়ে দিলে লোকটা সরে যায়। লোকটাও বাড়ায় ছোরা, রানা সরে যায়। দুজনেই খুঁজছে দুজনের দুর্বলতা।

সোহানা দেখছে। দেখছে, দুটো ছায়া এসে নামলো তার সামনে দশ ফুটের মধ্যে। ওরা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানাদের। সামনে আলো, দুজনের সেলুয়েট দেখছে সে। দুজনের হাতেই হাতিয়ার। একজনের হাতে বড় ধরনের ছোরা, অন্যজনের হাতে একটা স্পিয়ার গান।

ওরা এক এক পা করে এগিয়ে গেল কিছুটা। সোহানাও একই দূরত্ব রেখে এগোলো। রানাকে দেখছে সোহানা। এদিকে পেছন ফেরা। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ছে লোকটার উপর, কিন্তু আবার সরে আসছে। সুলারিও চারদিকটা দেখছে। এদিকেও তাকাচ্ছে। কিন্তু অনুমান করতে পারছে না অন্ধকারে আততায়ীর সঠিক অবস্থান। কি করবে সোহানা বুঝতে পারে না। একটা শিরশিরে শীতল প্রবাহ

অনুভব করছে শিরদাঁড়ায়।

আততায়ী এগিয়ে যাচ্ছে, আরও কাছে। সোহানাও মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে নিচ্ছে।

স্পিয়ারগানধারী ভেসে উঠলো কিছুটা। ফ্লিপারে পানি কাটছে।

রানা ঝাঁপিয়ে পড়েছে লোকটার উপর। জাপটে ধরেছে এবার।

...এখন স্পিয়ার টার্গেট করেছে স্থির হয়ে বসে থাকা সুলারিওকে। টার্গেট ঠিক রেখেই এগোচ্ছে, আর একটু ক্লোজ রেঞ্জে পেতে চায়।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলো সোহানা। চাপ দিলো পানিতে। ডান হাতে শক্ত করে ধরলো ছোরাটার বাঁট। ঝাঁপ দিলো স্পিয়ারগানধারীর পেছন দিক লক্ষ্য করে। এখান থেকে সুলারিওর দূরত্ব বেশি নয়। টর্চের আলো অন করেই জ্বলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিলো। আছড়ে পড়লো সে স্পিয়ারগানধারীর পেছনে। বাঁ হাতে ধরলো রেগুলেটরের মুখ। ছোরা চালালো—কেটে দিতে। কিন্তু পারলো না। ঝাপটায় সরে গেল সোহানা। কিন্তু ফিরে দাঁড়ালো, আবার ছোরা চালালো। ছোরার মাথাটা খটাং করে লাগলো ট্যাঙ্কে। আবার মারলো। বাহুর পেশীতে গেঁথেছে এবার। টান মারলো। কিন্তু তার আগেই সোহানাকে ধরে ফেলেছে দ্বিতীয়জন, ছোরাধারী।

রানা ব্যস্ত।

আলোটা দেখেছে সুলারিও। দেখেছে জ্বলতে, বালিতে পড়ে জ্বলে আছে। সেই আলোয় দেখলো সোহানাকে। প্রবল বেগে পানি কেটে এগিয়ে গেল সুলারিও।

দেখলোঃ কি ক্ষিপ্র সোহানার গতি! কি আশ্চর্য সাবলীল—কি দ্রুত! জ্বলন্ত টর্চের আলোয় দেখলো সোহানাকে আয়ত্তে আনতে চাইছে একজন ছোরাধারী। দ্বিতীয় জন স্পিয়ার ওঠাচ্ছে তাকেই তাক করে। ডজ দিলো সুলারিও। আহত স্পিয়ারগানধারী ভড়কে গেছে। ও ভেবেছে আরও লোক ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝি এখুনি। ওকে পালাবার সুযোগ দিল সুলারিও। সোহানার আক্রমণকারীকে ধরলো পেছন থেকে। ঘ্যাচ করে বসিয়ে দিলো ছোরা। অতর্কিত আক্রমণে লোকটা প্রথম থতমত খেল, ছোরার অনুভবটা বুঝতে দেরি হলো কয়েক সেকেণ্ড। ভীত, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সোহানাকে দেখে গা ছেড়ে দিল পানিতে। কিন্তু ততক্ষণে সোহানার রেগুলেটরের নল কাটা হয়ে গেছে।

রানা তাকিয়ে ছিল এদিকের আলোটা দেখে, মুহূর্তের জন্যে। লোকটা সেই সুযোগই নিলো। ধরে বসলো রানার হাত—গড়িয়ে পড়লো পানিতে। নল কাটবে না লোকটা ছোরা বসাতে চাইছে রানার পেটে। রানা নিজের হাত মুক্ত করতে গিয়ে পারলো না। ডান হাতের ছোরা ফেলে দিয়ে ধরে ফেললো লোকটার ছোরা ধরা হাত। আগে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

সুলারিও দেখলো রানাকে। দেখলো নিরস্ত্র রানা। সোহানাকে ইশারা করলো অনুসরণ করতে। কিন্তু ফিরে দাঁড়াতে হলো। সোহানার রেগুলেটর পাইপ কাটা। শ্বাস নিতে গিয়ে গিলছে লবণ পানি। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। ভয় পেয়ে গেছে সোহানা।

রানার দিকে দেখলো আবার—দুজন যেন দ্বৈতনৃত্য করছে। কিছুটা চলে গেছে গুহার মুখের ভেতর। কেউ কাউকে ছাড়ছে না। ওদের আর একজন এসে গেলেই সব শেষ—সুলারিও বুঝলো। কিন্তু উপায় নেই। নিজের মাউথপীস দিলো সোহানাকে। সোহানার কোমর বেষ্টন করে সাঁতার কাটতে ইঙ্গিত করলো। সোহানা সুলারিওর ট্যাঙ্কের অক্সিজেন পেয়ে সবল হয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ে দেখলো রানাকে। সুলারিও ইশারায় বললো, আগে উপরে উঠতে হবে। দুজন সাঁতার কাটছে। একই ট্যাঙ্ক থেকে একবার সোহানা একবার সুলারিও নিচ্ছে বাতাস। হারি আপ, কুইক! তাড়াতাড়ি করছে সুলারিও। সোহানাকে উপরে রেখে আবার আসতে হবে। সোজা উঠতে হলে এখান থেকে বাতাস বুকে নিয়ে উঠে যেতে পারতো সোহানা কিন্তু যেতে হবে ওদের চোখের আড়ালে, বোট ছাড়িয়ে দূরে, সমুদ্রের কাছে।

পাহাড়ের তলদেশে, শ্যাওলা ধরা পাথরে চেপে ধরেছে রানা লোকটাকে। রানা যে নিরস্ত্র এটাই বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটার শক্তি। কিন্তু নিজের ছোরাটির প্রতি নির্ভরশীলতা লোকটার মনোযোগ ব্যাহত করছে। এরই সুযোগ নিয়েছে রানা। বারবার ধাক্কা দিয়ে পাথরে চেপে ধরে পিষে মারতে চাইছে যেন রানা। একটু একটু করে সরিয়ে আনছে ওকে নিজের পছন্দ মত জায়গায়। প্রতিরোধ করছে লোকটা। এবং প্রত্যেকবার। চেষ্টা করছে ছোরাটা ব্যবহার করতে।

হঠাৎ পেয়ে গেল রানা। পাথরের পাঁজা আর সেই গহ্বর! চিনতে অসুবিধে হলো না, বা ভুল হলো না—এটাই সুলারিওর বন্ধু সেই মোরে ঈলের বাসা। এবং বুঝতে পারলো এখনই মোরে ঈল তার সবুজ পিছল শরীরটা বের করবে।

আলগা দিলো রানা। লোকটা একটু উঠে এলো—পাথর থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেই ছোরাটা চালালো পূর্ণবেগে। চিৎ হয়ে সরে গেল রানা, কিন্তু লোকটা এগোবার চেষ্টা করতেই ওর বুকে পা বাধিয়ে জোর ধাক্কা দিলো পাথরের পাঁজার দিকে—একেবারে গহ্বরের মুখে। পাথরে ঠুকে যাওয়া থেকে মাথা বাঁচালো লোকটা কুঁজো হয়ে। ওর বাম দিকেই সেই গহ্বর। দেখা দিল পিছল সবুজ। প্রথমে শরীরের একটা অংশ। হয়তো কুণ্ডলী থেকে বের হলো। সবুজ গাটা নড়ছে। সরে যাচ্ছে। হঠাৎ বের করলো মাথাটা। রানার চোখ সবুজ মাথা আর সাদা বাঁকানো দাঁতের দিকে। গলা বাড়াচ্ছে মোরে ঈল। শব্দ হলো কি? নিঃশব্দ আবির্ভাব কি ঘোষিত হলো পানির কম্পনে? নাকি রানার দৃষ্টি অনুসরণ করেই…হঠাৎ লোকটা বামদিকে

চোখ ফিরালো। এবং চোখ সেখানেই আটকে রইলো কয়েক সেকেণ্ড। নীরবে বিস্ফারিত হলো চোখ। চিৎকার করতে চাইলো। এই সুযোগে চট করে নিজের ছোরাটা তুলে নিলো রানা, বাঁটটা শক্ত করে মুঠোয় ধরলো। তৈরি হয়ে দাঁড়ালো। ঈল যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবু রক্ষা নেই আজ লোকটার।

দুই ফুট বের হয়ে এসেছে সবুজ পিচ্ছল মোরে ঈল। দাঁতগুলো চকচক করছে লোকটার কণ্ঠের কয়েক ইঞ্চি দূরে। লোকটা বরফ হয়ে জমে গেছে যেন, নড়তে ভয় পাচ্ছে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে সরে যেতে গেল ক্ষিপ্র গতিতে। ছোরা চালাবার জন্যে হাতও তুললো। কিন্তু নড়তে দেখেই চোখের পলকে বিদ্যুৎ চমকের মত ওর কণ্ঠনালী ধরে বসলো ঈল। ছোরা ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে চেষ্টা করছে লোকটা ঈলটাকে দূরে সরাতে। সেটা না পেরে পাথরের গায়ে পা বাধিয়ে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ, নাকি চিৎকার করছে বুঝতে পারলো না রানা—দেখলো, মাউথপীস খসে গেল লোকটার মুখ থেকে. ফাঁক মুখ দিয়ে বুদবুদ বেরোচ্ছে বড় আকারের।

মোরে ঈলটা কত বড় দেখলো রানা। প্রায় চোদ্দ ফুট! শিকার ধরার আনন্দে বেরিয়ে পড়েছে গহ্বর থেকে। জোর কয়েকটা ঝাঁকুনি খেয়ে ছটফটানি কমে এলো লোকটার, নেতিয়ে পড়লো। ওকে নিয়ে খেলা করছে ঈলটা, এঁকে বেঁকে ডিগবাজি খাচ্ছে পানিতে। ফ্লাড লাইটের আলোয় চকচক করছে সবুজ পিচ্ছল শরীর।

রানা দেখছে। দেখছে আর কেউ ওপরের অন্ধকার থেকে লুকিয়ে নেমে আসে কিনা। যদি আসে, আর যদি দেখে এ দৃশ্য, তবে আর কেউ ঢুকবে না এ গুহায়। খেলা শেষ হতেই মোরে ঈল শরীরটাকে নিয়ে গেল গহ্বরে। শিকারটাকে ভেতরে নিতে পারলো না। গহ্বরের মুখে বেকায়দা ভঙ্গিতে আটকে রইলো লোকটা। ইতিমধ্যেই গলার অর্ধেকটা খাওয়া হয়ে গেছে। রানা বুঝতে পারলো ঘন্টা দুয়েক পর কঙ্কালটা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সোহানা কোথায়? সুলারিও?

রাইফেলের গুলি।

সোহানা পানি থেকে মাথা তুলেই শুনতে পেল গুলির শব্দ। বুকিতের দল জেনে গেছে, তারা আক্রান্ত।

আরও দুএকটা শব্দ হলো গুলির। আতঙ্কিত অবস্থায় ফাঁকা গুলি করছে লোকগুলো বোট থেকে, ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে সম্ভাব্য আক্রমণকারীকে।

'না, এখানে নয়, রেঞ্জের বাইরে যেতে হবে,' বললো সুলারিও। মাউথপীস এগিয়ে দিলো সোহানার দিকে। আবার ডুব দিলো ওরা। স্রোতের গতি পরিবর্তন অনুভব করে বুঝতে পারলো ক্ষুদ্র উপসাগর থেকে ওরা সমুদ্রের কাছে এসে গেছে। ভেসে উঠলো আবার। বেশ দূরে সরে এসেছে ওরা ডক থেকে।

নিজের হাতের মাংস কাটার ছোরাটা দিল সুলারিও সোহানার হাতে। বললো,

'ওপরে ওঠার দরকার নেই। পানিতে গা ডুবিয়ে বসে থাকুন। আমি মিস্টার রানাকে দেখে আসছি।'

ডুব দিলো সুলারিও।

অন্ধকারে কোথায় যাবে রানা?

সুলারিও কোথায় গা ঢাকা দিলো? সেইম-সাইড হয়ে যাবে না তো আবার?

মোরে ঈল এবার ট্রেনারের কাঁধ কামড়ে খাচ্ছে। সবুজ শরীরটা দেখা যাচ্ছে না ঈলের। শুধু সাদা দাঁত—চকচকে মাথা। আরও কাছে গেলে দেখা যাবে স্থির চোখে শুয়োরের চাউনি।

অন্ধকার থেকে নেমে আসতে পারে বুকিতের দল। হাতে থাকবে স্পিয়ারগান। বুকের বাঁ দিকটা চিন করে উঠলো।

রানা গা ঢাকা দিলো অন্ধকারে। উপরে উঠে গেল সোজা, মাথাটা সামান্য জাগালো পানি থেকে। গুলির শব্দ। ওরা গুলি চালাচ্ছে। কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। আরও লোক চলেছে গুহার দিকে, প্রত্যেকের হাতে স্পিয়ারগান। সার্চলাইট আসছে দেখে ডুব দিলো রানা। পানির ওপর দিয়ে চলে গেল সার্চ লাইটের আলোটা।

নেমে এলো আরও নিচে। আলোর দিকে গেল না।

অন্ধকারে দাঁড়ালো।

ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে, আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে চারজন ডুবুরী। ওরা ধীরে ধীরে, সাবধানে এগোচ্ছে। প্রবেশ করলো আলোর বৃত্তে।...রানা দেখলোঃ গুহামুখে ঢুকতে গিয়েও থমকে গেল লোকগুলো।...দেখছে পাথরের গায়ে কাত হয়ে সেঁটে থাকা সঙ্গীকে। বুঝতে ওদের সময় লাগলো। দেখলোঃ সাদা দাঁত আর সবুজ শরীর। আর সামনে এগোলো না কেউ। ভয় পেয়েছে। দ্রুত, বিচ্ছিন্ন ভাবে উঠে যাচ্ছে উপরে।

কেউ নেই।

এবার খেয়াল করলো রানা, এখনও পানিতে জ্বলছে সোহানার হাতের টর্চটা। সরে এলো সে। টর্চের কাছে গেল। টর্চের দিকে হাত বাড়িয়ে চমকে সরে গেল।

নিভে গেছে ফ্লাড লাইট। চারদিক ঢেকে গেল ঘুট ঘুটে অন্ধকারে। টর্চের ছোট্ট আলোটা তীব্র হয়ে উঠলো মুহূর্তে। রানা তুলে নিলো টর্চটা।

সুলারিও দেখলো দূর থেকে আলো নিভে যেতে। অন্ধকারে থমকে গেল। কোথায় যাবে? এখন দিগভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা। টর্চের আলোর বিন্দু চোখে পড়লো। দ্রুত পানি কাটলো সুলারিও।

নিভে গেল টর্চের আলোটাও!

কোথায় রানা?

চুপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখলো রানা মাথার ওপর আলোর খেলা। বোটের সার্চ-লাইট ঘুরছে চারদিকে। দিক ঠিক করে নিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করলো। যেতে হবে সমুদ্রের দিকে। সার্চলাইটটা অস্থিরভাবে ঘুরছে। অনুমান করা যায় বুকিত খুঁজছে তাদেরই। অন্ধকারে ওৎ পেতে আছে কি কেউ?

রানা আরও গভীরে নেমে গেল।

পার হয়ে এলো বুকিতের বোট, পদ্মা ও ডক। অনেক দূর এসে স্রোতের টানে অনুমান করলো পৌঁছে গেছে সমুদ্রের কাছে। উপরে উঠতে শুরু করলো। অতি সাবধানে পানি থেকে বের করলো মাথাটা। পাগলের মত ছুটোছুটি করছে এখনও সার্চলাইটের আলো। শব্দ হলো রাইফেলের। প্রত্যেকটা সন্দেহজনক ছায়া বা শব্দের উদ্দেশ্যেই গুলি চালাচ্ছে ওরা।

পানি থেকে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল রানা একটা পাথরের পাশে। আকাশে চাঁদ। চাঁদের আলোয় যতদূর দেখা যায় দেখলো চারপাশ।

আবার নামলো রানা সাগরে। আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পাড়ের দিকে সরতে শুরু করলো। সার্চলাইটের আলো এখানে কম। প্রায় অন্ধকার।

অন্ধকারে, হাঁটু পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসলো রানা। এদিকেই সুলারিও আসবে। নাকি এসে গেছে ইতিমধ্যেই? কোথায় ওরা?

কিন্তু কাউকে দেখা গেল না।

বসে রইলো রানা।

একটা শব্দে তাকালো বোটের দিকে। আকাশে উড়ে যাচ্ছে হাউই বাজির মত কি যেন। এখশো গজ উপরে উঠে গিয়ে শব্দ করে ফাটলো।

ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার।

ওরা এখন কুম্বিং শুরু করবে নাকি? পাথরের আড়ালে উঠে দাঁড়ালো রানা। এই আলোয় দেখে নিতে হবে সোহানা আর সুলারিওকে। পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে পানিতে মৃদু শব্দ। পাথরটাকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেল রানা ক্রল করে।... পানিতে আবার শব্দ। একটা মাথা বেরিয়ে এলো। মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলো রানা। পানি ফুঁড়ে ওঠা মাথাটা চারদিক দেখছে—দেখছে ফ্লেয়ার। কমলা আলোয় পরিষ্কার চিনতে পারলো রানা।

সোহানা।

আবার ডুব দিল সোহানা। রানা একেবারে কাছে চলে গেল ক্রল করে। পানিতে নামলো না। শব্দ করলো না। জানে, ছোরা হাতে সোহানা আক্রমণ করে বসবে। আবার মাথা তুললো সোহানা দম নিতে। রানা ডাকলো, 'এই, সোহানা! আমি এখানে।'

ঝট করে পেছন ফিরলো সোহানা। হামাগুড়ি দিয়ে পানিতে নেমে গেল রানা সোহানার পাশে।

সোহানা ফ্লেয়ারের অবাস্তব কমলা আলোয় দেখলো রানাকে। বললো, 'সুলারিও কোথায়?'

'জানি না তো। কোথায়?'

'আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে তোমাকে খুঁজতে গিয়েছে।'

এগারো

বোটের সার্চলাইট এদিকে সরে আসছে দেখে রানা ও সোহানা পানির ভেতর মাথা নিলো। সোহানাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে রানা। নিজের মাউথপীসটা দিলো ওকে পানির নিচে।

পানিতে আলোড়ন। পানির ভেতরেও মৃদু কম্পন, মৃদু শব্দ।

চলতে শুরু করেছে বোট। এদিকেই আসছে।

রানা মাথা তুলে শ্বাস নিল, দেখলো বোটের গতি। ডুব দিয়ে আরও একটু গভীরে নেমে গেল। ওরা আসছে অটোমেটিক রাইফেল ফায়ার করতে করতে।

গতি বাড়লো বোটের। পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত বেগে।

মাথা তুললো রানা। এগিয়ে গেছে বোট। যাচ্ছে বাটু ফারেঙ্গীর দিকে।

'গেট আপ, কুইক!' সুলারিওর কণ্ঠস্বর। হাত দশেক দূরে উঠে দাঁড়ালো পানিতে। বললো, 'দেখুন, ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার আমাদের জন্যে মারেনি। ওটা সিগন্যাল দিয়েছে ওদের অন্য দলকে। কুইক!'

সুলারিও কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখেছে ট্যাঙ্ক। দৌড়ে চললো ডকের দিকে। রানা সোহানা অনুসরণ করলো ওকে। ডকে উঠলো না সুলারিও। একটু দূরত্ব রেখেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোলো। ওরা দুজন পেছনে। সুলারিও বললো, 'ডকে কেউ থাকতে পারে অ্যামবুশ করে। ওদের বিশ্বাস নেই।'

ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে এসে পৌছলো ওরা লাইট হাউসের কাছে। ওরা এসেছে অন্য পথে। সুলারিও গেটে এসে থামলো।

'আমি আগে যাই। ভেতরটা দেখে নিই। চামচিকেগুলোকে বিশ্বাস নেই।'

দরজা খুললো এক টানে।

ভেতর থেকে একলাফে বেরিয়ে এলো শার্ক। পা শুঁকলো সুলারিওর। দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ডাকলো সুলারিও, ইশারা করলো ওদের ভেতরে আসতে।

ঘরের আলোয় এসে দাঁড়িয়ে সোহানা যেন লজ্জা পেল। পরনে এক চিলতে লাল বিকিনি। সমুদ্রে এটা চলে—কিন্তু এতোটা পথ এই পোশাকে এসেছে ভাবতে কেমন লাগে। যদিও কারও নজর সেদিকে নয়।

সুলারিও রান্নাঘরে এসে রানাকে বললো, 'ভরা ট্যাঙ্ক নিয়ে নিন দুটো—বাইরের

ঘরে আছে। সোহানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'টর্চটা আছে হাতে? ওটা দিন মিস্টার রানার হাতে।' বলেই সুলারিও রানার তৈরি শেপ চার্জটা দেখলো চেক করে। চুম্বকটা লাগালো পাশে। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'যুদ্ধে,' বললো সুলারিও, 'আজই উড়িয়ে দিতে হবে ড্রাগন স্পটের সব অ্যাম্পূল, বুকিত তোলার আগেই।'

শোবার ঘরে চলে গেল সোহানা। রানা নিয়ে এলো এয়ার ট্যাঙ্ক দুটো। সোহানা বের হলো জিনসের প্যান্ট ও শার্ট পরে। ভেজা বিকিনির ওপর চাপিয়ে নিয়েছে প্যান্ট শার্ট। সুলারিও বললো, 'চলুন।'

পথে সোহানা বললো, 'ইতিহাসের কি হবে?' স্প্যানিশ ধনরত্নের কথা ইঙ্গিত করলো।

'ইয়ং লেডি, অতীত দিয়ে কি হবে? এটা তো আপনারই কথা, বর্তমানই মুখ্য।...আসলেও তাই।' সুলারিও বললো, 'রাজা ফিলিপ পার্মার ডাচেসকে নিয়ে বিছানায় শুতে পেরেছিল কিনা তাতে আমাদের কি?'

শার্ক আবার বেরিয়ে এসেছিলো তাদের সঙ্গেই। সুলারিও বললো, 'শার্ক, যাও ঘর পাহারা দাও! ভোরের আগেই ফিরছি আমরা।' শার্ক ভেতরে ঠেলে দিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করলো।

ডবল মার্চের মত রাস্তা দিয়ে দৌড়ে চলেছে সুলারিও। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'বোট নিচ্ছি না?'

'বোটে দেরি হবে। আমরা নেবো মরহুম সোলায়মানের ট্রায়ামফটা। ওটা আমিই সাধারণত ব্যবহার করি।'

সেই পুরানো গাড়ি। কিন্তু সুলারিও দাবিয়ে দিয়েছে অ্যাক্সিলারেটর। পাহাড়ি পথে পাগলের মত ছুটছে গাড়ি। হেডলাইটের সামনে এসে যাচ্ছে পাহাড় বা পাহাড়ের খাঁড়ি। অভ্যস্ত হাতে দক্ষতার সাথে স্টিয়ারিং কন্ট্রোল করছে সুলারিও। মাঝে মাঝে কাশির মত আওয়াজ করছে ইঞ্জিন। ঠিকমত আসছে না তেল। মুখ খিস্তি করছে সুলারিও। আরও স্পীড ওঠাতে চেষ্টা করলো, পারলো না, দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'শালা জাংক, মালিকের মতই বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক!'

রানা বসেছে সুলারিওর পাশে, সামনের সীটে। পেছনে সোহানা, দুহাতে ধরা শেপ চার্জ। নীচের দিকে যাবার রাস্তাটা ভালো। সুলারিও স্পীড ওঠালো ঘন্টায় ষাট মাইলে।

রাস্তাটা নির্জন। যেন একটু বেশি রকমেরই নির্জন।

'ওদের আগেই পৌছে যাবো,' সুলারিও বললো।

'যদি পথে পুলিস না ধরে,' রানা বললো।

'পেনাং পুলিস?' সুলারিও চিৎকার করে উঠলো, 'ওদের এখনও চেনেননি? ওরা বেঁচে থাকলে আজ আমার দুজন হানিমুনারকে নিয়ে অ্যাকশনে নামতে হয়?

বুড়ো কার্লোস মারা যায়?'

কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল রাস্তা ব্লক করে দাঁড়িয়েছে দুজন রাইফেলধারী পুলিস। থামতে ইঙ্গিত করছে।

সর্বনাশ!

সুলারিও যেন দেখেনি। কিন্তু স্পীড কমে এলো গাড়ির। ষাট থেকে চল্লিশ। কিন্তু বিশ গজের মধ্যে পৌঁছে হঠাৎ বাড়িয়ে দিল স্পীড। পুলিস দুটি দু'দিকে ছিটকে পড়লো। একজন সামলাতে পারলো না। বনেটে লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়লো পাশে। হয়তো জানেই মরলো।

'শালা, চামচিকের দল!'

একটা গুলির শব্দ হলো পেছনে। গাড়ির কোথাও লাগলো না।

'শালারা, ফায়ার করে যা! একটা লাগাতে পারলে পরের জন্মে পেনাং পুলিস হয়ে জন্মাবো!' সুলারিও টার্ন নিলো, পেছনের চাকা স্কিড করলো রাস্তায়, সোজা করলো স্টিয়ারিং। বললো, 'বেজন্মারা!'

এতক্ষণে সোহানা লক্ষ করলো রানা সাঁতারের পোশাকের উপর একটা শার্ট পরেছে, কিন্তু সুলারিওর পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া ধরনের সাঁতারের পোশাক। চুল তাদের তিনজনেরই ভেজা, পানি ঝরছে এখনও।

গাড়ি এসে গেছে বাটু ফারেঙ্গীতে। যাচ্ছে বোট ক্লাবের দিকেই। ডাইনে গেলে রাসাসেয়াং হোটেল, বাঁয়ে পেনাং রোড, সোজা চলে গেছে পেনাং শহরে।

ক্লাবের সামনে দিয়ে ফুল স্পীডে এগিয়ে গেল গাড়ি। গতি কমাচ্ছে না সুলারিও। মাথা খারাপ হলো নাকি! হেডলাইট নিভিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি পাথরের বোল্ডার বসানো রাস্তা দিয়ে। সরু পথ। এপথ দিয়ে ক্লাব থেকে হেঁটে নামে লোকে বীচে বা ডকে। গাড়ির ভেতরে সোহানা এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে ছিটকে। দু'হাতে ধরা বিস্ফোরক। গাড়ি নেমে যাচ্ছে ডকের দিকে। হঠাৎই দেখা গেল সমুদ্র। বাতাস। শব্দ। গন্ধ।

আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ।

চাঁদের আলোতেই গাড়ি পথ দেখছে। বেশ বেগেই ঝক্কড়ে গাড়িটা উঠিয়ে নিলো ডকে। ছুটে গেল ত্রিশ গজের মত—ব্রেক কষলো। দু'পাশের দুই দরজা দিয়ে লাফিয়ে নামলো দুজন। তুলে নিলো পেছনের সীট থেকে দুজন দুটো অক্সিজেন ট্যাঙ্ক।

'আপনি চালাবেন বোট,' রানাকে বললো সুলারিও।

সোহানা বুঝলো না বোট কোথায়। রানা কিন্তু দৌড়ে গেল। লাফিয়ে উঠলো ডকে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকগুলো বোটের একটায়।

সোহানা ওদের অনুসরণ করলো। দেখলো বোটটা তার চেনাঃ 'লিলিবেট'।

'চমৎকার আলো। সব দেখা যাবে,' বললো সুলারিও। ডকের সঙ্গে বাঁধা লিলিবেটের কাছি খুলে দিলো। সোহানার হাত থেকে নিলো বিস্ফোরক। বললো।

'আপনি ক্লাবে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুন। ইচ্ছে করলে দোয়া দরূদও পড়তে পারেন। জানা আছে?'

'আছে। কিন্তু আমিও যাচ্ছি আপনাদের সাথে।'

'না, আপনি এখানেই থাকবেন। আমার কথা শুনতে হবে। আমাদের বেশি সময় লাগবে না।'

'আমি এখানে থাকছি না।'

সোহানা উঠতে গেল লিলিবেটে। পথ রোধ করলো সুলারিও। বললো, 'বিপজ্জনক রাত। আমি চাই না আপনি সঙ্গে থাকেন।'

'আমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আমিই নেবো।' সোহানা বললো। 'এটা আমার জীবন। আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি মরি নিজের ইচ্ছায় মরবো। আপনাদের বিপদের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে আমি এইখানে একা বসে থাকতে পারবো না।' উঠতে গেল বোটে।

খপ করে সোহানার হাত ধরলো সুলারিও। তাকালো চোখে চোখে। বললো, 'আমার জন্যেই একজন মারা গিয়েছিল বহু আগে। আমি আর একটা মৃত্যুর দায়িত্ব বইতে পারবো না।'

জ্বলে উঠলো সোহানার চোখ। কিছু না ভেবেই বললো, 'আমি সুরাইয়া নই, আমি সোহানা।'

চমকে গেল সুলারিও। মুখের রেখাগুলো যেন শিথিল হয়ে গেল। বললো, 'হ্যাঁ…তা ঠিক, তবে…'

সোহানা এবার সুলারিওর হাতে হাত রেখেছে। বললো, 'আমি অতীত নই, মিস্টার সুলারিও, আমি বর্তমান। আমি আমিই। আমাকে রক্ষা করলে সুরাইয়া ফিরে আসবে না। আসবে?'

'না, আসবে না,' মৃদু স্বরে বললো সুলারিও।

'আরেকটা কথার জবাব দিন! আপনাকে এই রকম বিপদের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারতো সুরাইয়া?'

চোখ বুজলো সুলারিও। মাথাটা নাড়লো এপাশ ওপাশ। দুফোঁটা পানি বেরিয়ে এলো চোখের কোণ বেয়ে। বললো, 'পারতো না। আপনারা বড় ডেঞ্জারাস। বড় কষ্ট দিতে পারেন পুরুষ মানুষকে।'

মোটর চালু করেছে রানা। সোহানাকে তুলে দিলো সুলারিও কোমর ধরে উঁচু করে। বোটটাকে ডক থেকে ঠেলে দিয়ে নিজেও উঠলো লাফিয়ে।

আশপাশে একটা লোকও নেই। ক্লাবের মানুষগুলো গেল কোথায়? গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে দূরে কোথাও। বেশ দূরে। উজ্জ্বল চাঁদের আকাশ। গুট গুট শব্দে দুটো হেলিকপ্টার দেখা দিলো পাহাড়ের মাথায়।

রানা প্রপেলার চালু করলো। লিলিবেট ছুটে চললো প্রবাল-প্রাচীরের দিকে।

মালয় প্রণালী আজ একেবারে শান্ত। আয়নার মত চকচকে পানি। চারদিকটা

উজ্জ্বল। এতো আলো, যেন জ্যোৎস্নার নয়, এর উৎস যেন অন্য কোনখানে।

সুলারিও পিঠে বাঁধলো এয়ার ট্যাঙ্ক। স্টারবোর্ড গানেলে বসলো। শেপ চার্জটা রেখেছে হাঁটুতে ভর দিয়ে ডান হাতে। হাতের কব্জিতে বাঁধা টর্চলাইট। ছুটে চলেছে বোট।

'হু ইজ দেয়ার!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সোহানার। কোমর থেকে বের করেছে তার পয়েন্ট-টু-ফাইভ অ্যাস্ট্রা। ঝুঁকে দেখছে লিলিবেটের নিচতলা। রানার হাতে স্টিয়ারিং হুইল। এসে গেছে প্রবাল প্রাচীরের কাছে।

লাফ দিয়ে সোহানার পাশে এসে দাঁড়ালো সুলারিও। হাতে সেই মাংস-কাটা ছোরাটা।

'নিচে কেউ আছে, শব্দ শুনেছি, সোহানা বললো। আরও একটু ঝুঁকে সোহানা দেখতে গেল। সুলারিও সরিয়ে দিলো ওকে। 'ডোন্ট ডু দ্যাট!'

মালয়ী ভাষায় কি যেন বললো। কোন সাড়া এলো না। আবার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, নিচে কেউ আছো? জবাব না দিলে আমরা গুলি করবো।'

নীরবতা।

'ও. কে। ইট উইল বি এ ব্লাইণ্ড ফায়ার!'

'আমি আসছি!' পুরুষ কণ্ঠে উত্তর এলো। ইংরেজিতে।

'হাত উপরে তুলে আসবেন,' সুলারিও বললো।

উঠে এলো একজন। প্রথমে দেখা গেল তার হাত, সোনালী চুল। একজন ইউরোপীয়ান অথবা আমেরিকান।

ভেতর থেকে কোমর পর্যন্ত বাইরে বের করে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলো বিদেশী। বললো, 'আমরা ট্যুরিস্ট। নিচে আছি আটজন। তিনটি দম্পতি। আর দুজন শিশু।'

'ওহ মাই গড।' মাথায় হাত দিল সুলারিও, কপাল চাপড়ালো। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'তা এখানে কেন? এখানে কি করছেন আপনারা?'

'আমাদের হোটেলে হামলা করেছে পুলিস। রাত সাড়ে দশটায়। আমরা ট্যুরিস্ট। ভয়ে এখানে পালিয়েছি।'

'হামলা কেন করলো?' অবাক হয়েছে সোহানা।

লোকটাও অবাক হলো যেন। বললো, 'আপনারা জানেন না? লোকে বলছে পুলিস বাহিনী ক্যু করেছে। দখল করে নিয়েছে পেনাং দ্বীপ।'

'ক্যু?' সোহানা বললো। রানা স্পীড কমিয়ে দিলো। তাকালো এদিকে।

'হ্যাঁ, পুলিস বাহিনী পি পি এন এল এফ নামে একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্টির নেতৃত্বে ক্যু করেছে,' লোকটা বললো, 'লুটতরাজ শুরু হয়ে গেছে চারদিকে। বাধা পেলেই খুন করছে। আমরা কয়েকজন হোটেল থেকে পালিয়ে এই বোটে লুকিয়ে ছিলাম।'

সুলারিও ঘুরে এসে দাঁড়ালো রানার পাশে। হাত রাখলো হুইলে। বাঁ হাতে

ধরা বিস্ফোরক। রানা বললো, 'ওদের পাড়ে রেখে আসতে চান?'

'সব প্ল্যান ভেস্তে গেল।' বলেই কান খাড়া করলো সুলারিও বললো, 'না, ফেরত যাবার মত সময় নেই। এসে গেছে ওরা!'

নিচে আলো ফেললো সুলারিও। বিদেশী তিন দম্পতি ল্যাডারের কাছে দাঁড়ানো। ভীত সন্ত্রস্ত চোখ। দুটি বাচ্চা এক দম্পতির। স্বামী-স্ত্রী বাচ্চা দুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছে। একটার বয়স চার, অপরটির দুই হবে। জাপটে ধরে আছে মা বাপকে।

গুলির শব্দ। একটা গুলি ছুটে চলে গেল যেন মাথার উপর দিয়ে।

'ফায়ার হচ্ছে!' সুলারিও চেঁচিয়ে উঠলো। সবাই নিচে যান।

ওরা নেমে গেল।...একটি মেয়ে কাঁদছে ভয়ে। হাউ মাউ করে কাঁদতে গিয়ে চেপে ধরলো নিজের মুখ। কান্না থামাতে চাইলো যেন। ওদের সঙ্গে নেমে গেল সোহানা পিস্তল হাতে। নির্দেশ দিলো বসে পড়ার। দেখে নিল চারদিক। বললো, 'উঠবে না। গুলি হচ্ছে।'

'কেন? কারা?' মৃদু আলোয় জিজ্ঞেস করলো এক স্বর্ণকেশিনী।

'জানি না,' সোহানা বললো, 'ক্যু।'

'আপনারা কোন পক্ষ—সরকার না পুলিস?' যে যুবকটি উপরে উঠেছিল জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমরা শুধু তিনজন। নিরপেক্ষ।'

'তবে গুলি কেন?'

'ক্রস-ফায়ার,' বলে সোহানা উঠে এলো উপরে। সুলারিও গিয়ে বসেছে আগের জায়গায়, একই ভাবে। চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে। রানাও দেখছে সামনে। সোহানাও দেখলো।

পার হয়েছে প্রবাল প্রাচীর। এসে গেছে প্রবাল প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশে। সোহানার বামে ঝুঁকে দ্বিতীয় প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো বুকিতের বোট। ইতস্তত করছে রানা।

'ক্রস করুন!' চেঁচিয়ে বললো উত্তেজিত সুলারিও। 'এখন সময়ের দাম অনেক।'

'ওরা ফায়ার করছে,' বললো রানা।

'আপনি তো ভয় পাওয়ার লোক নন,' বললো সুলারিও। 'লাগলে লাগবে গুলি, মরণ থাকলে মরে যাব—ভয়টা কিসের?'

'ভয় নয়, স্ট্র্যাটেজির কথা বলছি,' রানার কণ্ঠ নিরুত্তাপ। আবেগের লেশমাত্র নেই। 'আমরা অস্ত্রহীন, আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

'কিন্তু যেতেই হবে! পেনাং এখন বুকিতের দখলে। আমরা রত্নভাণ্ডার, মরফিন তুলে দিতে পারি না ওর হাতে।' সুলারিও উঠে দাঁড়ালো, 'আমি এটা ফিট করে রেখে আসবো টাইম দিয়ে। দু'মিনিট লাগবে, বড় জোর তিন মিনিট। আপনি

হয়তো বিদেশী ট্যুরিস্ট আর শিশুদের কথা ভাবছেন...' একটু থামলো সুলারিও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বললো, 'এটা যুদ্ধক্ষেত্র, মিস্টার রানা। এখানে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল, পানিতে আমিই দেব নেতৃত্ব। ইটস মাই অর্ডার—ক্রস দ্য রীফ!'

'ও-কে, ক্যাপ্টেন!' বলেই গতি বাড়িয়ে দিলো রানা। তীব্র বেগেই পেরিয়ে গেল দ্বিতীয় প্রবাল প্রাচীর।

দ্বিতীয় প্রবাল প্রাচীর পার হয়েই গতি কমালো রানা। দেখলো চারদিক। কোন বোট নেই কোথাও।

'ওরা নেই,' রানা বললো, 'তাহলে ফায়ার হলো কোত্থেকে?'

'হয়তো বুকিতের ম্যাজিক!' সুলারিও বললো, 'পাহাড় থেকেও করতে পারে।'

বোট এসে দাঁড়ালো প্রাচীরের কাছে, যেখানে ওরা রোজ দাঁড়ায় তার থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে।

'আমি এটা গেঁথে দিয়ে আসবো। দু'মিনিট থেকে তিন মিনিট লাগবে উঠে আসতে। আমার জন্যে পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করবেন না।' সুলারিও বললো, 'দেরি করবেন না, এই বোটের সব ক'জনকে রক্ষার ভার দিয়ে যাচ্ছি আপনার ওপর।'

নেমে গেল সুলারিও পানিতে। পানিতে ভাসতে ভাসতে বললো, 'দেখা হবে।'

মুখোশ নামিয়ে দিলো মুখে।

সঙ্গে সঙ্গেই যেন...ঠিক সেই সময়...!

কান খাড়া করলো রানা, সোহানা। শব্দটা আসছে সমুদ্রের দিক থেকে। দেখা গেল চাঁদের আলোয় পানির শুভ্র-উচ্ছ্বাস। পানি চিরে পূর্ণবেগে এগিয়ে আসছে মাঝারি আকারের একটা কোস্টার, এদিকেই! সব কটা বাতি নেভানো। তবু দুজনই দেখতে পেল ওটার ছায়া। ওই কোস্টার থেকেই গুলি এসেছিল একটু আগে।

সোহানা ঝুঁকে পড়লো পানির দিকে। সুলারিওর লাইট দেখা যাচ্ছে। থমকে আছে। অর্থাৎ কাজ করছে যথাস্থানে।

'কতক্ষণ লাগবে ওটা সেট করে রেখে আসতে?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'জানি না।'

বাতাসে শিস কেটে চলে গেল বুলেট মাথার উপর দিয়ে, তারপর শোনা গেল গুলির শব্দ। প্রতিধ্বনি উঠলো পাহাড়ে পাহাড়ে। মাথা নিচু করলো রানা, সোহানা। আরো একটা গুলি চলে গেল।

কাছে আসছে কোস্টার। কোস্টারের রঙ কালো। পাইরেট শিপ। এদের যোগাযোগ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের ড্রাগ চোরাকারবারের সঙ্গে।

একটা গুলি লাগলো গানেলে। গুলিটা ছিটকে চলে গেল উপরে।

'আমরা কি আক্রান্ত?' নিচ থেকে উঠে এসেছে সোনালী চুলের বিদেশী।

'আপনি এখানে কেন?' চেঁচিয়ে উঠলো রানা।

'না, আমি জানতে চাইছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?' সোনালী চুল বললো, 'উনি তো বিপদ হলে অপেক্ষা না করতেই বলেছিলেন।

'দ্য হেল উইথ হিম! রানা বললো।

পানিতে শব্দ। সোহানা উঁকি মারলো। দেখলো, সুলারিও উঠে এসেছে নিচ থেকে। কিছু বলতে গেল। গুলির শব্দে থমকে গেল সুলারিও। চেঁচিয়ে বললো, 'অপেক্ষা করছেন কেন?'

'চার্জ বসিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'বসিয়েছি,' সুলারিও বললো, 'টাইমার সেট করিনি। ওপরের অবস্থাটা দেখার জন্যে উঠে এলাম।'

'ওদের কোস্টার এসে গেছে!' বললো সোহানা ।

'তাই আশা করছিলাম,' হাসলো সুলারিও। 'ওই কোস্টারে রয়েছে আমাদের গুহা থেকে চুরি করা একলক্ষ অ্যাম্পূল। এখানে এসেছে বাকিগুলো তোলার জন্যে। দাঁড়াও, তোলাচ্ছি! আপনারা চলে যান, ওরা আর একটু কাছে এলেই টাইমার দেব।'

আবার গুলি হল পরপর কয়েকবার। সোহানা মাথা নামিয়ে নিলো। রানাও নিচু হয়ে এগিয়ে এলো। উঁকি দিলো নিচে। দেখতে চায় সুলারিওকে।

সুলারিও চেঁচিয়ে বললো, গো!'

'কিন্তু আপনি…'

'আমি চলে আসবো। আপনারা চলে যান বীচের দিকে। কম পানি ধরে যতদূর পারেন সরে যান। আমি টাইমার দিয়েই ডুব দিয়ে চলে যাবো ক্লাবের দিকে।' সুলারিও বললো, 'দেরি করবেন না, ও-কে?'

উত্তর দিলো না রানা কয়েক মুহূর্ত।

'ভাবছেন কি?' সুলারিও বললো, 'দ্বিধা করবেন না। আপনি একা নন। মিসেস রানা আছেন, আছে আটজন নিরীহ মানুষ, শিশু। সবক'টা জীবনের দায়িত্ব আপনার উপর। …দেখা হবে।' বলেই সুলারিও অদৃশ্য হলো পানির নিচে।

কয়েকটা বুলেট এসে বিঁধলো বোটের গায়ে। সোনালী চুলের আমেরিকান উঠে এসেছে হামাগুড়ি দিয়ে। সঙ্গে একটি মেয়ে। মেয়েটি কাঁদছে।

দেখলো সোহানা। স্তব্ধ হয়ে গেছে রানা। জিজ্ঞেস করলো, 'কি করবে?'

'জানি না।'

'পালাতে হবে!' সোহানা দেখলো মেয়েটি তাকাতে ভয় পাচ্ছে। 'এক্ষুণি সরে যাওয়া দরকার।'

'কিন্তু…'

'সবাই মরার কোন মানে হয় না।'

সোহানাকে দেখলো রানা। চালু করলো ইঞ্জিন। হুইল ঘুরালো। সবেগে ঘুরে গেল 'লিলিবেট'। এগোলো প্রবালপ্রাচীরের দিকে। গুলির ঝাঁক এসে লাগছে পেছনে, গানেলে, বাল্কহেডে। কোস্টার এগিয়ে এসেছে অনেক কাছে। ড্রাগন স্পটের কাছাকাছি।

কোস্টারের আলো জ্বলে উঠলো এক এক করে। ছোট্ট একটা দ্বীপে যেন জ্বলে উঠছে সন্ধ্যা-বাতি। গুলি হচ্ছে এখনো। কিন্তু রানা প্রাচীর ডিঙিয়ে আড়ালে চলে গেছে। লিলিবেটকে ঘুরিয়ে ফেললো রানা। দেখলো, নোঙ্গর ফেলছে কোস্টার।

জাহাজের আলোয় দেখা গেল কালো স্কুবা পরা আটজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে।

'ডুবুরী নামছে?'

'হ্যাঁ, ওরা এখন বাধা দেবে সুলারিওকে,' রানা বললো। 'যদি সুলারিওর কাজ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে…'

'তবে…?'

'তবে চান্স নেবে সুলারিও প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসার।'

কথাটা বলেই বুঝলো রানা, এটা তার সান্ত্বনা।

কাজ শেষ হয়নি সুলারিওর।

কয়েকটি বড় গোলার মাঝখানে বসিয়েছে চার্জ। সব ঠিক করেই ওপরে উঠেছিল সে চারপাশের অবস্থা বুঝতে। কিন্তু টাইমার বসাতে গিয়ে দেখলো একটা তার খুলে গেছে। বসে পড়লো আদম সুলারিও। স্ক্রুটা খুলতে বেশ সময় লাগলো। তারটা ভাল মত জুড়ে দিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে স্ক্রুটা টাইট করলো। দেখলো আলোটা ধরে। সব ঠিক আছে। টাইমার সেট করার আগে চারদিকে দেখলো আলো ফেলে। প্রায় মাথার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে কোস্টার। আলো জ্বলছে। মনে মনে হাসলো, বেশি দূর সাঁতার কাটতে হবে না—কোস্টারের তলা দিয়ে ওপাশে চলে যেতে হবে, উপরে উঠে যেতে হবে। গোপনে আশ্রয় নিতে হবে কোস্টারের কোন অন্ধকার কোণে। ব্লাস্টে তলা উড়ে যাবে কোস্টারের, কিন্তু উপরের ভাসমান অংশে কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারলেই ঢেউ সরে গেলে আবার নামা যাবে পানিতে। আর একবার চেক করে দেখে নিয়ে টাইমারে সময় দিলোঃ পাঁচ মিনিট।

পনেরো হাত দূরে ঝিলিক দিয়েই নিভে গেল একটা আলো।

চমকে ঘুরে দাঁড়ালো সুলারিও। হাতের আলো নিভিয়ে দিলো।

অপেক্ষা করছে সে আততায়ীর। পানির আলোড়নে অনুভব করছে আততায়ীর উপস্থিতি। দেখে ফেলেছে ওকে!

'সোহানা, তুমি ধরো হুইলটা,' রানা বললো। বোট নিয়ে গেল প্রবাল প্রাচীরের দিকে। সোহানা স্টিয়ারিং হুইল ধরতেই রানা তুলে নিলো দ্বিতীয় অক্সিজেন

ট্যাঙ্কটা। নিলো লাইট, এবং সুলারিওর মাংস কাটার ছোরাটা। লাইট বাঁধলো বাম হাতে, ছোরা রইলো ডান হাতে।

'কি করতে চাও?' সোহানার ভীত কণ্ঠ।

'সুলারিও চার্জ লাগাতে পারেনি,' রানা বললো, 'এবং এখন আক্রান্ত। ওকে সাহায্য করতে হবে।'

'তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ।' রানা বোটের পাশে গেল। বললো, 'আমি নামলেই তুমি চলে যাবে বীচের দিকে—যত স্পীডে সম্ভব।'

'তুমি?' সোহানা যেন বুঝতে পারছে না।

উত্তর দিলো না রানা। চোখের পলকে উল্টে পড়ে গেল পানিতে। সোহানা হাতের স্টিয়ারিং ছেড়ে চিৎকার করতে গিয়ে শুধু গুমরে কেঁদে উঠলো। ঠোঁট কামড়ে ধরলো। ঘুরিয়ে নিলো বোট—বীচের দিকে এগোচ্ছে। দেখলো, পেনাং এর দিক থেকে বাটু ফারেঙ্গীর দিকে উড়ে আসছে অনেকগুলো হেলিকপ্টার। গুণে দেখলো এগারোটা।

জ্বলে উঠলো চারটি টর্চ সুলারিওর চারদিক থেকে। থমকে গেছে সুলারিও। চারটি আলো এগিয়ে আসছে কাছে। দু'পা পিছিয়ে গেল সুলারিও। পেছনের আলোটা আরো কাছে এলো। সাঁৎ করে ঘুরে গেল সুলারিও। কিন্তু তার আগেই একজনের আলো নিভে গেছে। অন্ধকার থেকে দ্রুত বেগে ছুটে আসা হাতটা গেঁথে দিলো একটা ছোরা সুলারিওর পিঠে—কোমরের ছয় ইঞ্চি ওপরে, বাঁ পাশে। ছোরাটা বের করে নিলো না আততায়ী। সুলারিও জাপটে ধরার চেষ্টা করতেই সাঁৎ করে সরে চলে গেল এক পাশে।

মেরুদণ্ডে একটা শিরশিরে অনুভবের সঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। শরীর বাঁকিয়ে ছোরাটা টেনে বের করলো সুলারিও। শ্বাস নিতে গেল। কিন্তু মুখে এলো নোনা পানি। তিন সেকেণ্ডের অসাবধানতার সুযোগে এগিয়ে এসে কেটে দিয়েছে একজন তার ট্যাঙ্কের নল। পালাচ্ছে দেখে ছোরাটা চালালো সুলারিও, হাঁটু থেকে কব্জি পর্যন্ত এক পায়ের পিছন দিকটা চিরে দিল লোকটার। কিন্তু এটুকু করতেই খচ্ করে ব্যথা লাগলো কলজের মধ্যে। তবে কি মারা যাচ্ছে সে? মুখ থেকে মাউথপীসটা বের করে দিল সে, খসিয়ে দিল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক—এক্ষুণি ওপরে উঠে দম নেয়া দরকার। পালানো দরকার এই এলাকা ছেড়ে। এক্ষুণি আবার আঘাত হানবে আততায়ী।

কিন্তু ব্যথাটা অবশ করে দিচ্ছে চেতনা। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে আলোগুলো। ওপরে ওঠার জন্যে পায়ের পাতায় চাপ দিতে গিয়েই লক্ষ করলো, একটা আলো স্থির হয়ে রয়েছে শেপ চার্জের উপর। এগোচ্ছে ওদিকে টর্চধারী। ওপরে ওঠা হলো না সুলারিওর। এতো রাতে এখানে ও কি করছিল টের পেয়ে

গেছে ওরা। দুই সেকেণ্ডও লাগবে না ওদের বোমাটা অকেজো করে দিতে। পাঁচ মিনিট অনেক সময়।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝাঁপ দিল সুলারিও সেদিকে। ছোরাটা বাগিয়ে ধরেছে সামনে। চট্ করে সরে গেল লোকটা সামনে থেকে।

ঝাঁপ দিতে গিয়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করলো সুলারিও বুকের ভেতর। মুখ ভরে গেছে নোনা পানিতে। কুলি করে বের করে দিল সে পানিটুকু। সাথে সাথেই চমকে উঠলো রঙ দেখে। পানি নয়, রক্ত উঠছে ওর মুখে। ঘুরে উঠলো মাথাটা। পরিষ্কার বুঝতে পারলো সে—ঘনিয়ে এসেছে সময়। যা করার করতে হবে আধ মিনিটের মধ্যে।

বসে পড়লো সুলারিও, শুয়ে পড়লো উপুড় হয়ে, অন্ধের মত হাতড়ে পেয়ে গেল এগ টাইমার। আর একটা ছোরা বিঁধলো পিঠে—ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর। সুরাইয়ার মুখটা ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। ডায়াল ঘুরিয়ে জিরো করে দিয়ে চোখ বন্ধ করলো সে তৃপ্তির সাথে। প্রতিশোধ…প্রতিশোধ নিলাম, সুরাইয়া!

পনেরো ফুট পানির নিচে রানা।

স্পার্কটা রানা দেখলো। দেখলো প্রথম প্রাচীরের ফাঁক থেকেই। স্পার্ক—টর্চের আলো নয়। বুঝলো, সুলারিও চার্জ বসাতে ভুল করেনি।

প্রাচীরে আঘাত করবে বিস্ফোরণ। হয়তো ধসে পড়বে গোটা প্রাচীর। রানা সরে এলো। বীচের দিকে এগোচ্ছে দ্রুত, সেই সাথে নেমে যাচ্ছে গভীরে। নিচে পৌঁছেই বালিতে শুয়ে ক্রল করে এগোলো সামনের দিকে।

প্রচণ্ড আলোড়ন, স্রোতের টান। টেনে তুলে ফেললো রানাকে। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তীব্র স্রোত।

সোহানার বোট ছিল নয়শো গজ দূরত্বে। দেখলো পেছন ফিরেঃ পানির বিস্ফোরণ। পাহাড় ছোঁয়া পানি উঠলো। উঠে গেছে কোস্টার…শূন্যে। চারদিকে ছুটছে গোলা, পাথর, ধাতুর টুকরো।

গতি বাড়িয়ে দিলো বোটের। শূন্য, সব কিছু শূন্য মনে হচ্ছে। হেলিকপ্টারগুলো বীচে নামছিলো, বিস্ফোরণ হতেই উড়ে গেল আকাশে। এগারোটি কপ্টার সার দিয়ে খাড়া পাহাড় ঘেঁষে চলে যাচ্ছে বোট ক্লাবের উপর দিয়ে। ঠিক তখনই বিশ ফুট উঁচু ঢেউটা তুলে নিলো তার বোট। সোহানার হাতে শক্ত করে ধরা স্টিয়ারিং হুইল, যাতে ছিটকে না পড়ে পানিতে। নিচে শিশু আর নারী কণ্ঠের চিৎকার। বোট ছুটে চলেছে বীচের দিকে। গতি শুধু প্রপেলারের নয়।

যতটা সম্ভব নিচের দিকে থাকার চেষ্টা করছে রানা। উপরে স্রোত। আবার বালির স্পর্শ পেয়েই আঁকড়ে ধরলো, মিশে থাকলো বালির সঙ্গে।

এবার পাল্টা স্রোত। সরে যাওয়া পানি ফেরত আসছে। রানা ভাসলো। এসে পড়লো অনেকটা, ধসে যাওয়া প্রাচীরের কাছে। অতিক্রম করলো। প্রথম প্রাচীরের চূড়াগুলো ভেঙে গেছে। স্রোতের টানে চলে গেল দ্বিতীয় প্রাচীরে। দ্বিতীয় প্রাচীরের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত। এখনো পানিতে ভাসছে ছোট খাটো প্রবাল পাথর। রানা অতিক্রম করলো দ্বিতীয় প্রাচীর। প্রবেশ করলো এক ধূসর জগতে। আলো জ্বেলেও কিছুই দেখা যায় না। শুধু বালি। চারদিকে বালির কুয়াশা। উপরে ঠেলে তুলছে রানাকে টগবগিয়ে ওঠা পানির চাপ। রানা চায় তলার কাছাকাছি থাকতে। কিন্তু এখন একেবারে নিচে যেতেও ভয় পাচ্ছে। এখনো বিস্ফোরণ ঘটতে পারে গোলাতে। পুরো এলাকাটা অনেক গভীর হয়ে গেছে। রানা উপরে উঠছে। উঠে এলো। দেখলো ঢেউয়ের ঝাপটায় কোস্টারটা সরে এসেছে দ্বিতীয় প্রাচীরের উপর। কয়েকটা আলো জ্বলছে এখনও। কিন্তু কোস্টারটা মনে হচ্ছে নির্জন, একটা মানুষও নেই, পানির ঝাপটায় ঢেউয়ের সাথে ভেসে গেছে।

বিরাট সব ঢেউ-এর চূড়ায় উঠছে রানা, নেমে যাচ্ছে। একবার সামনে যাচ্ছে পনেরো ফিট, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে দশ ফিট। কোস্টার লক্ষ্য করে ডুব দিলো রানা।

নিজের চিন্তায় ডুবে ছিল সোহানা, হঠাৎ খেয়াল করলো বোটটা ছুটে চলেছে পাহাড়ের দিকে। সামনে খাড়া পাহাড়। এখানে সী-বীচ ছিল। পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত পানি উঠে এসেছে ফুলে ফেঁপে। মনে পড়লো, এখানেই দেখেছিল কার্লোসের লাশ, এই পাহাড়ের নিচেই।

হুইল ঘুরাবে কিনা ভাবতে গিয়েই খেয়াল হলো থেমে গেছে লিলিবেট। বালিতে আটকে গেছে তলা। পানি এগিয়ে গেছে সামনে। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে রাখলো, স্রোতের টানে যেন আবার নিচে নেমে যেতে না পারে।

পানি নেমে যাচ্ছে। দ্রুত। পানির টানে কিছুটা নেমে গিয়ে আবার আটকে গেল লিলিবেট, কাত হয়ে পড়লো। সোহানা হুইল আঁকড়ে ধরলো। ভেতর থেকে উঠে এলো পিল পিল করে তিন দম্পতি। মেয়েরা কাঁদছে। শিশুরা চিৎকার করছে। পুরুষ তিনজনও ভীত।

আবার একটা ঢেউ আসছে। কিন্তু জোর নেই। বোটকে আরো কিছুটা সামনে নিলো। আরো কাত করে ফেলে রেখে গেল। পানি ফেরত যাচ্ছে। মুহূর্তে যেন সরে গেল পানি। পরের ঢেউ শুধু স্পর্শ করলো বোট। সী-বীচে এখন পানি নেই। ভেজা বীচে কাত হয়ে পড়ে আছে লিলিবেট।

সোহানা শান্ত করলো মেয়েদের। একটি শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিলো। জড়িয়ে ধরে নিজেই কেঁদে উঠলো ডুকরে।

সমুদ্রে অথই পানি। উত্তাল তরঙ্গ।

কিছু ভাবতে পারছে না সোহানা। শুনছে শুধু পানির ডাক, ঢেউয়ের গর্জন।

বারো

কোস্টারের তলা স্পর্শ করলো রানা। এবং বুঝলো কোস্টার অচল হয়ে গেছে। সমুদ্র তল থেকে ছুটে আসা গোলা শেষ করে দিয়েছে ওকে। আটকে গেছে পাথরে। আস্তে আস্তে তলিয়ে যাবে।

কিন্তু কোস্টার নির্জন নয়। মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। নিশব্দে সাঁতার কেটে চলে গেল রানা পেছনের দিকে। ধরলো নোঙরের ছেঁড়া শিকল। ওটা ধরে কান পেতে অপেক্ষা করলো কয়েক মুহূর্ত। ···এদিকে কারো সাড়া নেই। বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগলো উপরে। গানেলের ধার ধরে উঁকি দিলো। কেউ নেই। ডেকের ওপর কুণ্ডলী পাকানো রশি রয়েছে একগাদা। আর সব সাফ হয়ে গেছে ঢেউয়ে। ডেকে এখনো জমে আছে পানি।

রানা উঠে পড়লো ডেকে। পানিতে গোড়ালী ডুবে যায়। পদক্ষেপে শব্দ হয়। ফ্লিপার খুলে রেখে রানা বাগিয়ে ধরলো সুলারিওর ছোরাটা। এগিয়ে গেল আলোকিত জানালার দিকে। এখনো বিষম ঢেউয়ে দুলছে জাহাজটা। সমুদ্রে শেষ রাতের বাতাস, শীতের কাঁপন লাগছে শরীরে।

আলোকিত জানালাগুলো এক একটি কেবিন। কিন্তু শূন্য। লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। চতুর্থ কেবিনে দেখলো একজন স্কুবা পরা লোক উপুড় হয়ে টেবিলের নিচে উঁকি দিচ্ছে। ভাল করে দেখতেই বুঝলো লোকটা মৃত। কানের পাশ দিয়ে গাল বেয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। মাথায় আঘাত লেগেছে। একটু ঘুরে কেবিনের দরজায় গেল। বন্ধ। হাতল ধরে চাপ দিয়ে খুলে ফেলল। সামান্য ফাঁক করলো দরজাটা। না, শব্দ হবে না। আরো একটু ফাঁক করেই শরীরটাকে গলিয়ে দিলো ভেতরে।

···এখানেও পানি। ভেজা বিছানা। উল্টে পড়ে আছে ট্রে, টি-পট, কাপ, প্লেট। রানা লোকটাকে সোজা করে বসালো।

সোহানা দেখলো বীচ ক্লাবের ডকে দাঁড়িয়ে থাকা বোটগুলো চারদিকে ছিটকে গেছে। কোনটা বীচে উঠে এসেছে, কোনটা দুলছে সাগরে। মনে পড়লো সোলায়মানের গাড়িটা ছিল ডকের উপরেই। কোথায় গেল? হয়তো উল্টে পড়েছে ডকের ওপাশে।

সোনালী চুলের বিদেশী নামলো লাফিয়ে। নিচে দাঁড়ালো। উপরে দাঁড়ালো একজন। এক এক করে নামলো সবাই। উপরের যুবক ধরলো হাত। ঝুলিয়ে দিলো। নিচের জনের কাঁধে পা দিয়ে মেয়ে তিনটি নামলো। সোহানার দিকে হাত বাড়ালো। সোহানাও নামলো।

বীচে পা আটকে যায়। ওরা এগিয়ে গেল ক্লাবের দিকে। চাঁদের আলোয় দেখলো সেই হেলিকপ্টারগুলো আসছে আবার। উপর থেকে নেমে এলো পাহাড়ের ছায়ায়। এগারোটি 'কপ্টারের ভেতর একটা ল্যাণ্ড করলো প্রথমে। মেয়েগুলো চিৎকার করে উঠে দৌড়ালো। ফিরে এলো কাত হয়ে থাকা লিলিবেটের দিকে। সোহানা দেখলো ছায়ার মত মানুষ নামছে কপ্টার থেকে। পরনে খাকি পোশাক।

'হল্ট!' চিৎকার শোনা গেল। পাহাড়ে ইকো হলো আর্মি কমাণ্ড। দাঁড়িয়ে গেল সোহানা।

'ডোন্ট মুভ!' অ্যামপ্লিফায়ারে আবার শোনা গেল কমাণ্ড। 'হ্যাণ্ডস আপ!'

সোহানা মাথার উপর তুললো হাত।

কট্ কটাশ শব্দ হলো অটোমেটিক কারবাইন কক্ করার।

ওরা এগিয়ে আসছে এদিকেই।

'পুলিস স্টেশন...?...পুলিস স্টেশন থ্রী...বুকিত কলিং...বুকিত কলিং...'

দাঁড়িয়ে আছে রানা অন্ধকারে, হাতে রক্তাক্ত ছোরা। দশ হাত দূরে ডেকের ওপর পড়ে আছে লাশটা। দেখে ফেলেছিল রানাকে, তাই মরতে হয়েছে তাকে।

রানার পরনে কালো স্কুবা। পিঠে ট্যাঙ্ক। খুলে নিয়েছে কেবিনের মৃত ডুবুরীর গা থেকে। বের হয়েছিল কেবিন থেকে। নাবিকের পোশাক পরা লোকটা কি যেন জিজ্ঞেস করেছিল রানাকে মালয়ী ভাষায়। উত্তর দিতে পারেনি রানা। কাছে এসে গিয়েছিল লোকটা। রানা শুধু হাত বাড়িয়ে ছোরাটা পেটে ভরে দিয়েছে এক হাতে। অন্য হাতে মেরেছে কারাতে কোপ কণ্ঠনালীর ওপর, যাতে শব্দ করতে না পারে।

'বুকিত কলিং...'

কোস্টারের জীবিত সবাই প্রায় জমা হয়েছে এ রুমটার সামনে। ওয়্যারলেসে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। পাওয়া গেল না।

বুকিত?...রানা দেখলো লোকটাকে। হ্যাঁ, সেই বুকিত নাসেরী। এরই সাথে কথা হয়েছিল ওদের পেনাং শহরে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে বুকিত নাসেরী। ছুঁড়ে ফেলে দিল ওয়্যারলেসের মাউথপীস। চিৎকার করে উঠলো। বেরিয়ে এলো ওয়্যারলেস রুম থেকে। নির্দেশ দিলো মালয়ী ভাষায়। একটু সরে এলো রানা, নিচু হয়ে ডেকে জমা পানিতে ছোরাটা ধুয়ে গুঁজে রাখলো কোমরে। দাঁড়ালো সহজভাবে।

স্কুবা পরা আরো তিনজনকে চোখে পড়লো।

বুকিতের পরনে সাদা আলখেল্লা। ভিজে গায়ের সাথে লেগে আছে। চমশার কাঁচে পানির ছিটে।

একজন নাবিক ক্রু কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে ফায়ার করলো আকাশে। গোলা বেরিয়ে গেল অন্ধকার চিরে। আকাশে গিয়ে ফাটলো।

ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার।

সমুদ্রের উপর কমলা আলোর ছটা। ঢেউ-এর ফেনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কোস্টার আলোকিত হয়ে উঠলো। একটু সরে দাঁড়ালো রানা। তাহাহুড়ো পড়ে গেছে কোস্টারে। সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। এখানে লোকের সংখ্যা হবে আটজনের মত। তিনজনের পরনে স্কুবা। অন্যরা নাবিক বা বুকিতের সহচর। নিচে নেমে গেল চারজন। ওরা তুলে আনছে ব্যাগ। রাখছে ডেকে। সুলারিওর কেভ থেকে আনা অ্যাম্পূলের ব্যাগ।

রানাও হাত লাগালো ওদের সঙ্গে। রানার শরীর-মাথা স্কুবাতে ঢাকা। মুখোশ কপালে তোলা।

এগারোটা হেলিকপ্টারের সাতটা নেমে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে বীচে। চারটে আকাশে এদিক ওদিক করছে। কখনো পাহাড়ের আড়ালে যাচ্ছে, কখনো ছায়ায় লুকিয়ে থাকছে। শোনা যাচ্ছে শব্দ।

ফ্লেয়ারের লাল আলোয় চারটে 'কপ্টার যেন চমকে গেল। সমুদ্র থেকে ছুটে গেল বীচে। নেমে এল নিচে।

'কপ্টার থেকে নেমে এসেছে কমব্যাট পোশাক পরা আর্মি। সার দিয়ে ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক। সতর্ক পদক্ষেপ।

বীচ ক্লাবের লাউঞ্জে সব ট্যুরিস্টের ভিড়। এখানে এনে রাখা হয়েছে সবাইকে। এখানে ওখানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকা ট্যুরিস্টদের একত্রিত করা হয়েছে। সোহানা ও বিদেশী তিন দম্পতীকে তিনজন জোয়ান নিয়ে এলো অস্ত্র ধরে রেখে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এরা রেগুলার আর্মির লোক। বীচ ক্লাবের দরজায় এসে বুক কেঁপে গেল সোহানার। এখানে শরীর তল্লাশি হচ্ছে। সোহানার কোমরে রয়েছে পয়েন্ট টু-ফাইভ অ্যাস্ট্রা।

ওটাতে হাত পড়তেই তল্লাশকারী ছিটকে তিন হাত পেছনে সরে গেল। চিৎকার করে বললো, 'হ্যাণ্ডস্ আপ!' যেন সে সাপ দেখছে। চোখে মুখে ত্রাস। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্রধারীরাও মুহূর্তে কক করলো গান—মেঝেতে বুটের আঘাত করে পজিশন নিলো সোহানাকে ঘিরে। সোহানা দেখলো তাকে ঘিরে ফেলেছে পাঁচ ছয়জন আর্মি। অন্যান্য ট্যুরিস্টরা আর্তনাদ করে সরে গেল।

মাথার উপর সটান হাত তুলে দাঁড়ালো সোহানা।

বেঁটে মত একজন জোয়ান এগিয়ে এলো। কোমরে হাত দিয়ে বের করলো অ্যাস্ট্রা। ছুঁড়ে দিলো আর একজনের হাতে।

লোকটা তাকালো সোহানার চোখে। মৃদু হাসলো। ফ্লেয়ারের কমলা আলো এসে মুখের একপাশে পড়েছে লোকটার।

'এনিথিং মোর?' লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নাড়লো সোহানা। না।

হাত দিলো সোহানার কোমরে, পিঠে; বুকে। হাত বুলিয়ে নিলো টাইট জিনসের উপর নিতম্বে, দুই উরুর ফাঁকে, পায়ের গোড়ালিতে। এবার হাত ধরে টেনে প্রায় ছুঁড়ে দিলো ওকে—অন্য দিকে। আর একজন ধরলো, টেনে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে চলতে বললো।

একটা ছোট ঘরে নিয়ে আসা হলো সোহানাকে।

এখানে বসে আছে কয়েকজন অফিসার। জোয়ানটা স্যালুট দিয়ে মালয়ী ভাষায় কি যেন বললো। ওরা সবাই দেখছে সোহানাকে। কথা শেষ হলে যেতে বললো জোয়ানটাকে। স্যালুট করে বেরিয়ে গেল সে।

একজন বয়স্ক অফিসার আপাদমস্তক দেখলো সোহানার। ইশারা করলো অল্প বয়সী অফিসারকে। এগিয়ে এলো অল্প বয়সী মেজর। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি ট্যুরিস্ট?'

'হ্যাঁ।' সোহানা পরের প্রশ্নের উত্তরও দিয়ে দিলো, 'বাংলাদেশ থেকে এসেছি।'

'একা?'

'না।' একটু থমকে থাকলো সোহানা, 'হানিমুনে এসেছিলাম। আমার স্বামী সমুদ্রে গিয়েছিলো বিস্ফোরণের সময়।'

'বিস্ফোরণ, আপনাকে কে বললো?' অফিসারের প্রশ্ন। 'ওটা জলোচ্ছ্বাস!'

একটু সময় নিলো সোহানা। বললো, 'আমি জানি জলোচ্ছ্বাস কাকে বলে। এটা জলোচ্ছ্বাস নয়।'

'হানিমুনে পিস্তল ক্যারি করছেন কেন?'

'পেনাং দ্বীপ নিরাপদ জায়গা নয়।' সোহানা বললো, 'পিস্তলটা বেআইনীও নয়। এয়ারপোর্টে ডিক্লেয়ার করা আছে।'

'আপনি বুকিত নাসেরীর নাম শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

সবাই সটান দাঁড়িয়ে গেল। দেখছে সোহানাকে। ঘরে স্তব্ধতা নেমে এলো হঠাৎ।

'কি ভাবে দেখেছেন?' মেজর জিজ্ঞেস করলো, 'কেন দেখেছেন?'

এবার সোজা ভাবে তাকালো সোহানা ওদের দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কোন পক্ষের?'

হেলিকপ্টার আবার উঠেছে আকাশে। এক এক করে এগারোটাই। রানা দেখলো।

কোস্টারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বোট। লাল রঙ। তাতে লেখা 'পুলিস'। তিনজন লোক দাঁড়ানো। একজন বয়স্ক। তার মাথায় অফিসারী টুপি।

তিনজনেরই পরনে পুলিসের ইউনিফরম। বয়স্কজনের কোমরে পিস্তল। অন্য দুজনের হাতে অটোমেটিক। এরা অপেক্ষাকৃত নিচু পদের অফিসার।

বয়স্ক অফিসার কোস্টারে উঠলো না। কোস্টার থেকে অ্যাম্পুলের ব্যাগগুলো নামানো হচ্ছে বোটে। রানা সরে গেল। অন্ধকার কেবিনের পাশে দাঁড়াতেই অনুভব করলো কাঁধে কার যেন স্পর্শ। মালয়ী ভাষায় ফিসফিস কথা। রানা ফিরে তাকিয়ে দেখলো বুকিতের দলের একজন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মানে বুঝলো না। কথাও বুঝলো না। রানা সরে যেতে গেল। লোকটা রানার পেছন পেছন এলো। লোকটার হাতে স্পিয়ারগান। আবার কাছে এলো লোকটা। রানা এবার হাতে নিয়েছে ছোরাটা।

লোকটা আবার কিছু বলতেই রানা আঘাত করলো পেটে। বাঁ হাতে মারলো হাঁ করা মুখে। টান মেরে ছোরাটা বের করেই দৌড়ে চলে গেল পেছনে। লোকটার স্পিয়ারটা নিলো সাথে।

লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো পা ফেলে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। কয়েক পা এগিয়েই হুড়মুড় করে পড়লো ডেকের উপর। রানা পেছন থেকে নেমে পড়লো পানিতে। কোস্টারের পেছন দিকটা এখন পানিতেই ডুবে যাচ্ছে। ছোরাটা কোমরে গুঁজে বাগিয়ে ধরলো রানা স্পিয়ারগান।

উপরে ছুটাছুটি হলো। রানা ডুব দিয়ে চলে এলো পাশের বোটের আড়ালে। আস্তে করে মাথা জাগালো।

বুকিতের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে কপ্টারের শব্দ ছাপিয়ে। বুকিত অর্ডার দিচ্ছে ফলো অনের। পুলিস অফিসার বলছে, 'একজন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে ওই বোটে!'

কাছে এসে গেছে হেলিকপ্টার। দ্বিতীয় বোটের ঝুলন্ত নোঙ্গর ধরে উঠে পড়লো রানা। নোঙ্গরের ওপর চড়ে বসলো।

'লাইন করে দাঁড়াও সবাই,' বুকিতের কণ্ঠ। 'এক এক করে বোটে উঠবে, আমি নিজে পরীক্ষা করবো প্রত্যেককে। তোমরা···এই যে, সাব ইন্সপেক্টার···তোমরাও দাঁড়াও লাইনে।

এর পরেই রানা শুনলো গুলির আওয়াজ—অটোমেটিকের পুরো চেম্বার খালি হলো কয়েক সেকেণ্ডে। এই বোট থেকে গুলি করেছে কেউ। রানা উঁকি দিয়ে দেখলো বুকিতের হাতে ধরা অটোমেটিকের মুখে ধোঁয়া।

সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো পড়ে গেল কোস্টারের ডেকে—যেন কাটা কলাগাছ। সব কজনকে মেরে ফেললো বুকিত। পুলিস-বোটের স্টিয়ারিং ধরেছে অফিসারটি। মাথার উপরে কপ্টারের অবস্থান দেখে নিয়ে চালু করলো বোট।

কারবাইনটা রেখে অফিসারের পাশে এসে দাঁড়ালো বুকিত। রানার দিকে পেছন ফিরে আছে দু'জনই।

গানেল টপকে ছাব্বিশ ফুট বোটের পেছনের ডেকে শুয়ে পড়লো রানা। অতি সাবধানে ক্রল করে এগোচ্ছে সামনে। হাতে স্পিয়ারগান।

'কপ্টার পেছনে পড়ে গেল। বোট পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশের রঙ ফর্সা হয়ে আসছে। বালিক দ্বীপের পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে চাঁদ। তারাগুলো ফিকে হয়ে এসেছে। সকাল হচ্ছে। পিছন ফিরলেই ওরা এখন দেখতে পাবে রানাকে।

হঠাৎ দেখলো রানা, সব ক'টা 'কপ্টার ছুটে আসছে এই দিকেই। বেশ নিচু হয়ে দৈত্যের মত হাঁ-হাঁ করে আসছে। বোটের গতি বেড়ে গেল। ডেক খামচে ধরে শুয়ে থেকেও রানার মনে হলো যেন ছেঁচড়ে পিছিয়ে যাচ্ছে।

দুটো 'কপ্টার চলে এলো বোটের দুপাশে। পেছনে আর একটা। আরো নিচে নামলো 'কপ্টার। গতি আরও বাড়লো বোটের। 'কপ্টারের জানালা থেকে বের হয়ে আছে নল—মেশিনগানের।

ঘোষণা হলো লাউড স্পীকারেঃ 'স্টপ, অর উই উইল ফায়ার!'

ঘুরে গেল বোট।

উপরে উঠে গেল 'কপ্টার। আবার পিছু নিলো বোটের।

দু'পশলা বৃষ্টির মত ফায়ার হলো হেলিকপ্টার থেকে। গুলি ছিটকে গেল ধারে লেগে। আবার জিগ-জাগ টার্ন নিয়েছে বোট।

এবার শেষ ঘোষণা হলো। মাথার ওপর চলে এসেছে পেছনের হেলিকপ্টারটা।

রানা জানে এবার গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে বোট।

'বুম্‌ম্‌!'

কামানের আওয়াজ! রানা দেখলো, কেঁপে উঠলো উপরের হেলিকপ্টারটা, পরমুহূর্তে কাত হয়ে গাঙচিলের মত ডাইভ দিয়ে পড়লো পানিতে।

সাথে সাথেই ছিটকে যে যতটা পারে দূরে সরে গেল সব ক'টা হেলিপ্টার।

হা হা করে হেসে উঠলো পুলিস অফিসার। হাসিতে যোগ দিল বুকিত।

উঠে দাঁড়ালো রানা স্পিয়ারগান হাতে। অফিসারের কোমরে পিস্তল, কাজেই প্রথম টার্গেট হিসেবে বেছে নিল তাকেই।

স্পিয়ারগানের ট্রিগারে চাপ দিতেই বিঙ্‌ঙ্‌ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল চকচকে তীর। সোজা গিয়ে বিঁধলো অফিসারের পিঠে। একেবারে হৃৎপিণ্ড বরাবর। হুইলের উপর আছড়ে পড়লো অফিসার। চমকে উঠলো বুকিত। পিছন ফিরছে। কিন্তু তার আগেই রানা বের করে ফেলল কোমর থেকে সুলারিওর মাংস কাটা ছোরাটা, প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল সামনে। মুখোশ খুলে ফেলেছে সে আগেই। রানাকে চিনতে পেরে এক মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল বুকিত। ছোরা হাতে এগিয়ে আসছে যেন যমদূত! দিশে হারিয়ে ফেললো সে। অফিসারের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই বুঝতে পারলো দেরি হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে একলাফে ককপিট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কপাটের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা অটোমেটিক কারবাইনটা তুলে নিতে গেল। হাত

বাড়িয়েই মনে পড়লো, গুলি নেই ওতে, গুলি ভরার সময়ও নেই—কাজেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলো আবার। লাফ দিয়ে জানালা টপকাতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়লো ডেকের উপর। আছড়ে পাছড়ে উঠে ছুটলো স্টারবোর্ড গানেলের দিকে। কিন্তু দ্বিতীয় লাফের আর সুযোগ দিল না রানা। গানেল ডিঙিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেয়ার আগেই আলখেল্লাটা ধরলো চেপে। একটানে ফিরিয়ে আনলো ওকে বোটের ডেকে। পরমুহূর্তে চমকে উঠলো ছোরা খেয়ে। কখন যে আলখেল্লার ভেতর থেকে কিরিচ বের করে ফেলেছে বুকিত, খেয়ালই করেনি রানা। বাম বাহুটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে তীক্ষ্ণধার কিরিচ।

রক্ত চড়ে গেল রানার মাথায়। হ্যাঁচকা টানে দড়াম করে আছড়ে ফেলল ওকে বালক্‌হেডের গায়ে। এরই ফাঁকে দ্বিতীয়বার ছুরি চালিয়ে দিল বুকিত—ঘ্যাঁচ করে বিঁধলো ওটা রানার কাঁধের মাংসে।

মারলো রানাও। একেবারে বুক বরাবর। আট ইঞ্চি ঢুকেই থেমে গেল ছুরিটা—বাধা পেয়েছে হয় মেরুদণ্ডে, নয়তো বাল্‌কহেডের কাঠের দেয়ালে। ছুরি গাঁথা অবস্থায় ছেড়ে দিল ওকে রানা। মরার আগে ঝাড়া তিনটে মিনিট জবাই করা মুরগীর মত ডেকময় দাপাদাপি করে রক্তাক্ত করে ফেললো বুকিত পুরো ডেকটা।

পাগলের মত ছুটছে বোট। প্রত্যেকটা কপ্টার থেকে সবাই দেখেছে সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষটা। কেন কি ঘটলো পরিষ্কার হলো না ওদের কাছে। রানাকে কক্‌পিটে ঢুকতে দেখলো। যখন দেখলো গতি কমে গেল বোটের, বড় একটা চক্কোর দিয়ে নাক ঘুরে গেল বাটু ফারেঙ্গী সৈকতের দিকে, তখন ওরাও ফিরে চললো পিছু পিছু।

পুব আকাশে তখন সকালের আলো।

তেরো

রানা-সোহানার স্টেটমেন্ট, আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ইন্টারোগেশন, রানার জখমের চিকিৎসা, ওদের ভরপেট খাওয়া ইত্যাদি শেষ হতে হতে বেলা দেড়টা বেজে গেল। হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এলো ওরা বীচ ক্লাব থেকে।

ফ্ল্যাশের আলো জ্বলতেই চোখ তুলে তাকালো রানা-সোহানা।

সামনে দাঁড়িয়ে ছোট খাটো মানুষটাঃ আনন্দ।

'এ ছবির ক্যাপশন কি হবে?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'এটা কোন পত্রিকার জন্যে নয়,' হাসিমুখে বললো আনন্দ। 'এটা থাকবে আমার ব্যক্তিগত অ্যালবামে। ক্যাপশান? ক্যাপশান দেয়া যেতে পারেঃ 'এ ডেঞ্জারাস কাপ্‌ল।'

মৃদু হাসলো রানা। বললো, 'সেই সাথে যোগ করবেন না—ইন এ ডেঞ্জারাস কানট্রি?'

গম্ভীর হলো আনন্দ। বললো, 'নো মোর ডেঞ্জারাস। আপনারা রাহুমুক্ত করে দিয়ে গেলেন আমাদের। আপনাদেরকে সরকারী ভাবে ধন্যবাদ জানাবার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কুয়ালালামপুরে।'

'ওরেব্বাপ!' চমকে উঠলো সোহানা। 'তাহলে কান ছিঁড়ে দেবে আমাদের বুড়ো বস্! উই আর নট ইয়েট ম্যারেড! আমরা ওসবের মধ্যে নেই, বাবা—পেনাং থেকে সোজা ফিরবো বাংলাদেশে।'

'পুলিস ক্যু-র কি অবস্থা?' রানা প্রসঙ্গ বদলালো।

'সব ঠাণ্ডা। আর্মির কন্ট্রোলে রয়েছে এখন সমস্ত পুলিশ স্টেশন।'

'ভেরি গুড!' সামনে পা বাড়ালো রানা।

'কোন্‌দিকে যাচ্ছেন?' জানতে চাইলো আনন্দ। 'একটা লিফ্‌ট দিতে পারি?'

'বালিক দ্বীপে ফিরছি। আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো আবার?'

'মোটেও না। আসুন, এইদিকে গাড়ি।'

সুলারিওর বাড়ির সামনে দাঁড় করালো আনন্দ তার ফিয়াট সিক্স হানড্রেড। এখানে যেন কিছুই ঘটেনি। তেমনি আছে লাইট হাউস। সমুদ্রের শব্দ, পাতার মর্মর, বাতাস। ছোট গেটটা খুলে ওরা এসে দাঁড়ালো ভেতরে। শোনা গেল শার্কের ডাক।

থমকে দাঁড়ালো ওরা।

রানা দরজা খুলে দিতেই শার্ক দৌড়ে চলে গেল বাইরে। আবার দৌড়ে এলো। খুঁজছে সুলারিওকে। আবার দৌড়ে চলে গেল।

ওরা তিনজনই থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে শার্ককে।

শার্ক জানে না, কোনদিন আর ফিরবে না সুলারিও।

ভেতরে এলো। এখানে এসেছে ওরা মালপত্রগুলো তুলে নিতে।

ঘরে উঠতে গিয়ে আনন্দ থমকে গেল। বললো, 'আমি এখানেই দাঁড়াই।'

বাইরেই দাঁড়ালো আনন্দ। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রানা। বুঝলো সুলারিওর ঘরে অনধিকার প্রবেশ করতে ইতস্তত করছে আনন্দ। একটু থেমে বললো, 'আসুন ভেতরে। সুলারিও থাকলে খুশিই হতো যে আপনি বুকিতের বিরুদ্ধে আর্মি মোবিলাইজ করিয়েছেন।'

ভেতরে গেল সবাই।

কিচেনটা যে-ভাবে রেখে গিয়েছিল সেই ভাবেই আছে। সুলারিওর কাগজপত্র, যন্ত্রপাতি, বইপত্র সব তেমনিই আছে। পাশের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুলারিওর বিছানা।

গতরাতে সুলারিও শুতে পারেনি। আর কোনদিন শোবে না।

শোয়া হয়নি রানাদেরও বিছানাটায়। ওরাও শোবে না এখানে আর।

দুজন বাথরুমে পরিষ্কার হয়ে পোশাক বদলে নিলো। সোহানা চুপচাপ গুছিয়ে

নিচ্ছে স্যুটকেস দুটো। রানা দেখলো পাশের সেই বন্ধ বসার ঘরের ভেতরটা।

পেছনে এসে দাঁড়ালো সোহানা।

'গভর্নমেন্টকে জানিয়ে যাবে স্প্যানিশ রত্নভাণ্ডারের কথা?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'না,' রানা বললো, 'আদম সুলারিও সরকারকে বিশ্বাস করতো না। তাছাড়া পার্মার ডাচেস পঞ্চম ফিলিফের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল কি হয়নি, তাতে মালয়েশিয়ার কিছু এসে যাবে না। যে পাগলের এসে যেত, সে নেই। থাক ওগুলো ওখানেই।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা।

'মালয়েশিয়ার জন্যে প্রয়োজন আদম সুলারিওর একক যুদ্ধের ইতিহাস জানা,' রানা বললো, 'কিন্তু সব চাপা পড়ে যাবে পুলিস ক্যু এবং আর্মি অ্যাকশনের নিচে।'

ওরা বের হয়ে এলো কিচেনে। আনন্দ অপেক্ষা করছে। চা তৈরি করলো সোহানা। চা খেয়ে বিদায় নেবে ওরা।

বাইরের দরজায় ধুপ করে শব্দ হলো। আনন্দ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই দেখলো, চোখে পানি এসে গেছে সোহানার। অস্ফুট কণ্ঠে বললো, 'লাঞ্চ এসে গেছে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আজ আদম সুলারিওর জন্যে দিয়ে গেছে ওরা দুটো রূপ চান্দা।

দ্বীপের লোকেরা এখনো জানে না রাগী, দুঃখী, একাকী মানুষটা আর নেই।

সোহানা তুললো না মাছ। এখানেই থাক। কাল বা পরশু বা তার পরের দিন যখন দ্বীপের মানুষ দেখবে মাছগুলো পড়ে থাকছে, তখন খোঁজ নেবে।

মাল পত্র গাড়িতে তোলা হলো।

শার্কের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো ওরা গাড়িতে।

— ০ —